ওয়ান, টু, বাকল মাই শু
অ্যান্ড
আদার স্টোরিজ

BanglaBook.org

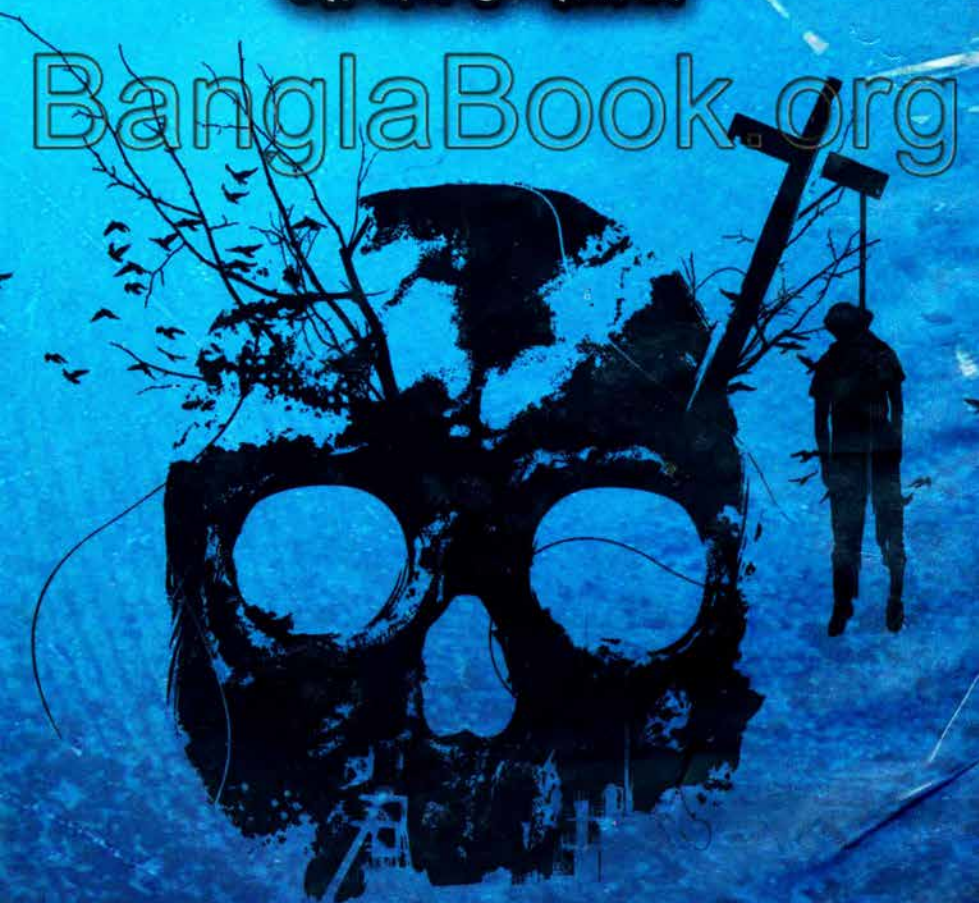

আগাথা ক্রিস্টি

ADEE

ওয়ান, টু, বাকল মাই শু

মূল : আগাথা ক্রিস্টি

রূপান্তর ইমতিয়াজ আজাদ

নিজের চেম্বারে কর্মরত অবস্থায় খুন হলেন দন্তচিকিৎসক হেনরি মোর্লি। তদন্তে নামলেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের চিফ ইন্সপেক্টর জ্যাপ আর বিখ্যাত গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারো। তদন্তে নেমে রহস্যের সাগরে হাবুডুবু খেতে লাগলেন তারা। প্রত্যেকটা সূত্র গিয়ে শেষ হতে লাগল কানা গলিতে। তবে কি অমীমাংসিতই থেকে যাবে মিঃ মোর্লি হত্যা রহস্য? পাঠক, স্বয়ং এরকুল পোয়ারো যেখানে তদন্ত করছেন, সেখানে আপনারা হতাশ হচ্ছেন কেন?

www.BanglaBook.org

গোয়েন্দা গল্পে আগাথা ক্রিস্টির প্রতিভা অতুলনীয়। বিশ্বব্যাপী তাঁর জনপ্রিয়তা বিস্ময়কর, গল্পে তাঁর চরিত্রগুলো আকর্ষণীয়, পরিকল্পনাগুলো যেমন মনোমুগ্ধকর, তেমনি অসাধারণ।

মানব হৃদয় অথবা তাকে স্তব্ধ করে দেয়া রহস্যময় আবেগকে আগাথা ক্রিস্টির চেয়ে ভাল করে কেউ উপলব্ধি করতে পারেননি।

১৮৯০ সালে ইংল্যান্ডে ক্রিস্টি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২০ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস দ্য মিস্টেরিয়াস অ্যাফেয়ার অ্যাট স্টাইলস প্রকাশিত হয়। এরপর অ্যান্ড দেন দেয়ার ওয়্যার নান, মার্ডার অ্যাট দ্য ভাইকারেজ, এন্ডলেস নাইট, দ্য মার্ডার অফ রজার অ্যাকরয়েড, টুওয়ার্ডস জিরো বইগুলো দিয়ে তিনি সাহিত্যের ইতিহাসে নিজের আসন পাকাপোক্ত করে নেন।

১৯৭৬ সালে মারা যান ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ খেতাবপ্রাপ্ত এই লেখিকা।

www.BanglaBook.org

অন্যান্য গল্পঃ

১. দ্য লিস্টারডেল মিস্ট্রি
রূপান্তর : সুমিত শুভ্র

২. দ্য ম্যানহুড অফ এডওয়ার্ড রবিনসন
রূপান্তর : সেঁজুতি রোশনাই

৩. জেন ইন সার্চ অফ আ জব
রূপান্তর : ফারজানা রাইসা

৪. ফ্রুটফুল সানডে
রূপান্তর : ডা. মোঃ রিদওয়ান ইসলাম

৫. রাজার এমারেল্ড
রূপান্তর : আবু ইউসুফ মু. সুফিয়ান

৬. ম্যাগনোলিয়া ব্লসম
রূপান্তর : সালেহ আহমেদ মুবিন

ওয়ান, টু, বাকল মাই শু

অ্যান্ড দ্য

আদার স্টোরিজ

আগাথা ক্রিস্টি

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ADEE

প্রকাশক
নাফিসা বেগম
আদী প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, ২য় তলা, ঢাকা- ১১০০
ফোন 01626282827
প্রকাশকাল জানুয়ারী ২০১৮
© আদী প্রকাশন
প্রচ্ছদ আদনান আহমেদ রিজন
অনলাইন পরিবেশক www.rokomari.com/adee
মূল্য ৩৩০ টাকা

One, Two, Buckle My Shoe and the other stories by Agatha Christie

Published by Adee Prokashon

Islamia Tower , Dhaka-1100

Printed by : Adee Printers

Price : 330 Tk. U.S. :10 $ only

ISBN 978 984 92440 4 2

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ভূমিকা

রহস্যের সম্রাজ্ঞী আগাথা ক্রিস্টি। তার লেখা নিয়ে নতুন করে বলার আর কিছু নেই। তার লেখা পড়লে শুধু একটা কথাই মনে হবে, 'মার্ডার ইজ ইজি।'

তার সৃষ্ট গোয়েন্দা চরিত্র এরকুল পোয়ারো জাতিতে বেলজিয়ান। ডিমের মতো মাথা আর দেখার মতো গোঁফবিশিষ্ট এই গোয়েন্দাকে নিয়ে ক্রিস্টি লিখেছেন চল্লিশের অধিক রহস্যপোন্যাস আর পঞ্চাশের অধিক ছোটগল্প। পোয়ারো আমার খুব প্রিয় একজন চরিত্র। তার রহস্য সমাধানের কৌশল এবং বইয়ের শেষে তিনি যেভাবে যুক্তির পরে যুক্তি সাজিয়ে রহস্য উন্মোচন করেন তাতে আমি তার মিল পাই আমার আরেক প্রিয় চরিত্র মিসির আলির সাথে।

ওয়ান, টু, বাকল মাই শ্যু'তে এরকুল পোয়ারো একজন দন্ত-চিকিৎসকের খুনের কিনারা করার চেষ্টা করেছেন। বইটা শেষ করার পরে খুনি কে জানতে পেরে বিস্ময়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম। আমার ধারণা, পাঠকরাও আমার মতোই বিস্ময় বোধ করবেন।

আগাথা ক্রিস্টি পুরানো দিনের মানুষ। বইয়ে কঠিন কঠিন শব্দ ব্যবহার করতেন। পড়তে কঠিন, অনুবাদ করা আরও কঠিন। বইয়ের হুবুহু অনুবাদ করতে গেলে পড়ার মজাটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে পাঠকের। সে জন্য যতটা সম্ভব প্রাঞ্জল করার চেষ্টা করেছি। সেই সাথে চেষ্টা করেছি নিখুঁত করার। জানি না কতটা পেরেছি। তবে চেষ্টায় ত্রুটি ছিল না, পাঠকদের এটুকু বলতে পারি।

সবাইকে শুভেচ্ছা।

ইমতিয়াজ আজাদ
জুলাই, ২০১৭
ঢাকা

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আদী থেকে প্রকাশিত আগাথা ক্রিস্টির অন্যান্য বই–

টুওয়ার্ডস জিরো অ্যান্ড উইটনেস ফর প্রসিকিউশন অ্যান্ড আদার স্টোরিজ

অ্যান্ড দেন দেয়ার ওয়্যার নান এবং মিস্টেরিয়াস অ্যাফেয়ার্স অ্যাট স্টাইলস

সূচি

ওয়ান, টু, বাকল মাই শ্যু/৭

দ্য লিস্টারডেল মিস্ট্রি/১৭১

দ্য ম্যানহুড অফ এডওয়ার্ড রবিনসন/১৮৭

জেন ইন সার্চ অফ আ জব/২০৩

ফ্রুটফুল সানডে/২২৯

রাজার এমারেল্ড/২৩৯

ম্যাগনোলিয়া ব্লসম/২৫৩

ওয়ান, টু, বাকল মাই শ্যু

রূপান্তর – ইমতিয়াজ আজাদ

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

অধ্যায় এক ওয়ান, টু, বাকল মাই শু

ক

প্রচণ্ড মেজাজ খারাপ নিয়ে মি. হেনরি মোর্লি সকালের নাস্তা করতে বসলেন।

নাস্তা করতে বসে সেই মেজাজ হলো তুঙ্গস্পর্শী। বেকন মুখে দেওয়া যাচ্ছে না; কফি তো কফি নয়, যেন পানিতে গোলান কাদা। আর সিরিয়ালের বাটি দেখে ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে হলো তার।

মি. মোর্লি ছোটখাটো একজন মানুষ, চৌকো চোয়াল আর বাঁকান থুতনি দেখলে কুটিল-প্রকৃতির মানুষ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু একজন নামকরা দাঁতের ডাক্তার তিনি, ভালো পসার আছে। তিনি আর তার বড় বোন একসঙ্গে থাকেন। মি. মোর্লি যেমন ছোটখাটো, অপরদিকে তার বোন বিশালদেহী। দেখলেই মনে হয় এই মহিলা যে কারও ঘাড় মটকে দেয়ার ক্ষমতা রাখেন।

ভাইয়ের ভাব-সাব খেয়াল করছিলেন মিস জর্জিনা মোর্লি। তিনি মি. মোর্লিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর মেজাজ খারাপ কেন, হেনরি? গোসলের পানি কি ঠান্ডা হয়ে গেছে আবার?'

'না।' মেঘস্বরে জবাব দিলেন মি. মোর্লি।

খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে মি. মোর্লির মেজাজ আরও খারাপ হলো। তিনি বললেন, 'একটা কাজ ঠিকমতো করার ক্ষমতা যদি সরকারের থাকে! শীর্ষ পর্যায়ে অযোগ্য সব লোক বসে আছে। দেশটা যাচ্ছে কোথায়?'

মিস মোর্লি একটা শ্বাস ফেললেন। হেনরির মেজাজ খুব বেশি খারাপ বলে মনে হচ্ছে। ওর সাথে সাবধানে কথা বলতে হবে এখন।

মিস মোর্লি বললেন, 'ঠিকই বলেছিস। সরকার দেশটা কীভাবে চালাচ্ছে, তা একেবারেই বুঝতে পারছি না। গত কিছুদিনের মধ্যে যে ক'টা সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছে, বুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছে সবগুলোই।'

দুই ভাইবোন মিলে বেশ কিছুক্ষণ সরকারের সমালোচনা করলেন। দ্বিতীয় কাপ কফি পান করার পরে মি. মোর্লির মেজাজ খারাপের কারণ জানা গেল।

'এখনকার মেয়েগুলো একেবারে যাচ্ছেতাই। একেবারে ফালতু। কোন দায়িত্ববোধ নেই, পেশাদারিত্ব নেই। কাজের প্রতি কোন আগ্রহ নেই। কিচ্ছু নেই।'

'গ্ল্যাডিস?' প্রশ্নবোধকসুরে জানতে চাইলেন মিস মোর্লি।

'আর কে? কিছুক্ষণ আগে বার্তা পেলাম ওর খালা নাকি স্ট্রোক করেছে। সেই খবর পেয়ে আজ সকালে সমারসেটে গেছে ও। যত্তসব।' গজগজ করতে করতে বললেন মি. মোর্লি।

BanglaBook.org

'দুঃখজনক,' জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে বললেন জর্জিনা। 'কিন্তু আসলে কিছু করার নেই। মানুষের তো সমস্যা হতেই পারে। আর দোষটা তো গ্ল্যাডিসেরও নয়। তাই না?'

'আমি কীভাবে নিশ্চিত হবো যে গ্ল্যাডিসের খালা আসলেই অসুস্থ? আমি কীভাবে নিশ্চিত হবো যে গ্ল্যাডিস তার প্রেমিকের সাথে অভিসারে যাচ্ছে না? হয়তো আজকের দিনটা একসাথে কাটানোর জন্যই ওরা দুজন পরিকল্পনা করে আমাকে বার্তা পাঠিয়েছে। ওর প্রেমিকটাকে তো আমি চিনি। ফালতু ছেলে, একেবারে ফালতু।' তিক্ত গলায় বললেন মি. মোর্লি।

'কিন্তু গ্ল্যাডিস কি সেরকম মেয়ে, হেনরি? তুই নিজেই তো আমাকে কতবার বলেছিস যে ওকে সেক্রেটারি হিসেবে পেয়ে তুই অনেক খুশি। আর তাছাড়া তরুণী মেয়ে, প্রেম তো করতেই পারে।'

'হ্যাঁ, বলেছিলাম। মনে আছে আমার। কিন্তু আমি খেয়াল করেছি, যেদিন থেকে গ্ল্যাডিসের সাথে ওই ছোঁড়ার সম্পর্ক হয়েছে, সেদিন থেকে কাজে মন নেই ওর। আমি নিশ্চয় প্রেম করার জন্য ওকে বেতন দিচ্ছি না? আর আজ তো খালার অসুস্থতার খবর পেয়ে চলেই গেল। অথচ কাজের যে কত চাপ! একগাদা রোগী আসার কথা আজ।'

'তোর উপর দিয়ে খুব ধকল যাবে, বুঝতে পারছি। কিন্তু সামলে তো নিতে হবেই। ভালো কথা, নতুন ছেলেটা, আলফ্রেডের কী খবর? সামলাতে পারবে না ও?' জিজ্ঞেস করলেন জর্জিনা।

'আরে ধুর ধুর। অকর্মার ঢেঁকি। একটা নাম যদি ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারে! দেখি আর কিছুদিন। তারপরেও উন্নতি না হলে ছাড়িয়ে দেব। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার যে কী দুর্দশা! ছাত্ররা কিছু শিখছে বলে তো মনে হয় না। কিছু বললে বুঝতে পর্যন্ত পারে না, মনে রাখা তো অনেক পরের ব্যাপার।' মুখ অন্ধকার করে বললেন মি. মোর্লি।

হাতঘড়ি দেখলেন তিনি। 'এখন উঠতে হচ্ছে। সেইন্সবারী সিল নামের এক মহিলার আসার কথা। দাঁতে নাকি প্রচণ্ড ব্যথা তার। এত করে বললাম যে আপনি রাইলির কাছে যান। রাইলি ভালো ডাক্তার, নিজের কাজে খুবই দক্ষ। কিন্তু কে শোনে কার কথা!'

'রাইলি ভালো ডাক্তার। তবে আমার ধারণা,' বলে একটা দম নিলেন জর্জিনা। 'ওর হাত কাঁপে।' বলেই ফিক করে হেসে ফেললেন তিনি।

হেসে ফেললেন মি. মোর্লিও। বললেন, 'যাচ্ছি তাহলে এখন। দেড়টার সময় দুপুরের খাবার খেতে আসব। আমার স্যান্ডউইচ বানিয়ে রাখতে ভুলো না কিন্তু।'

বেরিয়ে গেলেন মি. হেনরি মোর্লি।

ভাইয়ের মেজাজ ঠান্ডা হয়েছে দেখে পরম শান্তি অনুভব করলেন জর্জিনা।

BanglaBook.org

খ

স্যাভয় হোটেলের এক কক্ষে বসে আয়নার সামনে নিজের দাঁত খিলাল করছিলেন মি. অ্যাম্বেরিওটিস।

মি. অ্যাম্বেরিওটিসের মানুষ পটাবার ক্ষমতা ঈর্ষণীয়। কিছুদিন আগে ভ্রমণকালে একজন মহিলার কাছ থেকে এমন একটা তথ্য জানতে পেরেছেন, যা দিয়ে ভবিষ্যতে প্রচুর টাকা কামাতে পারবেন বলে তার আশা। সে হিসেবে ভাগ্যটা বেশ সুপ্রসন্ন তার। টাকা হলে কী করবেন সেটাও পরিকল্পনা করে ফেলেছেন। দিমিত্রি ওর রেস্টুরেন্টটা টাকার অভাবে পুরোদমে চালু করতে পারছে না। টাকাটা হলে কাজে লাগবে ওর। তবে দয়ার শরীর তার। একবারের বদলে দফায় দফায় টাকা চাইবেন তিনি। সোনার ডিম পাড়া হাঁসটাকে একবারেই মেরে ফেলাটা বোকার মতো কাজ হবে। হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই জিভ কাটলেন। আজ দুপুর বারোটায় একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে তার। নোটবুকটা খুললেন। সেখানে লেখা-আটান্ন, কুইন শার্লট স্ট্রীট। দুপুর বারোটা।

গ

নাস্তার পরে গ্লেনগোরী কোর্ট হোটেলের লাউঞ্জে বসে কথা বলছিলেন মিস সেইন্সবারী সিল এবং মিসেস বলিথো।

এক সপ্তাহ আগে এই হোটেলে এসেছেন মিস সেইন্সবারী সিল। আসার পরদিন থেকেই মিসেস বলিথোর সঙ্গে খাতির হয়ে গেছে তার।

মিসেস বলিথো লম্বা, চওড়া একজন মহিলা। কম কথার ফিটফাট মানুষ তিনি। অপরদিকে মিস সেইন্সবারী সিল বেখেয়ালি মানুষ। ধোয়ার পরেও চুলের বেশ কয়েক জায়গায় জট লেগে আছে। চশমা এত ঢিলা যে বারবার নাকের উপর থেকে পড়ে যায়। বাচাল স্বভাবের মহিলা।

'আমার দাঁতে আর কোন ব্যথা টের পাচ্ছি না। সেরে গেছে মনে হয়।' মিসেস বলিথোকে বললেন মিস সিল।

'বলেন কী! গতকাল রাতেও নাকি আপনি দাঁতের ব্যথায় ঘুমাতে পারেননি। আর আজ সকালেই ব্যথা সেরে গেল? অবহেলা করাটা ঠিক হবে না, ডাক্তারের কাছে যান দয়া করে।' বললেন মিসেস বলিথো।

'হ্যাঁ, প্রচণ্ড ব্যথা ছিল ঠিকই, কিন্তু এখন একেবারেই নেই। মনে হয়, ওখানে যে স্নায়ুতন্ত্রটা ছিল, সেটা নষ্ট হয়ে গেছে।' বললেন মিস সিল।

'সেক্ষেত্রে তো ডাক্তারের কাছে যাওয়া আরও বেশি দরকার। কেননা তাহলে ওই দাঁতটা তুলে ফেলতে হবে।' বললেন মিসেস বলিথো।

BanglaBook.org

দাঁতটা তো আপনার না, তাই তুলে ফেলে দেয়ার কথা বলছেন–মনে মনে ভাবলেন মিস সিল।

মুখে বললেন, 'ঠিক আছে, যাব। শুনেছি, মি. মোর্লি খুব ভালো ডাক্তার। আশা করি, দাঁত তুলতে গিয়ে একেবারেই ব্যথা দেবেন না।'

ঘ

বোর্ড ডিরেক্টরদের সভা ভালোমতোই শেষ হলো। সবকিছুরই রিপোর্ট খুব ভালো, কারোর মনে কোন অসন্তুষ্টি নেই। তারপরেও খুঁতখুঁতে স্বভাবের ভদ্রলোক মি. স্যামুয়েল রদারস্টেইন, চেয়ারম্যানের ব্যবহারে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিকত্ব লক্ষ করলেন! কথা বলতে গিয়ে চেয়ারম্যান অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্টের গলাটা যেন কেঁপে গেল।

সম্ভবত মি. ব্লান্ট গোপন কিছু নিয়ে চিন্তায় আছেন, ভাবলেন মি. স্যামুয়েল। কিন্তু মি. ব্লান্টের গোপন কোন ব্যাপার আছে এই চিন্তাটাই অদ্ভুত। ভদ্রলোক খুবই সাধারণ একজন মানুষ। ব্রিটিশরা যেরকম হয় আর কী। তবে একটা ব্যাপার নিয়েই মি. ব্লান্ট চিন্তিত হতে পারেন, সেটা হলো তার যকৃত। যকৃতের সমস্যাটা বাদ দিলে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ একজন মানুষ। তার মানে শরীর সংক্রান্ত কিছু না, ভালোই আছেন তিনি। আরেকটা ব্যাপার–কথা বলার সময় মি. ব্লান্ট তার হাত মুখের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনলেন দু'বার। স্বাভাবিক সময়ে সাধারণত এমনটা করেন না তিনি। দু-একবার আনমনাও লাগল তাকে। সভা শেষ হলে বোর্ডরুম থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন তারা।

'লিফট দিতে পারি আপনাকে?' মি. ব্লান্টকে জিজ্ঞেস করলেন রদারস্টেইন।

একগাল হেসে রদারস্টেইনের সাথে হ্যান্ডশেক করলেন মি. ব্লান্ট। 'আমার গাড়ি অপেক্ষা করে আছে।' ঘড়ি দেখলেন তিনি। 'শহরে ফিরছি না। এক দন্ত-চিকিৎসকের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমার।'

আচ্ছা! তাহলে এই ব্যাপার। এ কারণেই এমন অদ্ভুত আচরণ করছিলেন মি. ব্লান্ট।

রহস্যের সমাধান খুঁজে পেলেন স্যামুয়েল রদারস্টেইন।

ঙ

ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মেটালেন এরকুল পোয়ারো। তারপরে কুইন শার্লট স্ট্রীটের আটান্ন নাম্বার বাড়িতে ঘণ্টা বাজালেন। ঘণ্টা শুনে ভৃত্যের পোশাক পরা একটি বাচ্চা ছেলে এলো দরজা খুলতে। ছেলেটার চুল লাল, মুখে প্রচুর ব্রণের দাগ। মার্জিত ব্যবহার।

BanglaBook.org

'মি. মোর্লি আছেন?' জিজ্ঞেস করলেন এরকুল পোয়ারো।

তিনি মনে মনে চাইছিলেন, মি. মোর্লি যেন না থাকেন। হয়তো ডাক্তার সাহেব বাইরে গেছেন অথবা তার শরীর খারাপ, রোগী দেখছেন না আজ। কিন্তু তার আশা পূরণ হলো না। ভৃত্য ছেলেটা পিছনে সরে দাঁড়ালে ভিতরে ঢুকলেন পোয়ারো। ছেলেটা তার পিছনে দরজা বন্ধ করে দিল।

'স্যার, দয়া করে আপনার নামটা বলবেন?' ভৃত্য ছেলেটা প্রশ্ন করল তাকে।

পোয়ারো নিজের নাম বললেন। ভৃত্য ছেলেটা ডানপাশে বড় একটা হলঘরের দরজা খুলে দিল। অপেক্ষা-কক্ষে প্রবেশ করলেন পোয়ারো।

কামরাটা খুব সুন্দরভাবে সাজান, যে সাজিয়েছে তার রুচির তারিফ করতেই হয়। পালিশ করা টেবিলের উপরে রাখা আছে কাগজপত্র এবং পত্রিকা। এলোমেলো নয়, সুসজ্জিতভাবে সাজানো। একপাশে একটা কেবিনেটের উপরে দাঁড়িয়ে আছে দুটো রূপোর মোমদানী। ম্যান্টেলপিসের উপরে একটা পিতলের ঘড়ি এবং পিতলের দুটো ফুলদানী রাখা। নীল ভেলভেটের পর্দা লাগান জানালায়। রোগীদের বসার জন্য রয়েছে গোটাকতক নরম গদিওয়ালা চেয়ার। সেই চেয়ারের একটিতে একজন লোক বসে আছে। মোটা গোঁফ এবং শরীরের গঠন দেখে অনুমান করা যায় সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা সে। পোয়ারোকে ঢুকতে দেখে মানুষটি পোয়ারোর দিকে এমনভাবে তাকাল যেন তিনি জঙ্গলের বিষাক্ত কোন কীটপতঙ্গ! সাথে বন্দুকটা না থাকায় লোকটাকে বেশ বেজার মনে হলো। পোয়ারোও তাকে বিতৃষ্ণা নিয়ে দেখলেন। তারপর নিজের মনেই বললেন, কথায় বলে, কিছু কিছু ইংরেজ এমন উদ্ধত এবং বিরক্তিকর যে জন্মের সময় এদেরকে ভালো ব্যবহারের টিকা দেওয়া দরকার ছিল।

সেনাবাহিনীর লোকটি পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ, তারপর দ্য টাইমস পত্রিকার একটা কপি তুলে নিল। পোয়ারোর বদখত চেহারা এড়ানোর জন্য নিজের চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে পড়তে শুরু করল।

পোয়ারোও একটা পত্রিকা তুলে নিলেন।

ভৃত্য ছেলেটা এ সময় ঘরে ঢুকে বলল, 'কর্নেল অ্যাবারনাথি?' নাম ধরে ডাকতেই উঠে ভিতরে চলে গেল লোকটি।

এ আবার কেমন নাম? ভাবলেন পোয়ারো। ঠিক তখনই দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করল বছর ত্রিশের এক যুবক।

যুবকটি টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে পত্রিকা উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল। তাকে একপাশ থেকে লক্ষ্য করলেন পোয়ারো। বিপদজনক চেহারার এক যুবক। খুনি হওয়া বিচিত্র কিছু না, ভাবলেন পোয়ারো। অন্তত তিনি জীবনে যত খুনিকে

BanglaBook.org

পাকড়াও করেছেন তাদের অনেকের চেহারার সাথে এই যুবকের চেহারা অনেকাংশে মিলে যায়।

আবার দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল ভৃত্য ছেলেটা। 'মি. পিয়ারার?' ডাকল সে।

নাম ভুল বললেও পোয়ারো বুঝতে পারলেন যে ছেলেটা তাকেই ডেকেছে। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ভৃত্য ছেলেটি তাকে হলঘরের শেষপ্রান্তে এক কোনায় লিফটের সামনে নিয়ে গেল। লিফটে উঠে তৃতীয় তলায় যাওয়ার বোতাম চাপল সে। তৃতীয় তলায় নেমে একটা সরু প্যাসেজ ধরে পোয়ারোকে এগিয়ে নিয়ে গেল, তারপর একটা দরজা খুলে ঢুকিয়ে দিল তাকে। ছোট একটা ঘর, ঘরের আরেক মাথায় থাকা এক দরজায় টোকা দিল ভৃত্য। ভিতর থেকে জবাব আসতেই সরে দাঁড়িয়ে জায়গা করে দিল তাকে ভিতরে যাওয়ার জন্য।

পোয়ারো ঘরে ঢুকেই পানি পড়ার শব্দ শুনতে পেলেন। শব্দটা কোত্থেকে আসছে বুঝতে পারলেন না তিনি। পিছন ফিরতেই দেখতে পেলেন দরজার পাশের বেসিনে হাত ধুচ্ছেন মি. হেনরি মোর্লি।

চ

প্রচলিত আছে যে, দন্ত-চিকিৎসকের কাছে দাঁত পরীক্ষা করাতে এসে খুব কম মানুষই নিজের সাহস ধরে রাখতে পারে।

কেন, তা এখন বুঝতে পারছেন পোয়ারো।

এরকুল পোয়ারো এমন একজন মানুষ যার নিজের সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা আছে: তিনি হলেন এরকুল পোয়ারো, সেরাদের সেরা। বুদ্ধির দিক থেকে তার সমকক্ষ খুব কম মানুষই আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে তার মনোবল শূন্যের কোঠায়। নিজেকে সেরা বলে মনে হচ্ছে না তার। মনে হচ্ছে দন্ত-চিকিৎসকের সামনে কাঁপতে থাকা একজন সাধারণ মানুষ।

মি. মোর্লি হাত ধোয়া শেষ করে এসে বসলেন। তারপর পোয়ারোর সাথে কথা বলতে লাগলেন। 'আবহাওয়াটা কেমন বিশ্রী দেখেছেন? বছরের এ সময়ে আবহাওয়া যতোটা উষ্ণ থাকার কথা, ততোটা উষ্ণ নয়।'

মি. মোর্লি পোয়ারোকে রোগীর নির্দিষ্ট চেয়ারে বসতে সাহায্য করলেন। মাথা এলিয়ে দিতে বললেন হেডরেস্টে। একটা বড় নিঃশ্বাস নিয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন পোয়ারো। নরমগলায়, হাসিমুখে কথা বলছিলেন মি. মোর্লি। তার কথা শুনে পোয়ারোর জড়তা কাটতে শুরু করল।

মি. মোর্লি তার ছোট টেবিলটা কাছে টেনে নিলেন। ছোট একটা আয়না এবং যন্ত্রপাতি তুলে নিয়ে প্রস্তুত হলেন পোয়ারোর দাঁতের সমস্যা দেখার জন্য।

BanglaBook.org

পোয়ারো চোখ বন্ধ করে মুখ হা করলেন। নিজের অজান্তেই খামচে ধরেছেন চেয়ারের হাতল।

'কোন বিশেষ সমস্যা আছে কি আপনার?' জিজ্ঞেস করলেন মি. মোর্লি।

মুখ হা করা অবস্থায় কথা বলতে পারছিলেন না পোয়ারো। তবুও তিনি কোনক্রমে বোঝাতে সক্ষম হলেন যে তার বিশেষ কোন সমস্যা নেই। বছরে দু'বার নিয়ম মেনে ডাক্তারের কাছে আসেন দাঁত পরীক্ষা করাতে।

নিচের সারির পিছন থেকে দ্বিতীয় দাঁতটা ব্যথায় টনটন করছিল পোয়ারোর, তবে ব্যাপারটা চেপে গেলেন। অবশ্য লাভ হলো না তেমন। কারণ মি. মোর্লি খুবই ভালো একজন দন্ত-চিকিৎসক। তিনি পোয়ারোর প্রত্যেকটা দাঁত পরীক্ষা করে বলতে লাগলেন, কোনটার কী অবস্থা।

'উপরের সারির দাঁতগুলো সব ভালোই আছে। এবারের নিচের সারিরগুলো দেখা যাক।' বললেন মি. মোর্লি।

এবার আর রেহাই নেই। ভাবলেন পোয়ারো।

পরীক্ষা করতে করতে যে দাঁতে ব্যথা, ঠিক সে দাঁতে এসে থামলেন মি. মোর্লি। 'এখানে একটু সমস্যা দেখা যাচ্ছে। এই দাঁতে কখনও ব্যথা করেনি আপনার? করার তো কথা।' বলে আবার পরীক্ষা চালাতে লাগলেন তিনি।

কাজ শেষে হেলান দিলেন মি. মোর্লি, মুখে সন্তুষ্টির হাসি।

'তেমন গুরুতর কিছু নয়। ক্ষয়ে গেছে কয়েক জায়গায়...ফিলিং করে দিলেই হবে। আশা করি, আজকের মধ্যেই হয়ে যাবে কাজটা।'

তিনি একটা সুইচ চালু করলেন, মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল যন্ত্রের। ড্রিল হাতে নিয়ে যত্নের সাথে তাতে একটা সূঁচ লাগালেন মি. মোর্লি।

'ভয় পাবেন না। আমার উপরে ভরসা রাখুন।' বললেন তিনি।

ভয় পাওয়ার আসলেই কোন কারণ ছিল না। কারণ মি. মোর্লি দাঁতের ডাক্তার হিসেবে অত্যন্ত পটু। দক্ষ হাতে কাজ করতে লাগলেন তিনি। কিছুক্ষণ পরে সূঁচ পরিবর্তন করে নব উদ্যমে কাজে লাগলেন তিনি। এই পুরো সময়টা আতঙ্ক নিয়ে মি. মোর্লির কাজ শেষ হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলেন পোয়ারো।

কাজ শেষে ফিলিং প্রস্তুত করতে লাগলেন দন্ত-চিকিৎসক। কাজের ফাঁকে পোয়ারোর সাথে আলাপচারিতা চালিয়ে গেলেন।

'এই কাজটাও আজ আমাকে করতে হচ্ছে। বাড়ি থেকে ডেকে পাঠিয়েছে মিস নেভিলকে। মিস নেভিলকে মনে আছে আপনার?'

পোয়ারোর মনে ছিল না। তবুও তিনি মাথা ঝাঁকালেন। যার অর্থ–হ্যাঁ, মনে আছে।

BanglaBook.org

'আত্মীয়ার অসুস্থতার খবর পেয়ে দেশে গেছে সকালে। আজকেই ওকে যেতে হলো! অথচ কী পরিমাণ যে ব্যস্ততা, তা বলে বোঝান যাবে না। কাজে পিছিয়ে পড়েছি ইতিমধ্যেই। আপনার আগের রোগী দেরি করে এসেছিল। এরকম ঘটনা দেখলে মেজাজ খারাপ হয় খুব। সেসময় আরেকজনকে দেখতে হলো বাধ্য হয়েই। কী করব বলুন? ব্যথায় চিৎকার করছিল মহিলা। সবসময়ই হাতে কিছুটা সময় রাখি আমি। তারপরেও ব্যস্ততার কারণে হাঁসফাঁস অবস্থা আজ।'

মি. মোর্লির দৃষ্টি গেল তার মর্টারের দিকে। তারপর আবার কথা বলতে লাগলেন।

'মসিয়ে এরকুল পোয়ারো, আমি আপনাকে একটা কথা বলি। আমি খেয়াল করেছি, গুরুত্বপূর্ণ মানুষরা সময়ের ব্যাপারে খুব সচেতন। তারা কখনও কাউকে অপেক্ষা করিয়ে রাখেন না। একে আভিজাত্য বলতে পারেন, আমি বলি সময়ানুবর্তীতা। আজ সকালে আমার কাছে সেরকম একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ আসার কথা। তার নাম অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট।'

মি. মোর্লি নামটা এমনভাবে বললেন যেন তিনি কিছু জয় করে ফেলেছেন।

পোয়ারো মি. মোর্লির কথার জবাবে কিছু বলতে পারলেন না। অবশ্য বলতে পারার কথাও নয়। মুখের মধ্যে ব্যান্ডেজ আর জিভের নিচ দিয়ে একটা গ্লাস টিউব শব্দ করে কাজ করে যাচ্ছে। ঝিম ধরে বসে আছেন বিখ্যাত গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারো।

অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট! বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তি। ডিউক নন, আর্ল নন...এমনকি প্রধানমন্ত্রীও নন। কোন দর্শনীয় চেহারার মানুষও নন তিনি। মি. অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট একদম সাধারণ একজন মানুষ। সাধারণ মানুষের কাছে তার চেহারা অপরিচিত। এমন একজন মানুষ যার সম্পর্কে কদাচিৎ লেখা হয়ে থাকে পত্রিকাতে।

খুব সাধারণ একজন ইংরেজ তিনি যিনি কিনা ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্কিং ফার্মের প্রধান। প্রচুর অর্থ-সম্পদের মালিক, সরকারে ব্যাপক প্রভাব রয়েছে তার। দেখে বোঝাই যায় না তিনি কতটা ক্ষমতাশালী। অথচ খুবই নিস্তরঙ্গ জীবন যাপন করেন।

অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্টের সম্পর্কে কথা বলা সময় গলায় সমীহ ফুটে উঠল ডাক্তারের। 'একদম অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় অনুযায়ী চলে আসেন। দেরি হয় না কখনও। এখান থেকে বের হয়ে মাঝে-সাঝে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেও অফিসে চলে যান। গলফ খেলতে এবং বাগান করতে পছন্দ করেন। একদম আপনার এবং আমার মতো সাধারণ একজন মানুষ। দেখলে বুঝতেই পারবেন

BanglaBook.org

না যে ইনিই মি. ব্লান্ট এবং এক কথায় অর্ধেক ইউরোপ কিনে ফেলার ক্ষমতা রাখেন।'

মি. মোর্লির কথা পোয়ারোর পছন্দ হলো না। আপনার আমার মতো মানে কী? হ্যাঁ, এটা অস্বীকার করা যাবে না যে মি. মোর্লি একজন ভালো দন্ত-চিকিৎসক। কিন্তু লন্ডনে তার মতো আরও অনেকে আছে। কিন্তু পৃথিবীতে পোয়ারো আছেন শুধু একজনই।

'হিটলার, মুসোলিনিদের তুলনায়...' দুই নাম্বার দাঁতে ফিলিং করতে করতে বললেন মি. মোর্লি। 'আমাদের রাজা-রানী অনেক উদারমনা। অবশ্য একজন ফ্রেঞ্চ হিসেবে আপনি তো প্রজাতন্ত্রের ব্যাপারে ভালোই ওয়াকিবহাল...'

মুখে ব্যান্ডেজ নিয়ে পোয়ারো জড়ান গলায় বলার চেষ্টা করলেন যে তিনি ফ্রেঞ্চ নন, বেলজিয়ান। বুঝতে পারলেন মি. মোর্লি। জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করলেন তিনি।

'ক্যাভিটিটা পুরোপুরি শুকিয়ে ফেলতে হবে।' দাঁতের গোড়ায় গরম বাতাস দিতে দিতে বললেন তিনি। 'আমি বুঝতে পারিনি আপনি বেলজিয়ান। শুনেছি, রাজা লিওপোল্ড খুব ভালো মানুষ। এমনিতে আমি নিজেও রাজ-তন্ত্রে বিশ্বাসী। ছোট থেকে বেড়ে ওঠা, আচার-ব্যবহার এসবের প্রশিক্ষণ খুব ভালোভাবে হয় তাদের। এই যে তারা অনেক নাম, চেহারা নিখুঁতভাবে মনে রাখতে পারেন, সঠিক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন বলেই তো পারেন। হ্যাঁ এটা ঠিক যে, অনেকের সহজাত দক্ষতা থাকে। এই আমাকেই দেখুন। আমি হয়তো সবার নাম মনে রাখতে পারি না, কিন্তু আমি কখনওই কারও চেহারা ভুলি না। সেদিন আমার একজন রোগী এসেছিলেন, আমি প্রথমে নাম শুনে চিনতে পারিনি। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে তাকে কোথাও দেখেছি। এখনও মনে পড়েনি, তবে ঠিক মনে পড়ে যাবে। দয়া করে আরেকবার কুলি করুন।'

কুলি করা হলে মি. মোর্লি খুব মনোযোগ দিয়ে পোয়ারোর মুখের ভেতরটা দেখলেন। 'মনে হচ্ছে ঠিক আছে সব।' বললেন তিনি। 'মুখটা বন্ধ করুন, ধীরে ধীরে। ফিলিঙের অস্তিত্ব বুঝতে পারছেন কি? মুখটা খুলুন আবার।' আরেকবার মুখের ভিতরটা দেখলেন মি. মোর্লি। 'হ্যাঁ, সব ঠিক আছে।'

টেবিলটা পিছনে সরালে চেয়ার থেকে নেমে এলেন পোয়ারো। নিজেকে মুক্ত একজন মানুষ বলে মনে হতে লাগল তার।

'বিদায়, মসিয়ে পোয়ারো। আশা করি আমার চেম্বারে কোন অপরাধ ঘটতে দেখেননি?'

BanglaBook.org

পোয়ারো হেসে ফেললেন। বললেন, 'এখানে আসার পর থেকে যাকেই দেখছিলাম তাকেই অপরাধী মনে হচ্ছিল। তবে এখন সম্ভবত সবকিছুই অন্যরকম লাগবে!'

'ঠিকই বলেছেন। সময়ের ব্যবধান অনেক পার্থক্য গড়ে দেয়। এই যেমন কিছুক্ষণ আগেও দন্ত-চিকিৎসকদের যতটা খারাপ আপনি মনে করছিলেন এখন হয়তো ততটা খারাপ বলে মনে হচ্ছে না আমাদের। কী বলেন?' একগাল হেসে জিজ্ঞেস করলেন মি. মোর্লি। 'আপনার জন্য এলিভেটর ডাকব কি?'

'না, ঠিক আছে। আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাব।'

হাত ধোয়ার শব্দ শুনতে শুনতে বেরিয়ে গেলেন পোয়ারো। দুই প্রস্থ সিঁড়ি নেমে কোনা ঘুরতেই সেই গোমড়ামুখো কর্নেলকে দেখতে পেলেন। মজার ব্যাপার হলো, তাকে দেখতেও পোয়ারোর খারাপ লাগল না এখন। মি. মোর্লি ঠিকই বলেছেন। সময়ের ব্যবধানে অনেক কিছুই বদলে যায়।

অপেক্ষা-কক্ষে টুপি আর লাঠি নিতে গেলেন পোয়ারো, অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন সেই অস্থির যুবকটা এখনও আছে ওখানে। আরেকজন রোগী 'দ্য ফিল্ড' পড়ছেন।

পোয়ারো ফুরফুরে মন নিয়ে অস্থির যুবককে জরিপ করলেন। এখনও ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে তাকে, মনে হচ্ছে আসলেই কাউকে খুন করতে চায় সে। কিন্তু এই যুবকটিই যে একটু পরে হাসিমুখে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভাবলেন পোয়ারো।

ভৃত্য ছেলেটি এসে ডাকল, 'মি. ব্লান্ট।'

ভদ্রলোক 'দ্য ফিল্ড' রেখে উঠে দাঁড়ালেন। মাঝারি উচ্চতার, মধ্যবয়সী, সাধারণ গড়নের একজন মানুষ। ভৃত্যের সাথে চলে গেলেন তিনি।

মি. ব্লান্ট ইংল্যান্ডের সবচেয়ে ধনী এবং ক্ষমতাশালী লোকেদের একজন হতে পারেন বটে, কিন্তু আর সবার মতো তাকেও দন্ত-চিকিৎসকের কাছে আসতে হয়। দাঁতের ব্যথার কাছে সবাই অসহায়।

এসব ভাবতে ভাবতে হ্যাট আর লাঠি নিয়ে বেরিয়ে এলেন পোয়ারো। বেরিয়ে এসে নিজের গোঁফটা ঠিকঠাক করার জন্য আয়নার সামনে দাঁড়ালেন। নিজের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে যখন পা বাড়াবেন ঠিক তখনই উপর থেকে এলিভেটর নেমে এলো আর ভৃত্য ছেলেটি শিস দিতে দিতে বেরিয়ে এলো হলের পিছন দিক থেকে। পোয়ারোকে দেখে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, তারপর তার জন্য এগিয়ে গিয়ে সামনের দরজা খুলে দিল।

মাত্রই একটা ট্যাক্সি এসে থেমেছে বাড়ির সামনে। ট্যাক্সির দরজা দিয়ে একটি পা বেরিয়ে আছে। পোয়ারো আগ্রহের সাথে পা'টা জরিপ করলেন।

BanglaBook.org

বেঢপ চামড়ার জুতোর সাথে ভালো মানের মোজা পরা। জুতোয় আবার নতুন একটা চকচকে বাকল লাগান। জুতোটা পছন্দ হলো না তার।

গাড়ি থেকে এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। বেরোতে গিয়ে তার এক পা গাড়ির দরজায় আটকে জুতোর বাকলটা ছিঁড়ে ফুটপাতে পড়ে গেল। পোয়ারো এগিয়ে গিয়ে বাকলটা তুলে একটু বাউ করে মহিলাকে ফেরত দিলেন।

মহিলার বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে, পঞ্চাশের দিকেই হবে সম্ভবত। চোখে ডাঁটিবিহীন চশমা। ধূসর হলুদ, এলোমেলো চুল। কটকটে সবুজ রঙের অগোছালো জামাকাপড়। তিনি পোয়ারোকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে প্রথমে চশমা, এরপর হ্যান্ডব্যাগ ফেলে দিলেন।

আবারও সেগুলো তুলে দিলেন পোয়ারো। পোয়ারোকে ধন্যবাদ জানিয়ে ট্যাক্সির ড্রাইভারকে বখশিশ না দিয়েই আটান্ন, কুইন শার্লট স্ট্রীটের বাড়িতে ঢুকে গেলেন ভদ্রমহিলা।

'যাবে নাকি?' ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো।

ট্যাক্সি ড্রাইভার বিষণ্নমুখে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, যাব। ফ্রি আছি, যাব না কেন?'

'আমিও ফ্রি এখন।' খুশি খুশি গলায় বললেন পোয়ারো।

ট্যাক্সি ড্রাইভার সন্দেহের চোখে দেখল তাকে।

'না হে, মাতাল নই আমি। বিষয়টা হচ্ছে, দন্ত-চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলাম। আগামী ছয় মাস আর সেখানে যেতে হবে না এই ব্যাপারটা চিন্তা করেই আনন্দ লাগছে আমার।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় দুইঃ থ্রি, ফোর, শাট দ্য ডোর

ক

বেলা পৌনে তিনটার সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

দুপুরের খাবারের পর পোয়ারো আরাম কেদারাতে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, ফোন বাজার পরেও উঠলেন না তিনি। তার বহুদিনের বিশ্বাসী চাকর জর্জ এসে ফোন তুলল, ওপাশের কথা শুনে মনিবের দিকে ঘুরল সে। 'চিফ ইন্সপেক্টর জ্যাপ আপনাকে চাইছেন, স্যার।' বলল সে।

পোয়ারো উঠে দাঁড়িয়ে ফোন হাতে নিলেন। বললেন, 'কী খবর, জ্যাপ?'

'এরকুল পোয়ারো বলছেন?'

'বলছি।'

কুশল বিনিময়ের ধার দিয়েও গেলেন না ইন্সপেক্টর জ্যাপ। 'মসিয়ে পোয়ারো, আপনি কি আজ সকালে দাঁতের ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন?'

পোয়ারো বিড়বিড় করলেন, 'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড দেখি অন্তর্যামী হয়ে গেছে! আমি দাঁতের ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম সেই খবরও তাদের অজানা নেই।' মুখে বললেন, 'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।'

'আপনি যার কাছে গিয়েছিলেন সেই ডাক্তারের নাম হেনরি মোর্লি। ঠিকানা হলো-আটান্ন, কুইন শার্লট স্ট্রীট।'

'হ্যাঁ।' পোয়ারোর গলার স্বর পাল্টে গেল। 'এত কথা কেন জিজ্ঞেস করছ?'

'এমনিতে গিয়েছিলেন না কোন কাজে?'

'এমনি এমনি যাব কেন?' বিরক্ত গলায় বললেন পোয়ারো। 'ডাক্তারের কাছে কি মানুষ শুধু শুধু যায়? দাঁত দেখাতে গিয়েছিলাম, তিনটে দাঁত ফিলিংও করিয়েছি। আর কিছু জানতে চাও?'

'ভদ্রলোকের আচরণ কেমন ছিল? স্বাভাবিক নাকি অস্বাভাবিক?'

'স্বাভাবিক। কিন্তু তুমি আমাকে এত প্রশ্ন কেন করছ?'

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় ইন্সপেক্টর জ্যাপের গলা কঠিন শোনাল। 'কারণ আপনি বেরিয়ে আসার কিছুক্ষণ পরে তিনি পিস্তল দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।'

'কী বলছ?' বিস্ময় বাঁধ মানতে চাইল না পোয়ারোর গলায়।

জ্যাপ ধারাল কণ্ঠে বললেন, 'খবরটা শুনে বিস্মিত হলেন মনে হচ্ছে?'

'আমি শুধু বিস্মিত না। আমি খুবই বিস্মিত।'

'ব্যাপারটা ভালো লাগছে না আমার। আপনার সাথে কথা বলা দরকার। আপনি কি আসতে পারেন এখানে?'

BanglaBook.org

'তুমি কোথায় এখন?'

'কুইন শার্লট স্ট্রীট।'

পোয়ারো বললেন, 'এখুনি আসছি।'

খ

পোয়ারো পৌঁছাতেই দরজা খুলে দিল একজন পুলিশ কনস্টেবল। বিনীত গলায় বলল, 'মসিয়ে পোয়ারো?'

'জি।'

'চিফ ইন্সপেক্টর উপরে আছেন। তিন তলাতে। আপনি...'

পোয়ারো বললেন, 'ইন্সপেক্টর সাহেব কোথায় আছেন তা আমি জানি। আজ সকালেই এখানে এসেছিলাম।'

ঘরে তিনজন মানুষ, তাদের একজন জ্যাপ। পোয়ারো প্রবেশ করতেই তাকালেন তিনি।

'এসেছেন দেখে খুশি হলাম, মসিয়ে পোয়ারো। এখনই লাশটা বের করে নিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখতে চান?'

ক্যামেরা দিয়ে লাশের ছবি তুলছিল একজন। সে উঠে দাঁড়াল।

ফায়ারপ্লেসের কাছে পড়ে আছে লাশটা। সেদিকে এগিয়ে গেলেন পোয়ারো। সকালে যেরকম দেখে গিয়েছিলেন তিনি, ঠিক সেরকমই আছেন মি. মোর্লি। শুধু তার কপালের ডানপাশে একটা গোল, কালো ফুটো। লাশের ডানহাতের কাছে একটা ছোট পিস্তল পড়ে আছে।

পোয়ারো তার মাথা ঝাঁকালেন।

জ্যাপ বললেন, 'ঠিক আছে। নিয়ে যাও এবার।'

মি. মোর্লির লাশ নিয়ে বেরিয়ে গেল অন্যরা। ঘরে থাকলেন পোয়ারো আর জ্যাপ।

জ্যাপ বললেন, 'মি. মোর্লির দৈনন্দিন কার্যসূচী, আঙুলের ছাপ সবকিছু খতিয়ে দেখা হয়েছে।'

পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কী মনে হয়?'

ঠোঁট জোড়া চেপে বসল জ্যাপের। 'আমার মনে হচ্ছে আত্মহত্যা। তিনি নিজেই নিজের কপালে গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন, কারণ পিস্তলে শুধু তারই আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। কিন্তু কেন যেন সন্তুষ্ট হতে পারছি না। মনের মধ্যে খচখচ করছে।'

'কেন সন্তুষ্ট হতে পারছ না?'

BanglaBook.org

'আ...প্রথম কথা হলো, মি. মোর্লি কেন আত্মহত্যা করবেন? তার স্বাস্থ্য ভালো ছিল, ভালো টাকাও রোজগার করছিলেন। কোন দুশ্চিন্তা ছিল না, ছিল না নারী ঘটিত কোন ব্যাপার-স্যাপারও...' ব্রেক কষলেন জ্যাপ। 'অন্ততপক্ষে যতদূর জানতে পেরেছি, ছিল না। বিষণ্ণতা অথবা খিটখিটে মেজাজও না। এই কারণেই আপনার সাথে কথা বলতে চেয়েছিলাম আমি। আজ সকালেই আপনি তাকে দেখেছিলেন। আত্মহত্যা করতে পারেন, এমন কোন লক্ষণ খেয়াল করেছেন কিনা।'

পোয়ারো মাথা নাড়লেন।

'কিচ্ছু না। একেবারে কিচ্ছু না। কীভাবে বোঝাই ব্যাপারটা...একদম স্বাভাবিক ছিলেন তিনি।'

'সেক্ষেত্রে তো ব্যাপারটা আরও ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। আত্মহত্যা যদি করবেনই, তাহলে কাজের একদম মাঝখানে কেন? কেন তিনি সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন না? সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে আত্মহত্যা করাটাই তো স্বাভাবিক হতো, তাই না?'

পোয়ারো মাথা ঝাঁকালেন, তিনি জ্যাপের সাথে একমত।

'ঘটনাটা ঘটেছে কখন?' জিজ্ঞেস করলেন।

'বলা যাচ্ছে না। গুলির শব্দ কেউ শুনেছে বলেও মনে হয় না। দেখেছেন তো, এই ঘরে ঢোকার জন্য দুটো দরজা পার হতে হয়। আর বাইরে গাড়ি-ঘোড়ার যে আওয়াজ, তাতে গুলির ভোঁতা শব্দ বাইরে থেকে কারও শুনতে পাওয়ার কথাও না।'

'তাহলে ব্যাপারটা জানা গেল কখন?'

'প্রায় দেড়টার দিকে। আলফ্রেড ব্রিগস নামের ভৃত্য ছেলেটা লাশ খুঁজে পায়। বোকাসোকা ধরনের ছেলে। সম্ভবত মি. মোর্লির সাড়ে বারোটার রোগী দেরি দেখে রেগে গিয়েছিল। একটা দশের দিকে আলফ্রেড এসে চেম্বারের দরজায় নক করে, কিন্তু ভিতর থেকে কোন সাড়া না পেয়ে ফিরে যায়। ভিতরে ঢোকার সাহস হয়নি তার। আগেও কয়েকবার ভুল করে বকা খেয়েছিল সে। যাই হোক, সে নিচে ফিরে যাওয়ার পাঁচ মিনিট পরে, একটা পনেরো মিনিটে ভদ্রমহিলা মি. মোর্লিকে না দেখিয়েই বের হয়ে যান। তাকে খুব একটা দোষ দিতে পারছি না আমি। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করেও ডাক্তার দেখান না গেলে মেজাজ খারাপ হওয়ারই কথা। আর তাছাড়া দুপুরের খাবার সময়ও হয়ে গিয়েছিল।'

'মহিলার নাম কী?' পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন।

BanglaBook.org

জ্যাপ হাসার চেষ্টা করলেন। বললেন, 'আলফ্রেডের কথা অনুযায়ী তার নাম মিস শার্টি। কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক থেকে জানতে পারলাম, তার নাম মিস কারবি।'

'রোগী দেখার পদ্ধতিটা কী ছিল মি. মোর্লি'র?' জানতে চাইলেন পোয়ারো।

'রোগী দেখার জন্য প্রস্তুত হলে একটা ঘণ্টা বাজাতেন মি. মোর্লি। ঘণ্টার শব্দ শুনে আলফ্রেড রোগীকে উপরে নিয়ে আসত।'

'মি. মোর্লি শেষ কখন ঘণ্টা বাজিয়েছিলেন?'

'বারোটা পাঁচে। তারপরেই আলফ্রেড রোগীকে নিয়ে আসে। অ্যাপয়েন্টমেন্টের তালিকা থেকে জানা গেছে যে রোগীর নাম ছিল মি. অ্যাম্বেরিওটিস। স্যাভয় হোটেলে আছেন।'

পোয়ারোর মুখে মুচকি হাসি দেখা গেল। তিনি বললেন, 'আলফ্রেড মিস কারবিকে মিস শার্টি বানিয়ে দিল। এই মি. অ্যাম্বেরিওটিসকে সে কী বলে ডাকবে?'

হেসে ফেললেন জ্যাপও। বললেন, 'আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ওকে। ভাঙা ভাঙা গলায় কী যে বলল কিছুই বুঝতে পারলাম না। আপনি কি জিজ্ঞাসা করবেন? ডাকব ওকে?'

'না, দরকার নেই। অকারণে মানুষকে নিয়ে হাসাহাসির অর্থ হয় না কোন। যাই হোক, এই মি. অ্যাম্বেরিওটিস চেম্বার থেকে বেরিয়েছিলেন কখন?'

'আলফ্রেড তাকে বাইরে এগিয়ে দেয়নি। অনেক রোগীই ডাক্তার দেখানোর পরে লিফটে না নেমে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যায়।'

পোয়ারো মাথা ঝাঁকালেন।

'আমি স্যাভয় হোটেলে ফোন করেছিলাম।' জ্যাপ বলে চললেন, 'মি. অ্যাম্বেরিওটিসের সাথে আমার কথা হয়েছে। স্পষ্টবাদী লোক বলে মনে হলো তাকে। বললেন, চেম্বার থেকে বের হয়ে ঘড়ি দেখেছেন তিনি। তখন ঘড়িতে সময় ছিল বারোটা পঁচিশ।'

'গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য পেয়েছ?'

'না। তিনিও বললেন যে মি. মোর্লি একদম স্বাভাবিক ছিলেন। কোন অস্বাভাবিকত্ব চোখে পড়েনি তার।'

'আচ্ছা। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, বারোটা পাঁচ থেকে বারোটা বিশ অথবা বারোটা বিশ থেকে দেড়টা-এর মধ্যেই কিছু একটা ঘটেছে। তাই যদি হয়, তাহলে বারোটা পাঁচ থেকে বারোটা বিশের মধ্যে ঘটার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি।' বললেন পোয়ারো।

'হ্যাঁ। না হলে তো...'

BanglaBook.org

'না হলে পরের রোগীর জন্য ঘণ্টা বাজাতেন মি. মোর্লি।'

'সরকারি ডাক্তারও একথাই বললেন। তিনি মি. মোর্লির দেহটা পরীক্ষা করেন দুটো বাইশে। আত্মহত্যার সময়টা একদম সঠিকভাবে বলতে পারেননি, তবে এটা নিশ্চিতভাবে বলেছেন যে মি. মোর্লি মারা গেছেন দুপুর একটার আগে।'

পোয়ারো চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, 'তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে? বারোটা পঁচিশ পর্যন্ত মি. মোর্লি একদম সুস্থ, স্বাভাবিক একজন মানুষ ছিলেন। তাহলে বারোটা পঁচিশ থেকে দুপুর একটা, এই পঁয়ত্রিশ মিনিটে কী এমন ঘটল যে তিনি নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করলেন?'

'হাস্যকর।' জ্যাপ বললেন। 'ব্যাপারটা অত্যন্ত হাস্যকর।'

'শব্দটা এক্ষেত্রে হাস্যকর হবে না হে। বলতে পারো, ব্যাপারটা অত্যন্ত অদ্ভুত।'

'আমি জানি শব্দটা হাস্যকর হবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে এই শব্দটা ছাড়া আমার মাথায় আর কিছু আসছে না।'

'যে পিস্তল দিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেছেন সেটা কি মি. মোর্লির নিজের পিস্তল?' জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো।

'না। তার নিজস্ব কোন পিস্তল ছিল না। তার বোনের কথা অনুযায়ী, তাদের বাড়িতে এই ধরনের কোন জিনিসও ছিল না কখনও। স্বাভাবিক। অধিকাংশ বাড়িতেই আগ্নেয়াস্ত্র থাকে না। তবে একটা ব্যাপার হতে পারে যে মনস্থির করার পরে তিনি পিস্তল কিনে এনে আত্মহত্যা করেছেন। যাই হোক না কেন, জানা যাবে ব্যাপারটা।'

'আর কোন কিছু নিয়ে তুমি চিন্তিত?' জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো।

জ্যাপ নিজের নাক ডললেন। তারপর বললেন, 'মি. মোর্লির লাশ যেভাবে পড়ে ছিল, সেটা দেখে আমার খটকা লাগছে। না, আমি বলছি না যে মানুষ এভাবে পড়তে পারে না, কিন্তু এখানে কোথায় যেন একটা গড়বড় আছে বলে মনে হচ্ছে। আর তাছাড়া দু-তিন জায়গায় এমন চিহ্ন পেলাম যে কিছু টেনে-হিঁচড়ে আনা হয়েছে কার্পেটের উপর দিয়ে।'

'তাহলে তো বলতেই হচ্ছে, কিছু একটা গড়বড় আছে।'

'হ্যাঁ। তবে ওই আলফ্রেড ছোঁড়া হয়তো কিছু করে থাকতে পারে। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, মনিব মি. মোর্লির লাশ পেয়ে আলফ্রেড তাকে নড়ানোর চেষ্টা করেছিল!'

পোয়ারো চিন্তিতমুখে ঘরের চারিদিকে তাকালেন। প্রবেশ দরজার পাশেই একটা বেসিন। দরজার একদম উল্টো দিকে, দেয়ালের সাথে লাগান একটা

BanglaBook.org

কেবিনেট। রোগীর চেয়ার এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ঘরের জানালার কাছাকাছি রাখা। জানালার ঠিক পাশেই ফায়ারপ্লেসটা, এখানেই পড়ে ছিল মি. মোর্লির লাশ। ফায়ারপ্লেসের পাশে একটা ছোট দরজা দেখা যাচ্ছে।

পোয়ারোর দৃষ্টি অনুসরণ করে সেদিকে তাকালেন জ্যাপ। তারপর ব্যাখ্যা করার ভঙ্গিতে বললেন, 'দরজার ওপাশে ছোট একটা অফিস ঘর মতো আছে।' বলে দরজাটা খুলে দিলেন তিনি।

জ্যাপ যা বলেছিলেন তার সাথে খুব একটা অমিল নেই। ছোট একটা ঘর। একটা টেবিল, কয়েকটা চেয়ার, একটা স্পিরিট ল্যাম্প আর চা বানানোর কিছু সরঞ্জাম দেখা যাচ্ছে। আর কোন দরজা নেই এ ঘরে। তারমানে বের হতে হলে মি. মোর্লির চেম্বার পার হয়েই যেতে হবে।

'এখানে মি. মোর্লির সেক্রেটারি মিস নেভিল বসে কাজ করত। দেখে মনে হচ্ছে, আজ কাজে আসেনি মেয়েটা।'

পোয়ারো মাথা ঝাঁকালেন। বললেন, 'হ্যাঁ। মি. মোর্লি আমাকে বলেছিলেন আজ সকালে। এক আত্মীয়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে দেখতে গেছে তাকে। যাই হোক, তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা? মি. মোর্লি কি আত্মহত্যা করলেন?'

'সেরকমই মনে হচ্ছে। কারণ মি. মোর্লি ছিলেন খুব সাধাসিধা, নির্বিরোধী গোছের মানুষ। কারও সাথে কোন শত্রুতা ছিল বলেও শোনা যায়নি। এরকম একজন মানুষকে কেন খুন করতে চাইবে কেউ?'

'আচ্ছা।' মাথা ঝাঁকালেন পোয়ারো। 'খুন করার সুযোগ আছে কার কার?'

'প্রায় সবারই। তার বোন ফ্ল্যাট থেকে নিচে নেমে গুলি করতে পারেন। আবার কোন চাকরও ভিতরে এসে খুন করে বের হয়ে যেতে পারে। তার পার্টনার রাইলি তাকে খুন করতে পারে। আবার ওই গাধা ছেলেটা আলফ্রেড, তারও খুন করার সুযোগ রয়েছে। তার কোন রোগীও তাকে খুন করতে পারে। এবং...' এক মুহূর্ত দম নিলেন ইন্সপেক্টর জ্যাপ। 'মি. মোর্লিকে খুন করার জন্য সবচেয়ে ভালো সুযোগ আছে যার... তিনি হলেন মি. অ্যাম্বেরিওটিস।'

পোয়ারো আবারও মাথা ঝাঁকালেন। 'কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। কেন?' বললেন তিনি।

'একদম ঠিক। আমাদের মূল প্রশ্ন এটাই। কেন?'

'মি. অ্যাম্বেরিওটিস স্যাভয় হোটেলে আছেন। একজন ধনী গ্রিক কেন একজন নির্বিরোধী দাঁতের ডাক্তারকে খুন করবেন?'

'এখানে এসেই তো আমরা আটকে যাচ্ছি। মোটিভটা কী?' বললেন জ্যাপ।

পোয়ারো কাঁধ ঝাঁকালেন। 'বলতেই হচ্ছে ভুল মানুষের মৃত্যু হয়েছে। যেখানে একজন রহস্যময় গ্রিক, একজন ধনী ব্যাঙ্কার এবং একজন বিখ্যাত

BanglaBook.org

গোয়েন্দা এসেছিলেন, সেখানে এদের কাউকে গুলি করা হলেই ব্যাপারটা স্বাভাবিক হতো। এমনও হতে পারে যে রহস্যময় গ্রিক হয়তো একজন বিদেশী গুপ্তচর। ধনী ব্যাঙ্কার মারা গেলে বিশেষ কোন এক মহলের সুবিধা হবে। আর বিখ্যাত গোয়েন্দা তো অপরাধীদের শত্রু। ঠিক না, জ্যাপ?'

'ঠিক। অপরদিকে মি. মোর্লির কারও সাথেই কোন শত্রুতা ছিল না।' গম্ভীরভাবে বললেন জ্যাপ।

'আমিও সেটাই ভাবছি।' বললেন পোয়ারো।

'আচ্ছা মি. মোর্লির সাথে আপনার কী কী কথা হয়েছিল বলুন তো?' বললেন জ্যাপ।

পোয়ারো মি. মোর্লির সাথে তার সকালের কথোপকথন খুলে বললেন। মি. মোর্লি যে রোগীদের নাম এবং চেহারা একবার দেখলে ভুলতেন না এটাও বললেন।

একথা শুনে জ্যাপ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, 'বেশি কষ্ট-কল্পনা হয়ে যাচ্ছে। তারপরেও আমার মনে হচ্ছে যে মি. মোর্লির কোন রোগী নিজের চেহারা গোপন করার জন্য তাকে খুন করেছে। মসিয়ে পোয়ারো, আপনি কি সকালে তার কোন রোগীকে দেখেছিলেন?'

পোয়ারো বিড়বিড় করলেন, 'আমি অপেক্ষা-কক্ষে একজন যুবককে দেখেছিলাম। তার চেহারা ছিল একদম খুনিদের মতো।'

'মানে কী?' অবাক গলায় জিজ্ঞেস করলেন জ্যাপ।

পোয়ারো মুচকি হাসলেন। 'আসলে আমি যখন এখানে ঢুকলাম তখনকার কথা। খুব নার্ভাস বোধ করছিলাম। সবকিছুই ভয়ঙ্কর লাগছিল। এজন্য লোকটাকেও খুনি বলে মনে হচ্ছিল আমার। সে-ও হয়তো দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিল প্রচণ্ড। এজন্যই ওরকম ভয়ানক চেহারা করে থাকতে পারে। এই আর কী।'

'ও আচ্ছা। বুঝতে পেরেছি।' বললেন জ্যাপ। 'যাই হোক, আমরা আপনার এই তথাকথিত খুনির ব্যাপারে খোঁজ নেব। আত্মহত্যা হোক বা খুন, আমাদের আসলে সবার ব্যাপারেই খোঁজ নিতে হবে। তবে এই মুহূর্তে মিস মোর্লির সাথে কথা বলা দরকার মনে হচ্ছে আমার। মহিলা শক্ত আছেন। শক পেয়েছেন খুব, কিন্তু ভেঙে পড়েননি। চলুন, এখন গিয়ে তার সাথে কথা বলা যাক।'

BanglaBook.org

মিস জর্জিনা মোর্লি তার সামনে বসে থাকা মানুষ দুজনের প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি জোর-গলায় দাবি করলেন, 'আমার ভাই আত্মহত্যা করেছে, একথা আমি বিশ্বাস করি না। একেবারেই করি না।'

পোয়ারো বললেন, 'আপনি কি বিকল্প কিছু বোঝাতে চাইছেন, মাদমোয়াজেল?'

'বিকল্প বলতে...খুন?' এক মুহূর্ত বিরতি দিলেন মিস মোর্লি। 'সেটাও প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। আমার ভাইকে কেন কেউ খুন করতে যাবে?'

'প্রায় অসম্ভব? তারমানে একেবারে অসম্ভব নয়?'

'না, কারণ...আচ্ছা প্রথম সম্ভাবনার কথা বলি। আমি আমার ভাইকে খুব ভালো করে চিনতাম। ও কিছুতেই আত্মহত্যা করতে পারে না। নিজেকে শেষ করে দেয়ার কোন কারণ ছিল না ওর।'

'আজ সকালে কাজে বেরোনোর আগে ওনার সাথে দেখা হয়েছিল আপনার?'

'হ্যাঁ। নাস্তার টেবিলে।'

'একদম স্বাভাবিক ছিলেন তিনি? মানে কোনরকম উদ্বেগ বা অস্বাভাবিক আচরণ...'

'ও উদ্বিগ্ন ছিল কিছুটা। দুঃখিত, শব্দটা উদ্বিগ্ন হবে না। শব্দটা হবে বিরক্ত। আজ সকালে আমার ভাই অসম্ভব বিরক্ত ছিল।'

'বিরক্ত ছিলেন কেন?'

'আজ সকালে রোগীর চাপ ছিল প্রচণ্ড। আর আজকেই ওর সহকারী ছুটি নিয়ে দেশের বাড়িতে গিয়েছিল।'

'মিস নেভিলের কাজটা আসলে কী ছিল মি. মোর্লির চেম্বারে?'

'সব কাজই করত গ্ল্যাডিস। অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখা থেকে শুরু করে চার্ট নথিভুক্ত করা পর্যন্ত। হেনরি যেন খুব তাড়াতাড়ি রোগী দেখতে পারে সেজন্য যন্ত্রপাতি এগিয়ে দিত, ফিলিঙের জিনিসপত্রও সাজিয়ে দিত।'

'মিস নেভিল কতদিন কাজ করছে মি. মোর্লির চেম্বারে?'

'তিন বছর। খুবই বিশ্বাসী ও নির্ভরযোগ্য মেয়ে। আমরা দুজনেই ওকে পছন্দ করতাম।'

পোয়ারো বললেন, 'আজ সকালে মেয়েটা তার আত্মীয়ার খবর পেয়ে গ্রামে গিয়েছে। আপনার ভাইয়ের কাছ থেকে সকালে শুনেছিলাম আমি।'

BanglaBook.org

'ঠিকই শুনেছিলেন। গ্ল্যাডিস একটা টেলিগ্রাম পেয়েছিল যে ওর খালা নাকি স্ট্রোক করেছে! টেলিগ্রামটা পেয়েই ও তড়িঘড়ি করে সকালের ট্রেনে সমারসেট চলে যায়।'

'আপনার ভাই কি এই ব্যাপারটা নিয়েই বিরক্ত ছিলেন?'

'হ্যাঁ।' মিস মোর্লির গলায় ইতস্ততভাব লক্ষ করা গেল। 'দেখুন, গ্ল্যাডিসের প্রতি অন্যরকম কোন অনুভূতি হেনরির ছিল না। কাজে না আসায় গ্ল্যাডিসের উপরে বিরক্ত ছিল ও। আর গ্ল্যাডিসও এরকম মেয়ে নয় যে মিথ্যে কথা বলে কাজে ফাঁকি দেবে। আমি এটা হেনরিকে বলেওছিলাম। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে, গ্ল্যাডিস ইদানীং একজনের সাথে প্রেমে জড়িয়ে পড়েছিল। এই ব্যাপারটা নিয়ে হেনরি বিরক্ত ছিল খুব। আজ সকালে গ্ল্যাডিস ছুটি নেয়ায় হেনরির মনে হয়েছিল যে খালার অসুস্থতার কথা বলে একদিন অভিসারে কাটাচ্ছে ওরা দু'জন।'

'আসলেই কি তাই?'

'গ্ল্যাডিস খুবই সচেতন একটা মেয়ে। ওকে যতটুকু চিনেছি তাতে এরকম করার কথা নয় ওর।'

'এমনটা কি হতে পারে যে, গ্ল্যাডিসের যার সাথে প্রেম সে এ ধরনের কোন পরামর্শ মেয়েটাকে দিয়ে থাকতে পারে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবলেন মিস মোর্লি। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, দিতে পারে।'

'আচ্ছা, নাম কী ছেলেটার? কী করে সে?'

'যতদূর মনে পড়ে তার নাম কার্টার। ফ্রাঙ্ক কার্টার। ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতে কেরানীর কাজ করত। চাকরিটা গেছে কয়েক সপ্তাহ আগে, এরপরে আর চাকরি পায়নি। হেনরি আমাকে বলেছিল যে এই ফ্রাঙ্ক নাকি একদম ফালতু একটা ছেলে। আসলেই তাই। গ্ল্যাডিস তার জমান টাকার একটা বড় অংশ ফ্রাঙ্ককে দিয়েছিল চলার জন্য। এই ব্যাপারটা নিয়ে হেনরি খুবই ক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত ছিল।'

জ্যাপ তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'আপনার ভাই কি এদের দুজনের প্রেম ভেঙে দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন?'

'হ্যাঁ, করেছিল।'

'তাহলে আপনার ভাইয়ের উপরে ফ্রাঙ্ক কার্টারের রাগ থাকতে পারে?'

মিস মোর্লি আকাশ থেকে পড়লেন। 'কী সব যা-তা বলছেন?' বিস্মিত গলায় বললেন তিনি। 'আপনি কি বলতে চাইছেন ফ্রাঙ্ক হেনরিকে গুলি করেছে? হ্যাঁ, এটা ঠিক যে হেনরি গ্ল্যাডিস আর ফ্রাঙ্কের প্রেমটা ভাঙার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু গ্ল্যাডিস তো সেই পরামর্শ কানেই তোলেনি। ও ফ্রাঙ্কের প্রতি খুবই নিবেদিতপ্রাণ।'

BanglaBook.org

'মি. মোর্লির আর কোন শত্রু ছিল কি?' জিজ্ঞেস করলেন জ্যাপ।

মিস মোর্লি না-বোধক মাথা নাড়লেন।

'তার পার্টনার মি. রাইলির সাথে সম্পর্ক কেমন ছিল?'

'ভালোই।' তিক্ত গলায় বললেন মিস মোর্লি। 'মানে একজন আইরিশের সাথে যতোটা ভালো সম্পর্ক থাকা সম্ভব।'

'এ কথার মানে?'

'দেখুন, আইরিশরা একটু রগচটা এবং ঝগড়াটে ধরনের হয়। মি. রাইলিও এর ব্যতিক্রম নন। তিনি রাজনীতি নিয়ে তর্ক করতে খুব পছন্দ করেন।'

'শুধু এটুকুই?'

'হ্যাঁ, শুধু এটুকুই। মি. রাইলির অন্যান্য অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু হেনরির ভাষ্যমতে নিজের পেশায় তিনি সেরাদের একজন।'

'অন্যান্য দোষ?' আবারও তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করলেন জ্যাপ।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন মিস মোর্লি। তারপর বললেন, 'মি. রাইলি খুব বেশি মদ্যপান করেন। তবে আমার মনে হয় না এই ব্যাপারটাকে খুব বেশি গুরুত্ব দেয়ার দরকার আছে।'

'মদ্যপান নিয়ে আপনার ভাইয়ের সাথে কি মি. রাইলির কোন বচসা হয়েছিল?'

'হেনরি মি. রাইলিকে এই ব্যাপারটা নিয়ে শুধু দুটো কথা বলেছিল। এক, দন্ত-চিকিৎসকদের হাত থাকা উচিত একদম স্থির। দুই, রোগীরা চিকিৎসকের মুখ থেকে মদের গন্ধ পেলে তা চিকিৎসকের পসারের জন্য ক্ষতিকর।'

জ্যাপ একমত হয়ে মাথা ঝাঁকালেন। তারপর বললেন, 'আপনার ভাইয়ের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে বলুন।'

'বেশ ভালো রোজগার করত হেনরি, আর সেই রোজগার থেকে প্রতি মাসে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা করত। এছাড়া আমাদের বাবা আমাদের দুজনের জন্যই অল্প কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন।'

পোয়ারো একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে মৃদু গলায় বললেন, 'আপনার ভাই কোন উইল রেখে গেছেন কিনা জানেন?'

'হ্যাঁ, জানি। এবং উইলে কী লেখা আছে তাও বলে দিতে পারি। উইল অনুযায়ী গ্ল্যাডিস পাবে একশ পাউন্ড। আর বাকি সব কিছু আমার পাওয়ার কথা।'

'আচ্ছা। তাহলে...'

দরজায় নক হলো। নক করেছে আলফ্রেড। পোয়ারো এবং জ্যাপকে দেখে বিস্ময়ে তার চোখ বড়বড় হয়ে গেল।

BanglaBook.org

'মিস নেভিল ফিরে এসেছেন-এই খবরটা জানাতে এলাম। মি. মোর্লি মারা গেছেন শুনে তিনি খুব ভেঙে পড়েছেন। জানতে চাইছেন, ভিতরে আসবেন কিনা?'

জ্যাপ মাথা ঝাঁকালে মিস মোর্লি আলফ্রেডকে বললেন, 'ওকে এখানে আসতে বলো, আলফ্রেড।'

'ঠিক আছে।' বলে চলে গেল সে।

মিস মোর্লি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'নির্বোধ একটা ছেলে।'

ঘ

গ্ল্যাডিস নেভিল মেয়ে হিসেবে বেশ লম্বা। গায়ের রং এত ফর্সা যে রক্তশূন্যতায় ভুগছে বলে মনে হয়। বয়স আটাশ বছর। যদিও তার মন অসম্ভব খারাপ, তবুও কথা শুনে বোঝা যায় সে বেশ বুদ্ধিমতী একজন মেয়ে।

মি. মোর্লির কাগজপত্র দেখার জন্য গ্ল্যাডিসকে নিয়ে চেম্বারের পাশের ছোট অফিস রুমে এলেন জ্যাপ।

'আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না যে মি. মোর্লির মতো একজন মানুষ এরকম একটা কাজ করেছেন। আত্মহত্যা করার জন্য যে কারণ বা দুশ্চিন্তা থাকা লাগে তার কিছুই মি. মোর্লির ছিল না।' জোর গলায় বলল গ্ল্যাডিস।

জ্যাপ জিজ্ঞেস করলেন গ্ল্যাডিসকে, 'আজকে তো আপনি চেম্বারে আসেননি। আপনাকে নাকি ডেকে পাঠান হয়েছিল খালার অসুস্থতার খবর দিয়ে?'

'হ্যাঁ। পুরো ব্যাপারটাই একটা ফালতু রসিকতা ছিল, বিশ্বাস হয়! এই ধরনের ফাজলামি যে কেউ করতে পারে, তা চিন্তাও করতে পারিনি।'

'কী হয়েছিল, বলুন তো মিস নেভিল।'

'আমার খালার শরীর মোটেই খারাপ হয়নি। খুব ভালো আছেন তিনি। বরং আমি কোন খবর না দিয়ে চলে যাওয়ায়, তিনিই আমাকে দেখে দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন। হ্যাঁ, খালাকে সুস্থ দেখে আমি খুশি হয়েছি অবশ্যই। কিন্তু ওখানে পৌঁছান পর্যন্ত কেমন লেগেছে, চিন্তা করুন তো একবার।'

'টেলিগ্রামটা কি আছে আপনার কাছে, মিস নেভিল?' জিজ্ঞেস করলেন জ্যাপ।

'নাহ, স্টেশনে ফেলে দিয়েছি। ওতে লেখা ছিলঃ তোমার খালা গতকাল রাতে স্ট্রোক করেছেন। দেরি না করে জলদি চলে এসো।'

'মিস নেভিল, আপনি কি নিশ্চিত যে...' গলাটা কেশে পরিষ্কার করে নিলেন জ্যাপ। 'এই টেলিগ্রামটা আপনার বন্ধু ফ্রাঙ্ক কার্টার পাঠায়নি?'

BanglaBook.org

'ফ্রাঙ্ক? ও কেন পাঠাবে?' হতভম্ব দেখাল গ্ল্যাডিসকে। 'ও আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। ভুয়া টেলিগ্রাম পাঠিয়ে আমাকে কাজে ফাঁকি দেওয়ানোর চিন্তা। না ইন্সপেক্টর, আমরা কেউই এ ধরনের কাজ করব না।'

জ্যাপ দ্বিধায় পড়ে গেলেন। গ্ল্যাডিস এমন দৃঢ়তার সাথে কথা বলছে যে কিছু বলাও যাচ্ছে না। কিন্তু...

'এই দেখুন, অ্যাপয়েন্টমেন্টের খাতায় সব লেখা আছে। রোগীদের অধিকাংশকেই আমি চিনি। সকাল দশটায় নতুন প্লেট লাগানোর জন্য আসার কথা ছিল মিসেস সোমসের। সাড়ে দশটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল লেডি গ্রান্ট নামে একজন বয়স্ক ভদ্রমহিলার। এগারোটার সময় আসার কথা ছিল মসিয়ে এরকুল পোয়ারোর। সাড়ে এগারোটায় বিখ্যাত ব্যাঙ্কার মি. অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্টের। এরপরে এসেছিলেন মিস সেইন্সবারী সিল। দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলেন ভীষণ তাই ফোন করে মি. মোর্লিকে তার আসার কথা জানিয়েছিলেন। বাচাল এবং হুল্লোড়বাজ মহিলা। এরপরে বারোটার সময় আসেন মি. অ্যাম্বেরিওটিস। ইনি নতুন রোগী। স্যাভয় হোটেল থেকেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলেন। প্রায়ই বিদেশী রোগী দেখতে হতো মি. মোর্লিকে। এরপরে সাড়ে বারোটার সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল মিস কারবির। ওয়ার্দিং থেকে এসেছিলেন তিনি।' এক নিঃশ্বাসে বলে গেল গ্ল্যাডিস।

পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি যখন আসি তখন লম্বা একজন মানুষকে বসে থাকতে দেখেছিলাম, দেখে মনে হয়েছিল সেনাবাহিনীর কেউ। মানুষটা কে?'

'সম্ভবত মি. রাইলির রোগীদের একজন। আপনি চাইলে তালিকাটা এনে দিতে পারি। অপেক্ষা করতে হবে কিছুক্ষণ।'

'ধন্যবাদ, মিস নেভিল।'

গ্ল্যাডিস গিয়ে কয়েক মিনিটের মাঝেই ফিরে এলো। হাতে তার মি. মোর্লির অ্যাপয়েন্টমেন্ট খাতার মতোই আরেকটা খাতা।

গ্ল্যাডিস পড়তে লাগল, 'সকাল দশটায় ছিল বেটি হিথ নামের নয় বছরের এক বালিকা। সকাল এগারোটায় কর্নেল অ্যাবারক্রম্বি।'

'কর্নেল অ্যাবারক্রম্বি।' বিড়বিড় করলেন পোয়ারো।

'সাড়ে এগারোটায় মি. হাওয়ার্ড রেইকস। দুপুর বারোটায় মি. বার্নস। এই তো। এরপরে আর কিছু নেই। কারণ মি. মোর্লির কাছে যত রোগী আসত, মি. রাইলির কাছে ততটা আসত না।'

'মি. রাইলির রোগীদের সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন আমাদেরকে, মিস নেভিল?'

BanglaBook.org

'কর্নেল অ্যাবারক্রম্বি অনেকদিন থেকেই মি. রাইলির কাছে চিকিৎসা নেন। মিসেস হিথের সব সন্তানও মি. রাইলির কাছে দাঁত পরীক্ষা করায়। তবে মি. রেইকস অথবা মি. বার্নস সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারব না। শুধু তাদের নামগুলো জানি। আসলে আমাকেই সব ফোন রিসিভ করতে হয় তো, এই কারণে...'

গ্ল্যাডিসের কথার মধ্যে বাধা দিলেন জ্যাপ, 'আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মি. রাইলির সাথে কথা বলতে চাই।'

গ্ল্যাডিস বের হয়ে গেলে জ্যাপ পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এক মি. অ্যাম্বেরিওটিস ছাড়া সবাই মি. মোর্লির পুরানো রোগী। মি. অ্যাম্বেরিওটিসের সাথে কথা বলতে হবে আমাদের। সেই একমাত্র লোক যে কিনা মি. মোর্লিকে শেষবার জীবিত দেখেছে। কথা বলে আমি জানতে চাই, সেই সময়টা কখন?'

মাথা ঝাঁকালেন পোয়ারো। বললেন, 'কিন্তু মোটিভটা কী সে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।'

'সেটা পরে দেখছি। আমার মনে হচ্ছে, এই মি. অ্যাম্বেরিওটিসের সাথে কথা বললে আমরা বেশ কিছু সূত্র পাব। আপনার কী মনে হয়?' জিজ্ঞেস করলেন জ্যাপ।

মুচকি হাসলেন পোয়ারো। বললেন, 'আমি একটা জিনিস ভেবে অবাক হচ্ছি, জ্যাপ। এই কেসের দায়িত্বে তুমি কেন?'

'দুঃখিত। আপনার কথা বুঝতে পারলাম না।'

'আমি বলতে চাইছি, এই সাধারণ আত্মহত্যার কেসের দায়িত্বে তোমার মতো একজন বুদ্ধিমান অফিসার কেন?'

'আসলে কুচক্রী, জালিয়াতদের একটা চক্রকে ধরার কাজে কাছাকাছিই ছিলাম আমি। সেখানে থাকতেই আমাকে ফোন দিয়ে এখানে আসতে বলা হয়।'

'কিন্তু হেড অফিস তোমাকে কেন ফোন করল?'

'খুবই সহজ ব্যাপার। যখন বিভাগীয় ইন্সপেক্টর শুনলেন যে মি. অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট আজ সকালে এখানে এসেছিলেন, সাথে সাথে তিনি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে ফোন দেন। বোঝেনই তো, মি. অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট দেশের খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি।'

'তুমি বলতে চাইছ, কেউ মি. অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্টকে মারার চেষ্টা করতে পারে?'

'সে কথা আর বলতে! ক'জনের নাম জানতে চান? বর্তমান সরকার যে কয়টি শক্ত খুঁটির উপরে দাঁড়িয়ে আছে, তার একটি হলো অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট

BanglaBook.org

এবং তার দল। সুতরাং বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা কতটা স্পর্শকাতর। এরকম একটা ব্যাপার গুরুত্বের সাথে না নিয়ে উপায় আছে?'

'তোমার সাথে আমি একমত। আমার ধারণা, খুনির আসল লক্ষ্য ছিলেন অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট। যেভাবেই হোক বেঁচে গেছেন তিনি। তাই যদি হয়,' বলে বাতাসে গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করলেন পোয়ারো। 'তাহলে বড়সড় একটা ঝামেলার গন্ধ পাচ্ছি।'

জ্যাপ বললেন, 'মসিয়ে পোয়ারো, আমার মনে হয় আপনি খুব বেশি কল্পনা করে ফেলছেন।'

'জ্যাপ, আমি তোমাকে বলছি, মি. মোর্লি এই খেলার সামান্য এক ঘুটি ছাড়া আর কিছুই নন। সম্ভবত তিনি এমন কিছু জানতেন যা তিনি মি. ব্লান্টকে বলেছিলেন অথবা বলতে চেয়েছিলেন। তাই...'

গ্ল্যাডিস ঘরে ঢোকায় কথা বন্ধ করে দিলেন পোয়ারো।

'মি. রাইলি একটু ব্যস্ত আছেন। তবে মিনিট দশেকের মধ্যেই ফাঁকা হয়ে কথা বলবেন তিনি। সমস্যা নেই তো কোন?'

জ্যাপ জানালেন যে সমস্যা নেই। তিনি ভৃত্য ছেলেটিকে ডেকে পাঠালেন। মি. রাইলির সাথে কথা বলার আগের সময়টুকু আলফ্রেডের সাথে কথা বলা যাক।

ও

আলফ্রেড এলো ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায়। ভয়ঙ্কর যে ঘটনাটা ঘটেছে তার জন্য সবাই তাকেই দায়ী করবে বলে ভাবছিল ও। আলফ্রেডের চাকরির বয়স প্রায় দুই সপ্তাহ। কিন্তু এই দুই সপ্তাহের মধ্যেই তার ভুলের সংখ্যা এত বেশি যে মি. মোর্লি তাকে প্রচুর বকাবকি করতেন। স্বাভাবিকভাবেই তার আত্মবিশ্বাস তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল।

'মি. মোর্লির রাগ স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশিই ছিল।' এক প্রশ্নের জবাবে বলল আলফ্রেড। 'কিন্তু এছাড়া আর কোন সমস্যা তার মধ্যে দেখিনি আমি। আমি ভাবতেও পারি না যে এরকম একটা কাজ তিনি করতে পারেন।'

পোয়ারো মুখ খুললেন। বললেন, 'আজ সকালে যা যা হয়েছে, তার সবটা আমাদেরকে খুলে বলো। তুমি আজ সকালে এখানেই ছিলে, গুরুত্বপূর্ণ একজন সাক্ষী তুমি। তুমি সবকিছু খুলে বললে এই ব্যাপারটার রহস্য উদঘাটন করা আমাদের জন্য সহজ হবে।'

পোয়ারোর প্রশংসা শুনে আলফ্রেডের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। ইতিমধ্যেই জ্যাপকে সকালের ঘটনা বলেছে ও। তাই ও বলতে যাচ্ছিল যেন

BanglaBook.org

তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। কিন্তু পোয়ারোর এই প্রশংসা তার মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি করল।

'আমি অবশ্যই আপনাদেরকে বলব। শুধু আমাকে জিজ্ঞাসা করুন।' বলল সে।

'প্রথম থেকে শুরু করি। আজ সকালে নিয়মের বাইরে অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে?'

আলফ্রেড এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, 'না।'

'অপরিচিত কোন মানুষ এসেছিল নাকি আজ?'

'না, স্যার।'

'রোগীদের মধ্যেও কেউ না?'

'আমি বুঝতে পারিনি যে আপনি রোগীদের কথা বলছেন। এখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কেউ আসে না তো। আর যারা এসেছিল তাদের সবার নামই খাতায় লিপিবদ্ধ করা আছে।'

জ্যাপ মাথা ঝাঁকালেন। পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন, 'বাইরে থেকে কেউ আসতে পারে কি?'

'সেটা সম্ভব না, স্যার। বাইরে থেকে আসতে গেলে তাদের কাছে একটা চাবি থাকা লাগবে।'

'কিন্তু এই বাড়ি থেকে তো সহজেই বেরোনো যায়। তাই না?'

'হ্যাঁ। হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে দরজাটা টেনে দিলেই হয়। এরকম অনেকবার হয়েছে যে আমি কোন রোগীকে নিয়ে এলিভেটরে উঠেছি আর অন্যদিকে কোন রোগী সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন।'

'আচ্ছা। এখন আজ সকালে প্রথমে কে এসেছিল বলো। নাম মনে না থাকলে চেহারার বর্ণনা দাও।'

আলফ্রেড এক মিনিট চিন্তা করল। তারপর বলল, 'একটা ছোট মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এক মহিলা এসেছিলেন। তিনি এসেছিলেন মি. রাইলির কাছে। আর মি. মোর্লির কাছে এসেছিল মিসেস সোপ নামের একজন।'

পোয়ারো আর জ্যাপ দৃষ্টি বিনিময় করলেন। মিসেস সোমসকে মিসেস সোপ বানিয়ে ফেলেছে আলফ্রেড।

পোয়ারো বললেন, 'একদম ঠিক বলেছ। বলতে থাকো।'

'তারপরে এলেন একজন মোটাসোটা, বয়স্ক ভদ্রমহিলা। এরপরে আসলেন লম্বা, সামরিকবাহিনীর একজন কর্মকর্তা। এরপরেই আপনি এলেন।'

আলফ্রেড পোয়ারোর দিকে ইঙ্গিত করে বলল।

'হ্যাঁ। তারপর?'

BanglaBook.org

'তারপরেই আমেরিকান ভদ্রলোকটি এলেন।'

পোয়ারো তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'আমেরিকান ভদ্রলোক?'

'জি, স্যার। আমেরিকান একজন যুবক, অন্তত তার কথার টান শুনে সেটাই মনে হলো। সাড়ে এগারোটার আগে তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল না, কিন্তু অনেক আগে এসেছিলেন তিনি। এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট যে নেই, সেটা নিয়ে সম্ভবত তার কোন মাথাব্যথাও ছিল না।'

'এ কথা কেন বলছ?' প্রশ্ন করলেন জ্যাপ।

'কারণ সাড়ে এগারোটায় যখন মি. রাইলির ঘণ্টা বেজে উঠল, তার কিছুক্ষণ পরে, এই ধরুন এগারোটা চল্লিশের দিকে তিনি সেখানে ছিলেন না। বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

পোয়ারো বললেন, 'তাহলে আমি বেরোনোর পরপরই বেরিয়ে গিয়েছিল সে?'

'ঠিক তাই, স্যার। তার কিছুক্ষণ আগে চকচকে একটা রোলস রয়েসে চেপে এসেছিলেন মি. অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট। আহ! গাড়িটা যদি দেখতেন স্যার! যাই হোক, মি. ব্লান্টকে আমি অভ্যর্থনা জানিয়ে অপেক্ষা-কক্ষে নিয়ে এসে বসাই। তারপরে আপনাকে বাইরে এগিয়ে দিয়ে মিস সোমসবুরী সিল নামে এক মহিলাকে ভিতরে নিয়ে আসি। তাকে বসিয়ে আমি রান্নাঘরে যাই কিছু খেতে। এরপরে যখন মি. রাইলির ঘণ্টা বাজে তখন আমি আমেরিকান ভদ্রলোককে ডাকতে গিয়ে দেখি যে তিনি আর নেই। আমি এই ঘটনা মি. রাইলিকে বলতে গেলে তিনি জোর গলায় বলেন যে তার কাছে নাকি এরকম কেউ আসেনি।'

পোয়ারো বললেন, 'তারপরে?'

'এরপরে মিস সিলের জন্য মি. মোর্লি ঘণ্টা বাজালেন। আমি মিস সিলকে মি. মোর্লির চেম্বারে ঢুকিয়ে দিয়ে নিচে এসে মিস শার্টিকে (মিস কারবি) অভ্যর্থনা জানালাম। তাকে এলিভেটরে করে মি. রাইলির চেম্বারে প্রবেশ করিয়ে আবার যখন নিচে নামলাম তখন দুজন ভদ্রলোককে দেখতে পেলাম। চিঁ চিঁ গলার ছোটখাটো একজন ভদ্রলোক, নামটা মনে নেই। ইনি এসেছিলেন মি. রাইলির কাছে। আরেকজন ছিলেন মোটাসোটা একজন বিদেশী ভদ্রলোক। ইনি এসেছিলেন মি. মোর্লির কাছে।'

'মিস সিলের সময় লেগেছিল পনেরো মিনিটের মতো। যাই হোক, আমি মিস সিলকে বিদায় দিয়ে এসে সেই বিদেশী ভদ্রলোককে মি. মোর্লির চেম্বারে পৌঁছে দেই। এর আগেই আমি অন্য ভদ্রলোককে মি. রাইলির চেম্বারে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম।'

BanglaBook.org

জ্যাপ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি সেই বিদেশী ভদ্রলোক, মি. অ্যাম্বেরিওটিসকে বেরিয়ে যেতে দেখেছ?'

'না স্যার, দেখিনি। আসলে আমি সেই দুজন ভদ্রলোকের কাউকেই বেরিয়ে যেতে দেখিনি।'

'দুপুর বারোটার সময় তুমি কোথায় ছিলে?'

'আমি সবসময়ই লিফটের মধ্যে বসে থাকি। সদর দরজার ঘণ্টা অথবা মি. মোর্লি নাহয় মি. রাইলির চেম্বারের ঘণ্টার জন্য অপেক্ষা করি।'

মুচকি হেসে পোয়ারো বললেন, 'তুমি কিছু পড়ছিলে সম্ভবত?'

আলফ্রেডের গাল আবারও লাল হয়ে গেল। 'জি, স্যার। আসলে বই পড়তে আমার খুব ভাল লাগে আর সময় কাটানোও একটা সমস্যা...'

'ঠিকই বলেছ। যাই হোক, কী পড়ছিলে তুমি?'

'একটা আমেরিকান গোয়েন্দা গল্প। নাম-এগারোটা পঁয়তাল্লিশে মৃত্যু। দারুণ বই, স্যার। গোলাগুলিতে ভরপুর।'

পোয়ারো মুচকি হেসে বললেন, 'তুমি যেখানে বসো, কেউ সদর দরজা খুললে সেখান থেকে কি তুমি শুনতে পাবে?'

'কেউ বাইরে গেলে আমি শুনতে পাবো কিনা? না, স্যার। শুনতে পাওয়ার কথা নয়। কারণ এলিভেটরটা হল রুমের একদম শেষ মাথায়, তার উপরে একটু কোনার দিকে। লিফটের ঘণ্টা আর মি. মোর্লির ঘণ্টা একদম পাশাপাশি। এতদূর থেকে কেউ সদর দরজা খুললে আমার পক্ষে সেই শব্দ শোনা সম্ভব নয়।'

পোয়ারো মাথা দোলালেন। জ্যাপ জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপরে কী হলো?'

আলফ্রেড ভ্রূ কুঁচকে মনে করার চেষ্টা করল।

'মিস শার্টি তার ডাক আসার জন্য বসেছিলেন। কিন্তু মি. মোর্লি আর ঘণ্টা বাজাননি। দুপুর একটা বেজে যাওয়ার পরেও তার ডাক না পড়ায় মিস শার্টি রেগে যান।'

'তুমি উপরে গিয়ে খোঁজ নাওনি এত দেরি হচ্ছে কেন? এ পরিস্থিতিতে সেটাই তো স্বাভাবিক হতো।'

'অসম্ভব স্যার, সে চিন্তাও করতে পারি না। আমি শুধু জানতাম যতক্ষণ পর্যন্ত উপরে রোগী আছে, ততক্ষণ ঘণ্টার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আমাকে। তবে আমি যদি জানতাম মি. মোর্লি এরকম একটা কাজ করবেন, তাহলে হয়তো...' আক্ষেপের সাথে মাথা নাড়ল আলফ্রেড।

'ঘণ্টা কি রোগী নেমে আসার পরে বাজত? নাকি রোগী দেখা শেষ হলেই ঘণ্টা বাজিয়ে দিতেন মি. মোর্লি?'

BanglaBook.org

'এটা আসলে নির্ভর করত রোগী কোনদিক দিয়ে নামছেন তার উপরে। সাধারণত রোগী সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসার পর মি. মোর্লি ঘণ্টা বাজাতেন। যদি কোন রোগী এলিভেটরে করে নামত সেক্ষেত্রে তাকে এগিয়ে দেয়ার জন্য ঘণ্টা বাজিয়ে আমাকে ডাকতেন তিনি। তবে মাঝে মাঝে তাড়া থাকলে রোগী চেম্বার থেকে বেরোনোর সাথে সাথেই ঘণ্টা বাজাতেন মি. মোর্লি।'

'আচ্ছা,' বলে এক মুহূর্ত বিরতি দিলেন পোয়ারো। তারপর বললেন, 'তুমি কি মি. মোর্লি আত্মহত্যা করায় বিস্মিত, আলফ্রেড?'

'বিস্মিত মানে কী?' বলল আলফ্রেড। 'আমি খুবই বিস্মিত। আমি তো চিন্তাও করতে পারি না যে মি. মোর্লির মতো মানুষ এরকম একটা কাজ করতে পারেন। আচ্ছা তিনি...' কথা শেষ না করে থেমে গেল আলফ্রেড।

'আচ্ছা তিনি?' জিজ্ঞেস করলেন জ্যাপ।

'তিনি খুন হননি তো?'

জ্যাপ কিছু বলার আগেই পোয়ারো কথা বললেন। 'যদি খুন হন, তাহলে কি তোমার বিস্ময়ের পরিমাণ কমবে?'

'আমি আসলে জানি না, স্যার। কেউ কেন মি. মোর্লিকে খুন করবে তা আমার মাথায় আসছে না। তিনি খুব ভালো মানুষ ছিলেন। স্যার, তিনি কি আসলেই খুন হয়েছেন?'

পোয়ারো গম্ভীরভাবে বললেন, 'কোন সম্ভাবনাই উড়িয়ে দিতে পারব না আমরা। এজন্যই বলছি তুমি এ কেসের গুরুত্বপূর্ণ একজন সাক্ষী। আজ সকালে কী ঘটেছে তা ঠিকঠাকভাবে মনে করাটা খুব জরুরী।'

আলফ্রেড আরেকবার ভ্রূ কুঁচকে মনে করার চেষ্টা করল। তারপর বিমর্ষ গলায় বলল, 'দুঃখিত, স্যার। আর কিছু মনে পড়ছে না আমার।'

'ঠিক আছে আলফ্রেড। তুমি নিশ্চিত যে অপরিচিত কোন লোক আজ এই বাড়িতে ঢোকেনি?'

'কোন অপরিচিত লোক ঢোকেনি, স্যার। রোগী ছাড়া শুধু একজনই এসেছিল, সে মিস নেভিলের প্রেমিক। মিস নেভিল নেই শুনে মন খারাপ করে চলে যায় সে।'

জ্যাপ তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'এই ঘটনা কোন সময়ের?'

'বারোটার কিছু পরে। আমি যখন তাকে বললাম যে মিস নেভিল আজ কাজে আসেননি তখন তার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে বলল যে সে মি. মোর্লির সাথে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করবে। আমি বললাম যে মি. মোর্লি দুপুরের খাবারের আগ পর্যন্ত খুব ব্যস্ত থাকবেন। তারপরেও সে বলল, অপেক্ষা করতে তার কোন সমস্যা নেই।'

BanglaBook.org

পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন, 'অপেক্ষা করেছিল?'

বিব্রত দৃষ্টি দেখা গেল আলফ্রেডের চোখে। সে বলল, 'আসলে আমি পরে বিষয়টা আর খেয়াল করিনি। তাকে অপেক্ষা-কক্ষে ঢুকতে দেখেছিলাম আমি। বেশ কিছুক্ষণ পরে গিয়ে দেখি তিনি নেই ওখানে। তাই আমি ভেবেছিলাম হয়তো অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছেন ভদ্রলোক, অন্য কখনও আসবেন।'

চ

আলফ্রেড ঘর থেকে বের হয়ে গেলে জ্যাপ পোয়ারোকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মি. মোর্লি খুনও হয়ে থাকতে পারেন এই কথাটা আলফ্রেড ছোঁড়াটাকে বলা কি ঠিক হলো?'

পোয়ারো কাঁধ ঝাঁকালেন। বললেন, 'সমস্যা নেই। বরং ভালো কিছু হওয়ার সম্ভাবনা আছে। খুনের কথা বলায় আলফ্রেড ব্যাপারটা নিয়ে আরও ভাববে। ভাবতে ভাবতে নতুন কোন তথ্য মনে পড়েও যেতে পারে ওর। আরেকটা ব্যাপার-আলফ্রেড ছোঁড়া নির্বোধ হতে পারে, তবে সে গোয়েন্দা গল্পের পোকা। মি. মোর্লি খুন হয়ে থাকার ব্যাপারে যদি নতুন কোন সূত্র দেয়, তাহলে আমি একেবারেই অবাক হবো না।'

'আপনার কথা মেনে নিলাম, মসিয়ে পোয়ারো। চলুন, এবার মি. মোর্লির পার্টনার রাইলির সাথে কথা বলা যাক।'

মি. রাইলির চেম্বার এবং অফিস উভয়ই দ্বিতীয় তলায়। চেম্বারটা মি. মোর্লির মতোই বড় তবে আলো বেশ কম। ঘরের আসবাবপত্র দামী, কিন্তু সুসজ্জিত নয়। বোঝা যায়, এসবের মালিকের রুচিবোধ উন্নত হলেও গোছালো স্বভাবের অভাব আছে।

মি. মোর্লির পার্টনার মি. রাইলি লম্বা, চওড়া একজন যুবক। কপালের উপরে একগোছা চুল পড়ে আছে তার। আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গি, চোখে জোড়ায় বিচক্ষণতা।

নিজেদের পরিচয় দেওয়ার পর জ্যাপ বললেন, 'মি. রাইলি, আশা করি আপনার পার্টনারের এই দুঃখজনক ঘটনার রহস্য খুলতে আপনি আমাদের সাহায্য করবেন।'

'সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে নিরাশ করতে হচ্ছে। কারণ এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। আমি শুধু একটা কথাই বলতে পারি যে মি. মোর্লি কোনভাবেই আত্মহত্যা করতে পারেন না। আমি করলেও করতে পারি, কিন্তু হেনরি মোর্লি? অসম্ভব। স্রেফ অসম্ভব।'

'আপনি কেন আত্মহত্যা করতে পারেন?' জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো।

BanglaBook.org

'কারণ দুশ্চিন্তার শেষ নেই আমার। আমি কখনওই আমার আয়ের সাথে ব্যয়ের সামঞ্জস্য করতে পারিনি। মি. মোর্লির সে চিন্তা ছিল না। টাকা-পয়সার কোন সমস্যা ছিল না, দেনাও ছিল না কোন। তাই স্বাভাবিকভাবেই কোন দুশ্চিন্তাও ছিল না।'

'প্রেম-সংক্রান্ত কোন জটিলতা?' জিজ্ঞেস করলেন জ্যাপ।

'প্রেম? হেনরির? হা হা হা। দাঁড়ান, একটু হেসে নিই। হেনরি থাকতেন ওর বোনের আঁচলের তলায়। বেচারা।'

জ্যাপ মি. রাইলিকে তার সকালের রোগীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন।

'সবাই আমার পুরাতন রোগী। ছোট বেটি হিথ, ওর পুরা পরিবারের দাঁতের চিকিৎসা তো আমিই করলাম। কর্নেল অ্যাবারক্রম্বি আমার পুরাতন রোগী।'

'হাওয়ার্ড রেইকস?' জানতে চাইলেন জ্যাপ।

অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসলেন মি. রাইলি। বললেন, 'আগে আমার কাছে আসেননি তিনি। তার সম্পর্কে কিছু জানিও না। সকালে ফোন দিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলেন।'

'কোত্থেকে ফোন করেছিলেন?'

'হলবর্ন প্যালেস হোটেল। আমার ভুল না হয়ে থাকলে, তিনি সম্ভবত একজন আমেরিকান।'

'আলফ্রেডও সেরকমটাই বলল।'

'আলফ্রেডের জানার কথা। ও খুবই সিনেমার পাগল।'

'অন্য রোগীদের ব্যাপারে বলুন।'

'মি. বার্নস। ছোটখাটো মানুষ। অবসরপ্রাপ্ত সরকারী চাকুরে। এই তো কাছেই, ইলিঙে থাকেন।'

জ্যাপ এক মুহূর্ত বিরতি দিলেন। তারপর বললেন, 'মিস নেভিল সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?'

মি. রাইলি ভ্রূ উঁচু করলেন। 'সোনালী চুলের ওই সুন্দরী সেক্রেটারি? কী বলব ওর সম্পর্কে? হেনরির সাথে ওর সম্পর্ক ছিল একদম স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ নেই।'

'আমি কিন্তু একবারও বলিনি যে তাদের সম্পর্ক অস্বাভাবিক ছিল।' বললেন জ্যাপ।

'দুঃখিত। মাফ করবেন।'

'আপনার কথার টানটা চমৎকার।' বললেন পোয়ারো। 'সম্ভবত নানদের থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন আপনি।'

BanglaBook.org

ইন্সপেক্টর জ্যাপ পোয়ারোর অন্য প্রসঙ্গে কথা বলার ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলেন। তিনি মি. রাইলিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মিস নেভিলের সাথে যার প্রেম, সেই ফ্রাঙ্ক কার্টার সম্পর্কে কিছু জানেন?'

'মি. মোর্লি ওকে পছন্দ করতেন না। এমনকি তিনি মিস নেভিলের সঙ্গে ফ্রাঙ্ক কার্টারের প্রেমটা ভাঙার চেষ্টাও করেছিলেন বলে শুনেছি।'

'কার্টার কি বিরক্ত হয়েছিল তাতে?'

'বিরক্ত না। রেগে গিয়েছিল কার্টার।' জবাব দিলেন মি. রাইলি।

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, 'প্রশ্ন করছি বলে মাফ করবেন। আপনারা তো আত্মহত্যার তদন্ত করছেন। খুনের তদন্ত তো নিশ্চয়ই করছেন না?'

জ্যাপ ধারালো গলায় বললেন, 'মি. মোর্লি যদি খুনই হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার কিছু বলার আছে?'

'না, আমি কিছু বলতে পারব না। তবে জর্জিনা বলতে পারবে হয়তো। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, জর্জিনা মানুষ হিসেবে নীতিবান। সে এরকম কিছু করবে, ভাবা যায় না। আমি সিঁড়ি বেয়ে উপরতলায় গিয়ে হেনরিকে গুলি করতে পারতাম কিনা সে প্রশ্ন যদি করেন তো বলি-হ্যাঁ, পারতাম। কিন্তু আমি সেটা করিনি। আবার হেনরি আত্মহত্যা করেছে এই ব্যাপারটাও আমি মেনে নিতে পারছি না।'

একটু থেমে গলার স্বর পরিবর্তন করে মি. রাইলি বললেন, 'আমার আচরণ দিয়ে আমাকে বিচার করবেন না দয়া করে। ব্যাপারটায় খুবই দুঃখ পেয়েছি। আমি হেনরিকে পছন্দ করতাম এবং আমি ওকে খুব মিস করব।'

ছ

জ্যাপ টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে পোয়ারোর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসলেন। তার সারা মুখে থমথম করছে গাম্ভীর্য।

'মি. অ্যাম্বেরিওটিসের শরীর নাকি ভালো না। আজ বিকালে তিনি কারও সাথে দেখা করতে পারবেন না। অন্য সবাই চুলোয় যাক, আমার সাথে তাকে কথা বলতে হবেই। আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাবে তা আমি হতে দেব না। স্যাভয় হোটেলের সামনে একজন লোককে রেখেছি। অ্যাম্বেরিওটিস পালানোর চেষ্টা করলেই আমাকে খবর দেবে সে।'

'তোমার ধারণা, অ্যাম্বেরিওটিস মি. মোর্লিকে খুন করেছেন?' চিন্তিত গলায় বললেন পোয়ারো।

'আমি জানি না। তবে মি. অ্যাম্বেরিওটিসই শেষ ব্যক্তি যিনি কিনা মি. মোর্লিকে জীবিত অবস্থায় দেখেছেন এবং তিনি ছিলেন একজন নতুন রোগী। তার বক্তব্য অনুযায়ী, বারোটা পঁচিশে তিনি মি. মোর্লিকে রেখে তার চেম্বার

BanglaBook.org

থেকে বের হয়ে এসেছিলেন। মি. মোর্লি তখনও জীবিত। তাহলে এর পরে কী ঘটল তা অনুমান করা যাক। পরের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল বারোটা ত্রিশে। মি. অ্যাম্বেরিওটিস চেম্বার থেকে বেরিয়ে যান বারোটা পঁচিশে। তাহলে এই পাঁচ মিনিটে কি কেউ এসেছিল মি. মোর্লির সাথে দেখা করতে? ফ্রাঙ্ক কার্টার হতে পারে? অথবা রাইলি? তারপরে কী হলো? এখানেই সমস্যাটা শুরু হচ্ছে। বারোটা পঁচিশ থেকে দুপুর একটার মধ্যে যেকোন সময়ে মি. মোর্লি মারা গিয়ে থাকতে পারেন। নাহলে তিনি ঘণ্টা বাজাতেন। অন্ততপক্ষে মিস কারবিকে বলে পাঠাতেন যে তিনি আর রোগী দেখবেন না। কিন্তু কিছুই করলেন না তিনি। এর মানে কী দাঁড়াল? হয় তার চেম্বারে ঢুকে কেউ তাকে খুন করেছে, আর নয়তো কেউ তাকে এমন কিছু বলেছে যে তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে আত্মহত্যা করে বসলেন।'

একটু বিরতি দিয়ে বলতে লাগলেন জ্যাপ, 'আজ সকালের প্রতিটি রোগীর সাথে আমাদের কথা বলতে হবে। হয়তো তিনি কারও কাছে এমন কিছু বলেছিলেন যা আমাদেরকে এই কেসের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে।'

ঘড়ি দেখলেন ইন্সপেক্টর জ্যাপ। 'মি. অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট বললেন যে তিনি নাকি সোয়া চারটার পরে কিছুক্ষণ সময় আমাকে দিতে পারবেন। চলুন, তার কাছে যাই। চেলসি বাঁধের পাশেই তার বাড়ি। তার সাথে কথা বলে আমরা মি. অ্যাম্বেরিওটিসের কাছে যাব। মিস সেইন্সবারী সিলের সাথেও একবার কথা বলে যাব যাওয়ার পথে। এই গ্রিকের সাথে কথা বলার আগে আমি পুরো ব্যাপারটা জানতে চাই। সব শেষে আমরা আপনার ভাষায় খুনির মতো চেহারা যার, তার সাথে কথা বলব।'

পোয়ারো মাথা নাড়লেন। 'খুনির মতো নয় হে, দাঁতের ব্যথায় আক্রান্তের মতো।'

'একই কথা। এই হাওয়ার্ড রেইকসের সাথে কথা বলতে হবে আমাদের। এরপরে মিস নেভিলের কাছে পাঠান টেলিগ্রামটি পরীক্ষা করে দেখব আমরা। সোজা কথায়, প্রত্যেকটা জিনিস যাচাই করে দেখতে হবে আমাদেরকে।'

জ

অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট কখনওই জনসমক্ষে তেমন পরিচিত মুখ ছিলেন না। তিনি খুব নিরিবিলি এবং নিজের মতো করে থাকতে পছন্দ করেন বলেই হয়তো। আবার এটাও একটা কারণ হতে পারে যে তিনি এত বছর কাজ করেছেন কর্তৃপক্ষের মুখপাত্র হিসেবে, কিন্তু কখনওই খোদ কর্তৃপক্ষ হিসেবে নয়।

BanglaBook.org

রেবেকা স্যান্সেভেরাতো ওরফে রেবেকা আর্নল্ট নামের একজন খুঁতখুঁতে ভদ্রমহিলা পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে লন্ডনে এসেছিলেন। তার বাবা-মা উভয়ের পরিবারই ছিল অত্যন্ত ধনী। তার মা ছিলেন ইউরোপিয়ান রদারস্টেইন বংশের একজন উত্তরাধিকারী। আর বাবা ছিলেন আমেরিকান ব্যাংকিং হাউজ অফ আর্নল্ট'সের প্রধান। দুই ভাই এবং একজন জ্ঞাতি ভাই বিমান দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার পর সমস্ত সম্পদের একমাত্র উত্তরাধিকারী হয়ে যান রেবেকা আর্নল্ট। বিয়ে করেছিলেন একজন অভিজাত বংশীয় ইউরোপিয়ান যুবরাজ ফিলিপ ডি স্যান্সেভেরাতোকে। তিন বছরের মাথায় বিচ্ছেদ হয়ে যায় তাদের, যুবরাজ ফিলিপের জঘন্য আচরণ এবং জীবনযাপনের কারণে। রেবেকা পান সন্তানের দায়িত্ব। কয়েক বছরের মাথায় বাচ্চাটাও মারা যায়।

নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার দুঃখ ভুলতে রেবেকা আর্নল্ট কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন। ব্যবসা ছিল তার রক্তে। ব্যাঙ্কিং-এ বাবার সাথে সাহায্যকারী হিসেবে কাজ শুরু করলেন। বাবার মৃত্যুর পর প্রচুর অর্থ-সম্পদের কারণে রেবেকা হয়ে উঠলেন অর্থনৈতিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তিত্ব। লন্ডন চলে আসার পর, লন্ডন হাউজের একজন জুনিয়র পার্টনারকে তার কাছে পাঠান হলো বিভিন্ন কাগজপত্রের সাথে। এর ছয় মাস পরে গোটা বিশ্ব তার চেয়ে অন্তত কুড়ি বছরের ছোট অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্টের সাথে তার বিয়ের খবর পেয়ে চমকে গেল।

হাসি ঠাট্টা, কানাকানি চলল অনেক। রেবেকার বন্ধুরা বলল, রেবেকা সবসময়ই ভুল মানুষ পছন্দ করে। প্রথমে স্যান্সেভেরাতো এবং এবার এই যুবক। অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট নিশ্চয়ই রেবেকার টাকার জন্য তাকে বিয়ে করেছে, আবার একটা বিপর্যয় ঘটতে বেশি দেরি নেই আর! কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে টিকে গেল বিয়েটা। যারা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট রেবেকার টাকা অন্য মেয়েদের পিছনে ঢালবে, তারা সবাই ভুল প্রমাণিত হলো। স্ত্রীর প্রতি অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্টের বিশ্বস্ততা ছিল প্রশ্নাতীত। সেই বিশ্বস্ততা রেবেকার মৃত্যুর পরেও অটুট ছিল, পুরো সম্পত্তি হাতে এলেও আর বিয়ে করেননি তিনি; সেই শান্ত, সাধারণ জীবনই যাপন করেছেন। অর্থনীতি বিষয়ে তার মেধা তার স্ত্রীর চেয়ে কম ছিল না। তার বিচারবুদ্ধি, যোগাযোগ ছিল প্রশংসনীয় আর সততা ছিল প্রশ্নাতীত। সম্পূর্ণ নিজের যোগ্যতা দিয়ে তিনি আর্নল্ট এবং রদারস্টেইন সাম্রাজ্যের উপরে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

তিনি সমাজে মিশতেন খুব কম। তার বাড়ির সংখ্যা দুটি। কেন্টে একটি আর নরফোকে আরেকটি। নরফোকের বাড়িটিতে অল্প কিছু বন্ধুবান্ধবের সাথে তিনি সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলো কাটান। গলফ পছন্দ করেন, খেলেনও খারাপ না। তার আরেকটি বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হলো বাগান।

BanglaBook.org

এই অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্টের সাথেই চিফ ইন্সপেক্টর জ্যাপ এবং এরকুল পোয়ারো একটা পুরানো, ঝরঝরে ট্যাক্সিতে চেপে দেখা করতে চলেছেন।

চেলসি বাঁধের ধারে গথিক ধাঁচের বাসভবনটি দেখার মতো এক জিনিস। ভিতরটা বিলাসবহুল হলেও, কোথায় যেন একটু সাধারণত্বের ছোঁয়া পাওয়া যায়। খুব বেশি অত্যাধুনিক না, অথচ অত্যন্ত আরামদায়ক।

তাদের আসার খবর পেয়ে আর অপেক্ষা করিয়ে রাখলেন না অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট, সাথে সাথেই বেরিয়ে এলেন।

'চিফ ইন্সপেক্টর জ্যাপ?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

জ্যাপ এগিয়ে এসে এরকুল পোয়ারোকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ব্লান্ট আগ্রহের সাথে পোয়ারোকে দেখলেন, 'আমি আপনার নাম শুনেছি, মসিয়ে পোয়ারো। কিন্তু খুব সম্প্রতি কোথাও কি আপনাকে...' থেমে গেলেন তিনি।

পোয়ারো বললেন, 'আজ সকালে, মসিয়ে। মি. মোর্লির অপেক্ষা-কক্ষে।'

অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্টের ভ্রূ সোজা হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'ঠিক। এবার মনে পড়েছে। এজন্যই আমার বারবার মনে হচ্ছিল আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি।'

জ্যাপের দিকে ঘুরলেন তিনি, 'বলুন আপনার জন্য কী করতে পারি? বলে রাখি, মোর্লির মৃত্যুতে আমি খুবই দুঃখিত।'

'আপনি অবাক হয়েছেন, মি. ব্লান্ট?'

'খুবই অবাক হয়েছি। যদিও আমি তার সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না, তারপরও আমার মনে হয় না তিনি আত্মহত্যা করতে পারেন।'

'আজ সকালে তাকে তো সুস্থাবস্থায়ই দেখেছিলেন?' জিজ্ঞেস করলেন জ্যাপ।

'সেরকমই তো মনে হলো।' ব্লান্ট একটু থেমে বাচ্চাদের মতো হেসে বললেন, 'আপনারা কী মনে করবেন জানি না, কিন্তু দন্ত-চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে আমি অত্যন্ত ভীতু একজন মানুষ। ওই ড্রিলের ব্যাপারটা আমি রীতিমতো ঘৃণা করি। তাই আমি খুব একটা খেয়াল করিনি, মানে কাজ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত আর কী। তবে আমি এটুকু বলতে পারি যে তিনি একেবারে স্বাভাবিক, হাসিখুশি এবং ব্যস্তাবস্থায় ছিলেন।'

'আপনি কি প্রায়ই তার কাছে যেতেন?'

'বলতে পারেন। এই নিয়ে তিন অথবা চারবারের মতো গেলাম তার কাছে। অথচ গত বছর পর্যন্ত আমার দাঁতে তেমন কোন সমস্যা দেখা দেয়নি। বয়স হচ্ছে বোধ হয়।'

BanglaBook.org

এরকুল পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাকে মি. মোর্লির কাছে কে যেতে বলেছিল?'

মি. ব্লান্ট ভ্রূ কুঁচকে মনোযোগ দিয়ে ভাবার চেষ্টা করলেন। 'দাঁড়ান, একটু চিন্তা করি। দাঁতে ব্যথা হয়েছিল আমার। কেউ একজন বলেছিল কুইন শার্লট স্ট্রীটের মি. মোর্লির কাছে গেলেই হবে। দুঃখিত, আমি মনে করতে পারছি না কে আমাকে বলেছিল।'

পোয়ারো বললেন, 'যদি এর মাঝে আপনার মনে পড়ে, আমাদের অবশ্যই দয়া করে জানাবেন।'

অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট আগ্রহ নিয়ে তাকালেন। বললেন, 'আপনি চাইলে অবশ্যই জানাব। কিন্তু এটা কি গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য?'

'এই প্রশ্নের উত্তর জানাটা তদন্তের স্বার্থে খুব জরুরী বলে মনে করি।'

আর কোন কথাবার্তা হলো না। মি. ব্লান্টের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জ্যাপ আর পোয়ারো যখন বাড়ি থেকে বের হয়ে আসছিলেন, তখন বাড়ির সামনে একটি গাড়ি এসে থামল। গাড়িটা অদ্ভুত ধরনের, এক অংশ থেকে অন্য অংশে যেতে হলে শরীর মুচড়ে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। গাড়ী থেকে এক তরুণী নেমে এলো, জ্যাপ আর পোয়ারো ততক্ষণে রাস্তা ধরে হাঁটা শুরু করেছেন। তরুণী নেমে এক মুহূর্ত দেখল তাদের। তারপর চিৎকার করে ডাকল, 'হাই!'

জ্যাপ আর পোয়ারো বুঝতে পারেননি যে তাদেরকেই ডাকা হচ্ছে। তরুণী আবার ডাকল, 'হাই! হাই! হ্যাঁ, আপনাদেরকেই বলছি...'

থেমে ঘুরে তাকালেন জ্যাপ আর পোয়ারো। তরুণী এগিয়ে গেল তাদের দিকে। লম্বা, চিকন এক তরুণী। খুব সুন্দরী নয় তবে মুখমণ্ডলে বুদ্ধি এবং প্রানবন্ততার একটা ছাপ আছে যা তার সৌন্দর্যের অভাবটা পুষিয়ে দিয়েছে। সে পোয়ারোকে বলল, 'আমি জানি আপনি কে। আপনি বিখ্যাত গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারো।' উষ্ণ এবং গভীর তরুণীর কণ্ঠ। আমেরিকান টান রয়েছে কিছুটা।

পোয়ারো বললেন, 'বলুন মাদমোয়াজেল, কীভাবে আপনার কাজে লাগতে পারি?'

তরুণী পাশের জনের দিকে তাকাল। পোয়ারো পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনি চিফ ইন্সপেক্টর জ্যাপ।'

তরুণীর চোখ বড় বড় হয়ে গেল। সতর্কতায় নাকি অন্য কোন কারণে বুঝতে পারলেন না পোয়ারো। সে কিছুটা অস্থির গলায় বলল, 'আপনারা এখানে কেন? অ্যালিস্টেয়ার আঙ্কেলের কিছু হয়নি তো?'

পোয়ারো তাড়াতাড়ি বললেন, 'না। কিন্তু আপনি এমনটা কেন ভাবছেন, মাদমোয়াজেল?'

BanglaBook.org

'কিছু হয়নি, না? যাক, ঠিক আছে তাহলে।'

'আপনি কেন ভাবছেন মি. ব্লান্টের কিছু হয়েছে, মিস...?' মুখ খুললেন জ্যাপ।

'অলিভেরা, জেন অলিভেরা।' একটু মেকি হাসি দিয়ে জেন বলল, 'বাড়ির দরজায় গোয়েন্দা দেখলে মানুষ তো প্রথমে দুর্ঘটনার কথাই ভাবে, তাই না?'

'মিস অলিভেরা, আপনি শুনে খুশি হবেন যে মি. ব্লান্টের কিছু হয়নি।' পোয়ারো বললেন।

সরাসরি পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে জেন বলল, 'আঙ্কেল কি কোন বিশেষ ব্যাপারে ডেকেছিলেন আপনাদেরকে?'

জ্যাপ বললেন, 'আমরাই তার সাথে দেখা করতে এসেছিলাম, মিস অলিভেরা। আজ সকালে ঘটে যাওয়া একটা আত্মহত্যার ঘটনায় তিনি আমাদের কোন সাহায্য করতে পারবেন কিনা সেটার ব্যাপারে।'

'আত্মহত্যা? কে আত্মহত্যা করেছে? কোথায়?'

'জনৈক দন্ত-চিকিৎসক মি. মোর্লি। কুইন শার্লট স্ট্রীটের আটান্ন নাম্বার বাড়িতে।'

'ও।' ঘোরলাগা গলায় বলল জেন অলিভেরা, যেন বুঝে উঠতে পারছে না কিছু। 'ও।' আবার বলল সে। ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎই বলল, 'কিন্তু এটা তো অসম্ভব একটা ব্যাপার!' বলে কোনরকম বিদায় সম্ভাষণ না করেই ঘুরে চলে গেল জেন।

'আচ্ছা,' জ্যাপ তরুণীটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললেন, 'জেন কেন বলল ব্যাপারটা অসম্ভব? ব্যাপারটা অদ্ভুত না, মসিয়ে পোয়ারো?'

'অদ্ভুত নয়, তবে ইন্টারেস্টিং।' পোয়ারো মৃদু গলায় বললেন।

জ্যাপ সচকিত হয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে ফেললেন। ট্যাক্সিতে উঠতে উঠতে বললেন, 'আমরা স্যাভয় হোটেলে যাওয়ার পথে মিস সেইন্সবারী সিলের সাথে কথা বলে নেব।'

ঝ

মিস সেইন্সবারী সিল গ্লেনগোরী কোর্ট হোটেলের আলো-অন্ধকার লাউঞ্জে বসে চা পান করছিলেন। সাদা পোশাকের পুলিশ দেখে হইচই শুরু করে দিলেন তিনি। এখন তার হইচই খুব একটা খারাপ লাগল না। পোয়ারো লক্ষ্য করলেন যে মিস সিল এখনও তার জুতোর বাকলটা সেলাই করেননি।

BanglaBook.org

'ইন্সপেক্টর,' চারপাশে তাকাতে তাকাতে বললেন মিস সিল। 'কোথায় বসে যে কথাবার্তা বলব বুঝতে পারছি না। আসলে বিকালের চা'র সময় তো। সবাই চা পান করতে এসেছে। আপনাদের জন্য চা বলব?'

'আমার লাগবে না, ম্যাডাম। তিনি নেবেন হয়তো।' পোয়ারোকে দেখিয়ে ইশারা করলেন জ্যাপ। 'ও, ভদ্রলোকের পরিচয় তো দেয়া হয়নি। ইনি মসিয়ে এরকুল পোয়ারো।'

'তাই নাকি? পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। আপনি তাহলে সত্যিই চা পান করবেন না? আচ্ছা ঠিক আছে। চলুন, বৈঠকখানায় বসা যাক। ভিড় হওয়ার কথা এই সময়ে, তবুও ভাগ্য ভালো হলে হয়তো কোনার দিকে জায়গা পাওয়া যাবে।'

জায়গা পাওয়া গেল। তবে এটুকু পথ যেতেই স্কার্ফ এবং রুমাল পড়ে গেল মিস সিলের অজান্তে। সেগুলো হাতে তুলে নিলেন পোয়ারো। বসার পরে মিস সিলের হাতে দিলেন।

'আপনাকে ধন্যবাদ, মসিয়ে। ইদানীং খুব অসতর্ক হয়ে পড়েছি। আচ্ছা বলুন এখন। কী জানতে চান, ইন্সপেক্টর? দুঃখিত, চিফ ইন্সপেক্টর।' জ্যাপের দিকে ফিরে বললেন তিনি। 'পুরো ব্যাপারটাই মর্মান্তিক। কেন যে নিজের জীবনটা শেষ করে দিলেন। বেচারা। নিশ্চয়ই কোন দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন। কোন দুনিয়ায় যে আছি।' একটানা এতগুলো কথা এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন মিস সিল।

'মিস সিল, মি. মোর্লি কোন কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছেন বলে মনে হয়েছিল আপনার?'

'আ...আসলে আমি কোন কিছু লক্ষ করার মতো অবস্থায় ছিলাম না সেসময়।' একটু ইতস্তত করে বললেন মিস সিল।

'মিস সিল, আপনি যখন অপেক্ষা-কক্ষে বসেছিলেন তখন সেখানে আর কে কে ছিল বলতে পারেন?'

'আমার যতদূর মনে পড়ে আমি যখন অপেক্ষা-কক্ষে ঢুকি তখন সেখানে একজনই বসে ছিল। একজন যুবক। দাঁতের ব্যথায় খুব কষ্ট পাচ্ছিল সম্ভবত। কারণ যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে ছিল মুখ। আর ব্যথা ভুলে থাকার জন্য ক্রমাগত ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে যাচ্ছিল সে। তারপর হঠাৎ করেই উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। দাঁতের ব্যথা আর সহ্য করতে পারছিল না বোধহয়।'

'ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, নাকি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল?'

'সেটা কী করে বলি, বলুন? আমি যা বুঝতে পারলাম তার দাঁতের ব্যথা এতটাই অসহ্য হয়ে উঠেছিল যে সে আর সহ্য করতে পারছিল না। সম্ভবত মি. মোর্লির পরিবর্তে অন্য কাউকে দেখিয়েছে। কারণ আমার সিরিয়াল ছিল তার

BanglaBook.org

পরে। কিন্তু এর কিছুক্ষণ বাদে মি. মোর্লির চেম্বার থেকে রোগী বেরোনোর পরে আমাকে সরাসরি চেম্বারে নিয়ে গেল ভৃত্য ছেলেটি।'

'আপনি কি চেম্বার থেকে বেরোনোর সময়ও অপেক্ষা-কক্ষ হয়ে বেরিয়েছিলেন?'

'না। কারণ মি. মোর্লির চেম্বারে ঢোকার আগেই আমি আমার হ্যাট নিয়ে ঢুকেছিলাম। অনেকেই তাদের হ্যাট অপেক্ষা-কক্ষে রেখে চেম্বারে ঢোকে। কিন্তু আমি এই কাজটা কখনও করি না। একবারের কথা বলি। আমার এক বান্ধবী তার হ্যাট অপেক্ষা-কক্ষে রেখে চেম্বারে ঢুকেছিল। বেরিয়ে এসে দেখে তার সাধের হ্যাটের উপরে আরাম করে বসে আছে এক বাচ্চা ছেলে। এত সুন্দর জিনিসটা একেবারে দুমড়ে মুচড়ে একাকার।'

'কী সর্বনাশা কথা!' পোয়ারো মিস সিলের সাথে সহমর্মিতা প্রকাশ করলেন।

'আমি সম্পূর্ণ দোষ বাচ্চাটার মাকে দেব। মায়ের উচিত ছিল তার বাচ্চার উপরে নজর রাখা।' বললেন মিস সিল।

জ্যাপ জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিল যে লোকটি, তাকে ছাড়া আর কোন রোগীকে আপনি দেখেননি?'

'আমি যখন উপরে মি. মোর্লির কাছে যাচ্ছিলাম তখন একজন ভদ্রলোককে সিঁড়ি বেয়ে নামতে দেখেছিলাম। আর বাড়িতে ঢোকার সময় হাস্যকর চেহারার এক লোককে বেরিয়ে আসতে দেখেছি।'

পোয়ারো খুকখুক করে কাশলেন। বললেন, 'ওটা আমি ছিলাম, মাদমোয়াজেল।'

'দুঃখিত।' এতক্ষণে পোয়ারোকে ভালো করে দেখলেন মিস সিল। 'বয়স হয়েছে। চোখে ঠিকমতো দেখিও না। কিছু মনে করবেন না দয়া করে। এমনিতে আমার কারও চেহারা মনে রাখার ক্ষমতা খুবই ভালো। কিন্তু লাউঞ্জে আলো কম থাকায় ভালোভাবে দেখতে পাইনি আপনাকে। মাফ করবেন।'

পোয়ারো বললেন যে সমস্যা নেই। তিনি কিছু মনে করেননি।

'মিস সিল, আপনি কি নিশ্চিত যে মি. মোর্লি আপনাকে কিছু বলেননি? মানে এমন কিছু যা থেকে হয়তো বোঝা যাবে কেন তিনি আত্মহত্যা করলেন।'

'হ্যাঁ, নিশ্চিত।'

'অ্যাম্বেরিওটিস নামে কোন রোগীর কথা কি বলেছিলেন?'

'তিনি আমার এবং আমার দাঁতের ব্যাপার ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারেই কথা বলেননি।'

পোয়ারোর মনে পড়ে গেল মি. মোর্লির কথা। 'মুখটা বন্ধ করুন, ধীরে ধীরে। ফিলিঙের অস্তিত্ব বুঝতে পারছেন কি? মুখটা খুলুন আবার।'

BanglaBook.org

জ্যাপ মিস সিলকে জানিয়ে রাখলেন যে তদন্ত চলাকালীন হয়তো মিস সিলের সাথে কথা বলার প্রয়োজন হতে পারে। এরপরে তিনি ভদ্রমহিলার জীবন ইতিহাস জানতে চাইলেন।

মিস সিল ছয় মাস আগে ভারত থেকে ইংল্যান্ডে এসেছেন। এই ছয় মাসে তিনি বিভিন্ন হোটেল এবং অতিথিশালায় কাটিয়ে অবশেষে গ্লেনগোরী হোটেলে এসে থিতু হয়েছেন। তার ভাষ্যমতে, গ্লেনগোরী হোটেলে নিজের বাড়ির পরিবেশ আছে বলে মনে হয়। ভারতে থাকাকালীন সময়ে তিনি মিশনের কাজে বেশিরভাগ সময় কলকাতাতে ছিলেন। মিশনের কাজের পাশাপাশি আবৃত্তিও শেখাতেন।

'আমি বড় হয়েছি মফস্বল এলাকায়।' কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন মিস সিল। 'মফস্বল এলাকা থেকে একটা মেয়ের মাথা তুলে দাঁড়ানো যে কতটা কঠিন, তা জানেন নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল প্রচণ্ড। তাই আমি বিশ্ব-ভ্রমণ করে ফেললাম। আক্ষরিক অর্থে নয় অবশ্যই, বই পড়ে। শেক্সপীয়ার, বার্নার্ড শ।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'হুট করে আবেগের বশে বিয়ে করেছিলাম, টেকেনি। বিয়ের কিছুদিন পরেই আমরা আলাদা হয়ে যাই। আমিও প্রাক্তন স্বামীর পদবী না নিয়ে নিজের পদবীতে ফেরত আসি। আমার এক বান্ধবী আমাকে কিছু মূলধন দিলে তা দিয়ে আবৃত্তি শেখানোর স্কুল চালু করি। একটা অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করতেও সাহায্য করেছি আমি। দাঁড়ান, কয়েকটা নোটিশ দেখাই আপনাদের।'

জ্যাপের এই বিপদ চিনতে ভুল হলো না। এই বাচাল মহিলার কথার জালে আটকে গেলেই বিপদ। তিনি তড়িঘড়ি করে উঠে পড়লেন। যখন ফিরে আসছেন তখন মিস সিল বললেন, 'একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হিসেবে যদি আমার নাম পত্রিকাতে যায় তাহলে বানানটা ঠিক রাখতে বলবেন দয়া করে। আমার নামের বানান জানেন তো? ম্যাবেল সেইন্সবারী সিল। 'এম-এ-বি-ই-এল-এল-ই' ম্যাবেল আর 'এস-ই-এ-এল-ই' সিল। তারা যদি জানতে চায় আমি কোথায় আছি তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবেন...'

'জি, জি। অবশ্যই জানিয়ে দেব।' বলে জ্যাপ ভাগলেন।

ট্যাক্সিতে উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কপালের ঘাম মুছলেন জ্যাপ। বললেন, 'মিস সিল যা বললেন তা খতিয়ে দেখা দরকার। যদিও তার দরকার আছে বলে মনে হচ্ছে না। কারণ আমার বিশ্বাস মিস সিল মিথ্যে কিছু বলেননি।'

'হুম।' মাথা ঝাঁকালেন পোয়ারো। 'মিথ্যুকরা কথা বলে অনেক গুছিয়ে।'

BanglaBook.org

'তদন্তের ব্যাপারে তো তাকে খুবই উৎসাহী দেখলাম। সমস্যা হচ্ছে, তিনি যতটা না সাহায্য করতে ইচ্ছুক, তার চেয়েও বেশি ইচ্ছুক প্রচারে আসার জন্য।' বললেন জ্যাপ।

'তদন্তে তুমি তার সাহায্য চাও?' জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো।

'সম্ভবত না। তবে নির্ভর করে' এক মুহূর্ত বিরতি দিলেন জ্যাপ। 'আমার খুব বেশি করে মনে হচ্ছে এখন, মসিয়ে পোয়ারো। এটা আত্মহত্যা নয়, খুন।'

'সেক্ষেত্রে মোটিভটা কী?'

'এখানেই একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। আচ্ছা মসিয়ে পোয়ারো, এমনও তো হতে পারে যে মি. মোর্লি অ্যাম্বেরিওটিসের মেয়েকে নষ্ট...দুঃখিত প্রলুব্ধ করেছিলেন?' পোয়ারো চুপ করে কল্পনা করার চেষ্টা করলেন মি. মোর্লি নীল চোখের এক গ্রিক রূপসীকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কল্পনায় কিছু এলো না দেখে হাল ছেড়ে দিলেন।

তিনি জ্যাপকে মনে করিয়ে দিলেন যে মি. মোর্লির পার্টনার কী বলেছিলেন। মি. মোর্লির প্রেমসংক্রান্ত কোন জটিলতা ছিল না।

জ্যাপ বললেন, 'মি. রাইলি সেটাই বলেছেন যা তিনি দেখেছেন। যা দেখেননি তা বলবেন কীভাবে? কোন জাহাজে একজন গ্রিক লাস্যময়ীকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা মি. মোর্লি করেছেন কিনা তা তো মি. রাইলির জানার কথা নয়। যাই হোক, আসলে কী ঘটেছিল তা মি. অ্যাম্বেরিওটিসের সাথে কথা বললেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।' সন্তুষ্টির সুরে বললেন তিনি।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে স্যাভয় হোটেলে ঢুকলেন দু'জন।

হোটেলে ঢুকে জ্যাপ মি. অ্যাম্বেরিওটিসের সাথে দেখা করতে চাইলেন। হোটেলের কেরানী তার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'দুঃখিত, স্যার। মি. অ্যাম্বেরিওটিসের সাথে দেখা করা সম্ভব নয়।'

'সম্ভব নয় মানে?' রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে নিজের পরিচয়পত্র বের করলেন জ্যাপ। কেরানীকে পরিচয়পত্রটা দেখিয়ে বললেন, 'এবার ভালোয় ভালোয় মি. অ্যাম্বেরিওটিসকে ডেকে দাও। নইলে কিন্তু...'

কেরানী মরিয়া হয়ে বলল, 'স্যার, আপনি বুঝতে পারছেন না। মি. অ্যাম্বেরিওটিস আধ-ঘণ্টা আগে মারা গেছেন।

মুখের উপরে কেউ দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলে যেরকম লাগে, ঠিক সেরকম অনুভূতি হলো এরকুল পোয়ারোর।

BanglaBook.org

অধ্যায় তিনঃ ফাইভ, সিকস, পিক আপ স্টিকস

ক

চব্বিশ ঘণ্টা পরে পোয়ারোকে ফোন দিলেন জ্যাপ। তিক্ত গলায় বললেন, 'পরিষ্কার। পুরো ব্যাপারটাই এখন পানির মতো পরিষ্কার।'

'পরিষ্কার মানে?'

'মি. মোর্লি আত্মহত্যা করেছেন। মোটিভ পাওয়া গেছে।'

'কী মোটিভ?'

'একটু আগে মি. অ্যাম্বেরিওটিসের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলাম। অনেক জটিল ভাষায় লেখা; সহজ করে বললে যার মানে দাঁড়ায়, মি. অ্যাম্বেরিওটিসের শরীরে প্রোকেইন এবং অ্যাড্রেনালিনের আধিক্য পাওয়া গেছে। ফলে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তার মৃত্যু হয়। কাল বিকেলে যখন তিনি বলছিলেন যে শরীর খারাপ, তখনও আসলে সত্যি কথাই বলেছিলেন। প্রোকেইন এবং অ্যাড্রেনালিনের একটা মিশ্রণ দন্ত-চিকিৎসকরা ব্যবহার করেন মাড়ি অবশ করার জন্য। এখানেই মি. মোর্লি একটা ভুল করে ফেলেন। তিনি মি. অ্যাম্বেরিওটিসের মাড়িতে যে মিশ্রণটা ব্যবহার করেন তাতে প্রোকেইন এবং অ্যাড্রেনালিনের পরিমাণটা বেশি হয়ে গিয়েছিল। চিকিৎসার পরে মি. অ্যাম্বেরিওটিস বেরিয়ে যান চেম্বার থেকে। এইসময় মি. মোর্লি বুঝতে পারেন যে তিনি কী করেছেন। লজ্জায়, অনুতাপে তাই আত্মহত্যা করেন!'

'এমন একটা পিস্তল দিয়ে আত্মহত্যা করলেন যেটা তার নিজের নয়?' পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন।

'মসিয়ে পোয়ারো, ভিতরের খবর আপনজনেরাও জানতে পারে না অনেক সময়। তিনি হয়তো কোনভাবে পিস্তলটা যোগাড় করেছিলেন।'

'সেটা হতে পারে।'

'আচ্ছা, যা বলছিলাম। পুরো ঘটনাটার এটাই একমাত্র যৌক্তিক ব্যাখ্যা মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

'কিন্তু জ্যাপ, আমি সন্তুষ্ট হতে পারছি না। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে অনুভূতিনাশকের পরিমাণে কম বেশি হলে শরীরে সমস্যা হয়। কিন্তু একজন দক্ষ দন্ত-চিকিৎসক এমন পরিমাণে অনুভূতিনাশক দিলেন যে রোগী মারাই গেলেন। অদ্ভুত মনে হচ্ছে না তোমার?'

'আপনি যেসব কেসের কথা বলছেন সেসব ক্ষেত্রে অনুভূতিনাশক দেয়ার জন্য আলাদা লোকই থাকে। ওসব ক্ষেত্রে ভুল হলে ডাক্তারের দোষ হয় না

BanglaBook.org

সাধারণত। কিন্তু এই ক্ষেত্রে যা হয়েছে তা তো আপনাকে বললাম। অনুভূতিনাশকের আধিক্যে মৃত্যু ঘটেছে মি. অ্যাম্বেরিওটিসের। আধিক্যের পরিমাণটা বলতে পারছি না এই মুহূর্তে। বেশ ক'দিন সময় লাগবে পরীক্ষা করে বের করতে। তবে আধিক্য যে হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যার মানে দাঁড়ায়, মি. মোর্লি ভুল করেছিলেন।'

'তোমার কথার সূত্র ধরেই বলি-মি. মোর্লি ভুল করেছিলেন। হ্যাঁ, ভুল করেছিলেন। কোন অপরাধ তো করেননি।'

'হ্যাঁ, সেটা ঠিকই বলেছেন। তবে এই ঘটনা সবাই জেনে গেলে তার বদনাম হয়ে যেত। বদনাম বলছি কেন, মোটামুটি লালবাতি জ্বলে যেত প্র্যাকটিসে। মনের ভুলে উল্টোপাল্টা ওষুধ দেয়, এরকম ডাক্তারের কাছে কে যেতে চাইবে?'

'যাই বলো জ্যাপ, আমার মনের মধ্যে কিন্তু খুঁতখুঁত করছে।'

'মসিয়ে পোয়ারো, আপনার ব্যাপারটা বুঝতে পারছি আমি। কিন্তু এরকমটা ঘটে। আমি অনেক ডাক্তার বা কেমিস্ট দেখাতে পারব যারা বছরের পর বছর নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। এক মুহূর্তের বেখেয়াল তাদের ক্যারিয়ারকে ছারখার করে দেয়। মি. মোর্লি এই বিপদে পড়তেন না যদি তার একজন সহকারী সেদিন চেম্বারে থাকত। তাই এক্ষেত্রে মি. মোর্লি ছাড়া অন্য কাউকে দায়ী করা যাচ্ছে না।'

একটু চুপ করে থাকলেন পোয়ারো। তারপর বললেন, 'মি. মোর্লি কি কোন চিরকুট বা নোট লিখে রেখে গেছেন? তিনি কী করেছেন এবং এর শাস্তি মাথা পেতে নেয়ার ক্ষমতা তার নেই, এই ধরনের কিছু? অন্ততপক্ষে তার বোনের জন্য?'

'না, আমি খুঁজে দেখেছি। আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি, মি. অ্যাম্বেরিওটিস বেরোনোর কিছুক্ষণ পরেই উপলব্ধি করেন যে কী ভুল-তিনি করেছেন এবং নিজের উপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আত্মহত্যা করেন।'

পোয়ারো কিছু বললেন না।

'আপনার মনের অবস্থা ধরতে পারছি, মসিয়ে পোয়ারো। আপনি যখন এই কেসে জড়িয়ে পড়লেন, তখন ভেবেছিলেন যে এটা একটা খুনের কেস। অস্বীকার করছি না, আমারও দায় আছে এর পিছনে। একটা ভুল করেছিলাম আমি। খোলাখুলি স্বীকার করছি।'

পোয়ারো বললেন, 'আমার এখনও মনে হচ্ছে, এই ঘটনার অন্য কোন ব্যাখ্যা আছে।'

জ্যাপ বললেন, 'অবশ্যই আছে। এই ঘটনার আরও অনেক ব্যাখ্যা দেয়া যায়। কিন্তু সেগুলো এতই চমকপ্রদ যে ধর্তব্যে আনার মতো নয়। তেমন একটি

BanglaBook.org

হলো, মি. অ্যাম্বেরিওটিস বেরোবার আগে মি. মোর্লিকে গুলি করেন এবং তারপরেই তার অনুশোচনা হয়। স্যাভয় হোটেলে গিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি। কী দিয়ে আত্মহত্যা করেন? চেম্বার থেকে বেরোনোর আগে প্রোকেইন এবং অ্যাড্রেনালিনের একটা মিশ্রণ শরীরে সিরিঞ্জ দিয়ে ঢুকিয়ে নেন। আপনার যদি এই ব্যাখ্যা পছন্দ হয়, তাহলে আমি বলব, এটা অসম্ভব। আমাদের স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে এই মি. অ্যাম্বেরিওটিস সম্পর্কে একটা ফাইলের খোঁজ পেয়েছি আমি। ইন্টারেস্টিং মানুষ। কর্মজীবন শুরু করেছিলেন গ্রিসের এক হোটেলের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে। এর পরে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ফ্রান্স এবং জার্মানিতে গুপ্তচর হিসেবেও কাজ করেছেন কিছুদিন। যদিও খুব বেশি টাকা-পয়সা কামাতে পারেননি, এ কারণে কয়েকজনকে ব্ল্যাকমেইল করা শুরু করেন। আমাদের এই মি. অ্যাম্বেরিওটিস খুব একটা সুবিধার লোক না, বুঝলেন মসিয়ে পোয়ারো। ভদ্রলোক গতবছর ভারতে ছিলেন এবং মনে করা হয় সেখানকার এক যুবরাজ আহত হওয়ার পিছনে দায় আছে তার। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হলো, এই অ্যাম্বেরিওটিসের বিপক্ষে কিছুই প্রমাণ করা যায়নি। ঈলের মতো পিছলা যাকে বলে! এখানে আরেকটা সম্ভাবনা আছে। অ্যাম্বেরিওটিস হয়তো মি. মোর্লিকে কোন কিছু নিয়ে ব্ল্যাকমেইল করছিল।' অ্যাম্বেরিওটিসের প্রতি জ্যাপের সম্বোধন পাল্টে যাওয়াটা কান এড়াল না পোয়ারোর। 'তো অ্যাম্বেরিওটিস যখন মি. মোর্লির কাছে এলো, তখন আমাদের দন্ত-চিকিৎসক দেখলেন-এ তো সুবর্ণ সুযোগ। তিনি প্রোকেইন এবং অ্যাড্রেনালিনের মিশ্রণটা এমনভাবে বানালেন যাতে অ্যাম্বেরিওটিস মারা যায়। অ্যাম্বেরিওটিস তো চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু এর পরে অনুশোচনা হতে লাগল মি. মোর্লির। তাই তিনি আত্মহত্যা করলেন। এই ব্যাখ্যার সবচেয়ে দুর্বল অংশটা হচ্ছে, মি. মোর্লির খুন করার ব্যাপারটা। তিনি কাউকে খুন করবেন এটা প্রায় অসম্ভব। তাই আমরা আবার আগের ব্যাখ্যায় ফিরে যেতে পারি। মি. মোর্লি ভুল করেছিলেন। সকালে ভয়াবহ কাজের চাপে ভুল করেছিলেন তিনি। আমি অফিসের উপরের কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেছি। আমার মনে হয়, এটা নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি না করাটাই ভালো হবে।'

পোয়ারো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'হুম।'

পোয়ারোর দীর্ঘশ্বাস শুনে জ্যাপ বললেন, 'আপনার মন খারাপ হয়েছে তা বুঝতে পারছি, মসিয়ে পোয়ারো। কিন্তু সবসময় তো আর নিখুঁত পরিকল্পনায় খুনের ঘটনা ঘটে না, তাই না? যাই হোক, ভালো থাকবেন। ফোন রাখার আগে সেই পুরানো কথাটাই আবার বলি–আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।'

ফোন কেটে গেল।

BanglaBook.org

খ

এরকুল পোয়ারো তার সুসজ্জিত মেহগনি টেবিলকে সামনে রেখে চেয়ারে বসে ছিলেন। আধুনিক আসবাবপত্র পছন্দ করেন তিনি। এই মুহূর্তে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছেন। তার সামনে এক তাড়া কাগজ রাখা। কাগজে নাম্বার দিয়ে শিরোনামসহ কিছু মন্তব্য লেখা আছে। কয়েকটার পাশে 'প্রশ্ন-বোধক চিহ্ন দেয়া'

১। অ্যাম্বেরিওটিস। এসপিওনাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। ইংল্যান্ডেও কি এ কারণেই আগমন? গতবছর রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে ভারতে ছিলেন। কমিউনিস্ট এজেন্ট হয়ে থাকতে পারেন।

এরপরে বড় একটা জায়গা ফাঁকা। তারপরে লেখা–

২। ফ্রাঙ্ক কার্টার। মি. মোর্লি একে নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন। সম্প্রতি চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছে। কেন?

এরপরের নামটা লিখেই একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিলেন পোয়ারো।

৩। হাওয়ার্ড রেইকস? তারপরেই পোয়ারো লিখলেন, অসম্ভব!

পোয়ারোর সব চিন্তাভাবনা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। অসংখ্য প্রশ্ন, কিন্তু কোন উত্তর নেই। ঘরের বাইরে একটি পাখি মুখে এক শলা খড় নিয়ে যাচ্ছিল বাসা বানানোর জন্য। আর ঘরের মধ্যে পোয়ারো এক ধ্যানমগ্ন পাখির মতো ঘাড় একদিকে বেঁকিয়ে বসেছিলেন।

হাওয়ার্ড রেইকসের নিচে কিছুটা জায়গা ফাঁকা রেখে আরেকটা নাম লিখলেন।

৪। মি. বার্নস।

এক মুহূর্ত চিন্তা করে লিখলেন, মি. মোর্লির অফিসের কার্পেটে ছাপ পাওয়া গেছে। সম্ভাবনা আছে।

শেষ নামটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন তিনি। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। হ্যাট এবং লাঠি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

গ

প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা পরে ইলিং মহাসড়কের ভূগর্ভস্থ স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলেন পোয়ারো, তার মিনিট পাঁচেক পরেই পৌঁছে গেলেন ক্যাসেলগার্ডেনস রোডের অষ্টাশি নাম্বার বাড়িতে।

ছোট একটা বাড়ি। বাড়ির সামনের সাজানো বাগানটা পোয়ারোর মনে শ্রদ্ধার ভাব এনে দিল।

'অসাধারণ।' বিড়বিড় করলেন তিনি।

BanglaBook.org

মি. বার্নস বাড়িতেই ছিলেন। পোয়ারোকে একটা ঘরে বসানোর পরে মি. বার্নস তার সাথে দেখা করতে এলেন।

মি. বার্নস ছোটখাটো একজন মানুষ। মাথায় চুল প্রায় নেই বললেই চলে। পোয়ারোর সাথে যখন দেখা করতে এলেন তখন তিনি চশমার ভিতর দিয়ে অতিথির দিকে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে আছেন। বাঁ হাতে ধরে আছেন পরিচারিকার দেয়া পোয়ারোর কার্ড।

শান্ত গলায় তিনি পোয়ারোকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, আপনিই তাহলে বিখ্যাত গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারো? আমার বাড়িতে এসেছেন জেনে সম্মানিত বোধ করছি।'

'আগে থেকে খবর না দিয়ে আসায় দুঃখিত।' বললেন পোয়ারো।

'সমস্যা নেই।' বললেন মি. বার্নস। 'আর সময়টাও একদম উপযুক্ত। মাত্র সোয়া সাতটা বাজে। কাউকে বাড়িতে পাওয়ার জন্য এরচেয়ে ভালো সময় আর হয় না। বসুন মসিয়ে পোয়ারো।' বসার জন্য ইশারা করলেন পোয়ারোকে। 'আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে আপনি আটান্ন, কুইন শার্লট স্ট্রীটের ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে এসেছেন।' হাসিমুখে বললেন তিনি।

'আপনার ধারণা একদম ঠিক। কিন্তু এরকম একটা ধারণা আপনি করলেন কীভাবে?'

'মসিয়ে পোয়ারো, আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে অবসর নিয়েছি খুব বেশিদিন হয়নি। তাই কোথাও কোন অসঙ্গতি দেখলে বা খটকা লাগলে আমি সেটা ধরতে পারি।'

'সেক্ষেত্রে আমি আরেকটা প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই। এই ব্যাপারটায় কেন আপনার খটকা লাগছে?'

'খটকা লাগাটাই তো স্বাভাবিক।' তিনি পোয়ারোর দিকে ঝুঁকে এলেন। 'মসিয়ে পোয়ারো, সিক্রেট সার্ভিসে কী হয় জানেন? লক্ষ্য থাকে জালে সবসময় বড় মাছ আটকাবার। কিন্তু তাই বলে বড় মাছ ধরতে গিয়ে ছোট মাছগুলো যেন সতর্ক না হয়ে যায়, সেদিকেও নজর রাখতে হয়।'

'মি. বার্নস, আমি যা বুঝতে পারছি এই ব্যাপারে আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশি কিছু জানেন।'

'আমি কিছুই জানি না, মসিয়ে পোয়ারো। আমি যা করছি তা হলো দুই'য়ে দুই'য়ে চার মেলানো।'

'দুই 'দুই'য়ের একটা কী?'

'অ্যাম্বেরিওটিস। আপনি ভুলে যাচ্ছেন অপেক্ষা-কক্ষে আমি তার বিপরীত দিকে বসেছিলাম। সে আমাকে না চিনলেও আমি ঠিকই চিনেছিলাম তাকে।

BanglaBook.org

আমার চেহারা খুবই সাধারণ। কারও চোখে পড়ার মতো না। এর ভালো দিকও আছে। কী বলেন? যাই হোক, আমি অ্যাম্বেরিওটিসকে চিনতে পেরেছিলাম এবং অনুমান করার চেষ্টা করছিলাম তার আসল মতলবটা কী?'

'কী মতলব?'

ঘন ঘন কয়েকবার চোখের পাতা ফেললেন মি. বার্নস। বললেন, 'দেখুন মসিয়ে পোয়ারো, আমরা এই দেশের মানুষেরা খুবই রক্ষণশীল, হাড়ে হাড়ে রক্ষণশীল। আমরা দেশের সরকারের উপরে অসন্তুষ্ট, অথচ এই সরকারকে ছুঁড়ে ফেলে নতুন সরকার এনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পক্ষে নই। দেশের বাইরে আমাদের যেসব নাগরিক কাজ করে তারা ভাবে যে ইউরোপের অন্য যেকোন দেশের চেয়ে আমরা সচ্ছল। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কী? ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। এ অবস্থা থেকে বাঁচার উপায় একটাই, আর তা হলো, অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা। এবং যতদিন অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্টের মতো মানুষ দেশের অর্থনীতির দায়িত্বে আছেন ততদিন তা অসম্ভব।'

একটু বিরতি দিয়ে আবার বলতে লাগলেন মি. বার্নস। 'অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট হচ্ছেন খুব সাধারণ একজন মানুষ। খুব সাদাসিধা জীবনযাপন করেন তিনি। তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করুন অথবা খুব কম টাকা রোজগার করুন তাতে তার জীবনযাত্রার মান বদলাবে না। তিনি এই ধরনেরই মানুষ। এবং তার প্রশ্ন, দেশের আর সব মানুষ কেন এভাবে জীবনযাপন করে না? কোন ব্যয়বহুল নিরীক্ষা নয়, এমনকি দেশের সম্ভাব্য মঙ্গলের জন্যও বড় অঙ্কের টাকা ব্যয় করতে অনিচ্ছুক তিনি। এ কারণেই কিছু মানুষ মনে করে অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্টকে সরে যেতেই হবে।'

'আচ্ছা।'

আবার বলা শুরু করলেন মি. বার্নস, 'কিছু মানুষের এই দলে পৃথিবীর জন্য আদর্শ হতে পারেন এমন ভালো কিছু মানুষও আছেন। একটা দল আছে স্বার্থপর, সুবিধাবাদী মানুষের। আরেকটা দল আছে যারা গুন্ডা, মস্তান শ্রেণীর। কিন্তু একই মত পোষণ করে সবাই, ব্লান্টকে সরাতেই হবে।'

বার্নস আবার কথার খেই ধরলেন, 'মূলকথা হচ্ছে, পুরানো গঠনতন্ত্রকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করো। কিন্তু আমি শুধু একটা জিনিসই জানি; সেটা হচ্ছে, পুরানো গঠনতন্ত্রকে সরাতে হলে তার জায়গায় এমন কোন গঠনতন্ত্র আনতে হবে যেটা শুধু শুনতেই ভালো শোনায় না, কাজও করে সঠিকভাবে। একটি ভবনের খুঁটিগুলো সরিয়ে নিন, ভবনটি ধ্বসে পড়বে। অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট হচ্ছেন বর্তমান গঠনতন্ত্রের এমনই একটি খুঁটি।' সামনে ঝুঁকে এলেন বার্নস। 'আমি এটুকু জানি যে, তারা ব্লান্টের পিছনে লেগে আছে এবং গতকাল সকালে তারা

BanglaBook.org

একটুর জন্য লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হয়েছে। পথের কাঁটাকে সরিয়ে দেয়ার এই পদ্ধতিটি নতুন নয় কিন্তু।'

মি. বার্নস থামলেন এবং খুব ধীরে ধীরে তিনটি নাম উচ্চারণ করলেন। নাম তিনটি ব্রিটেনের রাজস্ব কার্যালয়ের একজন ক্ষমতাশালী চ্যান্সেলরের, একজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর এবং খুব অল্প বয়সে জনপ্রিয় হওয়া একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের। প্রথমজন অপারেশন টেবিলে মারা যান, দ্বিতীয়জনের অনিরাময়যোগ্য রোগ ধরা পড়ে শেষ পর্যায়ে আর শেষের জনের মৃত্যু ঘটে গাড়ি চাপা পড়ে।

'খুব সহজ।' বললেন তিনি। 'প্রথম কেসে চেতনানাশক বিশেষজ্ঞ গড়বড় করেছিল। হতেই পারে। দ্বিতীয় কেসে রোগের লক্ষণগুলো খুবই গোলমেলে ছিল, একজন জেনারেল প্র্যাকটিশনার বা জি.পি. ডাক্তার ধরতে পারবেন–এই আশা করাটা বোকামি। আর তৃতীয় কেসে গাড়ির ড্রাইভার ছিল এক মা, তার অসুস্থ বাচ্চাকে আনতে যাচ্ছিল সে, সহানুভূতিশীল হয়ে জুরিরা তাকে অব্যাহতি দেন।'

একটু থেমে যোগ করলেন, 'আপাতদৃষ্টিতে বিষয়গুলো খুবই সাধারণ। এ কারণে ঘটনাগুলো তেমন কারও মনেও নেই। কিন্তু আমি আপনাকে বলতে পারি তারা এখন কোথায়। চেতনানাশক বিশেষজ্ঞ কোন টাকা খরচ না করেই একটি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি পেয়ে গেছে। জি.পি. ডাক্তারটি অবসর নিয়েছে। এখন তার একটি বিলাসবহুল প্রমোদতরী আছে, আছে লেকের ধারে সুন্দর একটি বাড়ি। আর সেই মা এখন তার সব বাচ্চাকে ভালোভাবে পড়াচ্ছে, গ্রামে প্রচুর সম্পত্তির মালিক এখন সে। আসলে প্রত্যেক পেশায়ই এমন কিছু মানুষ আছে যারা লোভ সংবরণ করতে পারে না। আমাদের ক্ষেত্রে সমস্যাটা হচ্ছে, মি. মোর্লি তেমন ছিলেন না।'

পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি তাই মনে করেন?'

বার্নস বললেন, 'হ্যাঁ। গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের তো সহজে বাগে পাওয়া যায় না। যথেষ্ট সুরক্ষিত থাকেন তারা। কিন্তু দন্ত-চিকিৎসকের চেয়ারে তাদেরকে বাঁচাবে কে?'

তিনি তার ডাঁটিবিহীন চশমাটা খুলে হাতে নিয়ে মুছে আবার চোখে লাগালেন। তারপর আবার শুরু করলেন, 'তাই আমার ধারণা, মোর্লি কাজটা করতে রাজি হননি। আর তিনি যেহেতু অনেক জেনে গিয়েছিলেন তাই তাকে সরিয়ে দেয়াটা জরুরী ছিল তাদের জন্য।'

'তাদের?' পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন ।

BanglaBook.org

''তাদের' বলতে, এসব ঘটনার পেছনে থাকা পুরো সংগঠনকে বোঝাচ্ছি। মি. মোর্লিকে খুন করতে একজনই যথেষ্ট।'

'সেই একজনটা কে?'

'আমি আন্দাজ করতে পারি। কিন্তু আন্দাজটা ভুলও হতে পারে।'

পোয়ারো শান্তভাবে বললেন, 'রাইলি?'

'সে ছাড়া আর কে? আমার মনে হয়, তারা আসলে মোর্লিকে কখনও কাজটা করতেই বলেনি। তাকে বলা হয়েছিল, সে যেন ব্লান্টকে রাইলির কাছে পাঠিয়ে দেয়। শেষ মুহূর্তের অসুস্থতা বা এরকম কিছু বলতেই পারত সে। আসল কাজটা রাইলি করত আর ইতিহাসে যোগ হতো আরেকটি দুঃখজনক দুর্ঘটনা। 'বিখ্যাত ব্যাঙ্কারের মৃত্যু' এই মর্মে পত্রিকায় শিরোনাম হতো । অসুখী দন্ত-চিকিৎসকের দুঃখ ভারাক্রান্ত মনের কথা ভেবে কিছু ছাড়ও দেয়া হতো নিশ্চয়। এরপর সে দাঁতের ডাক্তারি ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও ভালো রোজগার নিয়ে থিতু হয়ে যেত।' বলে বার্নস পোয়ারোর দিকে তাকালেন। বললেন, 'ভাববেন না আমি কল্পনাবিলাস করছি, বাস্তবে ঘটে এগুলো।' টেবিলে রাখা একটি বইয়ে টোকা দিতে দিতে বললেন, 'আমি এসব স্পাই কাহিনি প্রচুর পড়েছি, কিছু আছে আসলেই অসাধারণ। তবে বাস্তব ঘটনাগুলো তার চেয়েও অনেক বেশি অসাধারণ এবং উত্তেজনাময়। কাহিনিগুলোতে থাকে সুন্দরী নারী, অদ্ভুত উচ্চারণভঙ্গির খলনায়ক আর আন্তর্জাতিক অপরাধী সংস্থা। কিন্তু আমি যা দেখেছি, তা যদি বই হিসেবে প্রকাশ করি তবে মানুষ মিনিটখানেক সেগুলো বিশ্বাসই করতে পারবে না।'

'আপনার ব্যাখ্যানুযায়ী, অ্যাম্বেরিওটিস এখানে কোন ভূমিকায়?' পোয়ারো জানতে চাইলেন।

'আমি ঠিক নিশ্চিত নই। আমার ধারণা তাকে ইচ্ছাকৃতভাবেই ফাঁসানো হয়েছে। আসলে সে এত বার পক্ষ বদল করেছে যে তাকে ফাঁসানোটাই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে।' উত্তর দিলেন বার্নস।

'আপনার ব্যাখ্যা যদি ঠিক বলে মেনে নিই, এখন তাহলে কী ঘটবে?'

মি. বার্নস নিজের নাক ঘষতে ঘষতে বললেন, 'তারা আবার ব্লান্টের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করবে। যেহেতু হাতে সময় কম, তাই খুব সাবধানে কাজ করবে তারা। তাই বলে ঝোপের মধ্যে কেউ পিস্তল হাতে লুকিয়ে থাকবে না। এই ধরনের কাঁচা কাজ তারা করবে না; আত্মীয়স্বজন, পুরানো চাকর, কেমিস্টের সহকারী অথবা মদ-বিক্রেতাকে হাত করার চেষ্টা করবে। অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্টকে সরানো অনেক টাকার মামলা অবশ্যই। কিন্তু তাকে সরাতে পারলে যে লাখ

BanglaBook.org

লাখ, কোটি কোটি টাকার রাস্তা খুলে যাবে তার তুলনায় কোন একজন মানুষকে প্রতি বছর চার হাজার পাউন্ড দেয়া কোন ব্যাপারই না।'

'চার হাজার পাউন্ড? এত?'

'সম্ভবত আরও বেশি!'

পোয়ারো কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'রাইলির উপরে প্রথম থেকেই আমার সন্দেহ ছিল।'

'রাইলি তো আইরিশ? আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির সদস্য হতে পারে?' মন্তব্য করার সুরে জিজ্ঞেস করলেন মি. বার্নস।

'কীভাবে বলি? কার্পেটের উপরে একটা দাগ ছিল যেটা দেখে মনে হয় লাশটা টানাহেঁচড়া করা হয়েছে। কিন্তু মোর্লিকে যদি কোন রোগী গুলি করে থাকে তাহলে তো চেম্বারেই লাশ থাকার কথা, টানাটানির কোন দরকার ছিল না। এজন্য আমার সন্দেহ হচ্ছে যে গুলি করা হয়েছে চেম্বারের সাথে লাগোয়া অফিস ঘরে। এর মানে দাঁড়ায়, কোন রোগী নয়, বরং তার বাড়ির কোন একজনই তাকে গুলি করেছে।'

'তাহলে তো ব্যাপারটা একদমই পরিষ্কার এখন।' মন্তব্য করলেন মি. বার্নস।

এরকুল পোয়ারো উঠে পড়লেন, 'ধন্যবাদ। অনেক সাহায্য করেছেন আপনি।'

ঘ

বাড়িতে ফেরার পথে মসিয়ে পোয়ারোকে গ্লেনগোরী হোটেলে ডেকে পাঠান হলো। হোটেল থেকে ফিরে পরদিন সকালে তিনি জ্যাপকে ফোন করলেন।

'সুপ্রভাত, জ্যাপ। সুরতহাল তো আজই হওয়ার কথা?'

'হ্যাঁ। থাকতে চান?'

'না। তুমি মিস সেইন্সবারী সিলকে সাক্ষী হিসেবে ডাকবে?'

'সেই ম্যাবেল নামের ভদ্রমহিলা। তিনি ম্যাবেল বানানটা এম-এ-বি-ই-এল দিয়ে লেখেন না কেন বলুন তো? যাই হোক, মিস ম্যাবেলকে ডাকছি না কারণ তার কোন প্রয়োজন দেখছি না আমি।'

'তুমি তাহলে ভদ্রমহিলার কোন খবর পাওনি?'

'না তো। পাওয়ার কথা নাকি?'

'আমিও সেটাই ভেবেছিলাম। তোমাকে জানানোই হচ্ছে, মিস সেইন্সবারী সিল গত পরশু রাতে রাতের খাবারের আগে হোটেল থেকে বেরিয়ে গেছেন, আর ফিরে আসেননি।'

'বলেন কী? তাহলে কি মি. মোর্লিকে সে-ই খুন করেছে?'

BanglaBook.org

'সব কিছু তো সেদিকেই নির্দেশ করছে।'

'কিন্তু কেন? এই ভদ্রমহিলার ব্যাপারে জানতে কলকাতায় খবর পাঠিয়েছিলাম, সেটাও অ্যাম্বেরিওটিসের মৃত্যুর আগে, পরে হলে আমি তাও করতাম না। গতকাল জবাব পেয়েছি, সব তথ্যই ঠিক আছে। তিনি নিজের সম্পর্কে যা যা বলেছেন সবই সত্যি, শুধু বিয়ের ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলেননি। তিনি একজন হিন্দু ছাত্রকে বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু বিয়ের পরে জানতে পারেন ছেলেটা আরও অনেকের সাথে সম্পর্কে জড়িত। তাই ব্যাপারটা ভোলার জন্য সেবামূলক কাজের মধ্যে মনোনিবেশ করেন তিনি; মিশনারিদের সাথে কাজ করতেন, আবৃত্তি শেখাতেন আর নতুনদের নাটক মঞ্চস্থ করতে সাহায্য করতেন। সত্যি বলতে, আমার মনে হয়েছে ম্যাবেল অত্যন্ত বিরক্তিকর একজন মহিলা, তাই বলে তো আর তাকে খুনি হিসেবে সন্দেহ করা যায় না! আর আপনি আমাকে বলছেন সে পালিয়েছে। কী ঘটছে কিছুই বুঝতে পারছি না!'

জ্যাপ একটু থেমে বললেন, 'এমন কি হতে পারে না যে তিনি ওই হোটেলের উপরে বিরক্ত হয়ে চলে গেছেন?'

পোয়ারো বললেন, 'হতে পারত যদি তিনি তার জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তার জিনিসপত্র এখনও ওখানেই আছে, কিছুই নিয়ে যাননি তিনি।'

নিচু গলায় গাল বকলেন জ্যাপ, 'কখন বেরিয়েছেন?'

'সন্ধ্যা সোয়া সাতটার দিকে।'

'হোটেলের মানুষজন কী বলছে?'

'তারা খুবই বিমর্ষ এবং উদ্বিগ্ন ব্যাপারটা নিয়ে। ম্যানেজারও দেখলাম খুব চিন্তিত।'

'তারা পুলিশে জানায়নি কেন?'

'কারণ একজন ভদ্রমহিলা...' বলতে গিয়ে বিব্রতবোধ করলেন পোয়ারো। '...দেখতে যেমনই হোন না কেন, বাইরে রাত কাটাবেন কি কাটাবেন না সেটা তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। ফিরে এসে যদি জানতে পারেন যে পুলিশ ডাকা হয়েছিল, স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত বিরক্ত হবেন তিনি। হোটেলের ম্যানেজার মিসেস হ্যারিসন হাসপাতালগুলোতে খোঁজ নিয়েছিলেন, আমি যখন যাই তখন পুলিশে খবর দেয়ার কথা ভাবছিলেন তিনি। আমাকে দেখে স্বস্তি পেলেন। আমি পুরো ব্যাপারটার দায়িত্ব নিলাম আর বললাম যে একজন দক্ষ পুলিশ অফিসারকে বিষয়টি দেখতে বলব।'

'আপনার সেই দক্ষ পুলিশ অফিসারটি নিশ্চয়ই আমি?'

'তোমার অনুমান একদম ঠিক।'

BanglaBook.org

জ্যাপ হতাশ গলায় বললেন, 'ঠিক আছে, সুরতহাল শেষ হলে আমি আপনার সাথে গ্লেনগোরী হোটেলে দেখা করছি।'

ও

হোটেল ম্যানেজারের জন্য অপেক্ষা করার সময়টা গজগজ করতে লাগলেন জ্যাপ। 'মসিয়ে পোয়ারো, মিস সিল কেন উধাও হয়ে গেলেন বলুন তো?'

'ব্যাপারটা কৌতূহলোদ্দীপক।' ছোট করে জবাব দিলেন পোয়ারো।

আর কোনকিছু নিয়ে কথা বলার আগেই হোটেলের মালিক মিসেস হ্যারিসন আসলেন, অনেক কথা বললেন কাঁদো কাঁদোভাবে। মিস সেইন্সবারী সিলকে নিয়ে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন। 'কী যে হলো তার?' বললেন তিনি।

সব ধরনের সম্ভাবনার কথা দ্রুত বলে যেতে লাগলেন মিসেস হ্যারিসন। 'স্মৃতি হারিয়ে ফেলতে পারেন, অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন হঠাৎ করে, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হতে পারে, বাসের নিচে পড়তে পারেন, ছিনতাইয়ের শিকার হয়ে থাকতে পারেন...'

নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য থামলেন মিসেস হ্যারিসন। বিড়বিড় করে বললেন, 'বড় ভালো মানুষ ছিলেন। কত আরামে ছিলেন এখানে।'

জ্যাপের অনুরোধে মিসেস হ্যারিসন তাদেরকে মিস সেইন্সবারী সিলের রুমে নিয়ে গেলেন। আলমারিতে রাখা আছে ঝুলানো কাপড়, বিছানায় ভাঁজ করে রাখা রাতের পোশাক আর ঘরের এক কোণে দুটো স্যুটকেস। ব্যস, এই হলো মিস সেইন্সবারী সিলের সম্পত্তি।

ড্রেসিংটেবিলের নিচে বেশ কয়েক জোড়া জুতো। এক জোড়া চলনসই অক্সফোর্ড শ্যু, দুই জোড়া চকচকে চামড়ার হিল জুতো, একদম নতুন কয়েক জোড়া সাধারণ সান্ধ্য জুতো আর এক জোড়া মোকাসিন। পোয়ারো খেয়াল করলেন সান্ধ্য জুতোগুলো দিনে পরার জুতোর চেয়ে এক সাইজ ছোট। ব্যাপারটাতে গুরুত্ব দেওয়ার কিছু আছে কিনা বুঝতে পারলেন না। মিস সিল তার জুতোর ছেঁড়া বাকলটা সেলাই করার সময় পেয়েছিলেন কিনা চিন্তা করলেন। ব্যবহার্য জিনিসপত্রের ব্যাপারে উদাসীনতা খুবই অপছন্দ করেন পোয়ারো।

জ্যাপ একটা ড্রয়ারের চিঠিপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছিলেন। সেই ফাঁকে আগ্রহ নিয়ে আলমারির একটা ড্রয়ার খুললেন পোয়ারো। ড্রয়ারে শুধু অন্তর্বাস রাখা। ভদ্রতাবশত ড্রয়ারটি বন্ধ করে দিলেন তিনি। আরেকটি ড্রয়ার খুললেন। মোজায় ভর্তি।

'কিছু পেলেন, মসিয়ে পোয়ারো?' জ্যাপ জিজ্ঞেস করলেন।

BanglaBook.org

'দশ ইঞ্চি মাপের সস্তা সিল্কের মোজা।' এক জোড়া মোজা হাতে নিয়ে বিমর্ষ গলায় বললেন পোয়ারো।

'আপনি জিনিসপত্রের দাম হিসেব করতে বসে গেছেন দেখি।' হেসে বললেন জ্যাপ। 'ভারত থেকে আসা দুটো চিঠি পেলাম। আর পেলাম কয়েকটা চ্যারিটি সংগঠনের রশিদ, বিল নেই কোন। আমাদের মিস সিল একজন সম্মানীয়া ব্যক্তি দেখা যাচ্ছে।'

'শুধু পোশাক সম্পর্কে রুচির বেশ ঘাটতি রয়েছে।'

'মনে হয়, পোশাককে তুচ্ছ জাগতিক বিষয় মনে করতেন তিনি।' দুই মাস আগের একটি চিঠি থেকে ঠিকানা টুকে নিতে নিতে জ্যাপ বললেন। 'এরা তার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে বোধহয়। ঠিকানাটা হ্যাম্পস্টেডের ওদিকে, চিঠি দেখে তো মনে হচ্ছে অনেক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক।'

গ্লেনগোরী হোটেলে আর কিছু দেখার ছিল না। তবে আরেকটা হতাশাজনক খবর পাওয়া গেল যে মিস সেইন্সবারী যখন বেরিয়ে গিয়েছিলেন তখন কোনরকম উত্তেজনা তার আচরণে দেখা যায়নি। বরঞ্চ তিনি যে রাতের খাবারের আগেই ফেরার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন সেটা বোঝা যায় মিস বলিথোর উদ্দেশ্যে করা তার শেষ উক্তি থেকে। বেরিয়ে যাবার সময় মিস বলিথোকে ডেকে বলেছিলেন, 'ডিনারের পরে আপনি দেখবেন আমি পেশেন্স খেলায় কতটা দক্ষ।'

এছাড়াও গ্লেনগোরী হোটেলের একটি নিয়ম হচ্ছে, কেউ বাইরে খেলে আগেই ডাইনিঙে জানিয়ে দিতে হয়। কিন্তু মিস সেইন্সবারী সিল সেটাও করেননি। এসব থেকে এটাই ধারণা করা যায় যে তিনি হোটেলে রাতের খাবার পরিবেশনের আগেই ফিরে আসতে চেয়েছিলেন। গ্লেনগোরী হোটেলের রাতের খাবার সাধারণত রাত সাড়ে সাতটা থেকে রাত সাড়ে আটটার মধ্যে পরিবেশন করা হয়।

কিন্তু তিনি আর ফিরে আসেননি। বাইরে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

পশ্চিম হ্যাম্পস্টেডের যে ঠিকানা চিঠিতে পাওয়া গিয়েছিল, সেখানে খোঁজ করলেন জ্যাপ আর পোয়ারো। অ্যাডামস পরিবার একসময় ভারতে থাকত এবং সেখান থেকেই মিস সেইন্সবারী সিলের সঙ্গে পরিচিত তারা। মিস সিল সম্পর্কে অনেক ভালো কথাই বলল বটে, কিন্তু তার অন্তর্ধানের বিষয়ে কোন সাহায্য করতে পারল না। আসলে ইস্টারের ছুটির পর থেকে প্রায় এক মাস মিস সিলের সাথে তাদের আর কোন দেখাসাক্ষাৎ হয়নি।

শেষবার যখন তাদের সঙ্গে মিস সিলের দেখা হয় তখন তিনি রাসেল স্কয়ারের একটি হোটেলে থাকতেন। মি. অ্যাডামস সেখানকার ঠিকানা দিলেন,

BanglaBook.org

সাথে স্ট্রেথামে থাকা মিস সিলের আরও কয়েকজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বন্ধুর ঠিকানাও দিলেন।

কোন সূত্রই পাওয়া গেল না। সেই হোটেলটাতে মিস সেইন্সবারী সিল থাকতেন বটে, কিন্তু সাহায্য হতে পারে এমন কোন তথ্য সেখানকার কারোরই মনে নেই। স্ট্রেথামের বন্ধুরাও তার সম্পর্কে কিছুই বলতে পারল না, তাদের সাথে মিস সিলের দেখা হয়েছে ফেব্রুয়ারিতে।

বাকি থাকল কোন দুর্ঘটনা। কিন্তু সে সম্ভাবনাও বাদ গেল কারণ হাসপাতালগুলোর জানানো তথ্য অনুযায়ী মিস সেইন্সবারী সিলের মতো কেউ আহত বা নিহত হননি।

মিস সেইন্সবারী সিল পুরোপুরি বাতাসে মিলিয়ে গেছেন।

চ

পরদিন সকালে হলবর্ন প্যালেস হোটেলে গিয়ে হাওয়ার্ড রেইকসের খোঁজ করলেন পোয়ারো। এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে হাওয়ার্ড রেইকসও যদি কোন এক সন্ধ্যায় বেরিয়ে গিয়ে আর ফিরে না আসে, তাতেও আর অবাক হবেন না পোয়ারো।

হোটেলেই নাস্তা করছিল হাওয়ার্ড রেইকস। চেহারায় যদিও সেদিনকার মতো খুনি খুনি ভাবটা নেই, তারপরও তার তাকানোর ভঙ্গিটাই ভয়াবহ। অনাহুত অতিথির দিকে তাকিয়ে বিরক্তির সাথে বলল, 'কী চাই?'

'বসি আপনার সাথে?' বলে পোয়ারো একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন।

'বসতে চাইলে বসুন, আমার অনুমতি নেয়ার কী আছে?'

পোয়ারো বসার পরে রেইকস রূঢ় গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এবার বলুন, আমার কাছে কী চাই?'

'আমাকে কি কোনভাবে মনে করতে পারেন, মি. রেইকস?'

'আপনাকে দেখিওনি কখনও।'

'ভুল বললেন। মাত্র তিনদিন আগেও অন্তত পাঁচ মিনিটের জন্য আপনি আমার সাথে একই ঘরে বসেছিলেন।'

'কোন পার্টিতে দেখা হওয়া সব লোককে তো আর মনে রাখা সম্ভব না।'

পোয়ারো বললেন, 'কোন পার্টিতে না, আমরা বসেছিলাম একজন দন্ত-চিকিৎসকের অপেক্ষা-কক্ষে।'

অতি দ্রুত অনেক রকম অনুভূতি খেলে গেল হাওয়ার্ড রেইকসের চেহারায়। সেই অস্থির, অভদ্র ভাব থাকল না তার আচরণে, বরঞ্চ দুই চোখে ফুটে উঠল সতর্কতা।

BanglaBook.org

পোয়ারো খুব ভালোভাবে তাকে পর্যবেক্ষণ করলেন। পাতলা মুখ, ক্ষুধার্ত চেহারা, সুদৃঢ় চোয়াল আর উন্মাদের মতো চোখ। এ ধরনের চেহারা মেয়েদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে থাকে সাধারণত, কিন্তু এই চেহারার কারণেই তাকে বিপদজনক লোক বলে মনে হয়। পরনের জামাকাপড় খুবই অপরিচ্ছন্ন আর অগোছালো। খাবার খাচ্ছে গপগপ করে। পোয়ারো বিড়বিড় করলেন, 'ধান্ধাবাজ, বিপদজনক মানুষ।'

রেইকস কর্কশভাবে বলল, 'আপনি এখানে কেন এসেছেন?'

'কেন? এখানে আমার আসা উচিত হয়নি বলে মনে করছেন?'

'আমি তো জানিও না আপনি কে।'

'ও, দুঃখিত!' দুঃখপ্রকাশ করে পোয়ারো নিজের কার্ড বের করে তাকে দিলেন।

আবারও কিছু অনুভূতি খেলে গেল রেইকসের চেহারায়। ভয় নয়, আক্রমণাত্মক একটি অভিব্যক্তি। কার্ডটা এক নজর দেখে ফিরিয়ে দিল সে।

'ও, আপনিই সেই বিখ্যাত গোয়েন্দা? আমি শুনেছি আপনার কথা।'

'অনেকেই শুনেছে।' বিনয়ী হাসি দিলেন পোয়ারো।

'আপনি তো প্রাইভেট ডিটেকটিভ? আপনার মতো মানুষকে তখনই ভাড়া করা হয় যখন কেউ নিজের পিঠ বাঁচাতে চায়। যখন টাকার পরিমাণ কোন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় না।'

'আপনার কফিটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।' খুব ধীরে ঠান্ডা, কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠে বললেন পোয়ারো।

রেইকস তাকিয়ে থাকল তার দিকে।

পোয়ারো আবার বললেন, 'অবশ্য এদেশের কফি এমনিতেই খুব বাজে।'

'আমারও তাই মনে হয়।' তীব্র কণ্ঠে উত্তর দিল রেইকস।

'এবং ঠান্ডা হয়ে গেলে একেবারেই পান করার অযোগ্য হয়ে যায়।'

রেইকস তার দিকে ঝুঁকে এসে বলল, 'আপনি আসলে কী চাইছেন, বলুন তো? কেন এসেছেন এখানে?'

কাঁধ ঝাঁকালেন পোয়ারো, 'আপনাকে দেখতে।'

'আচ্ছা!' চোখ সরু করে বলল রেইকস। 'শুনুন মসিয়ে পোয়ারো, আপনি যদি টাকার জন্য এসে থাকেন, তাহলে আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন। নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিস কেনারও টাকা যাদের নেই, আমি তাদের মতো একজন। আপনাকে যে টাকা দিয়েছে তার কাছে যান।'

পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এখন পর্যন্ত কেউই আমাকে কোন টাকা দেয়নি।'

BanglaBook.org

'বিশ্বাস করলাম না।'

'কিন্তু এটাই সত্যি কথা। শুধুমাত্র নিজের কৌতূহল মেটানোর জন্য সময় নষ্ট করছি আমি, কোন কিছুর বিনিময়ে নয়।'

'তাহলে আপনি সেদিন ওই দন্ত-চিকিৎসকের চেম্বারে গিয়েছিলেন শুধুমাত্র কৌতূহল মেটানোর জন্য?' খোঁচা মারল রেইকস।

পোয়ারো মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'মানুষ দন্ত-চিকিৎসকের কাছে যে কারণে যায় আমিও সে কারণেই গিয়েছিলাম।'

অবিশ্বাসের সুরে রেইকস বলল, 'আপনি দাঁত দেখানোর জন্য সেখানে অপেক্ষা করছিলেন?'

'ঠিক তাই।'

'মাফ করবেন, কিন্তু আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি না।'

'তাহলে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি মি. রেইকস, আপনি সেখানে কী করছিলেন?'

শুকনো হেসে রেইকস বলল, 'আমিও দাঁত দেখানোর জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।'

'আপনার দাঁতে বোধহয় খুব ব্যথা করছিল?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তারপরেও দাঁত না দেখিয়েই চলে গিয়েছিলেন আপনি?'

'তাতে হয়েছেটা কী? আমি কী করব না করব সেটা সম্পূর্ণ আমার ব্যাপার।' এক মুহূর্ত বিরতি দিল সে। এরপর খুব হিংস্রভাবে বলল, 'এসব কথার তো আমি কোন দরকার দেখছি না। আপনি সেখানে অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্টকে পাহারা দিতে গিয়েছিলেন, কিন্তু তার তো কিছুই হয়নি। যেহেতু ব্লান্টের কিছুই হয়নি সেহেতু আপনি আমাকে ফাঁসাতে পারবেন না।'

'অপেক্ষা-কক্ষ থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?'

'ওই বাড়ি থেকেই বেরিয়ে গিয়েছিলাম।'

'কেউ কিন্তু আপনাকে বাড়ি থেকে বেরোতে দেখেনি, মি. রেইকস,' বললেন পোয়ারো।

'তো? কী আসে যায় তাতে?'

'আসে যায়, কারণ আপনি বের হওয়ার খুব অল্প সময়ের মধ্যে ওই বাড়িতে একজন মারা গেছেন, মনে করে দেখুন।'

'ও, ওই দন্ত-চিকিৎসক লোকটা?' রেইকস অবজ্ঞার সাথে বলল।

পোয়ারো কঠিন গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, ওই দন্ত-চিকিৎসক লোকটা।'

BanglaBook.org

রেইকস তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'আপনি এই খুনের ব্যাপারে আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছেন। তবে সেটা আপনি করতে পারবেন না কারণ গতকাল তদন্তের রিপোর্টে পড়েছি হারামজাদা ভুল চেতনানাশক দিয়ে একজন রোগীকে মেরে ফেলেছে আর সেজন্যই আত্মহত্যা করেছে।'

পোয়ারো বললেন, 'আপনি যখন বলছেন, তখনই যে ওই বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন তা প্রমাণ করতে পারবেন? এমন কেউ কি আছে যে কিনা নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে আপনি বারোটা থেকে একটার মাঝের সময়টা কোথায় ছিলেন?'

রেইকস বিস্মিত গলায় বলল, 'আপনি তো আসলেই আমাকে ফাঁসাতে চাইছেন। ব্লান্ট আপনাকে পাঠিয়েছে?'

পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'মনে হচ্ছে, সবকিছুতে অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্টকে টেনে আনা আপনার একটা মোহে পরিণত হয়েছে। শুনুন, আমি তার হয়ে কাজ কখনও করিনি, এখনও করছি না। তার নিরাপত্তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। আমার মাথাব্যথা দন্ত-চিকিৎসক মি. হেনরি মোর্লিকে নিয়ে।'

রেইকস অবিশ্বাসে মাথা নাড়ল। 'আপনি যে ব্লান্টের নিয়োগ করা গোয়েন্দা তা আমি জানি।' চোখমুখ শক্ত করে পোয়ারোর দিকে ঝুঁকে এলো সে। বলল, 'কিন্তু আপনারা তাকে বাঁচাতে পারবেন না। সরে তাকে যেতেই হবে। তাকে এবং তার গঠনতন্ত্র দুটোকেই। ব্লান্টের বিরুদ্ধে এমনিতে আমার ব্যক্তিগত কোন বিদ্বেষ নেই, কিন্তু তার মতো মানুষদের আমি ঘৃণা করি। মাঝারি বুদ্ধিমত্তার মানুষ সে। তা নিয়েই তার কী গর্ব! সে হচ্ছে সেই ধরনের মানুষ ডিনামাইট ছাড়া যাদেরকে সরানো যায় না। সে হচ্ছে সেই ধরনের মানুষ যারা বলে সভ্যতার ভিত কখনও নড়ানো যায় না। যায় না? ঠিক আছে, দেখা যাবে যায় কী না।' উত্তেজিত গলায় বলল রেইকস।

'সে উন্নতির পথে একটা বাধা, তাকে না সরিয়ে উন্নতি হবে না।' আবার বলতে লাগল রেইকস। 'ব্লান্টের মতো লোক যারা পুরানো পন্থা আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়, তাদের বাবারা এমনকি তাদের দাদারা যেভাবে চলত সেভাবে চলতে চায়, এই পৃথিবীতে তাদের কোন জায়গা নেই। ইংল্যান্ডে এমন অনেক মানুষ আছে যারা পুরানো, বৃদ্ধ এবং জরাগ্রস্ত। তাদেরকে সরে যেতেই হবে। বুঝতে পারছেন আমার কথা? নতুন এক পৃথিবীর সূচনা হতে যাচ্ছে।

পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে পড়লেন। 'বুঝতে পেরেছি মি. রেইকস, আপনি একজন আদর্শবাদী।'

'তো?'

BanglaBook.org

'এতই আদর্শবাদী যে একজন দন্ত-চিকিৎসকের মৃত্যুতে আপনার কিছুই যায় আসে না।'

'একজন তুচ্ছ দন্ত-চিকিৎসকের মৃত্যুতে কী এসে যায়?' গর্জে উঠল রেইকস।

পোয়ারো বললেন, 'আপনার কিছু এসে যায় না, কিন্তু আমার অনেক কিছু এসে যায়। এখানেই আপনার সাথে আমার পার্থক্য।'

ছ

পোয়ারো বাড়ি ফিরতেই জর্জ তাকে জানাল, একজন ভদ্রমহিলা তার জন্য অপেক্ষা করছেন।

'তিনি একটু আ...নার্ভাস হয়ে আছেন, স্যার।' একটু ইতস্তত করে বলল জর্জ।

ভদ্রমহিলা কোন নাম বলেননি, কে হতে পারে তা অনুমান করলেন পোয়ারো। তবে তার অনুমান সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হলো। কারণ সোফায় বসা যে মহিলাটি উঠে দাঁড়াল, সে মি. মোর্লির সেক্রেটারি মিস গ্ল্যাডিস নেভিল।

'মসিয়ে পোয়ারো, আমি খুব দুঃখিত আপনাকে বিরক্ত করার জন্য। আসলে আমি নিজেও জানি না কেন আপনার কাছে এলাম। আপনার বেশি সময় নেব না। আমি জানি একজন ব্যস্ত মানুষের সময়ের দাম কতখানি। কিন্তু খুবই অস্বস্তিতে আছি বলেই আসা। হয়তো আপনি ব্যাপারটাকে সময় নষ্ট বলে ভাববেন, তারপরেও আমি না বলে পারছি না।'

গ্ল্যাডিসকে চা'য়ের কথা জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো। সম্মতি জানাল গ্ল্যাডিস। কিছুক্ষণের মধ্যেই জর্জ চা দিয়ে গেল।

চা পান করতে করতে কিছুটা ধাতস্থ হয়ে মিস নেভিল বলল, 'মিস্টার মোর্লির সাথে কারও থাকা উচিত বলে মনে হলো আমার। হ্যাঁ, মি. রাইলি আছেন বটে; তারপরও একজন মহিলা থাকলে সবচেয়ে ভালো হয়। আর তাছাড়া, মিস মোর্লি মি. রাইলিকে পছন্দ করেন না। তাই আমি ভাবলাম যে আমিই থাকি।'

'খুব ভালো একটা কাজ করেছেন।' প্রশংসার সুরে বললেন পোয়ারো।

'এই বিপদের সময় তার পাশে থাকাটা কর্তব্য বলে মনে হলো আমার। আমি বেশ কয়েক বছর ধরে মি. মোর্লির জন্য কাজ করছি। মি. মোর্লির মৃত্যুটা অনেক বড় একটা শক ছিল তার জন্য, সাথে তদন্তের রিপোর্ট বিষয়টাকে আরও খারাপ অবস্থায় নিয়ে গেল। কিন্তু...'

'কিন্তু?'

BanglaBook.org

মিস নেভিল সামনে ঝুঁকে এলো। 'কিছু মনে করবেন না। গতকালের তদন্ত রিপোর্টের একটা বিষয় আমাকে পীড়া দিচ্ছে খুব। বড় ধরনের একটা ভুল হচ্ছে, মসিয়ে পোয়ারো।'

'কী ভুল, মাদমোয়াজেল?'

'ঘটনাটা যেভাবে দাঁড় করানো হয়েছে, ব্যাপারটা সেরকম নয়। মি. মোর্লি ভুল করেও কাউকে মাত্রাতিরিক্ত ওষুধ দিতে পারেন না।'

'তাই, কেন?'

'আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত। মাঝে মাঝে কারও কারও সমস্যা হয়। তবে তারা নিজেরাই শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়, অধিকাংশেরই হৃদপিণ্ডে সমস্যা। এছাড়া ওষুধের আধিক্যের ব্যাপার ঘটে না বললেই চলে। যারা প্র্যাকটিস করেন, তারা একই পরিমাণ ওষুধ ব্যবহার করতে করতে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন যে সঠিক পরিমাণে ওষুধ দেয়াটা তাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়।'

পোয়ারো মাথা নাড়লেন, 'আমি নিজেও সেটাই ভেবেছিলাম।'

'পরিমাণটা একদম নির্দিষ্ট করা থাকে। একজন কেমিস্টের মতো নয় যে সবসময় ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে মেশাতে হয় অথবা পরিমাণের কম বেশি থাকে যে একটু অমনোযোগী হলেই ভুল হতে পারে অথবা একজন ডাক্তারের মতোও নয় যাকে সারাদিন বিভিন্ন ধরনের প্রেসক্রিপশন লিখতে হয়। একজন দন্ত-চিকিৎসকের বিষয়টা সম্পূর্ণ ভিন্ন।'

পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন, 'করোনারের কাছে এই পর্যবেক্ষণগুলো জানাননি কেন?'

গ্ল্যাডিস মাথা নাড়ল, অনিশ্চিতভাবে আঙুল মোচড়াল সে।

শেষমেশ বলল, 'ঘটনাটাকে আরও খারাপ অবস্থায় নিয়ে যাব ভেবে ভয় পাচ্ছিলাম। আমি নিশ্চিত জানি যে মি. মোর্লি এ ধরনের কোন কাজ করবেন না, কিন্তু এটা বললে তো মানুষ মনে করবে যে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে কাজটা করেছেন।'

পোয়ারো সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন।

'এজন্যই আমি আপনার কাছে এসেছি, মসিয়ে পোয়ারো। কারণ আপনার কাছে আসলে বিষয়টা কোনভাবেই অফিশিয়াল হবে না। আমি মনে করি, ব্যাপারটা যে রীতিমতো অসম্ভব তা সবার জানা উচিত।'

'সমস্যা হচ্ছে, কেউ জানতে চায় না।'

মিস নেভিলের অবাক দৃষ্টি উপেক্ষা করে পোয়ারো বললেন, 'আমি সেদিনের সেই টেলিগ্রামটার বিষয়ে আরেকটু জানতে চাই যেটাতে আপনাকে ডেকে পাঠান হয়েছিল।'

BanglaBook.org

'সত্যি কথা কী, এটা নিয়ে আমি আর চিন্তাও করতে চাই না। টেলিগ্রামটা যে পাঠিয়েছিল, সে আমার সম্পর্কে সবকিছুই জানে। আমার খালা কে...তিনি কোথায় থাকেন...সবকিছু।'

'হ্যাঁ, সম্ভবত আপনার কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু অথবা ওই বাড়ির কেউ যে আপনার সম্পর্কে সবকিছু জানে।'

'আমার বন্ধুরা কেউই এ কাজ করবে না, মসিয়ে পোয়ারো। তবে...' একটু দ্বিধা করে মিস নেভিল বলল, 'প্রথমে যখন শুনলাম মি. মোর্লি আত্মহত্যা করেছেন তখন মনে হয়েছিল তিনি নিজেই পাঠিয়ে থাকতে পারেন।'

'আপনাকে সরানোর জন্য?'

'যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে বলতেই হচ্ছে অসাধারণ পরিকল্পনা করেছিলেন মি. মোর্লি। আমি না থাকায় খুব রেগে গিয়েছিল আমার বন্ধু ফ্রাঙ্ক। ও ভেবেছিল, আমি অন্য কারও সাথে ঘুরতে যাওয়ার জন্য ছুটি নিয়েছি।'

'অন্য কেউ কি আছে?'

মিস নেভিল লাল হয়ে বলল, 'না, অবশ্যই না। কিন্তু ফ্রাঙ্ক কিছুদিন যাবত খুব অন্যরকম আচরণ করছে। ও এমনিতে খুব আবেগী আর সন্দেহবাতিকগ্রস্থ। আসলে চাকরিটা হারানোর পর আর কোন কাজ পাচ্ছিল না তো, তাই। বেকার থাকা একজন পুরুষের জন্য একদম ভালো নয়। ওর জন্য খুবই চিন্তিত আমি।'

'সেদিন আপনি গ্রামে গিয়েছিলেন বলে সে খুব রেগে ছিল বলছেন?'

'হ্যাঁ। ও আমাকে জানাতে এসেছিল যে নতুন চাকরি পেয়েছে। খুব ভালো চাকরি, সপ্তাহে দশ পাউন্ড। আমাকে জানানোর জন্য তর সইছিল না ওর। আর আমার মনে হয় মি. মোর্লিকেও জানাতে চেয়েছিল ও। কারণ মি. মোর্লি ওকে খুব একটা পছন্দ করতেন না। ফ্রাঙ্ক সন্দেহ করত, তিনি আমাকে ওর বিরুদ্ধে প্রভাবিত করতে চান।'

'কথাটা কি সত্যি নয়?'

'হ্যাঁ, একদিক থেকে সত্যি। অনেকগুলো চাকরি হারিয়েছে ও। ও অনেক অস্থির প্রকৃতির, ধীর-স্থির বলে যে একটা শব্দ আছে সেটা ও জানেই না তবে আশা করি এখন থেকে সব অন্যরকম হবে। আমার মনে হয়, পছন্দের একজন মানুষের প্রভাবে মানুষ অনেক কিছুই করতে পারে। যখন একজন পুরুষ বুঝতে পারে যে একজন নারী তার কাছে কী চায় তখন পুরুষটা সে অনুযায়ীই কাজ করার চেষ্টা করে।'

কিছু বললেন না পোয়ারো, শুধু একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। নারীর ভালোবাসার ক্ষমতার উপরে এমন ভিত্তিহীন বিশ্বাস নিয়ে শত শত মহিলাকে

BanglaBook.org

তর্ক করে যেতে শুনেছেন তিনি। এক হাজারের মধ্যে একটাতে হয়তো বিষয়টা সত্যি হলেও হতেও পারে।

তিনি শুধু বললেন, 'আমি আপনার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'ওর সাথে আপনার দেখা করাতে পারলে খুব খুশি হতাম আমি। কিন্তু এখন তো শুধু রবিবার ছুটি ওর, পুরো সপ্তাহই গ্রামে থাকতে হয়।'

'আচ্ছা। নতুন চাকরিতে কাজটা কী?'

'আমি আসলে জানি না, মসিয়ে পোয়ারো। সম্ভবত সরকারি কোন দপ্তরে সহকারী ধরনের কিছু। আমি ফ্রাঙ্কের লন্ডনের ঠিকানায় কয়েকটা চিঠি লিখেছিলাম, কিন্তু ফিরে এসেছে সেগুলো।'

'মিস নেভিল, ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে না?'

'অদ্ভুত যে লাগেনি তা নয় তবে ফ্রাঙ্ক বলল যে আজকাল এমন হয়েই থাকে।'

পোয়ারো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন মিস নেভিলের দিকে। তারপর বললেন, 'কাল তো রবিবার। কাল কি আপনাদের দুজনের সাথে দুপুরের খাবার খাওয়ার সৌভাগ্য হবে আমার? লোগান'স কর্নার হাউজে? মি. মোর্লির মৃত্যুর বিষয়টা আমি আপনাদের দুজনের সাথে আলাপ করতে চাই।'

'ধন্যবাদ, মসিয়ে পোয়ারো। ঠিক আছে, আমরা আসব।'

জ

ফ্রাঙ্ক কার্টার মাঝারি উচ্চতার সুদর্শন যুবক। বেশভূষা সস্তা হলেও স্মার্ট। কথাবার্তায় চটপটে, চোখ দুটো যেন একটু বেশি কাছাকাছি বসান। বিব্রত হলেই এক পা থেকে আরেক পায়ের উপর ভার বদল করে সে।

ফ্রাঙ্কের দুই চোখের দৃষ্টিতে সন্দেহ, ব্যবহার খুব রুক্ষ। 'আমি জানতামই না যে আপনার সাথে আজকে দুপুরের খাবার খাওয়া লাগবে। গ্ল্যাডিস তো আমাকে কিছু জানায়নি।' বলার সময় গ্ল্যাডিসের দিকে বিরক্তি ভরা চাহনি দিল।

'গতকালই ঠিক হয়েছে পুরো ব্যাপারটা।' পোয়ারো হাসলেন। 'মি. মোর্লির মৃত্যু নিয়ে মিস নেভিলের মন খারাপ ছিল খুব, তাই আমি ভাবলাম আমরা তিনজন যদি একসাথে বসি...'

ফ্রাঙ্ক কার্টার অভদ্রের মতো কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, 'মোর্লির মৃত্যু? উফ! মাথা খারাপ হয়ে গেল এই মোর্লির মৃত্যু নিয়ে। তোমার হয়েছে কী, গ্ল্যাডিস? তার কথা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছ না কেন? তার মধ্যে এমন কিছু তো আমার চোখে পড়েনি।'

BanglaBook.org

'ফ্রাঙ্ক, তুমি তার সম্পর্কে এভাবে বলতে পারো না। আমি গতকাল একটি চিঠি পেয়েছি, সেই চিঠি অনুযায়ী তিনি আমাকে একশ পাউন্ড দিয়ে গেছেন।'

'তা মেনে নিলাম।' মেনে নিলেও গজগজ করতে থাকল ফ্রাঙ্ক। 'কিন্তু সে দেবে না-ই বা কেন? তোমাকে তো দাসীর মতো খাটিয়ে নিত আর সব টাকা ভরত নিজের পকেটে। কী করেছে সে তোমার জন্য?'

'অবশ্যই করেছেন। আমাকে খুব ভালো সম্মানী দিতেন।'

'আমি তা মনে করি না। সমস্যা হচ্ছে, তুমি অতিরিক্ত বিনয়ী। মানুষ তোমার এই বিনয়ের সুযোগটাই নেয়। এই আমি শায়েস্তা করেছিলাম মোর্লিকে। আর সে যে আমাকে ছেড়ে দিতে তোমাকে ফুঁসলিয়ে ছিল তা তো আমি ভুলিনি।'

'তিনি বুঝতে পারেননি।'

'ঠিকই বুঝেছিল সে। নেহাত মারা গেছে লোকটা, নইলে আমি তাকে দেখে নিতাম।'

যেন খুব স্বাভাবিক একটা প্রশ্ন করছেন এমনভাবে পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন, 'সেটা করতেই তো গিয়েছিলেন সেদিন?'

'সেটা করতেই গিয়েছিলাম মানে? কে বলেছে শুনি?' রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে জবাব দিল ফ্রাঙ্ক।

'আপনি গিয়েছিলেন তো? নাকি?'

'গেলে হয়েছে কী? গ্ল্যাডিসের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম আমি।'

'কিন্তু সেখানকার লোকজন আপনাকে বলেছিল যে সে নেই।'

'হ্যাঁ, আর আমার সন্দেহ হয়েছিল কথাটা শুনে। আমি আলফ্রেড নামের ওই গর্দভটাকে বললাম যে আমি অপেক্ষা করব মোর্লির সাথে দেখা করার জন্য। যথেষ্ট হয়েছিল গ্ল্যাডিসকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ার খেলা। মোর্লিকে বলতে চেয়েছিলাম যে নতুন চাকরি পেয়েছি আমি। মিস গ্রেভিল এখন চাকরির চাইতে বিয়ের চিন্তা বেশি করবে।'

'কিন্তু আপনি সেটা তাকে বলেননি।'

'না, বলিনি। আমি ওই ঘরে বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে চলে গিয়েছিলাম।'

'আপনি কখন বেরিয়েছিলেন?'

'মনে নেই।'

'এসেছিলেন কখন?'

'জানি না, বারোটার কিছু পরেই বোধহয়।'

'কতক্ষণ ছিলেন? আধাঘণ্টার বেশি না কম?'

BanglaBook.org

'বললাম তো, জানি না। সারা বেলা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকি না আমি।'

'আপনি যখন অপেক্ষা-কক্ষে বসে ছিলেন, তখন সেখানে আর কেউ ছিল?'

'একজন থলথলে, মোটা লোক ছিল-কিন্তু বেশিক্ষণ না। এরপরে আমি একাই ছিলাম।'

'তাহলে আপনি সাড়ে বারোটার আগেই বেরিয়েছিলেন, কারণ একজন ভদ্রমহিলা ঢুকেছিলেন সে সময়।'

'হতে পারে।' বেপরোয়া ভঙ্গিতে বলল ফ্রাঙ্ক।

পোয়ারো খুব ভালোভাবে লক্ষ করলেন ফ্রাঙ্ককে, কথাবার্তা ঠিক যেন স্বাভাবিক নয়। নার্ভাসনেসের কারণেও হতে পারে অবশ্য।

পোয়ারো সহজ গলায় বললেন, 'মিস নেভিল বলছিলেন আপনি খুব ভালো একটা চাকরি পেয়েছেন।'

'হ্যাঁ, বেতনটা ভালো।'

'সপ্তাহে দশ পাউন্ড, মিস নেভিলের কাছ থেকে শুনলাম।'

'ঠিকই শুনেছেন। সপ্তাহে দশ পাউন্ড যথেষ্ট ভালো বেতন। সাথে খুব একটা ঝামেলা নেই, যখন খুশি ছেড়ে দিতে পারব।' একটু গর্বের সাথে বলল ফ্রাঙ্ক।

'তা বটে। কাজটা খুব ক্লান্তিকর নয় নিশ্চয়ই?'

'খুব একটা না।' দ্রুত জবাব দিল ফ্রাঙ্ক কার্টার।

'কাজটা কি ইন্টারেস্টিং কিছু?'

'হ্যাঁ, খুবই ইন্টারেস্টিং। কাজের কথায় মনে পড়ল তাই জিজ্ঞাসা করছি। আপনারা, প্রাইভেট ডিটেকটিভরা, কীভাবে কাজ করেন আসলে? শার্লক হোমসের মতো কোন ব্যাপার নেই সম্ভবত? স্বামী স্ত্রীর তালাক নিয়েই কাজ করেন বোধহয় ইদানীং?' খোঁচা মারতে চাইল ফ্রাঙ্ক।

'আমি নিজেকে তালাকের ব্যাপারে জড়াই না।'

'তাই নাকি? তাহলে আপনার চলে কীভাবে?'

'চলে যায়।' হাসিমুখে বললেন পোয়ারো।

মাঝখান থেকে মিস নেভিল বললেন, 'কিন্তু আপনি তো একেবারে প্রথম সারির পেশাদার গোয়েন্দা, মসিয়ে পোয়ারো। মি. মোর্লি প্রায়ই বলতেন, দেশের অথবা রাজপরিবারের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আপনার ডাক পড়ে।'

পোয়ারো একগাল হেসে বললেন, 'অনেক প্রশংসা করে ফেলেছেন।'

ঝ

চিন্তামগ্ন অবস্থায় হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরলেন পোয়ারো। ফিরে জ্যাপকে ফোন করলেন।

BanglaBook.org

'একটা ব্যাপারে তোমাকে ফোন দিলাম। গ্ল্যাডিস নেভিলের সেই টেলিগ্রামটার ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছিলে?'

'আপনি এখনও ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করছেন? হ্যাঁ, খোঁজ করেছিলাম। একটা টেলিগ্রাম আসলেই এসেছিল এবং টেলিগ্রামটা করা হয়েছিল লন্ডনের রিচবার্ন থেকে। এবং গ্ল্যাডিসের খালা থাকেন সমারসেটের রিচবর্নে। চালাকিটা দেখেছেন?' তিক্ত গলায় জ্যাপ বললেন।

'হুম, তাই তো দেখছি। টেলিগ্রামের প্রাপক যদি ভুলক্রমে প্রেরকের ঠিকানা দেখেও থাকে সেক্ষেত্রে প্রথম দর্শনে তার এটাই মনে হবে যে টেলিগ্রামটা রিচবর্ন থেকে এসেছে।' একটু থেমে বললেন, 'আমার কী মনে হয় জানো?'

'কী?'

'এই ঘটনায় বুদ্ধিমান কোন ব্যক্তির হাত আছে।'

'এরকুল পোয়ারো যখন এটাকে খুনের কেস বলে ভাবছেন তখন তা অন্য কিছু হতেই পারে না।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন জ্যাপ।

'টেলিগ্রামের ব্যাপারটা কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?'

'কাকতালীয় ঘটনা। হয়তো মজা করার জন্য পাঠিয়েছে কেউ।'

'কিন্তু মজা করার কারণটা কী?'

'মসিয়ে পোয়ারো! মানুষ কোন কিছু কেন করে? ফাজলামি করেছে, যাকে বলে প্র্যাকটিকাল জোক।'

'কেউ একজন সেদিনই মজা করল যেদিন মি. মোর্লি একটা ভুল ইনজেকশন দিলেন! খুব বেশি কাকতালীয় বলে মনে হচ্ছে না তোমার?'

'ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করুন। মিস নেভিল ছিলেন না বলেই মি. মোর্লির ভুল হয়েছিল।'

'আমি এখনও সন্তুষ্ট হতে পারছি না, জ্যাপ।'

'সেটা বুঝতে পারছি, কিন্তু আপনি যেভাবে চিন্তা করছেন সেটা কোনদিকে নির্দেশ করে ভেবেছেন? কেউ যদি মিস নেভিলকে সরাতে চায়, তবে সেটা মোর্লিরই হওয়ার কথা। তার মানে দাঁড়াচ্ছে অ্যাম্বেরিওটিসের মৃত্যু কোন দুর্ঘটনা নয়।'

পোয়ারো চুপ থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'অ্যাম্বেরিওটিস তো অন্য কোনভাবেও খুন হয়ে থাকতে পারেন।'

'না, সেটা সম্ভব না। অ্যাম্বেরিওটিসের সাথে সেদিন আর কেউ দেখা করতে আসেনি। সে দুপুরের খাবারও খেয়েছে নিজের ঘরে। আর ডাক্তাররা নিশ্চিত করেছেন, যে ওষুধের আধিক্যের ফলে তার মৃত্যু হয়েছে, তা খাওয়ার মাধ্যমে তার শরীরে যায়নি। সম্পূর্ণ জলবৎ তরলং ব্যাপার।'

BanglaBook.org

'খুনিরা হয়তো এটাই চাইছে যেন আমরা ব্যাপারটাকে এত সহজভাবে নিই।'

'সহকারী কমিশনার সাহেব নিজেও সন্তুষ্ট।'

'তিনি কি মিস সিলের ব্যাপারেও সন্তুষ্ট?'

'মিস সিলের কথা বলছেন? আমি তো আপনাকে বলেছি, বিষয়টা নিয়ে কাজ করছি আমরা। মহিলা কোথাও না কোথাও তো থাকবেনই। অদৃশ্য তো আর হয়ে যেতে পারেন না।'

'দেখে কিন্তু সেরকমটাই মনে হচ্ছে।'

'কোথাও না কোথাও তো আছেন অবশ্যই। তবে মনে হয় না তিনি মারা গেছেন।'

'মনে না হওয়ার কারণ?'

'মারা গেলে লাশটা অন্তত পাওয়া যেত।'

'সবসময়ই কি লাশ এত তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়, জ্যাপ?'

'আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে মহিলাকে কেউ খুন করে তার লাশ টুকরো টুকরো করে কোথাও ছড়িয়ে দিয়েছে?'

'জ্যাপ, আর সব কিছু বাদ দাও। এখনও একজন মানুষকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!'

'মসিয়ে পোয়ারো, একটা কথা বলি। অনেক মহিলা হারিয়ে যান ঠিকই, কিন্তু শেষপর্যন্ত দশজনের নয়জনকেই কোন পুরুষের বিছানায় খুঁজে পাওয়া যায়। তবে আমার মনে হয়, মিস সিল এরকম নন।'

'যা অবস্থা দেখছি তাতে নিশ্চিতভাবে আর কিছুই বলা যাচ্ছে না। তারপরেও আমি মনে করি এমন সম্ভাবনা কম। যাকগে, তাহলে তোমরা নিশ্চিত যে মহিলাকে খুঁজে পাবে?' পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন।

'আমরা যে তাকে খুঁজে পাবই তা নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আমরা তার বর্ণনা বিবিসিতে প্রচার করছি, পত্রিকাতেও দিয়ে দেয়া হয়েছে।'

'কাজ হলেই হয় এখন।' আশাবাদী হতে পারছেন না পোয়ারো।

'চিন্তা করবেন না, মসিয়ে পোয়ারো। মিস সেইন্সবারী সিলকে আমরা ঠিকই খুঁজে বের করব।' বলে ফোন রেখে দিলেন জ্যাপ।

জর্জ পোয়ারোর জন্য কিছু বিস্কুট আর এক পাত্র চকলেট এনে রাখল। 'আর কিছু লাগবে, স্যার?'

'আমি খুব জটিল একটা চিন্তায় আছি, জর্জ।'

'তাই নাকি, স্যার? শুনে দুঃখ পেলাম।'

BanglaBook.org

পোয়ারো একটা কাপে চকলেট ঢেলে নিয়ে চামচ দিয়ে নাড়তে থাকলেন। এই লক্ষণগুলো চেনে জর্জ, তাই দাঁড়িয়ে থাকল সে। ও জানে পোয়ারো এখন তার সাথে কেস নিয়ে আলাপ করবেন। তিনি প্রায়ই বলেন যে, জর্জের মন্তব্য তাকে অনেক সাহায্য করে।

'জর্জ, আমার দন্ত-চিকিৎসকের মৃত্যুর ব্যাপারে তুমি শুনেছ বোধহয়।'

'মি. মোর্লি? জি স্যার, শুনেছি। খুব দুঃখজনক ব্যাপার। যতদূর জানি, তিনি আত্মহত্যা করেছেন।'

'মানুষ সেটাই ভাবছে। কিন্তু তিনি যদি নিজেকে গুলি না করে থাকেন, তাহলে তিনি খুন হয়েছেন।'

'জি, স্যার।' মনিবের সাথে একমত হলো জর্জ।

'প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি যদি খুন হয়ে থাকেন, খুনটা করল কে? খুব অল্প কয়েকজন মানুষের তাকে খুন করার সুযোগ ছিল। কেবলমাত্র যারা সেই সময় বাড়িতে ছিলেন, তাদের।'

'ঠিকই বলেছেন, স্যার।'

'সেই মানুষগুলো কারা কারা? একজন বাবুর্চি আর একজন পরিচারিকা। খুব সাধারণ মেয়ে, এ ধরনের কোন কাজ করার মতো নয়। একজন ভাই অন্তঃপ্রাণ বোন। তারও এ ধরনের কিছু করার কথা নয়। তবে মনে রাখা দরকার, সে-ই ভাইয়ের সব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। আর টাকাপয়সা, সম্পত্তি এসব নিয়ে খুন-খারাপি আগেও হয়েছে। একজন পার্টনার, যার কোন মোটিভ নেই। একজন নির্বোধ চাকর যে কিনা সস্তা, অপরাধমূলক উপন্যাসের ভক্ত। আর শেষেরজন, একজন গ্রিক ভদ্রলোক।'

জর্জ কেশে গলাটা পরিষ্কার করে বলল, 'এসব বিদেশীরা...'

'একদম ঠিক ধরেছ। আমি তোমার সাথে একমত। এই গ্রিক লোকটা সন্দেহজনক। কিন্তু জর্জ, এই গ্রিক লোকটাও মারা গেছে এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে মি. মোর্লিই তাকে খুন করেছেন। তবে ইচ্ছাকৃত নাকি ভুলবশত সেটা জানার কোন উপায় নেই।'

'স্যার, এমনও তো হতে পারে যে, দুজন দুজনকে খুন করেছে। মানে, দুজনই আলাদা আলাদাভাবে অপরজনকে মারার পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু অপরজনের পরিকল্পনা জানত না।'

পোয়ারো সম্মতিসূচক শব্দ করলেন।

'দারুণ কথা বলেছ, জর্জ। দন্ত-চিকিৎসক ভদ্রলোক যখন চেয়ারে বসা গ্রিককে মারার ব্যবস্থা করছেন তখনও তিনি জানেন না যে এই লোকই একটু পরে পিস্তল বের করবে তাকে মারার জন্য। এরকমটা হতে পারে, কিন্তু এই

BanglaBook.org

কেসে এমন হওয়ার সম্ভাবনা একদম নেই বললেই চলে। আর আমাদের তালিকা এখনও শেষ হয়নি। আরও দুজন মানুষ আছে যারা সম্ভবত সেই সময় ওই বাড়িতে ছিল। মি. অ্যাম্বেরিওটিসের আগের সব রোগীকেই কেউ না কেউ বেরোতে দেখেছে, শুধু একজনকে ছাড়া। একজন আমেরিকান যুবক। তার কথা অনুযায়ী, সে অপেক্ষা-কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায় বারোটার মিনিট বিশেক পরে, কিন্তু কেউ তাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেনি। তার কথাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আরেকটা সম্ভাবনা হচ্ছে, ফ্রাঙ্ক কার্টার নামে একজন। রোগী নয় সে, বারোটার একটু পরে মি. মোর্লির সাথে দেখা করতে এসেছিল। তাকেও কেউ চলে যেতে দেখেনি। এগুলো হচ্ছে তথ্য। এখন তোমার কী মনে হয় বলো?'

'খুনটা কখন হয়েছিল, স্যার?'

'যদি ওই গ্রিক লোকটা খুনটা করে থাকেন তাহলে বারোটা থেকে বারোটা পঁচিশে'র মধ্যে। আর অন্য কেউ যদি করে থাকে, তাহলে বারোটা পঁচিশের পরে কারণ এর আগে হলে অ্যাম্বেরিওটিস মোর্লির লাশ দেখতে পেতেন।'

এটুকু বলে আগ্রহ নিয়ে জর্জের দিকে তাকালেন পোয়ারো।

'এখন বলো জর্জ, এ ব্যাপারে তোমার কী মত?'

জর্জ খুব চিন্তাভাবনা করে বলল, 'নতুন একজন দন্ত-চিকিৎসকের খোঁজ করা লাগবে আপনার, স্যার।'

'দারুণ বলেছ। এই ব্যাপারটা আমার মাথাতেই আসেনি।'

জর্জ হাসিমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পোয়ারো চকলেটে চুমুক দিতে দিতে তথ্যগুলো নিজের মনে নেড়েচেড়ে দেখছিলেন। সন্তুষ্টচিত্তে ভাবলেন তার সাজানো তথ্যগুলো ঠিকই আছে, এই মানুষগুলোর মাঝেই কেউ খুনটা করেছে।

হঠাৎ তার ভ্রূ কুঁচকে গেল। একটা নাম তো তিনি ভুলেই গেছেন। যত কম সম্ভাবনাই থাকুক না কেন, কাউকেই বাদ দেয়া চলবে না। ওই বাড়িতে ওইসময় আরও একজন ছিলেন।

পোয়ারো লিখলেন, 'মি. বার্নস।'

ঞ

'একজন ভদ্রমহিলা ফোন করেছেন স্যার, আপনার সাথে কথা বলতে চান।' পোয়ারোকে জানাল জর্জ।

এক সপ্তাহ আগে যখন মিস নেভিল এসেছিলেন তখন তার পরিচয় অনুমানে ভুল করেছিলেন তিনি। কিন্তু আজকের অনুমান ভুল হলো না তার। কণ্ঠ শুনে একবারেই চিনে ফেললেন।

BanglaBook.org

'মসিয়ে এরকুল পোয়ারো বলছেন?'

'বলছি।'

'আমি জেন অলিভেরা বলছি। মি. অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্টের ভাতিজি।'

'জি বলুন, মিস অলিভেরা।'

'আপনি কি দয়া করে আজ গথিক হাউজে আসতে পারবেন? আপনাকে কিছু কথা জানানোর আছে আমার।'

'অবশ্যই আসব। কখন আসতে বলছেন?'

'সাড়ে ছ'টায়।'

'ঠিক আছে, মিস অলিভেরা। চলে আসব।'

'আমি আপনার কাজে বিরক্ত করছি না আশা করি?'

'একদমই না। আপনার ফোনের অপেক্ষায় ছিলাম।'

ফোন রেখে মুচকি হাসলেন পোয়ারো। জেন অলিভেরা কী অজুহাতে তাকে ডাকল, ভাবতে লাগলেন।

গথিক হাউজে পৌঁছানোর সাথে সাথেই লাইব্রেরিতে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। লাইব্রেরিটা সরাসরি বিশাল নদীর দিকে মুখ করা।

জেন অলিভেরা ম্যান্টলপিসের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট তার লেখার টেবিলে বসে অন্যমনস্কভাবে কাগজ কাটার ছুরি নাড়াচাড়া করছিলেন। তাকে দেখাচ্ছিল ঝড়ে ভেজা কাকের মতো। একজন মোটাসোটা, মধ্যবয়সী মহিলা তাকে বকাবকি করছিলেন। 'আমি ভেবেছিলাম, অন্তত এই বিষয়ে তুমি আমার মতামতের গুরুত্ব দেবে, অ্যালিস্টেয়ার।'

'কিন্তু জুলিয়া...' পোয়ারোকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন মি. ব্লান্ট।

মিসেস অলিভেরা পোয়ারোকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট বললেন, 'আসার জন্য ধন্যবাদ, মসিয়ে পোয়ারো। জেনের সাথে পরিচয় আছে সম্ভবত, ও-ই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছে।'

'আসলে ওই নিখোঁজ মহিলার ব্যাপারে কথা বলার জন্য ডেকেছি আপনাকে। সব কাগজে যার নিখোঁজ সংবাদ ছাপা হয়েছে, সেইন্সবারী সিল যার নাম। খুবই অদ্ভুত একটা নাম, যে কারণে আমার মনে আছে। আমি বলব? নাকি আপনি বলবেন, আঙ্কেল?' মাঝখান থেকে বলে উঠল জেন।

'তোমার গল্প যখন, তুমিই বলো।'

জেন পোয়ারোর দিকে তাকাল, 'তথ্যটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু না হয়তো, কিন্তু আমার মনে হলো আপনার জানা দরকার।'

'জি, বলুন।'

BanglaBook.org

'শেষবার যখন আঙ্কেল দন্ত-চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলেন; আসলে শেষবার না তার আগেরবার। তিন মাস আগের কথা। আমি তার সাথে গিয়েছিলাম কুইন শার্লট স্ট্রীটে। রিজেন্ট পার্কে কয়েকজন বন্ধুর সাথে দেখা করার কথা ছিল, এরপর আঙ্কেলকে নিয়ে ফিরতাম। আমরা আটান্ন নাম্বার বাড়ির সামনে থামার পরে আঙ্কেল নামলেন। তার প্রায় সাথে সাথেই এলোমেলো চুল আর অগোছালো জামা-কাপড় পরা এক মহিলা আটান্ন নাম্বার থেকেই বের হলেন। আঙ্কেলকে দেখে দৌড়ে এসে আঙ্কেলকে বললেন, 'আরে মি. ব্লান্ট, কেমন আছেন? আপনি নিশ্চয় আমাকে চিনতে পারেননি।' আমিও দেখলাম আঙ্কেল তাকে চেনেন এমন কোন অভিব্যক্তি তার মুখে নেই!'

অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমি কখনওই কাউকে চিনতে পারি না।'

'আঙ্কেল তখন এমনভাব করলেন যেন তিনি ওই মহিলাকে খুব ভালোমতোই চিনতে পেরেছেন। বললেন, 'হ্যাঁ। চিনেছি তো।' সেই মহিলাও কথা চালিয়ে গেলেন। বললেন, 'আমি আপনার স্ত্রীর খুব ভালো বন্ধু ছিলাম।'

দুঃখের হাসি হেসে অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট বললেন, 'এই কথা খুব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। অধিকাংশ সময়েই এভাবে শেষ হয় ব্যাপারটা। কোন কিছু একটাতে চাঁদা না দিলে ছাড়া পাওয়া যায় না। এখানেও পাঁচ পাউন্ড চাঁদা দিলাম জেনানা নামে কোন এক মিশনের জন্য। বিরক্তিকর।'

'তিনি কি আসলেই আপনার স্ত্রীকে চিনতেন?'

'আসলে জেনানা মিশনে আগ্রহ দেখে মনে হলো, চিনতেও পারেন।' জবাব দিলেন অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট। 'কারণ আমরা একসময় ভারতে ছিলাম, সেটাও প্রায় দশ বছর আগের কথা। কিন্তু যতটা বলছেন ততটা ঘনিষ্ঠ ছিলেন না। হলে আমি জানতাম। কোন অনুষ্ঠানে দেখা হয়েছিল বোধহয়।'

জেন অলিভেরা বলল, 'রেবেকা আন্টির সাথে তার কখনও দেখা হয়েছিল বলে আমি অন্তত মনে করি না। আমার মনে হয়েছিল, আপনার সাথে কথা বলার জন্য শুধু একটা ছুতা দরকার ছিল তার।'

ব্লান্ট মেনে নেয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'সেটা হতে পারে।'

'আমার মনে হয়, তিনি আপনার পরিচিত এই বিষয়টা দেখানোর জন্য পুরো ঘটনাটা ঘটালেন মহিলা। খুবই অদ্ভুত ব্যাপার।' আবার বলল জেন।

অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট একই ভঙ্গিতে বললেন, 'শুধু চাঁদার জন্যই এত কিছু!'

পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন, 'তিনি কি পরবর্তীতে আর যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন?'

BanglaBook.org

ব্লান্ট না-বোধক মাথা নাড়লেন, 'তার কথা আমার আর কখনও মনেও আসেনি। জেন না দেখানো পর্যন্ত তার নামও আমার মনে ছিল না।'

জেন আবার বলল, 'আমার মনে হলো, ব্যাপারটা মসিয়ে পোয়ারোকে জানানো দরকার।'

পোয়ারো বিনীতভাবে বললেন, 'আপনাকে ধন্যবাদ, মাদমোয়াজেল।' ব্লান্টের দিকে ফিরে বললেন, 'মি. ব্লান্ট, ব্যস্ত মানুষ আপনি। আপনাকে আর আটকে রাখব না।'

জেন বলল, 'চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।'

মুচকি হাসি দিলেন এরকুল পোয়ারো।

নিচতলায় এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল জেন। 'আপনি টেলিফোনে বললেন যে আমার ফোনের অপেক্ষায় ছিলেন। কথাটা বলে কী বুঝাতে চাইলেন আপনি?'

'কিছুই না, মাদমোয়াজেল। আমি আপনার ফোন আশা করছিলাম, আপনি ফোন করেছেন। এই তো।' সহজ গলায় বললেন পোয়ারো।

'আপনি বলতে চাইছেন, আমি এই সেইন্সবারী সিল ভদ্রমহিলার ব্যাপারে আপনাকে জানাতে ফোন করেছি?'

পোয়ারো মাথা নাড়লেন। বললেন, 'মিস সিলের ব্যাপারটা ছিল একটা ভূমিকা মাত্র, দরকার পড়লে আপনি ভূমিকা হিসেবে অন্য কোন বিষয়ের অবতারণা করতেন।'

জেন জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু আমি কেন আপনাকে ফোন করব?'

'আপনি এসব ছোটখাটো তথ্য আমাকে কেন দিচ্ছেন?' মুখে মৃদু হাসি নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো। 'এই তথ্যগুলো স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে দেয়াটাই তো স্বাভাবিক হতো, নাকি?'

'আচ্ছা! অনেক কিছু জেনে ফেলেছেন দেখা যাচ্ছে।' বাঁকা সুরে বলল জেন। 'ঠিক আছে, জনাব সবজান্তা শমসের। আর কী জানেন আপনি?'

'আমি জানি, যেদিন হলবর্ন প্যালেস হোটেলে গিয়েছি, সেদিন থেকেই আপনি আমার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।'

জেন এত ফ্যাকাসে হয়ে গেল যে পোয়ারো অবাক হলেন খুব। বিস্ময় সামলে তিনি শান্তভাবে বললেন, 'হাওয়ার্ড রেইকসের ব্যাপারে আমি কী ভাবছি সেটা জানার জন্য আপনি আমাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছেন।'

'হাওয়ার্ড রেইকস কে?' জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করল জেন তবে অভিনয় খুব একটা সুবিধের হলো না।

পোয়ারো বললেন, 'আপনি খুব ভালোমতোই জানেন হাওয়ার্ড রেইকস কে। শুনুন, আমি যা জানি অথবা অনুমান করেছি সেটা আপনাকে বলছি। প্রথম

BanglaBook.org

যেদিন আমি আর জ্যাপ এখানে আসি, সেদিন আপনি আমাদের দেখে খুবই বিচলিত এবং আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। আপনি ভেবেছিলেন, আপনার আঙ্কেলের কোন বিপদ হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন আপনি ভেবেছিলেন আপনার আঙ্কেলের কিছু হয়েছে?'

'আসলে আঙ্কেল যে ধরনের মানুষ তার সাথে খারাপ কিছু ঘটতেই পারে। তার কাছে ডাকে একটা বোমা পর্যন্ত এসেছিল একদিন। আর হুমকি দিয়ে চিঠি তো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে গেছে।'

'চিফ ইন্সপেক্টর জ্যাপ যখন জানালেন মি. মোর্লিকে গুলি করা হয়েছে, তখন আপনি কী জবাব দিয়েছিলেন মনে আছে? আপনি বলেছিলেন, 'কিন্তু তা তো অসম্ভব!'

'তাই বলেছিলাম নাকি?' ঠোঁট কামড়ে ধরে বলল জেন। 'তা আমার কাছে অসম্ভব লাগতেই পারে।' আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করল সে।

'মন্তব্যটা খুবই কৌতূহল উদ্রেককারী ছিল, মাদমোয়াজেল। এ থেকে বোঝা যায়, আপনি মি. মোর্লিকে চিনতেন, তার ব্যাপারে জানতেন। এ-ও জানতেন যে কিছু একটা ঘটবে। এবং আপনি ভেবেছিলেন সেই কিছু একটা ঘটবে মি. মোর্লির বাড়িতে।'

'আপনি খুব ভালো মনগড়া কথাবার্তা বলতে পারেন।' বাঁকা সুরে বলল জেন।

পোয়ারো পাত্তা দিলেন না জেনের কথায়। তিনি বলে চললেন, 'আপনি আশা করেছিলেন...না আশা করেছিলেন বলাটা ঠিক হলো না। বলা ভালো, আপনি ভয় পেয়েছিলেন যে মি. মোর্লির বাড়িতে কিছু ঘটবে আর তা ঘটবে আপনার আঙ্কেলের সাথে। যদি তাই হয়, তাহলে আপনি এমন কিছু জানেন যা আমরা জানি না। আমি সেদিন ওই বাড়িতে উপস্থিত সবার কথা চিন্তা করে দেখলাম এবং এমন একজনকে পেলাম যার সাথে আপনার একটা সম্পর্ক থাকা সম্ভব, আর তিনি হলেন মি. হাওয়ার্ড রেইকস।'

জেন কিছু বলল না। এক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে পোয়ারো আবার বলতে লাগলেন, 'হাওয়ার্ড রেইকসের সাথে দেখা করেছি আমি। সে একজন বিপদজনক, কিন্তু আকর্ষণীয় যুবক...' এই পর্যন্ত বলে থেমে গেলেন পোয়ারো।

জেন হেসে ফেলল। 'ঠিক আছে, মসিয়ে পোয়ারো। আপনিই জিতলেন। আসলে সেদিন ভয়ে মাথা কাজ করছিল না আমার।' ঝুঁকে এলো সে। 'আমি আপনাকে বলব, মসিয়ে পোয়ারো। কারণ চুপচাপ বসে থাকার মানুষ আপনি নন, ঠিকই বের করে ফেলবেন। আপনি নিজে থেকে খুঁজে খুঁজে বের করার আগেই বলে দিই, হাওয়ার্ড রেইকসকে আমি ভালবাসি। সবকিছু করতে পারি

BanglaBook.org

ওর জন্য। আমার মা আমাকে শুধুমাত্র ওর থেকে দূরে সরানোর জন্য এখানে এনেছেন। কিছুটা হলো এই ব্যাপার আর বাকিটা হচ্ছে, মা আশা করছেন যে কাছাকাছি থাকলে আঙ্কেল আমাকে পছন্দ করে ফেলবেন এবং তিনি তার সম্পত্তির কিছু অংশ আমাকে দিয়ে যাবেন।' থামল জেন। তারপর আবার বলতে লাগল, 'আমার মা বিবাহসূত্রে তার ভাগ্নি। আমার নানী ছিলেন রেবেকা আর্নল্টের আত্মীয়া। আঙ্কেলের আর কোন কাছের আত্মীয় নেই। তাই মা মনে করেন আমরাই তার উত্তরাধিকারী, সেরকমভাবে দাবি ফলান মাঝে মাঝে। আপনাকে খোলাখুলি সব বলছি। আসলে আমাদের নিজেদেরই অনেক টাকা আছে। হাওয়ার্ডের মতে যেটা থাকা উচিত না। কিন্তু আঙ্কেল অ্যালিস্টেয়ারের তুলনায় আমাদের টাকার পরিমাণ কিছুই না।' হঠাৎ থেমে চেয়ারের হাতল খামচে ধরল সে। 'আমি আপনাকে যা যা বললাম হাওয়ার্ড তার সবকিছুই ঘৃণা করে, ধ্বংস করে দিতে চায় ও। মাঝে মাঝে আমিও ওর মতো চিন্তা করি। অ্যালিস্টেয়ার আঙ্কেলকে পছন্দ করি আমি, কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে চরম বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ান। তিনি অত্যন্ত পুরানো চিন্তার, খুব রক্ষণশীল ধ্যান-ধারণার একজন মানুষ। আমারও মাঝে মাঝে মনে হয় যে তিনি এবং তার মতো মানুষেরা উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের এগোনোর স্বার্থে তাদেরকে সরিয়ে দেয়া দরকার।'

'আপনিও কি মি. হাওয়ার্ড রেইকসের আদর্শে বিশ্বাসী?'

'না। ওর মতো লোকজনের মধ্যে হাওয়ার্ড সবচেয়ে উগ্র। কিছু মানুষ আছে যারা হাওয়ার্ডের সাথে একমত। অনেক কিছু নিয়ে নিরীক্ষা করতে চায় তারা, শুধু আঙ্কেলের মতো মানুষদের রাজি হওয়ার অপেক্ষা। কিন্তু সেই অপেক্ষা আর কখনওই ফুরোয় না। তারা চুপচাপ বসে মাথা নাড়েন আর বলেন, 'এই ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।' অথবা 'বিষয়টা ঠিক সাশ্রয়ী মনে হচ্ছে না।' কিংবা 'নিজেদের দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন থাকা উচিত আমাদের।' আর এক গালভরা বুলি আছে, 'ইতিহাস থেকে শিক্ষা নাও।' কিন্তু আমি কী মনে করি জানেন? ইতিহাস দেখা মানে পিছনে তাকান। আর আমাদের উচিত সবসময় সামনে তাকান।'

'আপনার চিন্তাভাবনা খুবই আকর্ষণীয় এবং উচ্চাভিলাষী, সন্দেহ নেই।' শান্ত গলায় বললেন পোয়ারো।

'আপনিও তাই মনে করেন?' কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল জেন।

'বয়স হওয়ার কুফল সম্ভবত।' থেমে গিয়ে জরুরী ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন, 'মি. মোর্লির কাছে মি. হাওয়ার্ড রেইকস অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিল কেন?'

BanglaBook.org

'কারণ আমি ওকে আঙ্কেলের সাথে দেখা করাতে চেয়েছিলাম। এছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। আঙ্কেলের প্রতি খুবই বিতৃষ্ণা বোধ করে ও। আসলে বিতৃষ্ণা নয়, ঘৃণা করে ও আঙ্কেলকে। তাই আমার মনে হয়েছিল যে হাওয়ার্ড যদি আঙ্কেলের মতো দয়ালু, ভালো মানুষকে দেখে, তাহলে ওর অনুভূতি কিছুটা হলেও বদলাতে পারে। বাড়িতে আঙ্কেলের সাথে দেখা করাটা সম্ভব ছিল না, মা পুরো ব্যাপারটা কেঁচে দিত।'

পোয়ারো বললেন, 'কিন্তু এই ব্যাপারটার পর থেকে আপনি ভয়ে আছেন অনেক, ঠিক?'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল জেনের। 'হ্যাঁ। কারণ মাঝে মাঝে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় হাওয়ার্ড। ও...ও...' কথা শেষ করতে পারল না সে।

তার হয়ে পোয়ারো বাক্যটা শেষ করলেন, 'ও শেষ করে দিতে চায় আপনার আঙ্কেলকে।'

পোয়ারোর কথা শুনে আর্তনাদ করে উঠল জেন অলিভেরা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় চারঃ সেভেন, এইট, লে দেম স্ট্রেইট

ক

সময় বয়ে চলে নিজের নিয়মে। দেখতে দেখতে মি. মোর্লির মৃত্যুর এক মাস পার হয়ে গেল, কিন্তু এখনও মিস সেইন্সবারী সিলের কোন পাত্তা নেই। যত দিন যাচ্ছে বিষয়টা নিয়ে আরও বেশি রেগে যাচ্ছেন জ্যাপ।

'বাদ দিন তো, মসিয়ে পোয়ারো। মহিলা কোথাও না কোথাও আছেনই।' বিরক্ত গলায় বললেন জ্যাপ।

'সে তো আছেন অবশ্যই। কিন্তু...'

'বেঁচে থাকলে তো কোন কথাই নেই, কিন্তু যদি মারা গিয়ে থাকেন তাহলে তার লাশটা কোথায়? যদি ধরে নিই যে তিনি আত্মহত্যা করেছেন তাহলে...'

'আবার আত্মহত্যা?' জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো।

'আবার বলতে?' থমকে গেলেন জ্যাপ এক মুহূর্ত। 'ও আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। আপনি এখনও ভাবছেন মোর্লি খুন হয়েছেন? মসিয়ে পোয়ারো, আমি বলছি তিনি আত্মহত্যা করেছেন।'

'পিস্তলটা কি ট্রেস করা হয়েছিল?'

'না। বিদেশে তৈরি ছিল পিস্তলটা।'

'আচ্ছা। এখান থেকে কিছু ধারণা করা যায় কি?'

'সেরকম কিছু না। মি. মোর্লি তার বোনের সাথে দেশের বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলেন বিভিন্ন সময়। সেখানেই হয়তো কোথাও থেকে কিনেছিলেন পিস্তলটা। অনেক মানুষ আছে যারা দেশের বাইরে গেলে সঙ্গে পিস্তল রাখে। পিস্তল থাকলে নাকি নিরাপদ লাগে নিজেদেরকে।' জ্যাপ একটু থেমে বললেন, 'যা বলছিলাম। যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই যে মহিলা পানিতে ডুবে আত্মহত্যা করেছেন, সেক্ষেত্রে তার লাশটা তো ভেসে উঠবে। খুন হলেও একই ব্যাপার।'

'যদি না লাশটার সাথে ভারী কিছু বেঁধে তাকে নদীতে ফেলে দেয়া হয়।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জ্যাপ। বললেন, 'আপনি তো দেখি মহিলা ঔপন্যাসিকার থ্রিলারের কাহিনি বলছেন।'

'আমার কথাগুলো যে খুব হাস্যকর তা আমি জানি। বলতে লজ্জাও লাগছে আমার। কিন্তু...'

'নাকি আপনার ধারণা, মিস সেইন্সবারী সিলকে কোন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের একটা দল খুন করেছে?' একটু বাঁকা সুরে বললেন জ্যাপ।

BanglaBook.org

পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'গত কিছুদিন ধরে শুনছি, এমন ঘটনা নাকি আসলেই ঘটে।'

'কে বলল আপনাকে?'

'ইলিঙের ক্যাসলগার্ডেনস রোডের মি. রেজিনাল্ড বার্নস।'

'ও আচ্ছা। তার অবশ্য জানারই কথা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে থাকার সময় এসব নিয়েই কারবার ছিল তার।'

'তোমার ধারণা, এই ধরনের কিছু নেই?'

'আসলে আমি তো এই লাইনের লোক না। হ্যাঁ, এমন কিছু যে নেই তা নয় তবে তাদের সম্পর্কে যা শোনা যায় তার অধিকাংশই অতিরঞ্জিত।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে নিজের গোঁফে তা দিতে লাগলেন পোয়ারো। তাই দেখে জ্যাপ বললেন, 'আরও কিছু ছোটখাটো তথ্য আছে আমাদের কাছে। যেমন, মিস সিল একই জাহাজে করে অ্যাম্বেরিওটিসের সাথে ভারত থেকে এসেছিলেন। অ্যাম্বেরিওটিস এসেছিল প্রথম শ্রেণীতে আর মিস সিল দ্বিতীয় শ্রেণীতে। তাদের মধ্যে তাই যোগাযোগের কোন সম্ভাবনা ছিল না বললেই চলে। যদিও স্যাভয় হোটেলের একজন পরিচারিকা দাবি করেছে যে অ্যাম্বেরিওটিসের মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগেও মিস সিল অ্যাম্বেরিওটিসের সাথে দুপুরের খাবার খান।'

'তার মানে তাদের মধ্যে একটা যোগাযোগ ছিল আসলে?'

'থাকতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় না কোন মিশনারি মহিলা উল্টোপাল্টা কাজে নিজেকে জড়াবেন।'

'অ্যাম্বেরিওটিস কি 'উল্টোপাল্টা' কাজে জড়িত ছিল?'

'হ্যাঁ। কিছু সেন্ট্রাল ইউরোপিয়ান বন্ধু ছিল তার, যারা এসপিওনাজের লোক। কিন্তু সে নিজে কোন কাজে সরাসরি জড়িত ছিল না। তার কাজ ছিল পরিকল্পনা করা আর রিপোর্ট গ্রহণ করা।' জ্যাপ একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, 'কিন্তু এসব তথ্য আমাদেরকে সেইন্সবারী সিলের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারছে না। তিনি তো আর এই দলের সাথে যুক্ত ছিলেন না।'

'তিনি তো ভারতে ছিলেন? গত বছর অনেক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছিল সেখানে।'

'সেটা ঠিক আছে। কিন্তু অ্যাম্বেরিওটিস আর মিস সেইন্সবারী সিল এই দুজনকে আমি একই দলের লোক ভাবতে পারছি না।'

'তুমি কি জানো, মিস সেইন্সবারী সিল মিসেস অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্টের খুব কাছের বন্ধু ছিলেন?'

'না তো। কে বলেছে একথা? এরকমটা তো হওয়ার কথা নয়। কারণ তারা এক শ্রেণীর লোকই নন।'

BanglaBook.org

'তিনি নিজেই বলেছেন।'

'কাকে বলেছেন?'

'মি. অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্টকে।'

'ও, এই ব্যাপার। আপনি কি ভাবছেন অ্যাম্বেরিওটিস মিস সিলকে ব্যবহার করে মি. ব্লান্টের কাছ থেকে কিছু টাকা খসানোর ধান্দায় ছিল? কিন্তু সেটা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। মি. অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট হয়তো কিছু টাকা দেবেন বটে, কিন্তু অ্যাম্বেরিওটিস আর কখনওই মিস সিলকে নিমন্ত্রণ করবে না।'

পোয়ারো একমত হলেন ব্যাপারটার সাথে। কিছুক্ষণ পরে জ্যাপ সেইন্সবারী সিল নিখোঁজ কেসটাকে গুছানোর চেষ্টা করলেন।

'আমার মনে হয়, কোন পাগল বৈজ্ঞানিক তাকে খুন করে এসিডের ট্যাঙ্কে চুবিয়ে রেখেছে...' পোয়ারোকে তাকাতে দেখে কল্পনার লাগাম টানলেন জ্যাপ। '...মানে বইয়ে এ ধরনের সমাধান খুব জনপ্রিয় হয়ে থাকে আর কী। আবার এ-ও হতে পারে মহিলাকে খুন করে কোথাও পুঁতে রাখা হয়েছে।'

'কিন্তু কোথায়?'

'সেটাই হচ্ছে কথা। তিনি অদৃশ্য হয়েছেন লন্ডনে। এখানে কারও কোন বাগান নেই, মানে লাশ চাপা দিতে হলে ছোট-খাটো বাগানে তো আর হবে না অথবা...'

বাগান? সাথে সাথে ইলিঙের একটা সাজানো-গোছানো বাগানের কথা পোয়ারোর মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে গেল। ওই বাগানে মিস সিলের লাশ পোঁতা থাকতে পারে কি? নিজেকে থামালেন পোয়ারো। ধুর, এসব হাস্যকর চিন্তা করার কোন মানেই হয় না।

জ্যাপ বলতে থাকলেন, 'যদি বেঁচে থাকেন, তাহলে কোথায় তিনি? এক মাস হয়ে গেল, সারা ইংল্যান্ডে তার চেহারার বর্ণনা দিয়ে সংবাদ প্রচার করা হলো, কিন্তু কোথাও তার কোন পাত্তা নেই।'

'কেউই তাকে দেখেনি?'

'সবাই-ই তাকে দেখেছে! আপনি ভাবতেই পারবেন না কতজন জলপাই সবুজ সোয়েটার পরা মধ্যবয়সী মহিলার খোঁজ এনেছে আমাদের কাছে। তাকে ইয়র্কশায়ার মুরসে দেখা গিয়েছে, দেখা গিয়েছে লিভারপুল হোটেলে। ডেভনের অতিথিশালাতেও অনেকে দেখেছে তাকে। রামসগেটের বিচেও নাকি তাকে দেখা গিয়েছে! আমার লোকেরা খুব ধৈর্য ধরে প্রত্যেকটা কেস তদন্ত করে দেখেছে। পরে দেখা গিয়েছে তারা সবাই অত্যন্ত সম্মানীয়া ভদ্রমহিলা।'

পোয়ারো জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করলেন।

BanglaBook.org

'আর তিনি তো সত্যিকারের একজন মানুষ। মানে এমন যদি হতো যে কেউ একজন মিস স্পিঙ্কস নাম ভাঁড়িয়ে কিছুদিন জীবন যাপন করল, কিন্তু আসলে মিস স্পিঙ্কস বলে কেউ নেই। অথচ এই মহিলার একটা অতীত আছে, আছে একটা ইতিহাস। তার ছোটবেলার কাহিনি থেকে শুরু করে সব জানি আমরা। একটা সাধারণ জীবন কাটিয়ে এসে হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেছেন তিনি।'

'কোন একটা কারণ তো আছেই।' পোয়ারো বললেন।

'মি. মোর্লির খুনের দিকে ইঙ্গিত করছেন? মিস সিল মি. মোর্লিকে খুন করেননি। মিস সিল চলে যাওয়ার পরও অ্যাম্বেরিওটিস মোর্লিকে জীবিত দেখেছে। আর কুইন শার্লট স্ট্রীট থেকে বের হওয়ার পর আমরা তার গতিবিধি খোঁজ করে করেছি, কোন সমস্যা নেই।'

পোয়ারো অধৈর্য হয়ে বললেন, 'আমি একবারও বলছি না যে মিস সিল মি. মোর্লিকে খুন করেছেন। আমি সেটা জানি। কিন্তু তারপরও...'

'মোর্লির ব্যাপারে আপনার ধারণা সঠিক বলে ধরে নিলাম। তবে ভেবে দেখুন, ডাক্তার সাহেব এমন কিছু মিস সিলকে বলেছেন, যার গুরুত্ব সম্পর্কে না বুঝেই মহিলা মি. মোর্লির খুনিকে জানিয়ে দিল? তাই খুনি তাকে পথ থেকে সরিয়ে দেয়।'

পোয়ারো বললেন, 'এ সব কিছুই যদি একটি সংস্থার কার্যকলাপ হয়, তাহলে বলতেই হচ্ছে তারা অনেক বড় লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নেমেছে। তাদের লক্ষ্যের কাছে কুইন শার্লট স্ট্রীটের একজন ডাক্তার কিছুই না।'

'মসিয়ে পোয়ারো, রেজিনাল্ড বার্নস যা বলে তা-ই বিশ্বাস করবেন না। বুড়ো লোকটার মাথার মধ্যে শুধু গুপ্তচর আর কমিউনিস্টদের চিন্তা ঘুরপাক খায়।'

জ্যাপকে উঠতে দেখে পোয়ারো বললেন, 'নতুন খবর থাকলে জানিও।'

জ্যাপ চলে গেলে পোয়ারো নিজের টেবিলের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে থাকলেন। মনে মনে কোন কিছুর জন্য অপেক্ষা করছেন তিনি। কিন্তু কীসের জন্য সেটা মনে পড়ল না তার। বরং মনে পড়ল, এর আগেও তিনি এভাবে বসে কত নাম আর ঘটনার জট ছাড়িয়েছেন।

একটা পাখি জানালার সামনে দিয়ে মুখে খড়কুটো নিয়ে উড়ে গেল।

তিনি নিজেও তো খড়কুটো জোগাড় করছেন। ফাইভ, সিক্স, পিক আপ স্টিকস...

তার কাছেও খড়কুটো আছে অনেকগুলো। মাথার মধ্যে রেখে দিয়েছেন তিনি, সাজাননি এখনও।

কীসের জন্য আটকে আছেন তিনি?

উত্তরটা জানা আছে তার। কোন একটা ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

BanglaBook.org

কোন একটা ঘটনা ঘটার কথা। ঘটতেই হবে, কারণ শিকলের পরের জোড় সেটা। ঘটনাটা ঘটলে অগ্রসর হবেন তিনি।

খ

এক সপ্তাহ পরে এক সন্ধ্যায় ডাক এলো। ফোনে জ্যাপের কণ্ঠ অধৈর্য শোনাল খুব।

'মসিয়ে পোয়ারো? আমরা তাকে পেয়েছি। ভালো হয়, আপনি এখানে চলে আসুন। কিং লিওপোল্ড ম্যানশন, ব্যাটারসি পার্ক। পঁয়তাল্লিশ নাম্বার ফ্ল্যাট।'

মিনিট পনেরো পরে পোয়ারো কিং লিওপোল্ড ম্যানশনের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামলেন। বড় একটা ব্লক নিয়ে ফ্ল্যাটগুলো বিন্যস্ত। পঁয়তাল্লিশ নাম্বার ফ্ল্যাট তিনতলায়। দরজায় টোকা দিতেই বিমর্ষ চেহারায় দরজা খুললেন জ্যাপ।

'আসুন মসিয়ে পোয়ারো। অবস্থা খুব একটা সুবিধের নয়, কিন্তু আমার মনে হলো যে আপনি হয়তো নিজের চোখে দেখতে চাইবেন।'

পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন, 'মারা গেছেন?'

'মৃত্যুর চেয়ে বেশি কিছু যদি থাকে...তবে তাই!'

ডানপাশের একটা ঘর থেকে শব্দ পেয়ে পোয়ারো ঘুরে তাকালেন।

'পোর্টার।' জ্যাপ জানালেন। 'বমি করছে বেসিনে। মহিলাকে শনাক্ত করার জন্য ওকে ডাকা দরকার ছিল।'

জ্যাপের পিছনে যেতে যেতে পোয়ারোর নাক কুঁচকে উঠল দুর্গন্ধে।

'প্রচণ্ড দুর্গন্ধ বুঝতে পারছি, কিন্তু কী করব বলুন? প্রায় এক মাসের বেশি সময় পড়ে আছে মৃতদেহটা।'

তারা গিয়ে উপস্থিত হলেন একটা বাক্স-পেঁটরা ভরা ঘরে। ঘরের মাঝখানে ধাতুর তৈরি একটা বড় বাক্স, সম্ভবত কম্বল রাখা হয়। সেটার ঢাকনা খোলা।

পোয়ারো সামনে এগিয়ে গিয়ে ভিতরে তাকালেন।

প্রথমে পা চোখে পড়ল তার, পায়ে সেই পুরানো বাকলওয়ালা জুতা। তার মনে পড়ল, মিস সেইন্সবারী সিলকে তিনি যখন প্রথম দেখেছিলেন তখনও প্রথম চোখে পড়েছিল একটা জুতার বাকল।

ধীরে ধীরে উপরের দিকে গেল তার চোখ, উলের কোট আর স্কার্ট পেরিয়ে মাথায় পৌঁছাল। মুখ দেখে গুঙিয়ে উঠলেন তিনি।

'ভয়াবহ অবস্থা, মসিয়ে পোয়ারো।' বললেন জ্যাপ। 'আপনাকে এর মধ্যে ডেকে আনার জন্য দুঃখিত।'

BanglaBook.org

মুখে আঘাত করে করে চেহারা বিকৃত করা হয়েছে আর সেই সাথে লাশটা পচেছে এক মাস ধরে। দেখে যখন ঘুরলেন, দুজনের চেহারাই কুঁচকে আছে তখন।

'এরকম দৃশ্য প্রায়ই দেখতে হয় আমাদের। কী করব বলুন, দায়িত্ব বলে কথা। পাশের ঘরে ব্র্যান্ডি আছে। একটু খেয়ে নিন, ভালো লাগবে।' জ্যাপ বললেন।

বসার ঘরটি খুব রুচিসম্মত ও আধুনিক আসবাবে সাজানো। জ্যামিতিক নকশার কাপড়ে মোড়া ক্রোমিয়ামের কিছু বড় আরামদায়ক চেয়ার রাখা আছে। পোয়ারো মদের গ্লাস খুঁজে নিয়ে কিছুটা ব্র্যান্ডি নিলেন। এক ঢোকে পুরোটা শেষ করে বললেন, 'ভয়ানক একটা অভিজ্ঞতা হলো, এখন সবকিছু বলো আমাকে।'

'এই ফ্ল্যাটের মালিক মিসেস অ্যালবার্ট চ্যাপম্যান। মিসেস চ্যাপম্যান স্মার্ট, সুবেশী, সোনালী-চুলের চল্লিশোর্ধ্ব একজন ভদ্রমহিলা। বিল পরিশোধ করেন ঠিকমতো, মাঝে মাঝে প্রতিবেশীদের সাথে তাস খেলতে পছন্দ করেন, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই নিজের মতো থাকেন। বাচ্চাকাচ্চা নেই, প্রায়ই এদিক সেদিক ঘুরতে যান তিনি।

'যেদিন আমরা তার সাথে কথা বলি সেদিনই সন্ধ্যা সোয়া সাতটার দিকে মিস সেইন্সবারী সিল এখানে এসেছিলেন। গ্লেনগোরী হোটেল থেকে সরাসরি এখানে এসেছিলেন সম্ভবত। আড্ডা দিতে এসেছিলেন আর কী। পোর্টারের বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি আগেও এখানে একবার এসেছেন। পোর্টার মিস সেইন্সবারী সিলকে এই ফ্ল্যাটে নিয়ে আসে এবং ঘণ্টা বাজাতে দেখে চলে যায়। মিস সিলকে শেষবারের মতো জীবিত দেখেছে এই পোর্টার।'

পোয়ারো হতাশ গলায় বললেন, 'এই কথাটা মনে করতে এতদিন লাগল তার!'

'গ্যাস্ট্রিকের সমস্যার কারণে বেশ কিছুদিন হাসপাতালে ভর্তি ছিল সে, সেই সময় অস্থায়ী একজন পোর্টার তার জায়গায় দায়িত্ব পালন করেছে। গত সপ্তাহে পুরানো খবরের কাগজে মিস সিলের বর্ণনা দেখে সে তার স্ত্রীকে বলে যে, 'এই মহিলাকে আমি চিনি।' মহিলার গায়ে যে সবুজ সোয়েটার আর পায়ে বাকলওয়ালা জুতা ছিল এটাও সে বলে তার স্ত্রীকে। এমনকি এটাও বলে যে সম্ভবত মহিলার নাম ছিল...কিছু একটা...সিল।

'তারও প্রায় চার দিন পরে পুলিশের ভয় কাটিয়ে সে তথ্যটা নিয়ে যোগাযোগ করে আমাদের সাথে। প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম এটাও বোধহয় আরেকটা মিথ্যে খবর। তাই বলে তো আর খতিয়ে না দেখে ছেড়ে দেয়া যায় না। যাই

BanglaBook.org

হোক, খবর পাওয়ার পরে আমি সার্জেন্ট বেডোসকে পাঠালাম। বেডোস খুবই বুদ্ধিমান একজন অফিসার।

'বেডোসের মনে হলো, আমাদের হাতে কিছু সূত্র এসেছে সম্ভবত। কারণ, এক মাসের বেশি সময় ধরে মিসেস চ্যাপম্যানের দেখা নেই। কোন ঠিকানা না রেখেই চলে গেছেন তিনি। এই ব্যাপারটা অদ্ভুত। অবশ্য মি. এবং মিসেস চ্যাপম্যানের সবকিছুই খুব অদ্ভুত।

'সে জানতে পারল যে পোর্টার মিস সেইন্সবারী সিলকে বেরিয়ে যেতে দেখেনি। তবে এটা এমন কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, হতেই পারে এমন। পোর্টারের চোখে না পড়েও কেউ সিঁড়ি দিয়ে নেমে বেরিয়ে যেতে পারে। তখন পোর্টার তাকে আরও জানায় যে মিসেস চ্যাপম্যানও হঠাৎ করে চলে গিয়েছেন। পরেরদিন সকালে দরজায় প্রিন্ট করা একটা কাগজ লাগানো ছিল শুধু। 'দুধ বন্ধ। নেলিকে বলে দিও আমি বাসায় নেই।'

'নেলি হচ্ছে মিসেস চ্যাপম্যানের পরিচারিকা। মিসেস চ্যাপম্যান আগেও কয়েকবার এরকম হঠাৎ চলে গিয়েছেন, কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এবার তিনি পোর্টারকে তার ব্যাগ নামানোর জন্য ডাকেননি।

'এরপর বেডোস সিদ্ধান্ত নিল যে সে ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখবে। চাবি পাওয়া গেল ম্যানেজারের কাছ থেকে। তেমন কিছু পাওয়া গেল না কোথাও, শুধু বাথরুমের মেঝে ছাড়া। বাথরুমের মেঝে তাড়াহুড়ো করে পরিষ্কারের প্রমাণ পাওয়া গেল। টনক নড়ল এবার আমাদের। ভালো করে পরীক্ষা করতেই রক্তের চিহ্ন পাওয়া গেল বাথরুমের কোনায় কোনায়। এরপর শুধু লাশটা পাওয়ার অপেক্ষা। মিসেস চ্যাপম্যান যেহেতু বড়সড় কোন লাগেজ নিয়ে যাননি এবং নিলে পোর্টার জানত, সেহেতু লাশটা ফ্ল্যাটেই থাকার কথা।

'এরপর আমরা কম্বল রাখার বাক্সটা খুঁজে পেলাম। চাবি ছিল ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে। বাক্সটা খুলতেই মিস সিলকে...দুঃখিত মিস সিলের লাশ পেলাম।'

পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন, 'আর মিসেস চ্যাপম্যানের কী হলো?'

'তা জানতে পারিনি এখনও। তবে একটা জিনিস নিশ্চিত, এই সিলভিয়া চ্যাপম্যান আর তার বন্ধুরা মিস সিলকে খুন করে বাক্সের মধ্যে রেখে গেছে।'

পোয়ারো মাথা নাড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু মিস সিলের মুখের এই অবস্থা কেন বলো তো? এই ব্যাপারটা ভালো লাগছে না আমার।'

'ভালো কি আমারই লাগছে, মসিয়ে পোয়ারো? আমার ধারণা, প্রতিহিংসা সংক্রান্ত কিছু সম্ভবত। অথবা তাকে যেন চেনা না যায় সেজন্যও হতে পারে।'

পোয়ারো ভ্রূ কোঁচকালেন, 'কিন্তু তার পরিচয় তো এতে আড়াল হয়নি।'

BanglaBook.org

'না, তা হয়নি। কারণ আমাদের কাছে তার পরনের জামাকাপড় সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য ছিল। শুধু তাই নয়, ওই বাক্সের মধ্যে তার হ্যান্ডব্যাগও ছিল। আর হ্যান্ডব্যাগের মধ্যে একটা চিঠিও ছিল যেটা তার রাসেল স্কয়ারের হোটেলের ঠিকানায় লেখা।'

'কিন্তু কোন কিছুই পরিষ্কার হচ্ছে না।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন পোয়ারো। 'ফ্ল্যাটটা খুঁজে দেখেছ?'

'হ্যাঁ, দেখেছি। তেমন কিছু পাইনি যদিও।'

'আমি মিসেস চ্যাপম্যানের শোবার ঘরটা একবার দেখতে চাই।'

'আসুন।'

শোবার ঘর দেখে মনে হলো না খুব তাড়াহুড়ো করে কেউ বেরিয়ে গেছে। একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বিছানায় ঘুমায়নি কেউ, একদম পরিপাটি করে সাজানো গোছানো। সবকিছুর উপরেই পুরু ধুলোর স্তর জমে গেছে বেশ।

'কোন হাতের ছাপ নেই, অন্তত আমরা পাইনি। রান্নাঘরে কিছু আছে, কিন্তু ওগুলো সম্ভবত কাজকর্মে সাহায্যকারী মেয়েটার।'

'তার মানে পুরো জায়গাটা খুনের পর পরিষ্কার করে মুছে ফেলা হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

পোয়ারো ধীরে ধীরে সারা ঘরে চোখ বুলাতে লাগলেন। বসার ঘরের মতোই এই ঘরটিও আধুনিক আসবাবে সাজানো, আসবাবগুলোর দাম খুব বেশি নয়। এ থেকে ধারণা করা যায়-যিনি আসবাবগুলো কিনেছেন, মোটামুটি আয় রোজগার তার। আলমারির মধ্যে দেখতে লাগলেন পোয়ারো। জামাকাপড়গুলোর দাম খুব বেশি না হলেও রুচিশীল। জুতোর দিকে চোখ গেল তার, অধিকাংশ জুতোই বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় নকশার। একটা জুতো হাতে নিয়ে দেখলেন, মিসেস চ্যাপম্যানের জুতোর সাইজ পাঁচ। অন্য আরেকটা কাবার্ডে স্তূপ করা রয়েছে ফার। তাকে তাকাতে দেখে জ্যাপ বললেন, 'ওই বাক্স থেকে বেরিয়েছে ওগুলো।'

পোয়ারো মাথা নাড়লেন। ধূসর রঙের একটা কোট দেখতে দেখতে বললেন, 'দারুণ জিনিস।'

বাথরুমের দিকে গেলেন তিনি ।

বাথরুমে অনেক প্রসাধনী রাখা। পোয়ারো খুব আগ্রহ নিয়ে দেখলেন। পাউডার, রুজ, ভ্যানিশিং ক্রিম, দুই বোতল চুলে দেয়ার রঙ। চুলে দেয়ার রঙের বোতলের দিকে তাকাতে দেখে জ্যাপ বললেন, 'কী বুঝলেন? সিলভিয়া চ্যাপম্যান জন্মগতভাবে সোনালী-চুলো নন।'

পোয়ারো চিন্তিত গলায় বললেন, 'হুঁ।'

BanglaBook.org

জ্যাপ বললেন, 'মসিয়ে পোয়ারো, কিছু একটা নিয়ে চিন্তিত আপনি। কী হয়েছে বলুন তো?'

পোয়ারো বললেন, 'ঠিকই ধরেছ। আমি চিন্তিত। খুবই চিন্তিত। কারণ একটা সমস্যার সমাধান আমি করতে পারছি না।'

তিনি আবার বাক্সের ঘরে গেলেন।

মৃত মহিলার জুতোটা ধরলেন তিনি। এঁটে ছিল শক্ত হয়ে, বেশ টানাটানি করে খুলতে হলো।

জুতার বাকলটা দেখলেন, আনাড়ি হাতে সেলাই করা হয়েছে। দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

জ্যাপ জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি আসলে ঠিক কী করতে চাইছেন বলুন তো? বাকলসহ একটা চামড়ার জুতোয় সমস্যাটা কী?'

পোয়ারো বললেন, 'কোন সমস্যা নেই। কিন্তু ঘটনাটা আমি বুঝতে পারছি না এটাই সমস্যা।'

গ

পোর্টারের বক্তব্য অনুযায়ী, প্রতিবেশীদের মধ্যে মিসেস চ্যাপম্যানের সবচেয়ে ভালো সম্পর্ক ছিল মিসেস মার্টনের সাথে। তিনি কিং লিওপোল্ড ম্যানশনের বিরাশি নাম্বার ফ্ল্যাটের বাসিন্দা।

বিরাশি নাম্বারের দিকে চললেন জ্যাপ আর পোয়ারো।

মিসেস মার্টন হচ্ছেন বাচাল ধরনের মহিলা। বড় বড় কালো চোখ আর চুলে বড় একটা খোঁপা হচ্ছে তার চেহারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কথা বের করার জন্য তার সাথে কোন কৌশলই অবলম্বন করা লাগল না। কথা বলার জন্য যেন মুখিয়ে ছিলেন তিনি।

'সিলভিয়া চ্যাপম্যান? হ্যাঁ চিনি তো, তবে খুব একটা ঘনিষ্ঠ না আমরা। ও থাকতে মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় ব্রিজ খেলতাম, সিনেমা দেখতে যেতাম আর কেনাকাটা করতাম একসাথে। এই আর কী। কিন্তু কেন বলুন তো? কিছু হয়েছে নাকি ওর?'

জ্যাপ তাকে আশ্বস্ত করলেন।

'যাক, শুনে ভালো লাগল। কিন্তু ডাকপিয়নের কাছ থেকে শুনলাম যে এখানকারই কোন ফ্ল্যাটে নাকি লাশ পাওয়া গেছে? অবশ্য যা শোনা যায় তার সবকিছুই তো আর বিশ্বাস করা যায় না, তাই না? অন্তত আমি তো কখনওই করি না।'

জ্যাপ আরও কিছু প্রশ্ন করলেন।

BanglaBook.org

'না, সিলভিয়া চলে যাওয়ার পর থেকে আর কোন খবর জানি না ওর। আমার মনে হয়, হঠাৎই চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ও, কারণ পরের সপ্তাহে নতুন একটা সিনেমা দেখতে যাওয়ার কথা ছিল আমাদের। তখন যাওয়ার ব্যাপারে কিছু বলেনি।'

মিসেস মার্টনের কাছ থেকে জানা গেল তিনি মিস সেইন্সবারী সিলের নাম কখনও শোনেননি। মিসেস চ্যাপম্যান কখনও এমন কিছু বলেননি তাকে।

'সিলভিয়া না বললেও নামটা আমার খুব পরিচিত মনে হচ্ছে। কোথাও না কোথাও দেখেছি নামটা।'

জ্যাপ একটু ব্যঙ্গের সুরে বললেন, 'গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই নামটা খবরের কাগজে ছাপা হচ্ছে।'

'ও, হ্যাঁ। মনে পড়েছে। মহিলা তো নিখোঁজ? আপনারা ভাবছেন সিলভিয়া চিনত তাকে? না, সিলভিয়া এই নাম আমাকে কখনও বলেনি।'

'মিসেস মার্টন, আপনি কি মি. চ্যাপম্যানের ব্যাপারে আমাদের কিছু বলতে পারেন?'

'সিলভিয়া আমাকে বলেছিল মি. চ্যাপম্যান প্রতিষ্ঠানের অস্ত্র-ব্যবসার কাজে পুরো ইউরোপে ঘুরে বেড়াতেন।'

'তার সাথে কখনও দেখা হয়েছে আপনার?'

'না। খুব অল্প সময়ের জন্য বাড়িতে ফিরতেন তিনি। আর তিনি যখন বাড়িতে থাকতেন সিলভিয়া বাইরের কাউকে সময় দিতে চাইত না। খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।'

'মিসেস চ্যাপম্যানের কোন আত্মীয় অথবা ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে চেনেন?'

'বন্ধুর ব্যাপারে জানি না, আর তেমন কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনও বোধহয় ছিল না। এ ব্যাপারে কখনও কিছু বলেনি সিলভিয়া।'

'কখনও ভারতে গিয়েছিলেন মিসেস চ্যাপম্যান?'

'জানা নেই আমার।'

মিসেস মার্টন একটু থামলেন। এরপরই জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু এসব কথা আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন? আমি খুব ভালোমতো বুঝতে পারছি আপনারা কোন বিশেষ কারণে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে এসেছেন।'

'মিসেস মার্টন, কারণ তো একটা আছেই। ঘটনা হচ্ছে, মিসেস চ্যাপম্যানের ফ্ল্যাটে একটা লাশ পাওয়া গিয়েছে।'

'বলেন কী!' বিস্ময়ে মিসেস মার্টনের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। 'লাশ? মি. চ্যাপম্যানের নয় তো? নাকি অন্য কারও?'

'একজন মহিলার লাশ।'

BanglaBook.org

মিসেস মার্টন আরও অবাক হয়ে বললেন, 'মহিলা?'

পোয়ারো শান্ত গলায় বললেন, 'আপনার কেন মনে হলো, লাশটা একজন পুরুষের?'

'আমি জানি না আসলে।' ইতস্তত গলায় বললেন মিসেস মার্টন। 'কিন্তু কেন যেন এটার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি মনে হলো!'

'কিন্তু কেন? তার কাছে কি পুরুষ অতিথি আসত প্রায়ই?'

'না, না।' বোঝানোর ভঙ্গিতে বললেন মিসেস মার্টন। 'আমি সেটা বলতে চাইনি। সিলভিয়া মোটেই ওরকম মহিলা ছিল না। এমনিতেই মি. চ্যাপম্যান, মানে...' বলতে বলতে থেমে গেলেন মহিলা।

পোয়ারো বললেন, 'আমার ধারণা, আপনি যা জানেন তার পুরোটা আমাদের বলেননি।'

মিসেস মার্টন অনিশ্চিত গলায় বললেন, 'আমি কী করব তা বুঝতে পারছি না। সিলভিয়া বিশ্বাস করে কথাটা বলেছিল আমাকে। খুব কাছের দুই একজনকে ছাড়া আমি আর কাউকে বলিনি এবং তারাও অন্য কাউকে বলবে না।' নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য থামলেন মিসেস মার্টন।

জ্যাপ বললেন, 'মিসেস চ্যাপম্যান আপনাকে কী বলেছিলেন?'

মিসেস মার্টন সামনে ঝুঁকে এসে ফিসফিস করে বললেন, 'ভুল করে বলে ফেলেছিল। বলতে চায়নি আসলে। একদিন আমরা সিক্রেট সার্ভিস নিয়ে একটা সিনেমা দেখছিলাম, তখন হঠাৎ সিলভিয়া বলল, 'মনে হচ্ছে সিনেমার চিত্রনাট্যকার এই পেশার ব্যাপারে খুব একটা জ্ঞান রাখেন না।' তখনই বের হয়ে আসে বিষয়টা, বলার আগে সিলভিয়া ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্য আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়। মি. চ্যাপম্যান আসলে সিক্রেট সার্ভিসে ছিলেন। ঘন ঘন বিদেশে যাওয়ার এটাই ছিল তার আসল কারণ। তাকে নিয়ে খুবই চিন্তিত থাকত সিলভিয়া কারণ ও কখনও চিঠি লিখতে পারত না স্বামীর কাছে। বিপজ্জনক পেশা বলে কথা।

BanglaBook.org

ঘ

'পাগল হতে বেশি দেরি নেই আর।' সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তিক্ত গলায় স্বগতোক্তি করলেন জ্যাপ।

মিসেস চ্যাপম্যানের ফ্ল্যাটে সার্জেন্ট বেডোস অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য। জ্যাপকে দেখে বিনয়ী গলায় সে বলল, 'পরিচারিকা মেয়েটির কাছ থেকে তেমন কিছু জানা যায়নি, স্যার। মিসেস চ্যাপম্যান প্রায়ই কাজের লোক বদল করতেন। এই মেয়েটি মাত্র এক মাস কাজ করেছে। তার বক্তব্য অনুযায়ী, মিসেস

চ্যাপম্যান একজন ভদ্রমহিলা, ব্যবহার খুব ভালো আর রেডিও শুনতে খুব পছন্দ করতেন। মিসেস চ্যাপম্যানের জন্য বিদেশ থেকে চিঠি আসত মাঝে মাঝে। মেয়েটির স্বামী ডাকটিকিট সংগ্রহ করত, তাই মিসেস চ্যাপম্যান ওকে ডাকটিকিটগুলো দিয়ে দিতেন।'

'মিসেস চ্যাপম্যানের কাগজপত্রের মধ্যে কিছু পাওয়া গেছে?'

'না, স্যার। কিছুই পাওয়া যায়নি। কিছুই রাখেননি তিনি। শুধু কিছু রসিদ, কিছু পুরানো মঞ্চনাটকের সময়সূচী, খবরের কাগজ থেকে কাটা কিছু রেসিপি আর জেনানা মিশনের একটা প্রচারপত্র।'

'এই মিসেস চ্যাপম্যানকে ঠিক খুনি বলে মেনে নেয়া যাচ্ছে না। কিন্তু যা অবস্থা দেখছি তাতে মনে হচ্ছে এটাই সত্যি। অন্তত খুনির সহযোগী যে ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই সন্ধ্যায় সন্দেহজনক কোন লোককে দেখা গিয়েছিল?'

'পোর্টার মনে করতে পারেনি, এতদিন পরে মনে থাকার কথাও নয়। আর এই ব্লকে তো অনেকগুলো ফ্ল্যাট, সবসময়ই যাওয়া আসা করছে মানুষজন। তারপরেও মিস সেইন্সবারী সিলের আসার দিনটা তার মনে আছে কারণ সেদিন সন্ধ্যা থেকেই তার শরীর খারাপ ছিল, পরদিনই তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।'

'অন্যান্য ফ্ল্যাটের কেউ অস্বাভাবিক কোন শব্দ শুনেছে?'

মাথা নাড়ল বেডোস, 'আমি উপরের আর নিচের ফ্ল্যাটে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। তারা কেউই মনে করতে পারেনি সেদিন অস্বাভাবিক কোন শব্দ হয়েছিল কিনা। অবশ্য যতদূর জানতে পেরেছি, দুই ফ্ল্যাটেই রেডিও চালু করা ছিল সেদিন।'

সরকারী ডাক্তার বাথরুম থেকে হাত ধুয়ে বের হলেন। বললেন, 'লাশের অবস্থা তো খুবই খারাপ। আপনাদের কাজ শেষ হলে পাঠিয়ে দেবেন, বাকি পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো সেরে ফেলব আমরা।'

'মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন কি?'

'ময়নাতদন্ত না করা পর্যন্ত কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে মুখের এই অবস্থা যে মৃত্যুর পরে করা হয়েছে, এটা নিশ্চিত। মর্গে নিয়ে দেখলে আরও ভালো বলতে পারব। শরীরে শনাক্তকরণ চিহ্ন থাকলে তো খুবই ভালো, না থাকলে তাকে চিহ্নিত করা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।'

জ্যাপ জানালেন যে লাশের পরিচয় তারা জানেন।

BanglaBook.org

'ও, আপনারা জানেন তার পরিচয়? তাহলে তো আর কোন সমস্যাই থাকল না। ইনিই কি সেই নিখোঁজ ভদ্রমহিলা? আসলে খবরের কাগজ পড়া হয় না তেমন। আমি শুধু শব্দভেদ মিলাই।'

ডাক্তার বেরিয়ে যেতেই জ্যাপ দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, 'খবরের কাগজ পড়ে না এটা আবার সে গর্ব করে বলে বেড়ায়!'

পোয়ারো ঘরের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে টেবিল থেকে একটা বাদামী নোটবুক তুলে নিলেন তিনি।

বেডোস বলল, 'এখানে তেমন কিছু নেই, বেশিরভাগই হাবিজাবি জিনিস। যা যা কাজে লাগতে পারে বলে মনে হয়েছে সে সবই নোট করে নিয়েছি আমি।'

নোটবুকটার 'ডি' পাতাটা খুললেন পোয়ারো।

প্রথম নামটা ডঃ ডেভিস নামে একজনের। পাশেই তার ঠিকানা লেখা।

এর ঠিক নিচেই লেখা ডেন্টিস্ট মি. মোর্লি। আটান্ন, কুইন শার্লট স্ট্রীট।

পোয়ারোর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। তিনি বললেন, 'লাশের পরিচয় নিশ্চিত হতে কোনই সমস্যা হবে না আর।'

জ্যাপ বিস্মিত-দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। 'আমরা তো লাশের পরিচয় জানি। তারপরেও আপনি কী করতে চাইছেন?'

পোয়ারো বললেন, 'কিছুই করতে চাইছি না আমি। আমি শুধু নিশ্চিত হতে চাইছি।'

ও

গ্রামে চলে গেছেন মিস মোর্লি। হার্টফোর্ডের কাছে ছোট একটা বাড়িতে থাকেন। পোয়ারোকে আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানালেন তিনি। ভাইয়ের মৃত্যুর পরে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে তার চেহারায়। হাঁটাচলার ভঙ্গি সোজা হয়েছে আগের চেয়ে আর জীবনের কোন বিষয়ে হার মেনে না নেয়ার একটা দৃঢ়তা এসেছে। মৃত্যুর পরে ভাইয়ের বদনাম হওয়াতে মনে খুব দুঃখ পেয়েছেন তিনি। তিনি মনে করেন, তদন্তে অবশ্যই কোথাও ভুল হয়েছে এবং তার ধারণা পোয়ারোও তার সাথে একমত।

মিস মোর্লির কাছ থেকে জানা গেল, মি. মোর্লির চিকিৎসা সংক্রান্ত সব কাগজপত্র মিস নেভিল গুছিয়ে নতুন দন্ত-চিকিৎসকের কাছে দিয়ে দিয়েছেন। কিছু রোগী মি. রাইলির কাছে গেছেন, কিছু নতুন দন্ত-চিকিৎসকের কাছেই চিকিৎসা গ্রহণ করছেন, বাকি রোগীরা অন্যান্য দন্ত-চিকিৎসকের কাছে চলে গেছেন।

BanglaBook.org

সব জিজ্ঞাসাবাদের শেষে মিস মোর্লি জিজ্ঞেস করলেন, 'হেনরির সেই রোগী মিস সেইন্সবারী সিলকে আপনারা খুঁজে পেয়েছেন তাহলে? তাকেও কি খুন করা হয়েছে?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন পোয়ারো। বললেন, 'আপনার ভাই কখনও আপনার কাছে আলাদা করে মিস সেইন্সবারী সিলের কথা বলেছেন?'

'আমার মনে পড়ে না। কোন রোগী নিয়ে বেশি ঝামেলা হলে, অথবা কোন মজার কথা শুনলে, সেগুলো আমাকে বলত ও। এছাড়া ওর কাজের ব্যাপারে আমাদের তেমন কথাবার্তা হতো না। দিন শেষ হলে, চেম্বারের কথা সব ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করত। কাজের চাপে খুবই ক্লান্ত থাকত ও।

'আপনার ভাইয়ের রোগীদের মধ্যে মিসেস চ্যাপম্যানের নাম শুনেছেন কখনও?'

'চ্যাপম্যান? না, শুনিনি। আসলে এ ব্যাপারগুলো সবচেয়ে ভালো জানত মিস নেভিল।'

'সে কোথায় এখন?'

'ও এখন রামসগেটে একজন দন্ত-চিকিৎসকের সাথে কাজ করে।'

'ফ্রাঙ্ক কার্টারকে এখনও বিয়ে করেনি সে?'

'না। আশা করি করবেও না। ছেলেটাকে একদমই আমার পছন্দ নয়, কিছু একটা সমস্যা আছে তার। আমার কেন যেন মনে হয়, তার মধ্যে নীতির কোন বালাই নেই।'

পোয়ারো বললেন, 'সে কি আপনার ভাইকে খুন করে থাকতে পারে? আপনার কী মনে হয়?'

মিস মোর্লি খুব ধীর গলায় বললেন, 'মাঝে মাঝে মনে হয় যে করে থাকতেও পারে। কারণ, ছেলেটার নিজের রাগের উপর বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রিত নেই। কিন্তু কোন মোটিভ খুঁজে পাই না। মিস নেভিল যেন ফ্রাঙ্ক কার্টারের সাথে সম্পর্ক না রাখে, সেজন্য হেনরি মিস নেভিলকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল ঠিকই...কিন্তু পারেনি। মিস নেভিল ফ্রাঙ্কের প্রতি খুবই বিশ্বস্ত।'

'তাকে কেউ টাকা দিয়ে থাকতে পারে কি?'

'আমার ভাইকে মারার জন্য কে টাকা দেবে?' বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করলেন মিস মোর্লি।

কালো চুলের এক মেয়ে চা নিয়ে এলো। চা দিয়ে চলে যাওয়ার পরে কথায় ফিরে গেলেন পোয়ারো, 'এই মেয়েটাই তো আপনার সাথে লন্ডনে ছিল?'

BanglaBook.org

'অ্যাগনেস? হ্যাঁ, লন্ডনে ও-ই ছিল। রাঁধুনিকে বিদায় করে দিয়েছি আমি, আর এমনিতেও সে গ্রামে আসতে চাইছিল না। এখন অ্যাগনেসই সব কাজ করে। আস্তে আস্তে ভালো রান্না শিখে যাচ্ছে ও।'

পোয়ারো মাথা নাড়লেন। কুইন শার্লট স্ট্রীটের আটান্ন নাম্বার বাড়ির কোথায় কী আছে তা তারা মি. মোর্লির মৃত্যুর সময় খুব ভালোমতোই দেখেছেন। মি. মোর্লি আর তার বোন উপরের দুইতলা বসবাসের জন্য ব্যবহার করতেন। বেসমেন্ট ছিল পুরোটাই বন্ধ। সামনে থেকে পিছনের উঠানের দিকে চলে গিয়েছে একটা চিকন গলি। সেখানে জিনিসপত্র আনা নেয়ার কাজে ব্যবহৃত একটা লোহার তারের খাঁচা উপরের তলা পর্যন্ত চলে গেছে। আলফ্রেড যেটার দায়িত্বে থাকে, সেটাই বাড়িতে ঢোকার একমাত্র রাস্তা। এ থেকে পুলিশ নিশ্চিত হয়েছে যে ওই সময় বাইরে থেকে আর কেউ ঢোকেনি।

অন্যদিকে রাঁধুনি বা পরিচারিকার কোন একজন দোতলায় এসে তাদের মালিক মি. মোর্লিকে খুন করেছে-এটাও আসলে সম্ভব না। দুজনেই খুব বিশ্বস্ত। বেশ কয়েক বছর মোর্লিদের হয়ে কাজ করছিল তারা। আর দুজনের কেউই জিজ্ঞাসাবাদের সময় এমন কোন আচরণ করেনি, যা থেকে মনে হতে পারে এই খুনের সাথে তারা জড়িত।

চলে আসার সময় পোয়ারোকে হ্যাট আর লাঠি এগিয়ে দিল অ্যাগনেস। একটু নার্ভাস গলায় জিজ্ঞেস করল, 'স্যারের মৃত্যুর ব্যাপারে কি আর কিছু জানতে পেরেছেন?'

পোয়ারো তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নতুন কিছু জানা যায়নি।'

'সবাই কি এটাই মনে করছে যে স্যার নিজের ভুল বুঝতে পেরে আত্মহত্যা করেছেন?'

'হ্যাঁ। কেন জিজ্ঞেস করছ?'

অ্যাপ্রন ঠিক করতে লাগল অ্যাগনেস। পোয়ারোর দিকে তাকাল না সে। অন্যদিকে তাকিয়ে জবাব দিল, 'আমার মালকিন সেরকমটা মনে করেন না।'

'তুমি তার সাথে একমত?'

'আমি শুধু নিশ্চিত হতে চাই, স্যার।'

পোয়ারো বললেন, 'মি. মোর্লি যদি আত্মহত্যা না করে থাকেন, তাহলে কি শান্তি পাবে তুমি?'

'জি, স্যার।' বলল অ্যাগনেস।

'শান্তি পাওয়ার কোন বিশেষ কারণ আছে কি?' সহজ গলায় জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো।

BanglaBook.org

পোয়ারোর চোখে চোখ পড়তে একটু কুঁকড়ে গেল মেয়েটা। 'না স্যার, বিশেষ কারণ আর কী। এমনিতেই বললাম।'

প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করল কেন অ্যাগনেস? বেরিয়ে যেতে যেতে ভাবতে লাগলেন পোয়ারো। কারণ তো একটা আছে অবশ্যই। কিন্তু কারণটা এখনও অনুমান করতে পারছেন না তিনি। তবুও এখানে এসে যে তদন্তে কিছুটা হলেও অগ্রগতি হয়েছে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

চ

পোয়ারো বাসায় পৌঁছে দেখলেন, একজন অতিথি অপেক্ষা করছিলেন তার জন্য! অতিথিকে দেখে খুবই অবাক হলেন তিনি। পোয়ারোর দিকে পিছন ফিরে বসেছিলেন ভদ্রলোক, চেয়ারের উপর দিয়ে টাক মাথা দেখা যাচ্ছিল তার। গোয়েন্দা-প্রবরকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন মি. বার্নস। অসময়ে বিরক্ত করার জন্য দুঃখপ্রকাশ করলেন।

সমস্যা নেই জানিয়ে মি. বার্নস চা অথবা কফি পান করবেন কিনা তা জানতে চাইলেন পোয়ারো।

'কফিই ভালো। আশা করি, আপনার কাজের লোক ভালো কফি বানাতে পারে। অধিকাংশ ইংরেজ কাজের লোক ঠিকমতো পারে না।' বার্নস বললেন।

সাধারণ কিছু কথাবার্তার পর মি. বার্নস একটু কেশে কথা শুরু করলেন, 'মসিয়ে পোয়ারো, আমি খোলাখুলি বলছি। শুধুমাত্র কৌতূহলের বশে এখানে এসেছি আমি। আমার মনে হয়েছে, এই ইন্টারেস্টিং কেসটার ব্যাপারে আপনি সবচেয়ে ভালো জানেন। কাগজে দেখলাম যে মিস সেইন্সবারী সিলকে পাওয়া গিয়েছে, সুরতহাল হয়েছে, কিন্তু আরও সাক্ষ্যপ্রমাণের অপেক্ষায় বিচার স্থগিত রয়েছে। মৃত্যুর কারণ ওষুধের মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগ।'

'ঠিকই দেখেছেন।' একটু থেমে পোয়ারো বললেন, 'আপনি কখনও অ্যালবার্ট চ্যাপম্যানের নাম শুনেছেন, মি. বার্নস?'

'মিস সেইন্সবারী সিল যার বাসায় মারা গেছেন তার কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ। এই মানুষটার কি আসলেই কোন অস্তিত্ব আছে?'

'আছে। মানে ছিল। যতদূর শুনেছিলাম সে মারা গেছে। কিন্তু শোনা কথা তো, বিশ্বাস করাটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।'

'মি. বার্নস, এই অ্যালবার্ট চ্যাপম্যান কে ছিল? সে কি সিক্রেট সার্ভিসে ছিল আসলেই?'

'হ্যাঁ, ছিল। তবে তদন্তে বিষয়টা প্রকাশ করা হবে না খুব সম্ভবত। কথা হচ্ছে, চ্যাপম্যান যে সিক্রেট সার্ভিসে ছিল সেটা তার স্ত্রীকে বলার কথা না।

BanglaBook.org

আসলে তার এই পেশায়ই থাকার কথা না বিয়ের পরে। অ্যালবার্ট চ্যাপম্যানের সাংকেতিক নাম ছিল কিউ.এক্স.নাইনওয়ানটু। এই নামেই তাকে চিনত সবাই। বোঝেনই তো, এই লাইনে কেউ আসল নাম ব্যবহার করে না। এমনিতে কিউ.এক্স.নাইনওয়ানটু আলাদা বা গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। কিন্তু তার চেহারা খুব সাধারণ হওয়ার কারণে তাকে অনেক কাজে লাগানো যেত। ইউরোপে অনেকবার বার্তা-বাহক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে তাকে। ধরুন, একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি নিয়ে আমাদের রাষ্ট্রদূত কোথাও যাচ্ছেন, সেই সময় মনোযোগ অন্য দিকে সরাবার জন্য কাজে লাগানো হলো কিউ.এক্স.নাইনওয়ানটু ওরফে অ্যালবার্ট চ্যাপম্যানকে।'

'তাহলে সে তো অনেক কিছুই জানত?'

'জানতে পারে, আবার না-ও জানতে পারে। মসিয়ে পোয়ারো, এই লাইনে ততটুকুই জানা যায় যতটুকু জানানো হয়।'

'আপনি বললেন যে সে মারা গেছে?'

'আমি শুনেছিলাম। কিন্তু সব শোনা কথায় বিশ্বাস করা ঠিক না।'

মি. বার্নসের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন পোয়ারো। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'তার স্ত্রীর কী হয়েছে বলে আপনার মনে হয়?'

'আমার কোন ধারণা নেই।' বললেন মি. বার্নস।

'আমার ধারণা...' থেমে গেলেন তিনি। তারপর বিড়বিড় করলেন, 'ধারণাটা এত গোলমেলে যে...'

'মসিয়ে পোয়ারো, আপনি কোন কিছু নিয়ে চিন্তিত?' জিজ্ঞেস করলেন মি. বার্নস।

পোয়ারো ধীর গলায় বললেন, 'নিজের চোখে দেখার পরেও যে কেন এমনটা মনে হচ্ছে বুঝতে পারছি না।'

ছ

পোয়ারোর বসার ঘরে ঢুকে উত্তেজিতভাবে টেবিলের উপর হ্যাটটা ছুঁড়ে দিলেন জ্যাপ। পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই চিন্তাটা আপনার মাথায় এলো কী করে বলুন তো?'

'কীসের কথা বলছ?' জ্যাপের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো।

জ্যাপ বললেন, 'কী দেখে আপনার মনে হলো যে ওই লাশটা মিস সেইন্সবারী সিলের না?'

BanglaBook.org

পোয়ারো চিন্তিত গলায় বললেন, 'লাশটা যে মিস সিলের না এটা আমার মাথায় আসেনি। আমি শুধু একটা ব্যাপারই চিন্তা করছিলাম। সেটা হলো, একজন মৃত মহিলার মুখ কেন এভাবে বিকৃত করা হবে?'

জ্যাপ বললেন, 'মি. মোর্লিকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে, যাতে তিনি সাক্ষ্য প্রমাণ না দিতে পারেন।'

খবরের কাগজগুলো পরেরদিন চাঞ্চল্যকর খবর ছাপল। ব্যাটারসি ফ্ল্যাটে যে মৃতদেহ পাওয়া গেছে, যেটা এতদিন মিস সেইন্সবারী সিলের বলে মনে করা হচ্ছিল, পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে সেটা আসলে মিসেস চ্যাপম্যানের লাশ!

কুইন শার্লট স্ট্রীটের নতুন দন্ত-চিকিৎসক মি. লিথেরান দাঁত আর চোয়াল পরীক্ষা করে মি. মোর্লির পেশাগত কাগজপত্রের সাথে মিলিয়ে নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করেছেন যে লাশটা মিসেস চ্যাপম্যানের।

মিস সেইন্সবারী সিলের জামাকাপড় আর হ্যান্ডব্যাগ পাওয়া গেছে মিসেস চ্যাপম্যানের লাশের সাথে। কিন্তু মিস সেইন্সবারী সিল এখন তাহলে কোথায়?

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় পাঁচঃ নাইন, টেন, এ গুড ফ্যাট হেন

ক

সুরতহাল থেকে বের হয়ে জ্যাপ পোয়ারোকে বললেন, 'কাজটা যে বা যারাই করে থাকুক না কেন, পরিচয় পাল্টে দেয়ার বুদ্ধিটা যে দারুণ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

পোয়ারো মাথা ঝাঁকালেন।

জ্যাপ বললেন, 'আপনার মাথাতেই প্রথম এসেছিল ব্যাপারটা। তবে আমি নিজেও লাশটা দেখে যে খুব একটা সন্তুষ্ট ছিলাম তা নয়। কারণ কোন উদ্দেশ্য ছাড়া মৃত মানুষের মুখ বিকৃত করে না কেউ। আর কারণ হতে পারে একটাই, সেটা হচ্ছে লাশের আসল পরিচয় গোপন করা।'

পোয়ারো বললেন, 'মহিলা দুজনের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য যতই আলাদা হোক না কেন, মূল বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের ক্ষেত্রে একই। মিসেস চ্যাপম্যান একজন সুন্দরী, ফিটফাট, ফ্যাশন সচেতন, স্মার্ট ভদ্রমহিলা। অন্যদিকে মিস সেইন্সবারী সিল দেখতে সুন্দরী না মোটেই, জামাকাপড়ও অগোছালো এবং চেহারায় সাজগোজের কোন বালাই ছিল না। কিন্তু তাদের দেহের মূল কাঠামো একদম এক। দুজনেই চল্লিশোর্ধ্ব, উচ্চতা আর শারীরিক গঠনও কাছাকাছি। চুল সাদা হতে শুরু করায় চুলে সোনালি রঙ ব্যবহার করতেন দুজনেই।'

'হ্যাঁ। তবে মসিয়ে পোয়ারো, একটা জিনিস স্বীকার করতেই হবে। এই ম্যাবেল সেইন্সবারী সিল আমাদেরকে খুব দক্ষতার সাথে ধোঁকা দিয়েছে। ভেবেছিলাম আমরা তার অতীত সম্পর্কে সবটাই জানি। কিন্তু এটা জানা ছিল না যে সে খুন করতে পারে। যা ভেবেছিলাম ঘটনা তার পুরো উল্টো হয়ে গেল। আসলে সিলভিয়া চ্যাপম্যান মিস সিলকে খুন করেননি, বরং ম্যাবেলই সিলভিয়াকে খুন করেছে।'

চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লেন পোয়ারো। এখনও ম্যাবেল সেইন্সবারী সিলকে ঠিক খুনি হিসেবে ভাবতে পারছেন না তিনি। কিন্তু সব তথ্যপ্রমাণ তো মিস সিলের দিকেই ইঙ্গিত করছে।

জ্যাপ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'এর শেষ আমি দেখব, মসিয়ে পোয়ারো। ম্যাবেল আমাকে ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে না।'

খ

পরদিন ফোন করলেন জ্যাপ। তিক্ত কণ্ঠে বললেন, 'মসিয়ে পোয়ারো, একটা খবর শুনবেন?

BanglaBook.org

জ্যাপের কণ্ঠের তেতোভাবটা টের পেলেন পোয়ারো। 'কী খবর?' জানতে চাইলেন তিনি।

'খবরটা হচ্ছে, খেল খতম।'

'খেল খতম মানে?' অবাক গলায় জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো।

'বুঝতে পারছেন না এখনও? বিশেষ একজন মহিলার খোঁজে যে অনুসন্ধান চলছিল তা বন্ধ করার নির্দেশ এসেছে উপরমহল থেকে।'

'কী বলছ! কেন?'

'পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ।'

'এরকম নির্দেশ কি প্রায়ই আসে তোমাদের কাছে?'

'না।'

'কিন্তু তাহলে অনুসন্ধান বন্ধ করে মিস সিলকে বাঁচাতে চাইছে কেন কেউ?'

'মিস সিলকে কেউ বাঁচাতে চাইছে না, মসিয়ে পোয়ারো। ম্যাবেল ধরা পড়লে মিসেস অ্যালবার্ট চ্যাপম্যানের ব্যাপারে অনেক কিছু জানা যাবে, এটাই হচ্ছে সমস্যা। এবং মিসেস অ্যালবার্ট চ্যাপম্যানের ব্যাপার মানে মি. অ্যালবার্ট চ্যাপম্যানেরও ব্যাপার। বুঝতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ।' গম্ভীর গলায় বললেন পোয়ারো।

'মি. চ্যাপম্যান সম্ভবত গোপন কোন কাজে ব্যস্ত। উপরমহল চাইছে না যা প্রকাশিত হোক।'

পোয়ারো বিরক্তি-সূচক একটা শব্দ করলেন।

'মসিয়ে পোয়ারো, বিরক্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক। আর আপনি তো শুধু বিরক্ত হচ্ছেন। ওই মহিলাকে ছেড়ে দিতে হবে ভেবে রাগে আমার গা কাঁপছে।'

পোয়ারো দৃঢ় গলায় বললেন, 'তাকে ছেড়ে দেয়া হবে না।'

'ছেড়ে না দিয়ে উপায় কী? আপনাকে তো বললাম, আমাদের হাত বাঁধা। উপরমহল থেকে নির্দেশ...'

'তোমার হাত বাঁধা হতে পারে, আমার হাত বাঁধা নয়।'

'আপনি এই ব্যাপারটার পিছনে লেগে থাকবেন?'

'আমৃত্যু!' বলে রিসিভার রেখে দিলেন পোয়ারো।

রিসিভার রেখে পোয়ারো বিড়বিড় করলেন, 'অদ্ভুত তো! আমি আমৃত্যুর মতো এমন একটা নাটকীয় শব্দ ব্যবহার করলাম কেন?'

গ

সন্ধ্যার দিকে একটা চিঠি এলো। নিচে কলমের সইসহ টাইপ করা চিঠি।

BanglaBook.org

প্রিয় মসিয়ে পোয়ারো,

আপনি যদি আগামীকাল আমার সাথে দেখা করেন তাহলে আমি খুবই কৃতজ্ঞ থাকব। আপনাকে একটা কাজ দিতে চাই আমি। সময় ও স্থান প্রস্তাব করছি চেলসিতে আমার বাড়িতে, দুপুর সাড়ে বারোটায়। আপনার যদি কোন সমস্যা থাকে, দয়া করে আমার সহকারীকে ফোন করবেন। এত অল্প সময়ের নোটিশে দেখা করতে চাইছি বলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

-অ্যালিয়েস্টার ব্লাণ্ট

পোয়ারো চিঠিটা একবার পড়ার পরে আবার পড়লেন। টেলিফোন বেজে উঠল এমন সময়। পোয়ারোর ধারণা, কোন কলটা জরুরী তা তিনি টেলিফোনের রিং থেকেই বুঝতে পারেন। এবারের রিং থেকে তার মনে হলো যে কলটা গুরুত্বপূর্ণ। পরিচিত কোন মানুষের কল নয়, আবার ভুল নাম্বারে ফোন করেছে তেমনটাও নয়।

রিসিভার তুলে নিলেন তিনি। বিদেশী টানে বললেন, 'হালো।'

অন্য পাশ থেকে একটা যান্ত্রিক কণ্ঠ বলে উঠল, 'কোন নাম্বার থেকে বলছেন?'

'হোয়াইট হল, সেভেন টু সেভেন টু।'

এক মুহূর্ত বিরতি, ক্লিক শব্দ হলো একটা তারপর একজন মহিলার গলা শোনা গেল। 'মসিয়ে পোয়ারো?'

'বলছি।'

'মসিয়ে এরকুল পোয়ারো?'

'জি, বলছি।'

'মসিয়ে পোয়ারো, আপনি বোধহয় এতক্ষণে চিঠিটা পেয়ে গেছেন অথবা কিছুক্ষণের মধ্যেই পাবেন।'

'কে বলছেন?'

'সেটা আপনার জানার কোন প্রয়োজন নেই।'

'আচ্ছা। সন্ধ্যায় আমি আটটি চিঠি আর তিনটি রসিদ পেয়েছি। কোনটার কথা বলছেন?'

'আপনি খুব ভালোমতোই বুঝতে পারছেন আমি কোন চিঠির কথা বলছি। চিঠির কাজটা না নিলেই আপনার জন্য ভালো হবে।'

'ম্যাডাম, কাজটা নেব কিনা সে ব্যাপারে আমি সিদ্ধান্ত নেব।'

BanglaBook.org

ওপাশের মহিলা ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আপনাকে সতর্ক করছি, মসিয়ে পোয়ারো। অনেক নাক গলিয়েছেন, এই বিষয়ে আপনার নাক গলানো আর সহ্য করা হবে না। বিষয়টা ভুলে যান।'

'আর যদি ভুলে না যাই?'

'তাহলে আমরা এমন ব্যবস্থা নেব যাতে আপনি আর নাক না গলাতে পারেন।'

'হুমকি দিচ্ছেন নাকি?' ব্যঙ্গের সুরে বললেন পোয়ারো।

'যা ইচ্ছা মনে করতে পারেন। তবে যা বলছি আপনার ভালোর জন্য বলছি।'

'অশেষ দয়া আপনার!' আবারও ব্যঙ্গ করলেন পোয়ারো।

'ঘটনাগুলো যেভাবে সাজানো হয়েছে চাইলেও সেগুলো আপনি বদলাতে পারবেন না। আর যেটা আপনার মাথাব্যথা না সেটা থেকে দূরে থাকুন। বুঝতে পেরেছেন?'

'কিন্তু মি. মোর্লির মৃত্যু আমার মাথাব্যথা।'

মহিলা কাটাকাটাভাবে বলল, 'মোর্লির মৃত্যু একটা দুর্ঘটনা মাত্র। সে আমাদের পরিকল্পনায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।'

'কিন্তু সে একজন মানুষ। এমন একজন মানুষ, কোন দোষ না থাকার পরেও যাকে মরতে হয়েছে।'

'সে এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ ছিল না।'

ধীর, হিমশীতল গলায় পোয়ারো বললেন, 'এখানেই আপনি ভুল করছেন।'

'সম্পূর্ণ নিজের দোষে সে মারা গেছে। বিচক্ষণ হলে মরত না।'

'আমিও বিচক্ষণ হতে চাচ্ছি না।'

'সেক্ষেত্রে বলতেই হচ্ছে, আপনি একজন বোকা।' একটা ক্লিক শব্দের সাথে ফোনটা কেটে গেল।

একবার হালো বলে ফোনটা রেখে দিলেন পোয়ারো। এক্সচেঞ্জকে নাম্বারটা ট্রেস করতে বলার ঝামেলায় গেলেন না। জানেন ফোনটা করা হয়েছে কোন পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে। কিন্তু যে বিষয়টা তাকে অবাক করল সেটা হচ্ছে, ফোনের ওপাশের কণ্ঠটি তিনি কোথাও শুনেছেন। কণ্ঠটি কি মিস সেইন্সবারী সিলের ছিল? মনে করার চেষ্টা করলেন তিনি।

মিস সেইন্সবারী সিলের কণ্ঠ ছিল তীব্র আর একটু ভাঙা ভাঙা, শুদ্ধ-ভাষায় কথা বলতেন তিনি। কিন্তু ফোনের কণ্ঠটা একদমই সেরকম নয়। কেমন যেন ক্যাঁচক্যাঁচে ধরনের। তারপরও মিস সেইন্সবারী সিল যেহেতু অভিনয় জানতেন, কণ্ঠস্বর বদলানো খুব একটা কঠিন হওয়ার কথা নয় তার জন্য। নিজের ব্যাখ্যায়

BanglaBook.org

সন্তুষ্ট হতে পারলেন না পোয়ারো। মিস সিল নয়, গলাটা অন্য কারও ছিল। খুব পরিচিত কেউ না কিন্তু অন্তত একবার কণ্ঠটা আগে শুনেছেন তিনি।

কিন্তু তাকে ফোন করে হুমকি দিল কেন? এরা কি ভেবেছে যে তিনি হুমকিতে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাবেন? সেটাই ভেবেছে মনে হচ্ছে। ভেবে একবার হাসলেন পোয়ারো।

এরকুল পোয়ারোকে এরা এখনও চিনতে পারেনি!

ঘ

পরদিন সকালের কাগজে বিস্ফোরক একটা সংবাদ ছাপা হলো। গতকাল সন্ধ্যায় এক বন্ধুর সাথে প্রধানমন্ত্রী যখন তার কার্যালয় থেকে বের হচ্ছিলেন, সে সময় প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে গুলি ছোঁড়ে দুর্বৃত্তরা। সৌভাগ্যক্রমে গুলিটা লাগেনি প্রধানমন্ত্রীর গায়ে, অনেকটা দূর দিয়ে ফসকে গেছে। এই ঘটনায় একজন ভারতীয়কে গ্রেফতার করা হয়েছে।

খবরটা পড়ামাত্র পোয়ারো একটা ট্যাক্সি নিয়ে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দিকে রওনা দিলেন। পৌঁছে জ্যাপের ঘরে গেলেন। আন্তরিকভাবে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন জ্যাপ।

'এই খবরের জন্য এসেছেন আপনি? মসিয়ে পোয়ারো, কোন কাগজে কি বলা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সাথের বন্ধুটি কে ছিলেন?'

'না তো। কে ছিলেন সাথে?'

'অ্যালিয়েস্টার ব্লান্ট!'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আর আমাদের ধারণা, গুলির আসল লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না, ছিলেন মি. ব্লান্ট। কিন্তু তাই যদি হয়, বলতেই হচ্ছে লোকটার হাতের টিপ একেবারে জঘন্য।'

'লোকটা কে?'

'এক পাগল হিন্দু ছাত্র। তবে কাজটা সে নিজের বুদ্ধিতে করেনি, তাকে দিয়ে করানো হয়েছে।' জ্যাপ আরও যোগ করলেন, 'তাকে ধরতে ঝামেলাই হয়েছে বেশ। ঘটনাটা যখন ঘটে তখন অল্প কিছু মানুষ ছিল। গুলির শব্দ হওয়ার সাথে সাথে একজন আমেরিকান যুবক এক দাড়িওয়ালা লোককে জাপটে ধরে চিৎকার করে পুলিশকে ডাকে আর বলতে থাকে যে ওই লোকটাই নাকি গুলি করেছে। কিন্তু তারপরেও আমাদের লোক ধরতে পেরেছে আসল লোকটাকে।'

পোয়ারোর কেমন যেন একটা সন্দেহ হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আমেরিকান যুবকটির নাম কী?'

BanglaBook.org

'যুবকের নাম রেইকস।' থেমে গেলেন জ্যাপ। পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমেরিকান যুবকের নাম জানতে চাইলেন কেন হঠাৎ? কী ব্যাপার?'

পোয়ারো গম্ভীর গলায় বললেন, 'হাওয়ার্ড রেইকস? হলবর্ণ প্যালেস হোটেলে থাকে যে?'

'হ্যাঁ, সেই-ই। কেন বলুন তো? ওহ, আচ্ছা।' কিছু একটা মনে পড়েছে এমন ভাব করলেন জ্যাপ। 'নামটা আমার চেনা চেনা লাগছিল বটে, কিন্তু মনে পড়ছিল না। মি. মোর্লি যেদিন মারা যান, সেদিন এই লোকটাই তো চেম্বার থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।' একটু থেমে জ্যাপ বললেন, 'পুরানো ব্যাপারগুলো কীভাবে সামনে এসে যায়, তাই না? আপনি এখনও এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে যাচ্ছেন?'

পোয়ারো একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'হ্যাঁ, এখনও মাথা ঘামিয়ে যাচ্ছি।'

ও

পোয়ারোকে অভ্যর্থনা জানাল মি. ব্লান্টের সেক্রেটারি মি. সেলবি। সেলবি লম্বা একজন মানুষ, পায়ের সমস্যার কারণে কিছুটা খুঁড়িয়ে চলে। অত্যন্ত মার্জিত ব্যবহার তার। মি. ব্লান্ট না থাকায় খুবই দুঃখ প্রকাশ করল সে।

'মসিয়ে পোয়ারো, আমার এবং মি. ব্লান্টের পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করছি আমি। গতকালের ঘটনার কারণে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ডাক পড়েছে তার। আমি আপনাকে ফোন করেছিলাম, কিন্তু আপনি তার আগেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন।'

'মি. ব্লান্ট আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে বলেছেন আমাকে।' বলতে লাগল সে। কেন্টের এক্সশ্যামে তার যে বাড়িটা আছে সেখানে তার সাথে সাপ্তাহিক ছুটিটা কাটান আপনার পক্ষে সম্ভব হবে কিনা। যদি সম্ভব হয়, তাহলে তিনি কাল সন্ধ্যায় আপনার জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন।'

কিছুক্ষণ দ্বিধায় ভুগলেন পোয়ারো। পোয়ারোকে দ্বিধা করতে দেখে সেলবি বলল, 'মি ব্লান্টের আসলেই আপনার সাথে দেখা করাটা খুব দরকার।'

পোয়ারো বাউ করে বললেন, 'ধন্যবাদ, আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম আমি।'

'চমৎকার। খুব খুশি হবেন মি. ব্লান্ট। তাহলে সোয়া ছয়টায় দিকে... মিসেস অলিভেরা। সুপ্রভাত।'

বাড়িতে ঢুকলেন জেন অলিভেরার মা মিসেস জুলিয়া অলিভেরা। পরনে সুসজ্জিত পোশাক, ফোলানো চুল, ভ্রূ পর্যন্ত নামানো হ্যাট।

'মি. সেলবি, অ্যালিস্টেয়ার কি বাগানের চেয়ারগুলো সম্পর্কে কোন নির্দেশনা দিয়েছেন আপনাকে?' জানতে চাইলেন মিসেস অলিভেরা। 'আমি ওর সাথে

BanglaBook.org

কাল রাতেই কথা বলতে চেয়েছিলাম কারণ সাপ্তাহিক ছুটিতে থাকছি না আমরা...' পোয়ারোর দিকে চোখ পড়াতে থেমে গেলেন তিনি।

'মিসেস অলিভেরার সাথে কি পরিচয় আছে, মসিয়ে পোয়ারো?'

'হ্যাঁ, ম্যামের সাথে আগেই পরিচয় হয়েছে আমার।' বাউ করলেন পোয়ারো।

পোয়ারো কেমন আছেন তা অস্পষ্ট গলায় একবার জিজ্ঞেস করলেন মিসেস অলিভেরা। পোয়ারো কিছু বলার আগেই মি. সেলবির দিকে ঘুরে কথা বলা শুরু করলেন তিনি। 'হ্যাঁ, মি. সেলবি। আমি জানি অ্যালিস্টেয়ার খুব ব্যস্ত মানুষ আর এসব ওর কাছে এতটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যে...'

'জি, মিসেস অলিভেরা।' বলল সেলবি। 'স্যার আমাকে এ ব্যাপারে বলেছেন। আমিও মেসার্স ডিভারসকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছি।'

'যাক, আমার মাথার উপর থেকে একটা ভার নেমে গেল। আপনি কি জানেন, মি. সেলবি...' ক্যাঁচক্যাঁচে গলায় বকবক করতেই থাকলেন মিসেস অলিভেরা। এই মহিলা একটা বড় মুরগির মতো শব্দ করেই যাচ্ছেন। যাকে বলে এ বিগ ফ্যাট হেন। ভাবলেন পোয়ারো।

'এবারের সাপ্তাহিক ছুটি শুধুমাত্র আমরাই নিজেদের মধ্যে কাটাব...' বেরিয়ে যেতে যেতে বলতে লাগলেন মিসেস অলিভেরা। মি. সেলবি একটু কেশে বাধা দিল তার কথায়। বলল, 'ইয়ে... মসিয়ে পোয়ারোও আসছেন এই ছুটিতে।'

থমকে গেলেন মিসেস অলিভেরা। 'কী বলছেন?' বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি। ঘুরে পোয়ারোকে বিতৃষ্ণার সাথে মাপলেন।

পোয়ারো বললেন, 'জি ম্যাম, মি. ব্লান্ট আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।'

'অ্যালিস্টেয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছে? কিন্তু কেন? অদ্ভুত ব্যাপার তো। কিছু মনে করবেন না, মসিয়ে পোয়ারো। অ্যালিস্টেয়ার বলেছিল এই সাপ্তাহিক ছুটিটা ও শুধু পরিবারের সাথে কাটাতে চায়।'

সেলবি একটু শক্ত গলায় বলল, 'মি. ব্লান্টই চান মসিয়ে পোয়ারো আসুন।'

'ও, তাই নাকি? কিন্তু আমাকে তো কিছু বলেনি অ্যালিস্টেয়ার...'

জেনকে দরজায় দেখা গেল। মা'কে তাগাদা দিল সে। 'মা, আসছ না কেন? সোয়া একটায় আমাদের দুপুরের খাবার খাওয়ার কথা।'

'আসছি জেন, এত তাড়াহুড়োর কিছু নেই।'

'দেরি হয়ে যাচ্ছে তো।' বলল জেন, পোয়ারোর দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেল। 'হ্যালো, মসিয়ে পোয়ারো।' সম্ভাষণ জানাল সে। ঠিক তার পরের মুহূর্তে দুশ্চিন্তা দেখা দিল তার চোখে।

BanglaBook.org

'এই সাপ্তাহিক ছুটিতে মসিয়ে পোয়ারো এক্সশ্যামের বাড়িতে আসছেন।' বেরিয়ে যেতে যেতে বিমর্ষ গলায় বললেন মিসেস অলিভেরা।

'ও, আচ্ছা।'

মাকে যাওয়ার জন্য পিছনে সরে গেল জেন এরপর নিজে বেরিয়ে যেতে গিয়েও কী মনে করে ঘুরল। 'মসিয়ে পোয়ারো।' ডাকল সে, গলায় কর্তৃত্ব।

পোয়ারো এগিয়ে গেলেন।

জেন নিচু গলায় বলল, 'আপনি সাপ্তাহিক ছুটিতে এক্সশ্যামে কেন আসছেন?'

পোয়ারো কাঁধ ঝাঁকালেন। 'আপনার আঙ্কেল ডেকেছেন।'

'কোন দরকার ছিল না এর। কখন ডেকেছেন আপনাকে?'

'জেন।' হল থেকে জেনের মায়ের গলা ভেসে এলো।

জেন খুব জরুরী ভঙ্গিতে নিচু গলায় বলল, 'মসিয়ে পোয়ারো, দয়া করে এসব থেকে দূরে থাকুন।' বলে চলে গেল সে।

পোয়ারো মা-মেয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটির শব্দ পেলেন। মিসেস অলিভেরার ক্যাঁচক্যাঁচে কণ্ঠ শোনা গেল, 'আমি তোমার এই বেয়াদবি সহ্য করব না, জেন। তুমি যেন বিষয়টাতে নাক গলাতে না পারো সেটা আমি খেয়াল রাখব।'

সেলবি বলল, 'তাহলে মসিয়ে পোয়ারো, কাল সন্ধ্যা ছ'টায় দেখা হচ্ছে।'

পোয়ারো যান্ত্রিকভাবে মাথা নাড়লেন। এইমাত্র এমন একটা বিষয় আবিষ্কার করেছেন যে বিস্ময় বাঁধ মানছে না তার। একটু আগে যে কথাগুলো তিনি শুনলেন তার সাথে গতকাল টেলিফোন করা মহিলার গলার হুবহু মিল।

মিসেস অলিভেরা!

অসম্ভব। কাল রাতে যে ফোন করেছিল, সে কোনভাবেই মিসেস অলিভেরা হতে পারে না। মিসেস অলিভেরা একজন স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক মহিলা। তিনিই কিছুক্ষণ আগে মহিলাকে একটা মুরগির সাথে তুলনা করলেন। আর সেই মহিলা গতকাল ফোন করেছিল! অসম্ভব!

নিশ্চয়ই ভুল শুনেছি আমি। নিজের মনেই ভাবলেন পোয়ারো। কিন্তু তারপরেও কেন যেন খচখচ করতে লাগল মনের এক কোনায়।

BanglaBook.org

চ

পোয়ারোর জন্য রোলস রয়েস সন্ধ্যা ছয়টার একটু আগেই চলে এলো। অ্যালিয়েস্টার ব্লান্ট আর সেক্রেটারি মি. সেলবি বসে ছিলেন গাড়িতে। মিসেস অলিভেরা আর জেন আগেই অন্য গাড়িতে চলে গেছে, বুঝতে পারলেন পোয়ারো। দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে ফেরায় মি. ব্লান্টকে অভিনন্দন জানালেন তিনি। পোয়ারোর সাথে একমত হলেন না ব্লান্ট।

'লোকটা যে আমাকে গুলি করেছিল তেমনটা ভাবার কোন কারণ নেই। কীভাবে লক্ষ্যস্থির করতে হয় সে ব্যাপারে কোন ধারণাই ছিল না তার। পাগল ছাত্রদের কেউ হবে হয়তো। এদের নিয়ে চিন্তার কিছু নেই আসলে। হুটহাট উত্তেজিত হয়ে পড়ে আর ভাবে প্রধানমন্ত্রীকে গুলি করে দেশের ইতিহাস বদলে দেবে। বিরক্তিকর।'

'আপনার উপরে তো আগেও হামলা হয়েছিল?'

'হামলা হয়েছিল বললে শুনতে নাটকীয় লাগে।' বললেন ব্লান্ট। 'বেশিদিন হয়নি একজন আমাকে ডাকে বোমা পাঠিয়েছে। বোমাটা খুব একটা সুবিধার ছিল না। এরাই আবার পৃথিবী বদলাতে চায়! একটা বোমা ঠিকমতো বানাতে পারে না, এরা পৃথিবী কীভাবে বদলাবে? একই ঘটনা সবসময়, লম্বা চুলের আদর্শবাদীদের কোন দল, কিন্তু মাথায় বিন্দুমাত্র বাস্তব বুদ্ধি নেই। আমি খুব বুদ্ধিমান কখনওই ছিলাম না, তবে আমি গণিত বেশ ভালো পারি। আমি কী বলতে চাইছি বুঝতে পারছেন?'

'সম্ভবত পেরেছি, আরেকটু ব্যাখ্যা করবেন?'

'আমি যখন সাধারণ ইংরেজিতে লেখা কোন সূত্র বা দার্শনিক কিছু পড়ি, তখন সেটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি আমি, যেটা অনেকেই পারে না। আমি যদি কোন কিছু লিখতে চাই, তা লিখে বোঝাতে পারি, সেটাও অনেকে পারে না। যা বলছিলাম, আমি গণিতে বেশ ভালো। জোন্সের কাছে যদি আটটা কলা থাকে আর ব্রাউন যদি দশটা নিয়ে নেয়, তাহলে জোন্সের কাছে কয়টা থাকবে? মানুষ মনে করে, এই প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ। কিন্তু তারা বোঝে না যে ব্রাউন কাজটা করতেই পারে না এবং এটাও বোঝে না যে উত্তরটা ধনাত্মক কিছু হবে না।'

হাসলেন মি. ব্লান্ট। বললেন, 'এসব নিয়ে কথা বলা উচিত হচ্ছে না। বাদ দিন। এমনিতে লন্ডনের বাইরে এলে আমি এসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাইও না। আপনার গোয়েন্দাগিরির গল্প শোনার জন্য অপেক্ষা করে আছি। আমি অনেক গোয়েন্দা গল্প পড়ি। সেগুলো কি সত্যি হতে পারে বলে মনে হয় আপনার?'

যাত্রাপথের বাকি অংশ পোয়ারোর গুরুত্বপূর্ণ কেসগুলো নিয়েই আলোচনা হলো। বাচ্চা ছেলেদের মতো কৌতূহল নিয়ে শুনলেন মি. ব্লান্ট। এক্সশ্যামে পৌঁছাতেই মিসেস অলিভেরার ঠান্ডা দৃষ্টির সামনে পড়লেন পোয়ারো। তিনি পোয়ারোকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মি. ব্লান্ট এবং মি. সেলবিকে উদ্দেশ্য করে কথা বলতে লাগলেন।

মি. সেলবি পোয়ারোকে তার ঘর দেখিয়ে দিল।

BanglaBook.org

বাড়িটা খুব বেশি বড় না তবে সুন্দর। লন্ডনের মতোই দামী, রুচিশীল আসবাবে সাজানো। সাধারণত্বের মধ্যেও আভিজাত্য প্রকাশ পাচ্ছিল। সেই সাথে দারুণ সব খাবার খেয়ে প্রশংসা করতে বাধ্য হলেন পোয়ারো। এসবের মধ্যে মিসেস অলিভেরার ঠান্ডা ব্যবহার আর তার মেয়ের বাজে আচরণের বিষয়টা পাত্তা দিলেন না। জেন কোন কারণে রুষ্ট হয়েছে তার উপরে, কিন্তু কেন সেটা বুঝতে পারলেন না তিনি।

টেবিলের দিকে তাকিয়ে আগ্রহের সাথে ব্লান্ট জানতে চাইলেন, 'হেলেন আজ খাবে না আমাদের সাথে?' জুলিয়া অলিভেরার দুই ঠোঁট চেপে বসল। তিনি বললেন, 'হেলেন বাগানে কাজ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে খুব। তাই আমি তাকে রাতের খাবারের জন্য খামোখা তৈরি না হয়ে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে বলেছি। আমার কথা মেনে নিয়েছে সে।'

'ও, আচ্ছা।' মি. ব্লান্ট বেশ অবাক হলেন বলে মনে হলো। 'আমি ভেবেছিলাম, সাপ্তাহিক ছুটিতে সে আমাদের সাথে বসে খেতে চাইবে।'

'হেলেন খুব সাদামাটা মানুষ, সহজেই সব কিছু মেনে নেয় সে।' শক্ত গলায় বললেন মিসেস অলিভেরা।

পোয়ারো যখন বৈঠকখানায় ঢুকলেন, সেক্রেটারির সাথে কথা বলতে গিয়ে কয়েক মিনিটের জন্য পিছিয়ে গেলেন মি. ব্লান্ট। তখন তিনি শুনতে পেলেন, জেন তার মাকে বলছে, 'মা, তুমি যেভাবে হেলেন মন্ট্রেসরকে খসিয়েছ, অ্যালিস্টেয়ার আঙ্কেল সেটা খুব একটা পছন্দ করেননি।'

'আরে, ধুর।' জোরের সাথে বললেন মিসেস অলিভেরা। 'অ্যালিস্টেয়ার মানুষ হিসেবে খুবই ভালো, গরিব আত্মীয়দের অনেক সাহায্য করে। এই যে হেলেনকে তার কটেজে ভাড়া ছাড়াই থাকতে দিচ্ছে। কিন্তু ও যদি ভাবে যে প্রত্যেক সাপ্তাহিক ছুটিতে তাকে বাড়িতে ডেকে খাওয়াতে হবে সেটা তো ঠিক না। হেলেন সম্ভবত দুঃসম্পর্কের বোন, অ্যালিস্টেয়ার বোধহয় জানেও না ঠিকমতো।'

'আমার ধারণা, হেলেন নিজেকে নিয়ে খুব গর্বিত।' জেন বলল। 'বাগানে অসম্ভব পরিশ্রম করে সে।'

'এটাই স্কটিশদের বৈশিষ্ট্য, তারা খুব স্বাধীনচেতা হয়।' সোফায় করে বসতে বসতে বললেন মিসেস অলিভেরা। পোয়ারোকে উপেক্ষা করে মেয়েকে একটা বই এনে দিতে বললেন।

বসার ঘরের দরজায় হাজির হলেন মি. ব্লান্ট। বললেন, 'মসিয়ে পোয়ারো, আমার ঘরে আসুন।'

BanglaBook.org

অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্টের নিজের ঘরটা বাড়ির পিছনের দিকে। একটু নিচু আর লম্বাটে ধরনের ঘর। জানালাগুলো বাগানের দিকে খোলা যায়। খুবই আরামদায়ক একটা ঘর, আরামকেদারা আছে গোটাকয়েক। তবে একটু অগোছালো। অতিথিকে সিগারেট দিয়ে নিজে পাইপ ধরালেন মি. ব্লান্ট। এরপর সরাসরি কাজের কথায় চলে এলেন।

'একটা বিষয়ে আমি ঠিক সন্তুষ্ট নই। সেইন্সবারী সিল নামের ভদ্রমহিলার কথা বলছি। সুনির্দিষ্ট কিছু কারণে কেসটা নিয়ে তদন্ত বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। আমি জানি না এই মি. চ্যাপম্যান কে এবং কী কাজে তিনি জড়িত রয়েছেন, তবে সেটা যে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু এবং এই ঘটনার কারণে তিনি ঝামেলায় পড়তে পারেন তা অনুমান করতে কষ্ট হয়নি আমার। ভিতরের কথা জানি না, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আমাকে বারবার বলেছেন, এই মুহূর্তে কেসটা নিয়ে কোনরকম কথা হোক তা চাইছেন না তারা। যত তাড়াতাড়ি মানুষ ব্যাপারটা ভুলে যায় ততই ভালো। এ পর্যন্ত ঠিক আছে। অফিশিয়ালি এমনই হয়, কোনটা প্রয়োজন তারা জানে। সুতরাং, পুলিশের হাত এখানে বাঁধা।'

একটু ঝুঁকে আসলেন তিনি, 'কিন্তু আমি সত্যটা জানতে চাই, মসিয়ে পোয়ারো। আপনি আমাকে সেটা জানতে সাহায্য করবেন। কারণ আপনার কোন বাধা নেই।'

'আপনি আমাকে কী করতে বলেন, মি. ব্লান্ট?'

'আমি চাই, আপনি মিস সেইন্সবারী সিল ভদ্রমহিলাকে খুঁজে বের করুন।'

'জীবিত নাকি মৃত?'

অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্টের ভ্রূ কুঁচকে গেল। 'মৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি?'

পোয়ারো বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর ধীর গলায়, প্রত্যেকটা শব্দের উপরে জোর দিয়ে বললেন, 'আপনি যদি আমার মতামত চান, আমি বলব তিনি মৃত।'

'কেন এরকম মনে করছেন আপনি?'

পোয়ারো একটু হাসলেন। 'আমি যদি আপনাকে বলি যে এমন মনে করার কারণ হলো তার অব্যবহৃত এক জোড়া মোজা, তাহলে আপনি কথাটার কোন মানেই খুঁজে পাবেন না।'

অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট কৌতূহলীদৃষ্টিতে তাকালেন তার দিকে। 'আপনি খুবই অদ্ভুত মানুষ, মসিয়ে পোয়ারো।'

'হ্যাঁ, আমাকে অদ্ভুত বলতে পারেন। কারণ, কিছু বিচ্ছিন্ন তথ্য একসাথে করে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করি না আমি, সেটাকেই অদ্ভুত মনে করি বরং। আমি যুক্তি দিয়ে ধাপে ধাপে সত্যের কাছে যাই।'

BanglaBook.org

ব্লান্ট বললেন, 'পুরো বিষয়টা নিয়ে ভেবেছি আমি, কোন কিছু চিন্তা করে বের করতে আমার সবসময়ই একটু সময় লাগে। আর সম্পূর্ণ বিষয়টা খুবই অদ্ভুত। ওই দন্ত-চিকিৎসক মোর্লির আত্মহত্যা, সিন্দুকে মৃত আর চেহারা বিকৃতাবস্থায় পাওয়া মিসেস চ্যাপম্যানের লাশ। উহ, ভয়াবহ ব্যাপার। এজন্যই আমার মনে হচ্ছে, সবকিছুর পিছনে কিছু একটা অবশ্যই আছে।'

পোয়ারো মাথা ঝাঁকালেন।

ব্লান্ট বললেন, 'আর একটা কথা। আমি অনেক চিন্তা করে দেখলাম, ওই মহিলাকে আমি আসলে চিনি না। শুধু আমার সাথে কথা বলার জন্য তিনি এই কৌশলটা ব্যবহার করলেন। কিন্তু করে কী পেলেন তিনি? অল্প কিছু চাঁদা। সেটাও তো সামাজিক কাজের জন্য, তার কোন কাজে এলো না। তাহলে আমার সাথে কথা বলার কারণটা কী ছিল আসলে? মসিয়ে পোয়ারো, আপনার কী মনে হয়?'

পোয়ারো অনির্দিষ্টভাবে হাত নাড়লেন।

'আমার মনে হয়, এটা আপনাকে চিনিয়ে দেয়ার একটা কৌশল হতে পারে। কিন্তু আরও ভালো কৌশল হতো দূর থেকে চিনিয়ে দেয়া। যেমন–ওই যে একটা লোক আটান্ন নাম্বার বাড়িতে ঢুকছে, সে-ই অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট।'

ব্লান্ট বললেন, 'কিন্তু কেউ কেনই বা আমাকে দেখিয়ে দেবে?'

পোয়ারো বললেন, 'একটু মনে করার চেষ্টা করুন। এমন কিছু কি মি. মোর্লি আপনাকে বলেছিলেন যেটা ঠিক স্বাভাবিক ছিল না, এমন কিছু কি আপনার মনে পড়ে যা থেকে কোন সূত্র পাওয়া যেতে পারে?'

'দুঃখিত, সেরকম কিছুই মনে পড়ছে না আমার।'

'আপনি নিশ্চিত যে মি. মোর্লি আপনাকে এই মিস সেইন্সবারী সিলের কথা বলেননি?'

'আমি নিশ্চিত।'

'অথবা মিসেস চ্যাপম্যান?'

'না, কাউকে নিয়েই কথা বলিনি আমরা। আমাদের কথা হয়েছিল বাগান, ফুল, বৃষ্টির প্রয়োজন, ছুটি এসব নিয়ে।'

'আপনি থাকা অবস্থায় কি কেউ চেম্বারে ঢুকেছিল?'

'একটু চিন্তা করতে দিন। না, আর কেউ ঢোকেনি। অন্য সময় এক সুন্দরী ভদ্রমহিলা থাকতেন, ওইদিন ছিলেন না। ও হ্যাঁ, আরেকজন দন্ত-চিকিৎসক এসেছিলেন, আইরিশ টান আছে যার কথায়।'

'কী বলেছিলেন ওই দন্ত-চিকিৎসক?'

BanglaBook.org

'মোর্লিকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন। আমার ধারণা, মোর্লির সাথে তার সদ্ভাব ছিল না, মাত্র এক-দুই মিনিটের জন্য এসেছিলেন তিনি।'

'আর বিশেষ কোন কিছু কি মনে পড়ে আপনার? মি. মোর্লিকে কি বিপর্যস্ত মনে হয়েছিল?'

'না, মোর্লি একদমই স্বাভাবিক ছিলেন।'

পোয়ারো চিন্তিত মুখে বললেন, 'আমিও তাকে একদম স্বাভাবিকই দেখেছিলাম।'

দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। চুপচাপ। তারপর পোয়ারো বললেন, 'আপনার কি কোন যুবকের কথা মনে আছে? সেদিন আপনার সাথে অপেক্ষা-কক্ষে ছিল যে?'

অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'হ্যাঁ, একজন অস্থির প্রকৃতির যুবককে দেখেছিলাম বটে। খুব ভালো করে মনে নেই যদিও। কেন বলুন তো?'

'তাকে আবার দেখলে চিনতে পারবেন?'

ব্লান্ট না-বোধক মাথা নাড়লেন। 'আমি ভালো করে তাকাইওনি তার দিকে।'

'সে কথা বলার চেষ্টা করেনি আপনার সাথে?'

'না তো।' ব্লান্ট খুব আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকলেন তার দিকে। 'ব্যাপারটা কী বলুন তো? এই যুবক কে?'

'যুবকের নাম হাওয়ার্ড রেইকস।'

মি. ব্লান্টের প্রতিক্রিয়ার জন্য তাকিয়ে থাকলেন পোয়ারো। কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না।

'তার নাম কি জানা উচিত ছিল আমার? আমি কি তাকে অন্য কোথাও দেখেছি?'

'না, আপনি তাকে কোথাও দেখেননি। সে আপনার ভাতিজি মিস অলিভেরার বন্ধু।'

'ও আচ্ছা। জেনের বন্ধু।'

'আমি যতদূর জানি, মিসেস অলিভেরা এই বন্ধুত্বটা ঠিক পছন্দ করেন না।'

'তাতে জেনের কিছু আসবে যাবে বলে মনে হয় না।'

'শুনেছি, মিসেস অলিভেরা এই বন্ধুর থেকে দূরে সরানোর জন্যই তার মেয়েকে এখানে নিয়ে এসেছেন।'

এতক্ষণে বুঝতে পারলেন ব্লান্ট। 'এই সেই যুবক? এ তো কোনদিক থেকেই পছন্দ করার উপযুক্ত না। আর সে অনেক বিদ্রোহী কাজকর্মের সাথেও জড়িত বলে শুনেছি।'

BanglaBook.org

'আমি মিস অলিভেরার কাছ থেকে জানতে পেরেছি যে সে শুধুমাত্র আপনাকে দেখার জন্যই সেদিন কুইন শার্লট স্ট্রীটে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিল।'

'আমাকে পটানোর জন্য?'

'মনে হয় উল্টোটা। আপনাকে মেনে নিতে পারবে কি না সেটা দেখতে গিয়েছিল। আর...' হাসি চাপলেন পোয়ারো। '...আপনাকে পছন্দ হয়নি তার।'

'ওকেই তো পছন্দ না আমার। কাজের কাজ নেই, অকাজে সময় নষ্ট করে বেড়ায়।'

পোয়ারো অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'মাফ করবেন, আমি খুবই ব্যক্তিগত একটা প্রশ্ন করতে চাই।'

'করুন।'

'আপনার মৃত্যুর পরে আপনার সম্পত্তির ভাগ কীভাবে হবে?'

ব্লান্ট কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন পোয়ারোর দিকে। তারপর কাটাকাটা গলায় বললেন, 'কেন জানতে চাইছেন?'

'কারণ, বিষয়টার সাথে এই কেসের একটা সম্পর্ক থাকতে পারে।' কাঁধ ঝাঁকালেন পোয়ারো।

অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট ঠান্ডা গলায় বললেন, 'আপনি ব্যাপারটাকে বেশি নাটকীয় করে ফেলছেন, মসিয়ে পোয়ারো। আমাকে কেউ খুন করার চেষ্টা করেনি।'

'ডাকে আপনাকে একটা বোমা পাঠান হয়েছে, রাস্তায় গুলি চালানো হয়েছে আপনাকে উদ্দেশ্য করে। তারপরেও কি...'

'মসিয়ে পোয়ারো, এগুলো হতেই পারে। বিশ্বের অর্থনীতি নিয়ে যাকে কাজ করতে হয় তার জন্য এসব মাথা নষ্ট লোকজনের পাগলামি খুব স্বাভাবিক।'

'কিন্তু এই মাথা নষ্ট লোকজনের মধ্যে এমন তো কেউ থাকতেই পারে যে কিনা পাগল বা উগ্রবাদী নয়।'

ব্লান্ট বললেন, 'আপনি কী বলতে চাচ্ছেন?'

'সোজা ভাষায় আমি জানতে চাইছি, আপনার মৃত্যুতে কে লাভবান হবে?'

ব্লান্ট হাসলেন। বললেন, 'মূলত সেন্ট এডওয়ার্ড হাসপাতাল, ক্যান্সার হাসপাতাল আর অন্ধদের জন্য সরকারী সংস্থা। এর সাথে, বিবাহসূত্রে আমার ভাতিজি মিসেস অলিভেরা কিছু টাকা পাবে, তার মেয়ে জেন অলিভেরাও সমপরিমাণ টাকা পাবে...তবে ট্রাস্টের মাধ্যমে। আরও কিছু অংশ পাবে আমার একমাত্র জীবিত আত্মীয় হেলেন মন্ট্রেসর।'

একটু থেমে বললেন, 'তবে এই ব্যাপারটা একদমই গোপন, মসিয়ে পোয়ারো।'

'বুঝতে পেরেছি।'

BanglaBook.org

মি. ব্লান্ট একটু বাঁকা সুরে বললেন, 'আপনি নিশ্চয় বলতে চাইছেন না যে জেন অথবা জুলিয়া কিংবা হেলেন আমাকে খুন করতে চাইছে?'

'আমি কিছুই বলতে চাইছি না, মি. ব্লান্ট।'

'যাই হোক, আপনি কাজটা নিচ্ছেন তাহলে?' প্রশ্ন করলেন ব্লান্ট।

'মিস সেইন্সবারী সিলকে খোঁজার কাজটা? হ্যাঁ, আমি নিচ্ছি।'

অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট খুশি খুশি গলায় হয়ে বললেন, 'খুব ভালো হলো। আপনাকে ধন্যবাদ।'

ছ

ঘর থেকে বেরিয়েই পোয়ারো একজন মানুষের সাথে ধাক্কা খাচ্ছিলেন প্রায়। সামলে নিয়ে বললেন, 'মাফ করবেন, মাদমোয়াজেল।'

একটু দূরে সরে দাঁড়াল মিস জেন অলিভেরা। রাগে গনগন করছে তার মুখ। 'আমি আপনাকে কী মনে করি জানেন, মসিয়ে পোয়ারো?' ফুঁসতে ফুঁসতে প্রশ্ন করল সে।

'না মাদমোয়াজেল, আমি...'

পোয়ারোর কথা শেষ হওয়ার আগেই জেন বলল, 'আপনি একজন চর, বুঝেছেন? একজন নিম্নমানের, সব বিষয়ে নাক গলানো, সমস্যা সৃষ্টিকারী একজন চর!'

'আমি আপনাকে বলছি, মাদমোয়াজেল...'

'আমি জানি, আপনি কেন এসেছেন এখানে। এ-ও জানি আপনি কী কী মিথ্যে বলেছেন। আমি আপনাকে বলছি, কিছুই খুঁজে পাবেন না আপনি, কিছু খুঁজে পাওয়ার নেই এখানে। অ্যালিস্টেয়ার আঙ্কেলের কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি এখানে পুরোপুরি নিরাপদ।' থেমে গেল জেন। গাঢ় বিষাক্ত গলায় বলল, 'আপনাকে আমি ঘৃণা করি, টিকটিকি কোথাকার!' বলে উত্তেজিতভাবে চলে গেল জেন।

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন পোয়ারো। তারপর বৈঠকখানার দিকে গেলেন। বৈঠকখানায় পেশেন্স খেলছিলেন মিসেস অলিভেরা। পোয়ারোকে দেখে এমন ভাবে মুখ বাঁকালেন যেন কোন বিষাক্ত পোকা দেখছেন। তার মুখের এই ভাব দেখে পোয়ারো পিছিয়ে এসে নিজেকে বললেন, 'কেউ আমাকে পছন্দ করে না।'

বাগানে বেরিয়ে এলেন তিনি। মনোরম সন্ধ্যা, সুন্দর বাতাস বইছে। পোয়ারো আনন্দের সাথে বাগানে হাঁটতে লাগলেন।

BanglaBook.org

একটা কোনা ঘুরতেই আবছা আলোতে দুটো মানুষ ছিটকে আলাদা হয়ে গেল। সম্ভবত প্রেমিক জুটিকে বিরক্ত করে ফেলেছেন তিনি। লজ্জিত হয়ে পিছিয়ে আসলেন।

এখানেও তার উপস্থিতি অনাকাঙ্ক্ষিত।

অ্যালিয়েস্টার ব্লান্টের জানালার পাশ দিয়ে ঘুরে আসলেন পোয়ারো, মি. সেলবিকে নির্দেশনা দিচ্ছিলেন মি. ব্লান্ট। আর কোন জায়গা না পেয়ে নিজের শোবার ঘরের দিকে গেলেন।

বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলেন তিনি। তিনি কি টেলিফোনের কণ্ঠটার ব্যাপারে ভুল ভাবছেন? নাকি আসলেই কণ্ঠটা মিসেস অলিভেরার ছিল?

মি. বার্নসের দেয়া তথ্যের কথাটা মনে পড়ল তার, কিউ.এক্স.নাইনওয়ানটু ওরফে অ্যালবার্ট চ্যাপম্যানের ব্যাপারে তথ্য দিয়েছিলেন তিনি। পরিচারিকা অ্যাগনেসের উদ্বিগ্ন চেহারা মনে পড়াতে নিজেই বিরক্ত হলেন পোয়ারো।

সবসময় সেই একই কাহিনি। মানুষ তথ্য লুকিয়ে রাখে! অগুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য, কিন্তু সেগুলো জানা না থাকলে পরিষ্কারভাবে ভাবতে খুব অসুবিধা হয়। এই মুহূর্তে চিন্তা-ভাবনার রাস্তাটা মোটেই পরিষ্কার নয়। আর পরিষ্কার চিন্তার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে এই মিস সেইন্সবুরী সিলের কেসটা। পোয়ারো যা ভাবছেন তা যদি সত্যি হয়, তাহলে বাকি সব কিছুই মিথ্যে।

পোয়ারো নিজেকে বললেন, 'আমি কি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি?'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ছয়ঃ ইলেভেন, টুয়েলভ, দেন মাস্ট ডেলভ

ক

রাতে ভালো ঘুম হলো না পোয়ারোর। পরদিন সকালে খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে পড়লেন তিনি।

বাইরে সুন্দর আবহাওয়া। বাগানে ফুটেছে বিভিন্ন জাতের ফুল। দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়। পোয়ারো গোলাপবাগানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলেন। বাগানের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়েছিলেন বলিষ্ঠ গড়নের মিস হেলেন মন্ট্রেসর। বাগানের প্রধান মালীর সাথে স্কচ ভাষায় জোরে জোরে কথা বলছিলেন তিনি। পরনে তার টুইড কোট এবং স্কার্ট। মাথায় ছোট, কালো চুল। মালীকে দেখে মনে হলো না এসব কথা শুনতে তার ভালো লাগছে।

কথা শেষ করে চলে গেলেন মিস হেলেন। তাড়াতাড়ি একপাশে সরে গেলেন পোয়ারো। মিস হেলেন চলে যাওয়ার পর মালী আবার কোদাল দিয়ে মাটি কোপানো শুরু করল।

পোয়ারো মালীর কাছে গেলেন। গিয়ে বললেন, 'সুপ্রভাত।'

পোয়ারোর দিকে পিছন ফিরে খুব মনোযোগের সাথে কাজ করছিল মালী। মুখ না ফিরিয়েই সে বলল, 'সুপ্রভাত, স্যার।' কাজ বন্ধ হলো না।

পোয়ারো অবাক হলেন খানিকটা। তিনি তার বহুদিনের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন, কেউ কথা বলতে আসলে মালীরা সাধারণত কাজ বন্ধ করে গল্প জুড়ে দেয়। কিন্তু এর ক্ষেত্রে এই অস্বাভাবিক ব্যাপারের কারণ কী?

বেশ কিছুটা সময় কাজে ব্যস্ত থাকা মালীকে লক্ষ্য করলেন তিনি। মালীর গতিবিধি তার কাছে পরিচিত লাগছে। মনে হচ্ছে আগেও কোথাও দেখেছেন। আসলেই কি? নাকি মনের ভুল? বেশি চিন্তা করতে করতে সবকিছুকেই তিনি একটা নির্দিষ্ট ছকে ফেলার চেষ্টা করছেন?

পোয়ারো বেশ কিছুটা পিছিয়ে এলেন। পিছিয়ে এসে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে মালীর দিকে নজর রাখলেন।

পোয়ারো সরে যেতেই মালী মাটি কোপানো বন্ধ করে জামার হাতায় মুখ মুছল।

'ইন্টারেস্টিং, ভেরি ইন্টারেস্টিং।' বিড়বিড় করলেন পোয়ারো। তারপর লুকানো জায়গা থেকে সরে এসে কাপড়ে লেগে থাকা পাতা ঝেড়ে ফেললেন।

ইন্টারেস্টিংই বটে! কারণ সরকারের কর্মচারী ফ্রাঙ্ক কার্টার এখন অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্টের বাগানের মালী!

BanglaBook.org

দূর থেকে ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল। পোয়ারো বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

ফেরার পথে অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্টকে মিস মন্ট্রেসরের সাথে কথা বলতে দেখলেন। খাঁটি স্কটিশ উচ্চারণে কথা বলছিলেন মিস মন্ট্রেসর।

'তুমি অনেক দয়ালু, অ্যালিস্টেয়ার। কিন্তু এই সপ্তাহে তোমার আমেরিকান আত্মীয়রা যতক্ষণ তোমার সাথে আছে আমি আর কোন দাওয়াত গ্রহণ করতে চাই না।' মিস মন্ট্রেসরকে বলতে শুনলেন পোয়ারো।

মি. ব্লান্ট বললেন, 'জুলিয়া খুব সহজ সরল টাইপের মেয়ে, হেলেন। মনে যা আসে তাই বলে দেয়। কিন্তু...'

'সহজ সরল না, আমার মনে হয়েছে জুলিয়া একটা বেয়াদব।' মি. ব্লান্টের কথার মাঝে বাধা দিয়ে বললেন মিস মন্ট্রেসর। 'আর আমি কোন আমেরিকান মহিলার কাছ থেকে বেয়াদবি সহ্য করব না।' বলে চলে গেলেন মিস মন্ট্রেসর।

মিস মন্ট্রেসর চলে যাওয়ার পরে মি. ব্লান্টের দিকে এগিয়ে গেলেন পোয়ারো। হতাশ দেখাচ্ছিল মি. ব্লান্টকে-মহিলা আত্মীয়াদের নিয়ে কী করবেন তিনি যেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

'মহিলারা আসলেই খারাপ।' নিজের মনেই গজগজ করলেন মি. ব্লান্ট। 'সুপ্রভাত, মসিয়ে পোয়ারো। সুন্দর একটা দিন। কী বলেন?'

বাড়ির দিকে এগোতে লাগলেন তারা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মি. ব্লান্ট বললেন, 'আমি আমার স্ত্রীকে খুব মিস করি।'

ডাইনিংরুমে জুলিয়া অলিভেরার সাথে দেখা হলো তার। তিনি জুলিয়াকে বললেন, 'জুলিয়া, হেলেনের কথায় কষ্ট পেয়ে থাকলে আমি খুবই দুঃখিত।'

মিসেস অলিভেরা গম্ভীরভাবে বললেন, 'স্কটিশরা এরকমই। বেশি অনুভূতিপ্রবণ।'

মিসেস অলিভেরার কথা শুনে মুখ কালো হয়ে গেল মি. ব্লান্টের।

পরিস্থিতি সহজ করার জন্য পোয়ারো মি. ব্লান্টকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তরুণ একজন মালীকে দেখলাম। নতুন নিয়েছেন নাকি?'

'নিতে বাধ্য হয়েছি বলা যায়।' বললেন মি. ব্লান্ট। 'সপ্তাহ তিনেক আগে আমার তিন নাম্বার মালী বার্টন কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। ওর বদলে নতুন মালীটাকে কাজে নেয়া হয়।'

'কোত্থেকে এসেছে সে জানেন কি?'

'আসলে জানি না। ওকে ম্যাকঅলিস্টার নিয়োগ দিয়েছে। অন্য কয়েকজন তাকে একটা সুযোগ দিতে বলেছিল। আমি কিছুটা বিস্মিত হয়েছিলাম। কারণ ম্যাকঅলিস্টার আমাকে বলেছিল ওর কাজ নাকি একেবারেই ভালো না। এমনকী বরখাস্তই করতে চেয়েছিল এক পর্যায়ে!'

BanglaBook.org

'নাম কী ওর?'

'ডানিং অথবা সানবারী এই ধরনের কিছু একটা হবে।'

'মি. ব্লান্ট, আপত্তি না থাকলে একটা প্রশ্ন করব আপনাকে। বেতন হিসেবে কত দেন ওকে?'

'না, আপত্তি কিসের?' হেসে ফেললেন মি. ব্লান্ট। 'আসলে আমার নিজেরও পুরোপুরি মনে নেই। যতদূর মনে পড়ে, দুই পাউন্ড পনেরো শিলিং সম্ভবত।'

'এর চেয়ে বেশি না?'

'না এর চেয়ে বেশি তো অবশ্যই না। বরং এর চেয়ে কমও হতে পারে।'

'ব্যাপারটা এখন খুবই ইন্টারেস্টিং হয়ে দাঁড়াচ্ছে।' বললেন পোয়ারো।

প্রশ্নবোধকদৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন মি. ব্লান্ট। কিন্তু পোয়ারো কিছু বলার আগেই ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল জেন অলিভেরা। হাতে খবরের কাগজ।

'অ্যালিস্টেয়ার আঙ্কেল, সবাই দেখি আপনাকে খুন করার জন্য পাগল হয়ে গেছে।'

'সংসদের বিতর্কের খবরটা দেখে বলছ? সবাই না, আর্চারটন। তার ধারণা, তাকে দায়িত্ব দেয়া হলে সে দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করতে পারবে। আসলে তাকে দায়িত্ব দেয়া হলে ইংল্যান্ড এক সপ্তাহের মধ্যে দেউলিয়া হয়ে যাবে।'

জেন জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি কখনও নতুন কিছু করার চেষ্টা করেননি?'

'না। যদি না সেটা পুরানো কোন জিনিসকে উন্নত করে নতুন করা হয়।'

'কিন্তু আঙ্কেল, করা উচিত নয় কি? মানে আপনি যদি চেষ্টাই না করেন, তাহলে নতুন কিছু হবে কীভাবে?'

'পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনেক সময় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।'

'হ্যাঁ, সেটা ঠিক। কিন্তু দেশে এত সমস্যা! সেগুলো সমাধানের জন্য তো উদ্যোগ নেয়া উচিত, তাই না?'

'এসব থাকবেই, জেন। এসব নিয়েই আমাদেরকে চলতে হবে।'

জেন রাগত গলায় বলল, 'আসলে আমাদের একটা নতুন পৃথিবী এবং নতুন একটা স্বর্গের প্রয়োজন। আর তার জন্য কোন কাজ না করে আপনি চুপচাপ বসে আছেন।' বলে উঠে গেল সে।

জেন বেরিয়ে যাওয়ার পরে অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসলেন মি. ব্লান্ট। বললেন, 'জেনের মধ্যে ইদানীং অনেক পরিবর্তন এসেছে। এসব চিন্তা-ভাবনা ওর মাথায় এলো কীভাবে?'

'জেনের কথায় কান দিও না।' বললেন মিসেস অলিভেরা। 'জেন খুবই বোকা একটা মেয়ে। তরুণী মেয়েরা কেমন হয় জানো তো! সুদর্শন কোন যুবক তাদেরকে কিছু বললে সেটাকেই তারা বেদবাক্য হিসেবে ধরে নেয়।'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, সেটা জানি। কিন্তু জেনকে আমার কখনও এমন মনে হয়নি।'

'অন্যদের থেকে আলাদা হওয়াটা এখন একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এসব খবর তো এখন ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে।'

'হ্যাঁ।' একমত হলেন মি. ব্লান্ট। 'খবর আসলেই বাতাসে ভাসছে।' চিন্তিত গলায় বললেন তিনি।

মিসেস অলিভেরা উঠতেই পোয়ারো উঠে তার জন্য দরজা খুলে দিলেন। পোয়ারোর দিকে ভ্রূকুটি করে বেরিয়ে গেলেন মিসেস অলিভেরা।

অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট হঠাৎই বললেন, 'এসব একটুও ভালো লাগছে না আমার। সবাই এ ব্যাপারে কথা বলছে। নতুন পৃথিবী, নতুন স্বর্গ! মানে কী এসবের?'

'এসবের আসলে কোন মানে নেই। সবটাই হচ্ছে তরুণ-তরুণীদের হুজুগ।'

মি. ব্লান্ট হাসলেন। বললেন, 'পুরানো দিনের লোকেদের মধ্যে একমাত্র আমিই আছি।'

'সেই আপনাকে যদি সরিয়ে দেয়া হয় তাহলে কী হবে?'

মুখের হাসি মিলিয়ে গেল অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্টের। 'মসিয়ে পোয়ারো, আমি জানি অনেকেই আমাকে সরিয়ে দিতে চায়। তাতে দেশে অস্থিতিশীল অবস্থার সূত্রপাত হবে। বুঝতেই পারছেন ইংল্যান্ডের অবস্থা তখন...'

কথা শেষ করলেন না মি. ব্লান্ট। মাথা ঝাঁকালেন পোয়ারো। ব্যাঙ্কারের সাথে তিনি একমত।

মি. ব্লান্টের প্রতি সহানুভূতি অনুভব করলেন তিনি এবং বুঝতে পারলেন অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্টকে কেন বেঁচে থাকতে হবে। মি. বার্নস তাকে বলেছিলেন ঠিকই কিন্তু তিনি অতটা আমলে নেননি।

কেন যেন খুব ভয় হতে লাগল এরকুল পোয়ারোর।

খ

কিছুক্ষণ পরে মি. ব্লান্ট পোয়ারোকে বললেন, 'চিঠিপত্রের কাজ শেষ করে ফেলেছি, মসিয়ে পোয়ারো। আসুন, এবার আমার বাগানটা আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাই।'

বাইরে বেরিয়ে এলেন তারা দুজন। বাগানের এক কোণে লাগানো আছে দুষ্প্রাপ্য কিছু অ্যালপাইন গাছ। সেদিকে নির্দেশ করে মি. ব্লান্ট তার শখ সম্পর্কে বকবক করতে লাগলেন।

ঘুরে ঘুরে বাগান দেখাতে লাগলেন তিনি। মৌমাছির গুঞ্জন-ধ্বনি ভেসে আসছে। থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে পাতা ছাঁটার একঘেয়ে কচকচ আওয়াজ।

BanglaBook.org

একদম শান্ত পরিবেশ।

বাগানের শেষপ্রান্তে গিয়ে পিছনে ফিরে তাকালেন মি. ব্লান্ট। পাতা ছাঁটার শব্দ আরও জোরালভাবে শোনা যাচ্ছে এখান থেকে।

'এখান থেকে বাগানটা দেখুন, মসিয়ে পোয়ারো। বছরের এই সময়ে...'

ঠাশ! শব্দে সকালের নিস্তব্ধতা খানখান হয়ে গেল। রাগত গলা শোনা গেল কারও। হতভম্ব হয়ে যেদিক থেকে শব্দ এসেছে সেদিকে তাকালেন মি. ব্লান্ট। সরু ধোঁয়া উঠতে দেখা গেল বাগানের মাঝখান থেকে।

দুজন মানুষের চিৎকার আর ধ্বস্তাধস্তির শব্দ শোনা গেল। আমেরিকান উচ্চারণে চিৎকার করে একজন বলে উঠল, 'এবার তোকে পেয়েছি হারামজাদা। অস্ত্র ফেলে দে।'

মারামারি করতে করতে দুজন লোক বের হয়ে এলো গাছপালার মধ্য থেকে। সকালের মালীর কলার ধরে আছে তার থেকে খানিকটা লম্বা এক লোক।

পোয়ারো গলা শুনেই আন্দাজ করেছিলেন। দেখার পরে আর কোন সন্দেহ থাকল না তার।

আমেরিকান লোকটি হাওয়ার্ড রেইকস।

'ছেড়ে দাও আমাকে।' বলল ফ্রাঙ্ক। 'কিছু করিনি আমি। আমি বলছি, আমি কিছু করিনি।'

'আচ্ছা আচ্ছা!' ব্যঙ্গাত্মক গলায় বলল হাওয়ার্ড। 'তো হাতে অস্ত্র নিয়ে পাখি শিকার করছিলি বোধহয়?' বলতে বলতে তার চোখ পড়ল পোয়ারো এবং ব্লান্টের দিকে।

'মি. ব্লান্ট। আপনার দিকে গুলি ছোঁড়ার সময় এই লোকটাকে হাতেনাতে ধরেছি আমি।'

ফ্রাঙ্ক আর্তনাদ করে উঠল রীতিমতো। 'না, আমি ছুঁড়িনি। আমি ঝোপটা কাঁচি দিয়ে ছেঁটে দিচ্ছিলাম, এই সময় গুলির শব্দ শুনতে পাই। তখনই দেখি আমার পায়ের কাছে পড়ে আছে পিস্তলটা। ওইসময় যেটা স্বাভাবিক হতো, আমি সেটাই করেছি। পিস্তলটা আমি হাতে তুলে নিই। তখনই এই ব্যাটা আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে।'

হাওয়ার্ড হিংস্র গলায় বলল, 'পিস্তল তোর হাতে ছিল আর তুই-ই গুলি ছুঁড়েছিস।' বলে পিস্তলটা পোয়ারোর কাছে দিয়ে দিল।

'দেখা যাক, এই হারামজাদার আর কী বলার আছে। কপাল ভালো যে আপনি সাথে আছেন।' পোয়ারোকে উদ্দেশ্য করে বলল সে। 'পিস্তলটা একটু দেখুন। আরও বুলেট থাকার কথা ভিতরে।'

পোয়ারো বিড়বিড় করলেন, 'হুঁ।'

BanglaBook.org

রাগে গনগন করছিল মি. ব্লান্টের মুখ। রাগত গলায় বললেন, 'সানিং? নাকি ডানবুরী? তোমার আসল নাম কী?'

ডানিং আর সানবুরীকে উল্টোপাল্টা করে ফেলেছেন মি. ব্লান্ট, বুঝতে পারলেন পোয়ারো। তিনি বললেন, 'এই লোকটির নাম ফ্রাঙ্ক কার্টার।'

ফ্রাঙ্ক পোয়ারোর দিকে তাকাল। 'আপনি আমাকে ফাঁসাতে চাইছেন।' অভিযোগের সুরে বলল সে। 'আমি আপনাকে বলছি, আমি মি. ব্লান্টকে গুলি করিনি। এই লোকটা মিথ্যা কথা বলছে।' রেইকসকে দেখিয়ে বলল সে।

পোয়ারো শান্ত গলায় বললেন, 'আপনি যদি না করে থাকেন, তাহলে কে করেছে?' একটু থেমে তিনি বললেন, 'এখানে আমরা ছাড়া, কিন্তু আর কেউ ছিলাম না।'

গ

দৌড়াতে দৌড়াতে এলো জেন অলিভেরা। ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে আছে চোখ দুটো। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'হাওয়ার্ড?'

হাওয়ার্ড রেইকস সহজ গলায় বলল, 'হ্যালো, জেন। তোমার আঙ্কেলের জীবন বাঁচিয়েছি একটু আগে।'

'তুমি!' বিস্মিত গলায় বলল জেন।

'আপনি এসে পড়ায় খুব ভালো হয়েছে, মি....' দ্বিধান্বিত দেখাল মি. ব্লান্টকে।

'ও হাওয়ার্ড রেইকস, আঙ্কেল। আমার একজন বন্ধু।'

মুচকি হাসলেন মি. ব্লান্ট। বললেন, 'ও, আপনিই তাহলে জেনের সেই বিশেষ বন্ধু। ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।'

এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির হলেন মিসেস অলিভেরা। হাঁপানোর সময় যে নিঃশ্বাস ফেলছেন তাতে বাষ্প-ইঞ্জিনের মতো শব্দ হচ্ছে।

'একটু আগে গুলির শব্দ শুনলাম। অ্যালিস্টেয়ারকে কি কেউ...' হাওয়ার্ড রেইকসের দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেলেন তিনি। 'তুমি? তোমার এখানে আসার সাহস হলো কী করে?'

জেন ঠান্ডা গলায় বলল, 'মা, হাওয়ার্ড মাত্র অ্যালিস্টেয়ার আঙ্কেলের জীবন রক্ষা করেছে।'

'কী?'

'এই লোকটা আঙ্কেলকে গুলি করার চেষ্টা করেছিল।' ফ্রাঙ্ককে দেখিয়ে বলল জেন। 'কিন্তু হাওয়ার্ড লোকটার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে কাবু করে পিস্তলটা কেড়ে নেয়।'

BanglaBook.org

ফ্রাঙ্ক হিংস্র গলায় বলল, 'মিথ্যেবাদী। আপনারা সবাই মিথ্যে কথা বলছেন।'

মেয়ের কথা শুনে মিসেস অলিভেরার চোয়াল ঝুলে পড়ল। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই সামলে নিলেন নিজেকে। মি. ব্লান্টের দিকে ফিরে বললেন, 'অ্যালিস্টেয়ার, কী ভয়ঙ্কর! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তুমি ঠিক আছ। খুব ভয় পেয়েছিলাম আমি। গা কাঁপছে এখনও। তোমাকে কি একটু ব্র্যান্ডি দেব?'

'হ্যাঁ।' তাড়াতাড়ি বললেন মি. ব্লান্ট। 'চলো, বাড়িতে যাওয়া যাক।'

মিসেস অলিভেরা মি. ব্লান্টের হাত এত জোরে চেপে ধরলেন যে রীতিমতো ব্যথা করতে লাগল তার।

মি. ব্লান্ট পিছনে ঘুরে হাওয়ার্ড রেইকস এবং এরকুল পোয়ারোর দিকে তাকালেন।

'লোকটাকে নিয়ে আসতে পারেন কি? পুলিশে ফোন দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেব ওকে।'

ফ্রাঙ্ক কার্টারের মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেল। খাবি খেতে শুরু করল সে, হাঁটু কাঁপতে লাগল তার।

হাওয়ার্ড একটা ধাক্কা দিয়ে ফ্রাঙ্ককে বলল, 'সামনে আগা।'

ফ্রাঙ্ক বিড়বিড় করতে লাগল, 'মিথ্যে। সব মিথ্যে। সব সাজানো ঘটনা।'

হাওয়ার্ড রেইকস পোয়ারোর দিকে তাকাল।

'মসিয়ে পোয়ারো, আপনার মতো একজন দুঁদে গোয়েন্দার চোখের সামনে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, অথচ আপনি কিছুই করলেন না! কেন বলুন তো? মি. ব্লান্টকে বাঁচাতে আপনার উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল।'

'চেষ্টা যে আমি করিনি তা কিন্তু নয়, মি. রেইকস।'

'আমি মনে করি, আরও বেশি কিছু করা উচিত ছিল আপনার। আজ মি. ব্লান্টের কিছু হয়ে গেলে তো চাকরিটা হারাতেন। মি. ব্লান্ট যে এখনও বেঁচে আছেন, সেটা সম্পূর্ণ আমার কৃতিত্ব। আপনার কোন কৃতিত্ব নেই এখানে।'

'দ্বিতীয়বারের মতো মি. ব্লান্টকে বাঁচালেন আপনি। মনে হচ্ছে, এ ধরনের কাজে আপনি বেশ পারদর্শী।' কিছুটা ব্যঙ্গের সুরে বললেন পোয়ারো।

'মানে?'

'মাত্র গতকালই আপনি একজন লোককে ধরেছিলেন এই ভেবে যে সে প্রধানমন্ত্রী এবং মি. ব্লান্টকে উদ্দেশ্য করে গুলি করেছে।'

'আ..হ্যাঁ। এই ধরনের কাজে পারদর্শী আমি।' খোঁচাটা গায়ে মাখল না রেইকস।

'কিন্তু একটা পার্থক্য আছে।' বললেন পোয়ারো। 'গতকাল আপনি যাকে পাকড়াও করেছিলেন, সে গুলি করেনি। ভুল করেছিলেন আপনি।'

BanglaBook.org

'সে আজও ভুল করছে।' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ফ্রাঙ্ক।

'চুপ থাক।' ধমক দিল হাওয়ার্ড রেইকস।

পোয়ারো নিজের মনেই বিড়বিড় করলেন, 'কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে...'

ঘ

রাতের খাবারের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন পোয়ারো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাই বাঁধতে বাঁধতে প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে ভ্রূকুটি করলেন তিনি।

তিনি অসন্তুষ্ট। কিন্তু কেন যে অসন্তুষ্ট তা বুঝতে পারছেন না। কেস একদম পরিষ্কার। ফ্রাঙ্ক কার্টারকে হাতেনাতে পাকড়াও করা হয়েছে। সন্দেহের তো আর কোন অবকাশ নেই।

কিন্তু তারপরেও সন্দেহ হচ্ছে। ব্যাপারটা এমন নয় যে তিনি ফ্রাঙ্ক কার্টারকে খুব পছন্দ করেন অথবা বিশ্বাস করেন যে ফ্রাঙ্ক আসলে সত্যি কথাই বলছে। ফ্রাঙ্ক আপাদমস্তক একজন অসৎ মানুষ। মেয়েরা এই ধরনের মানুষের কথায় প্রলোভিত হয় এবং এরপরে এদের ধারণা হয় যে তারা যাই করুক না কেন কেউই তাদেরকে আর ছুঁতে পারবে না।

ফ্রাঙ্ক যে গল্পটা বলছে সেটাও যথেষ্ট দুর্বল। সেই একই গতানুগতিক গল্প। সিক্রেট সার্ভিস থেকে কাউকে মালীর চাকরি দেয়া হলো। তার কাজ হচ্ছে, অন্য মালীদের উপরে নজর রাখা, তাদের সমস্ত গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে রিপোর্ট করা। এই ধরনের গল্পের কোন ভিত্তি নেই আসলে, সহজেই নাকচ করে দেয়া যায়। অবশ্য ফ্রাঙ্ক কার্টারের পক্ষে এর চেয়ে ভালো আর কোন গল্প বানানো সম্ভবও নয়।

কার্টার সেই একই কথা বারবার বলে যাচ্ছে। সে গুলি করেনি, পিস্তলটা পায়ের কাছে পড়ে থাকতে দেখে তুলে নিয়েছে সে। এখন যে তাকে খুনি বলে সাব্যস্ত করা হচ্ছে তার পুরো ব্যাপারটাই নাকি সাজানো। তবে একটা ব্যাপার খুব বেশি কাকতালীয় হয়ে যাচ্ছে। গতকাল এবং আজ দুবার মি. অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্টকে উদ্দেশ্য করে গুলি ছোঁড়া হলো, সেই দুবারই অকুস্থলে উপস্থিত ছিল হাওয়ার্ড রেইকস। খুব বেশি কাকতালীয় হয়ে যাচ্ছে না ব্যাপারটা?

কাকতালীয় হচ্ছে বটে, কিন্তু এরকম হওয়াটা অসম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনে যে হাওয়ার্ড রেইকস গুলি ছোঁড়েনি এটা নিশ্চিত। আর এখানে সে এসেছে তার প্রেমিকা জেনের সাথে দেখা করার জন্য। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, হাওয়ার্ড রেইকসের গল্পে কোন ফাঁক নেই।

BanglaBook.org

আজকের ব্যাপারটা হাওয়ার্ড রেইকসের জন্য খুবই সৌভাগ্য বয়ে এনেছে। মি. ব্লান্টকে বাঁচানোর পরে স্বাভাবিকভাবেই মি. ব্লান্ট বাড়িতে ডেকেছেন তাকে। এত বড় উপকারের পর অন্তত পক্ষে একটু খাতির-যত্ন তো করতে হবেই। মিসেস অলিভেরার ব্যাপারটা পছন্দ না হলেও কিছু করার নেই। মেনে নিতেই হচ্ছে আপাতত।

সেদিন সন্ধ্যায় পোয়ারো মনোযোগ দিয়ে হাওয়ার্ড রেইকসকে লক্ষ্য করলেন। ছেলেটা রাজনৈতিক আলোচনার ধার দিয়েও গেল না সেদিন। বরং বনে-জঙ্গলে তার বিভিন্ন অভিযানের গল্প বলে আসর মাতিয়ে রাখল সে।

নেকড়ের খোলস ছেড়ে ভেড়ার ছদ্মবেশ ধারণ করেছে রেইকস। কিন্তু ভিতরে নেকড়ের মনোভাব বদলাতে পেরেছে কি সে? মনে মনে ভাবলেন পোয়ারো।

রাতে পোয়ারো যখন শোবার আয়োজন করছেন তখন তার ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। পোয়ারো বললেন, 'ভিতরে আসুন।' দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল হাওয়ার্ড রেইকস। পোয়ারোর অভিব্যক্তি দেখে সে হেসে ফেলল।

'অবাক হলেন আমাকে দেখে?' জিজ্ঞেস করল সে। 'আজ পুরো সন্ধ্যা আপনার উপরে নজর ছিল আমার। কিছু একটা নিয়ে চিন্তা করছিলেন আপনি।'

'যদি করেও থাকি তাতে আপনার কী?'

'আমার আসলে কিছুই না, কিন্তু তার পরেও চিন্তা লাগছে কেন যেন। আমার মনে হচ্ছে, আপনি হয়তো এমন কিছু নিয়ে চিন্তা করছেন যা মুখ ফুটে বলতে পারছেন না।'

'ধরুন সেরকমই কিছু। তো?'

'সেক্ষেত্রে আমার নির্দোষিতার ব্যাপারে কিছু বলার আছে। গতকালের কথা বলছি। পুরো ব্যাপারটাই ছিল সাজানো। প্রধানমন্ত্রীকে তার কার্যালয় থেকে বের হয়ে আসছিলেন, সেই সময়ে দেখলাম রামলাল তাকে গুলি করছে। রামলালকে চিনি আমি। ভালো ছেলে। একটু ছটফটে তবে ভারতের ভুলগুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। যাই হোক, বুলেট তো প্রধানমন্ত্রী আর মি. অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্টের মাইলখানেক দূর দিয়ে চলে গেল। তখনই আমি ভারতীয় ছেলেটাকে বাঁচানোর জন্য এই নাটকটা সাজানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। হাতের কাছে একজন সাধারণ লোককে দেখে তাকে ধরে চিৎকার করে বলে উঠলাম, পেয়েছি। আসলে আমি রামলালকে সময় দিচ্ছিলাম পালিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু দেহরক্ষীরা খুবই কাজের লোক। মুহূর্তের মধ্যে ধরে ফেলল রামলালকে। পুরো ব্যাপারটাই ছিল এরকম।'

পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন, 'আর আজ?'

BanglaBook.org

'আজকের ব্যাপারটা আলাদা। আজ কোন রামলাল ছিল না। ওখানে একমাত্র কার্টারই ছিল, ও-ই গুলিটা করেছে। আমি যখন ওর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ি তখনও ওর হাতে পিস্তলটা ধরা। যা বুঝলাম, সম্ভবত আরেকবার গুলি করতে যাচ্ছিল ও।'

'মি. ব্লান্টের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আপনাকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখা যাচ্ছে, মি. রেইকস!' মন্তব্য করলেন পোয়ারো।

হাসার চেষ্টা করল রেইকস। তবে হাসিটা ফুটল না।

'অস্বীকার করছি না, আমি যা বলেছি সেসব কথা মাথায় রাখলে আমি যা করছি তা অস্বাভাবিক। আমি এখনও মনে করি মানবতা এবং উন্নয়নের স্বার্থে মি. ব্লান্টকে গুলি করাই উচিত। তার সাথে ব্যক্তিগত কোন শত্রুতা নেই আমার। একজন নিপাট ভদ্রলোক তিনি। এরকম চিন্তা করার পরেও যখন দেখলাম কেউ তাকে গুলি করতে যাচ্ছে, নিজেকে আমি সামলে রাখতে পারলাম না। ঝাঁপিয়ে পড়লাম লোকটার উপরে। এ থেকেই বোঝা যায়, অযৌক্তিক কাজে মানুষের জুড়ি নেই।'

'কোন কিছু ভাবা আর সেটা করার মধ্যে অনেক পার্থক্য।' বললেন পোয়ারো।

'তা যা বলেছেন।' বলে উঠে দাঁড়াল রেইকস। 'আমার মনে হলো, ব্যাপারটা আপনার কাছে ব্যাখ্যা করা উচিত। তাই বললাম আপনাকে।'

দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল হাওয়ার্ড রেইকস।

ও

'হে ঈশ্বর, শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করো। রক্ষা করো খারাপ মানুষের কবল থেকে।' মৃদু, দৃঢ় গলায় একমনে প্রার্থনা করে যাচ্ছিলেন মিসেস অলিভেরা।

মিসেস অলিভেরার প্রার্থনার ধরন দেখে পোয়ারোর মনে হলো, মিসেস অলিভেরার মনে খারাপ মানুষের ছবি হিসেবে শুধু হাওয়ার্ড রেইকসের ছবিই আঁকা আছে!

এরকুল পোয়ারো সকালে মি. ব্লান্ট আর তার পরিবারের সাথে গ্রামের চার্চে এসেছেন।

হাওয়ার্ড রেইকস টিটকারি দিল, 'তো, মি. ব্লান্ট? সবসময়ই চার্চে যান আপনি?'

জবাবে বিড়বিড়করে মি. ব্লান্ট যেসব কথা বলতে লাগলেন তার সারমর্ম হলো, ঈশ্বর যেন এখনই তাকে তুলে না নেন। এই দেশের তাকে দরকার। মি.

BanglaBook.org

ব্লান্টের এসব কথা শুনে হাওয়ার্ড হতভম্ব হয়ে গেল। পুরো ব্যাপারটা দেখে মুচকি হাসলেন পোয়ারো।

মি. ব্লান্টকে বাঁচাতে এগিয়ে এলেন মিসেস অলিভেরা। তিনি মি. ব্লান্টের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

'দে হ্যাভ শার্পেন্ড দেয়ার টাঙ্গস...' প্রার্থনা চলতে লাগল। পোয়ারোও তাতে গলা মেলালেন।

'দ্য প্রাউড হ্যাভ লেইড আ স্নেয়ার ফর মি অ্যান্ড স্প্রেড আ নেট উইথ কর্ডস...'

পোয়ারো একদম স্তব্ধ হয়ে গেলেন। এইমাত্র কী বললেন পাদ্রী সাহেব?

'শক্ত রশির জাল দিয়ে ধূর্ততার সাথে ফাঁদ পাতা হয়েছে। এবং...'

নিশিতে পাওয়া মানুষের মত শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকলেন পোয়ারো। চার্চের সবাই বসে পড়ার পরও তিনি বসলেন না দেখে জেন তার হাত ধরে টান দিয়ে বলল, 'বসুন।'

পোয়ারো বসে পড়লেন। পাদ্রী বললেন, 'স্যামুয়েলের প্রথম বইয়ের পনেরো নাম্বার অধ্যায় থেকে পাঠ করছি।' বলে পড়া শুরু করলেন।

পাদ্রীর কোন কথাই কানে ঢুকছিল না পোয়ারোর। মি. মোর্লি খুনের কেসের সব কথা তার মনে পড়তে লাগল। জুতোর বাকল, দশ সাইজের মোজা, নষ্ট মুখমণ্ডল, বই-পড়ুয়া ভৃত্য ছেলে আলফ্রেড, অ্যাম্বেরিওটিসের কার্যকলাপ, মি. মোর্লির ভূমিকা সব একেবারে হুড়মুড় করে সামনে চলে এলো।

ইতিমধ্যে পাদ্রী সাহেব তার বক্তব্য শেষ করেছেন।

প্রথমবারের মতো, সঠিকভাবে পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন এরকুল পোয়ারো। সঠিক পথ দেখানোর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন তিনি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ক

'মি. রাইলি না?'

পিছন থেকে নিজের নাম শুনে ঘুরে তাকালেন মি. রাইলি। জাহাজের টিকিট কাউন্টারে ঠিক তার পিছনে ডিমের মতো আকৃতির মাথা এবং বড় গোঁফওয়ালা একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন।

'আমাকে সম্ভবত চিনতে পারছেন না আপনি। আমি...'

'আরে কী যে বলেন! আপনাকে চিনব না? আপনাকে কি সহজে ভোলা যায়?'

মি. রাইলি আবার ঘুরলেন। ঘুরে কাউন্টারের ওপাশে কেরানীর সাথে কথা বলতে লাগলেন।

'ছুটি কাটাতে দেশের বাইরে যাচ্ছেন নাকি?' পিছন থেকে জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো।

'দেশের বাইরে যাচ্ছি বটে তবে ছুটি কাটাতে নয়। আপনার কী অবস্থা বলুন, মসিয়ে পোয়ারো। দেশে যাচ্ছেন?'

'মাঝে মাঝে যাই আর কী।' বললেন পোয়ারো। 'মাঝে মাঝে বেলজিয়াম মানে নিজের দেশে গিয়ে ক'দিন কাটিয়ে আসি।'

'আমি অবশ্য এত কাছাকাছি কোথাও যাচ্ছি না। আমি যাচ্ছি আমেরিকা।' একটু বিরতি দিয়ে বললেন মি. রাইলি, 'আর ফিরব না সম্ভবত।'

'শুনে দুঃখিত হলাম, মি. রাইলি। আপনি কি কুইন শার্লট স্ট্রীটের প্র্যাকটিস ছেড়ে দিচ্ছেন?'

'আমি প্র্যাকটিস না, বরং প্র্যাকটিসই আমাকে ছেড়ে দিচ্ছে বললেই বোধহয় সঠিক বলা হবে।'

'তাই নাকি? দুঃখজনক ব্যাপার।'

'আমার জন্য খুব একটা দুঃখজনক না। দেনায় ডুবে গিয়েছিলাম আমি। সব দেনা শোধ করে এখন আমার ঝাড়া হাত-পা, সুখী মানুষ একজন।' বলে মলিন হাসলেন মি. রাইলি। বললেন, 'টাকার সমস্যার কারণে নিজেকে ঝামেলায় ফেলার কোন মানে দেখি না। এজন্যই সবকিছু ছেড়ে-ছুঁড়ে নতুনভাবে শুরু করতে চাইছি। আমার যোগ্যতা আছে, বুদ্ধি আছে। কিছু করে খেতে আমার সমস্যা হবে না।'

BanglaBook.org

পোয়ারো মৃদু গলায় বললেন, 'সেদিন আমি মিস মোর্লিকে দেখতে গিয়েছিলাম।'

'দেখা করে ভালো লেগেছে আপনার? আমি লিখে দিতে পারি, লাগেনি। হাঁড়িমুখী মহিলা। আমার তো মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, মদ পান-টান করে। আসলেই করে কিনা কে জানে।'

'মি. রাইলি, আপনার পার্টনার মি. মোর্লি সম্পর্কে তদন্তে যে রিপোর্ট বেরিয়েছে তার সাথে কি আপনি একমত?'

'না।'

'ইঞ্জেকশন দেয়ার সময় মি. মোর্লি ভুল করেননি বলে মনে করেন?'

'মসিয়ে পোয়ারো, মি. অ্যাম্বেরিওটিসের শরীরে যে পরিমাণ চেতনানাশক পাওয়া গেছে, সেই পরিমাণ চেতনানাশক হেনরি দিতে পারত মাত্র দুই অবস্থায়। যদি ও মাতাল থাকত অথবা যদি মি. অ্যাম্বেরিওটিসকে খুন করতে চাইত। আপনাকে জানিয়ে রাখি, হেনরিকে আমি কখনও মদ্যপান করতে দেখিনি।'

'তাহলে তো...'

'সেটাও বলছি না আমি।' পোয়ারোর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন মি. রাইলি। 'কারণ অভিযোগটা অনেক বড়। এবং সত্যি কথা বলতে, এটা আমি একেবারেই বিশ্বাস করি না।'

'কিন্তু একটা ব্যাখ্যা তো থাকবে।'

'ব্যাখ্যা আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু সেটা নিয়ে চিন্তা করিনি আমি।'

পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি শেষ কখন মি. মোর্লিকে জীবিত দেখেছেন?'

'দাঁড়ান, মনে করতে দিন আমাকে। কারণ ঘটনাটার পরে অনেকদিন পার হয়ে গেছে। শেষ দেখা হয়েছিল...' একটু চিন্তা করে বললেন মি. রাইলি, 'আগের দিন সন্ধ্যায়। সময়টা ছিল যতদূর মনে পড়ে পৌনে সাতটা।'

'তিনি যেদিন খুন হন, সেদিন তার সাথে আপনার দেখা হয়নি?'

মি. রাইলি না-বোধক মাথা নাড়লেন।

'আপনি নিশ্চিত?'

অনিশ্চয়তা দেখা দিল মি. রাইলির চোখে। 'আর তো মনে পড়ছে না আমার...'

'আপনার হয়তো মনে পড়ছে না কিন্তু ওইদিন সকাল এগারোটা পঁয়ত্রিশে মি. মোর্লির কাছে গিয়েছিলেন আপনি। তখন মি. মোর্লির চেম্বারে একজন রোগী ছিল।'

BanglaBook.org

'এবার মনে পড়েছে।' উজ্জ্বল হয়ে উঠল মি. রাইলির চেহারা। 'হ্যাঁ, আমি ওর চেম্বারে গিয়েছিলাম। কিছু যন্ত্রপাতির অর্ডার করেছিলাম, সেখান থেকে ফোন করেছিল আমাকে। তারই কিছু কারিগরি ব্যাপার বুঝে নিতে মিনিটখানেকের জন্য গিয়েছিলাম ওর চেম্বারে। হ্যাঁ, ওর চেম্বারে রোগী ছিল সেসময়।'

পোয়ারো মাথা ঝাঁকালেন। তারপর বললেন, 'আরেকটি প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই। আপনার রোগী হাওয়ার্ড রেইকস তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। রোগী না দেখে সেই আধ-ঘণ্টার ফুরসতে আপনি কী করছিলেন?'

'রোগী দেখার ফাঁকে সুযোগ পেলে যা করি। একটা ড্রিঙ্ক বানিয়ে খাচ্ছিলাম। আর আপনাকে তো বললাম, একটা ফোন আসে যন্ত্রপাতি সরবরাহকারীর অফিস থেকে। তারপরই আমি হেনরির চেম্বারে যাই।'

পোয়ারো বললেন, 'আরেকটা ব্যাপার। মি. বার্নস বেরিয়ে যাওয়ার পরে সাড়ে বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত আপনার কোন রোগী ছিল না। মি. বার্নস বেরিয়েছেন কখন?'

'আ...সাড়ে বারোটার ঠিক পরেই।'

'তখন আপনি কী করছিলেন?'

'ড্রিঙ্ক বানিয়ে খাচ্ছিলাম।'

'তখন কি আবার মি. মোর্লির সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন?'

হেসে ফেললেন মি. রাইলি। 'আপনি কি বলতে চাইছেন যে আমিই উপরে গিয়ে হেনরিকে খুন করেছি? মসিয়ে পোয়ারো, আমি কিন্তু অনেক আগেই আপনাকে বলেছি যে ওকে খুন করিনি আমি।'

পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন, 'মোর্লিদের পরিচারিকা অ্যাগনেস সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?'

'হাস্যকর প্রশ্ন করলেন আপনি, মসিয়ে পোয়ারো।'

'কিন্তু এর উত্তর জানতে ইচ্ছুক আমি।'

'বলছি। আসলে অ্যাগনেস সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। জর্জিনা ওর পরিচারিকাদেরকে খুব চোখে চোখে রাখে এবং রাখাটা উচিতও। এই অ্যাগনেস মেয়েটা আমার দিকে কখনওই চোখ তুলে তাকায়নি। মেয়েটার রুচি যে খুব ভালো তা বলা যাচ্ছে না!'

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে এই মেয়েটা কিছু জানে।' বলে পোয়ারো প্রশ্নবোধকদৃষ্টিতে মি. রাইলির দিকে তাকালেন।

'দয়া করে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। আমি কিছুই জানি না। আপনাকে কোন রকম সাহায্যও করতে পারব না।'

BanglaBook.org

পোয়ারোর দিকে একটা নড করে মুচকি হেসে টিকিট নিয়ে চলে গেলেন মি. রাইলি।

লোকটা চলে যাওয়ার পর কেরানী পোয়ারোকে টিকিটের কথা বললে পোয়ারো বললেন, তিনি যাবেন কিনা এখনও সে বিষয়ে মনস্থির করে উঠতে পারেননি।

খ

আরেকবার হ্যাম্পস্টেডে গেলেন পোয়ারো। তাকে দেখে বেশ বিস্মিত হলেন মিসেস অ্যাডামস।

জ্যাপের রেফারেন্সে গেলেও মিসেস অ্যাডামস পোয়ারোকে তেমন পাত্তা দিলেন না, গুরুত্বও দিলেন না তার কথায়। বাচাল টাইপের মহিলা। নিজের কথাই বকবক করতে লাগলেন পুরোটা সময়।

মহিলার কথার ফাঁকেই অল্প কথায় পুরো ব্যাপারটা বললেন পোয়ারো। ব্যাটারসি পার্কের ফ্ল্যাটে যে লাশটা পাওয়া গেছে তা প্রথমে মিস সিলের বলে মনে করা হলেও যে আসলে মিস সিলের নয় তা জেনে ব্যাপক স্বস্তি পেলেন মিসেস অ্যাডামস। তবে মিস সিলের ব্যাপারে নতুন কিছুই জানাতে পারলেন না তিনি।

'ওর এভাবে উধাও হয়ে যাওয়াটা আসলেই অস্বাভাবিক, মসিয়ে পোয়ারো। আমি নিশ্চিত, ওর স্মৃতিভ্রংশ টাইপের কিছু হয়েছিল।'

পোয়ারো বললেন যে হতে পারে। তিনি নিজেই এরকম কয়েকটা ঘটনার কথা জানেন।

'আমার এক পরিচিতের এরকমটা হয়েছিল। সবসময় খুব দুশ্চিন্তা করত সে। পরবর্তীতে স্মৃতিভ্রংশ রোগে আক্রান্ত হয়।'

মিসেস অ্যাডামস মিস সেইন্সবারী সিলকে কখনও মিসেস অ্যালবার্ট চ্যাপম্যান সম্পর্কে কথা বলতে শুনেছেন কিনা তা জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো।

মিসেস অ্যাডামসের কাছে এরকম কোন কথা বলেননি মিস সিল। তবে এটাও ঠিক মিস সিলের যাদের সাথে পরিচয় ছিল তাদের সবার কথা নিশ্চয়ই মিসেস অ্যাডামসকে বলেননি তিনি। এই মিসেস চ্যাপম্যান আসলে কে? কেন তাকে খুন করা হলো? পুলিশ কী ভাবছে এ বিষয়ে? এসব প্রশ্নে পোয়ারোকে জর্জরিত করে ফেললেন মিসেস অ্যাডামস।

'এই খুনের রহস্য এখনও ভেদ করা যায়নি, ম্যাডাম।' মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন পোয়ারো। তারপর মিস সিলকে মি. মোর্লির কাছে যাওয়ার জন্য মিসেস অ্যাডামসই বলেছিলেন কিনা জানতে চাইলেন।

BanglaBook.org

মিসেস অ্যাডামস না-বোধক উত্তর দিলেন। তিনি নিজে হার্লে স্ট্রীটের জনৈক মি. ফ্রেঞ্চকে দাঁত দেখান এবং ম্যাবেল তার কাছে পরামর্শ চাইলে তিনি মি. ফ্রেঞ্চের কাছে যাওয়ারই পরামর্শ দিতেন।

তাহলে হয়তো মিসেস চ্যাপম্যান মিস সিলকে মি. মোর্লির কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ভাবলেন পোয়ারো। মিসেস অ্যাডামসকে সেটা বললেন তিনি। মিসেস অ্যাডামস জানালেন যে, হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে তো দন্ত-চিকিৎসকের ওখানে রেকর্ড থাকার কথা।

এই প্রশ্ন ইতিমধ্যেই পোয়ারো মিস নেভিলকে করেছেন। মিস নেভিল বলেছেন, মিসেস চ্যাপম্যানকে তার মনে আছে কিন্তু তিনি মিস সেইন্সবারী সিল নামে কারও ব্যাপারে সুপারিশ করেছিলেন বলে তার মনে পড়ছে না। সুপারিশ করলে নিশ্চয়ই মনে পড়ত। কারণ মিস সিলের নামটা অন্যরকম। এরকম নাম ভোলার কথা নয়।

পোয়ারো কথা চালিয়ে গেলেন মিসেস অ্যাডামসের সাথে। 'মিস সিলের সাথে আপনার প্রথম পরিচয় তো ভারতে হয়েছিল?' জানতে চাইলেন তিনি।

মিসেস অ্যাডামস মাথা ঝাঁকালেন।

'মিস সিলের সাথে সেখানে মি. অথবা মিসেস অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্টের দেখা হয়েছিল কিনা জানেন কি?'

'সেই বিখ্যাত ব্যাঙ্কারের কথা বলছেন? মি. এবং মিসেস ব্লান্ট বছর কয়েক আগে ভারতে ছিলেন ঠিক, কিন্তু ম্যাবেলের সাথে তাদের দেখা হয়েছে বলে মনে হয় না। দেখা হলে ম্যাবেল নিশ্চয়ই সে কথা বলত আমাকে।'

একটু মলিন হেসে মিসেস অ্যাডামস বললেন, 'আমরা সবাই গুরুত্বপূর্ণ কোন মানুষের সাথে দেখা হলে সেটা ফলাও করে প্রচার করতে পছন্দ করি। ভিতরে ভিতরে আমরা সবাই-ই উন্নাসিক লোক।'

'মিস সিল কখনও ব্লান্টদের কথা বলেননি? বিশেষ করে মিসেস ব্লান্টের কথা?'

'না, কখনওই বলেনি ও।'

'তিনি মিসেস ব্লান্টের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী হলে তো আপনি নিশ্চয় জানতেন?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই জানতাম। তবে ও এরকম কাউকে চিনত বলে আমার মনে হয় না। ম্যাবেলের বন্ধুরা খুব সাধারণ মানুষ। আমার মতো আর কী।'

মিসেস অ্যাডামস কথাবার্তা চালিয়ে গেলেন মিস সিল সম্পর্কে। তিনি এমনভাবে কথা বলছিলেন যেন তার বান্ধবী মারা গেছেন সম্প্রতি। বান্ধবীর সব ভালো কাজ, তার দয়ালু মনোভাব, মিশনের জন্য তার অক্লান্ত পরিশ্রম, আগ্রহ, ব্যগ্রতা সবকিছুর স্মৃতিচারণ করে কথা বলছিলেন তিনি।

BanglaBook.org

এরকুল পোয়ারো শুনে যাচ্ছিলেন শুধু। জ্যাপ যা বলেছিল সেটাই সত্যি দেখা যাচ্ছে। একজন সত্যিকারের মানুষ ছিলেন এই ম্যাবেল সেইন্সবারী সিল। কলকাতাতে ছিলেন, আবৃত্তির স্কুল চালাতেন এবং সেখানকার স্থানীয় মানুষজনের সাথে কাজ করেছেন। একজন সম্মানিত ভদ্রমহিলা ছিলেন তিনি। একটু বোকা ছিলেন হয়তো, কিন্তু তার অন্তরটা ছিল খাঁটি সোনার।

মিসেস অ্যাডামস বলেই চললেন, 'সব কিছু নিয়েই খুব উদগ্রীব ছিল ও। লোকজন উদাসীন হয়ে যাচ্ছিল। তাদের কাছ থেকে যথেষ্ট চাঁদা পাওয়া যাচ্ছিল না। জীবনযাত্রার ব্যয় এবং আয়করের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছিল প্রতি বছর। ও একবার আমাকে বলেছিল, 'অ্যালিস, কেউ যখন জানে টাকা দিয়ে আসলে কী কী করা যায়, কী দারুণ সব জিনিস পাওয়া যায়, সেই টাকার জন্য আমার কোন অপরাধ করে ফেলতে ইচ্ছে করে।' কতটা কষ্ট থেকে ও একথা বলেছিল, অনুমান করতে পারেন, মসিয়ে পোয়ারো?'

'মিস সিল একথা বলেছিলেন?' চিন্তিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো।

মিসেস অ্যাডামস জানালেন মাস তিনেক আগে মিস সিল এ কথা বলেছিলেন।

মিসেস অ্যাডামসকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলেন পোয়ারো। চিন্তায় মগ্ন। মনে মনে ম্যাবেল সেইন্সবারী সিলের চরিত্রটা আঁকার চেষ্টা করলেন তিনি।

একজন ভদ্রমহিলা। একজন দয়ালু এবং সম্মানীয় ভদ্রমহিলা। মি. বার্নসের মতে, এই ধরনের মানুষের রূপে একজন দাগী অপরাধী লুকিয়ে থাকতে পারে।

তিনি মি. অ্যাম্বেরিওটিসের সাথে একই জাহাজে ভারত থেকে ফিরেছেন। তাহলে স্যাভয় হোটেলে তারা যে একসাথে দুপুরের খাবার খেয়েছেন সেটা ধরে নেয়া যায়।

মিস সিল দাবি করছেন যে তার সাথে মি. অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্টের পরিচয় ছিল এবং মি. ব্লান্টের স্ত্রীর সাথে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল।

তিনি পুলিশের সাথে সাক্ষাৎকারের পরে হুট করেই গ্লেনগোরী কোর্ট হোটেল ছেড়ে চলে যান।

তিনি কিং লিওপোল্ড ম্যানশনে গেছেন দুবার। যেখানে তার পোশাক এবং হ্যান্ডব্যাগ দেখে ভুলে অন্য এক মহিলার লাশকে মিস সিলের লাশ বলে চিহ্নিত করা হয়।

এ সব তথ্য এক করে পোয়ারোকে এমন একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে, যা এখন পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সব ঘটনা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

আসলেই পারবেন তো?

পোয়ারো ভাবলেন, নিশ্চয় পারবেন।

BanglaBook.org

গ

বাড়ির দিকে যেতে যেতে এসব চিন্তায় মগ্ন ছিলেন পোয়ারো, রিজেন্ট পার্কের কাছে এসে তার ধ্যান ভাঙল। পার্কে একটু হেঁটে তারপর ট্যাক্সি নেয়ার কথা ভাবলেন তিনি।

গ্রীষ্মের সুন্দর একটা দিন। প্রচুর মানুষ ঘুরতে এসেছে পার্কে। বাচ্চারা আর তাদের দায়িত্বে থাকা পরিচারিকারা যেমন এসেছে, তেমন এসেছে অনেক প্রেমিক-প্রেমিকাও। সবাইকেই লক্ষ করলেন পোয়ারো। বাচ্চারা পানিতে নৌকা ভাসাচ্ছে, তাদের সাথে খেলছে কুকুরের দল। পরিচারিকারা প্রেমিকদের সাথে গাছের ছায়ায় বসে আছে। প্রায় সব গাছের নিচেই একটি করে যুগলকে বসে থাকতে দেখলেন পোয়ারো। সবার এত আনন্দ দেখে তারও আনন্দ লাগল খুব।

দেখতে দেখতে হঠাৎ দুজনকে মানুষকে পরিচিত বলে মনে হলো তার।

মিস অলিভেরা হাওয়ার্ড রেইকসের সাথে দেখা করতে রিজেন্ট পার্কে এসেছে?

একটু দ্বিধা করে এগিয়ে গেলেন তিনি। মাথা থেকে হ্যাটটা নামিয়ে বললেন, 'শুভ অপরাহ্ণ, মাদমোয়াজেল।'

পোয়ারোকে দেখে জেন অলিভেরা বিরক্ত হয়েছে বলে মনে হলো না। তবে হাওয়ার্ড রেইকস অত্যন্ত বিরক্ত হলো। 'আবার আপনি!' কণ্ঠে সবটুকু বিরক্তি ঢেলে বলল সে।

'শুভ অপরাহ্ণ, মসিয়ে পোয়ারো।' বলল জেন। 'আপনি সবসময় এরকম অনাহুতের মতো হাজির হয়ে যান কেন, বলুন তো?'

রেইকস ফস করে বলল, 'কাবাব মে হাড্ডির মতো।'

পোয়ারো শান্ত গলায় বললেন, 'আশা করি, আপনাদেরকে বিরক্ত করছি না?'

জেন অলিভেরা বলল, 'একদমই না।'

রেইকস কিছু বলল না।

পোয়ারো বললেন, 'এই জায়গাটা খুব সুন্দর।"

'ছিল।' আবার মুখ খুলল রেইকস।

জেন বলল, 'চুপ করো, হাওয়ার্ড। ভদ্রতা শেখা উচিত তোমার!'

রেইকস ঘোঁত ঘোঁত করে বলল, 'ভদ্রতা শিখে কী হবে?'

'ভদ্রতা, বিনয় এগুলো তোমাকে সাহায্যই করবে।' জেন বলল, 'আমি নিজেও যে খুব ভদ্র বা বিনয়ী তা নয়, কিন্তু আমার জন্য এটা খুব একটা বড় সমস্যা না। কারণ আমার টাকা আছে, আমি দেখতে সুন্দরী, আমার প্রভাবশালী

BanglaBook.org

বন্ধুর সংখ্যা অনেক আর শরীরে কোন ত্রুটিও নেই। ভদ্রতা ছাড়াও চলতে পারব আমি।'

রেইকস বলল, 'জেন, এসব কথা শুনতে ভালো লাগছে না আমার। আমি যাচ্ছি।' উঠে দাঁড়িয়ে পোয়ারোর উদ্দেশ্যে ছোট একটা নড করে চলে গেল। তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকল জেন।

পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'সেই প্রবাদটা আসলে সত্যি, মাদমোয়াজেল। প্রেমের সময় দুইজনে সাথী, তিনজনে কেউ নয়!'

জেন বলল, 'প্রেম! শব্দ বটে একটা!'

'হ্যাঁ, মাদমোয়াজেল। কিন্তু সঠিক শব্দ তো এটাই, তাইনা? একজন তরুণ যখন একজন তরুণীর প্রতি আগ্রহী হয় এবং বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তখন তো তাদেরকে প্রেমিক যুগলই বলা হয়।' বলে গুনগুন করে উঠলেন পোয়ারো। বললেন, 'থারটিন, ফোরটিন, মেইডস আর কোর্টিং (প্রেম করা)। দেখুন, আশেপাশে সবাই তাই করছে।'

জেন হঠাৎ পোয়ারোর দিকে ঘুরে বলল, 'আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি, মসিয়ে পোয়ারো। আমি ভেবেছিলাম, হাওয়ার্ডের উপরে গোয়েন্দাগিরি করার জন্য আপনি এক্সশ্যামে গিয়েছিলেন। কিন্তু অ্যালিস্টেয়ার আঙ্কেল আমাকে বলেছেন যে তিনিই আপনাকে ডেকেছিলেন, ওই নিখোঁজ মহিলা সেইন্সবারী সিলের ব্যাপারে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন তিনি।'

'সেদিনের জন্য আমি খুবই দুঃখিত। আসলে আমার বারবার মনে হচ্ছিল যে আপনি আমার আর হাওয়ার্ডের উপরে গোয়েন্দাগিরি করছেন।'

'সেটা সত্যি হলেও কিন্তু খারাপ হতো না, মাদমোয়াজেল। মি. রেইকস কীভাবে হামলাকারীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আপনার আঙ্কেলের জীবন বাঁচিয়েছেন তার একমাত্র সাক্ষী আমি।'

কিছুক্ষণ পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে থাকল জেন। 'আপনি কি মজা করছেন আমার সাথে?'

পোয়ারো গম্ভীরভাবে বললেন, 'এই মুহূর্তে আমি অত্যন্ত সিরিয়াস, মিস অলিভেরা।'

'আপনি আমার দিকে এরকম দুঃখিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন কেন?' কেমন যেন ভাঙা শোনাল জেনের গলা।

'কারণ খুব শীঘ্রই আমাকে এমন একটা কাজ করতে হবে যাতে দুঃখ পাবেন আপনি।'

'তাহলে সেটা করার দরকার নেই।'

BanglaBook.org

'দুঃখিত মাদমোয়াজেল, করতে আমাকে হবেই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জেন বলল, 'ওই মহিলাকে খুঁজে পেয়েছেন?'

পোয়ারো বললেন, 'এটুকু বলতে পারি, তিনি কোথায় আছেন তা আমি জানি।'

'তিনি কি মারা গেছেন?'

'সেটা আমি বলিনি।'

'তাহলে বেঁচে আছেন নিশ্চয়?'

'সেটাও বলছি না আমি।'

বিরক্ত হলো জেন। 'কোন একটা অবস্থায় তো তাকে থাকতে হবে, নাকি?' বিরক্ত গলায় বলল সে।

'বিষয়টা এত সরল নয় আসলে, মাদমোয়াজেল।'

'আমার মনে হয়, বিষয়গুলো আপনিই জটিল করে তুলতে পছন্দ করেন।'

'আমার সম্পর্কে এমনই বলা হয় অবশ্য।' মেনে নেয়ার ভঙ্গিতে বললেন পোয়ারো।

জেন কেঁপে উঠল হঠাৎ। বলল, 'আজকে রৌদ্রজ্জ্বল সুন্দর একটা দিন কিন্তু আমার কেন যেন ঠান্ডা লাগছে...'

'আপনার ফিরে যাওয়া উচিত, মাদমোয়াজেল।'

জেন উঠে দাঁড়াল, দ্বিধায় ভুগল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'হাওয়ার্ড চায়, আমি কাউকে না জানিয়ে ওকে খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে করি। ওর ধারণা, আমি নাকি মানসিকভাবে দুর্বল; এভাবে ছাড়া বিয়ে করতে পারব না।' কথা থামিয়ে পোয়ারোর হাত শক্ত করে চেপে ধরল সে। 'আমি কী করব, মসিয়ে পোয়ারো?'

'আপনি আমার উপদেশ কেন চাইছেন, মাদমোয়াজেল? আপনার আরও অনেক কাছের মানুষ রয়েছেন যেখানে।'

'কাছের মানুষ?' মলিন হাসি দেখা গেল জেনের মুখে। 'মা'য়ের কথা বলছেন? শোনামাত্র চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলবে। অ্যালিস্টেয়ার আঙ্কেল? সতর্ক আর বিরক্তিকর একজন মানুষ। 'অনেক সময় আছে, জেন। তোমার পছন্দের ছেলেটা একটু অন্যরকম। আগে নিশ্চিত হওয়া জরুরী। তাড়াহুড়োয় কাজ করা ঠিক নয়...'

পোয়ারো বললেন, 'আর আপনার বন্ধুরা?'

'আমার আর কোন বন্ধু নেই। কিছু মানুষ আছে যাদের সাথে আমি মদ্যপান করি, নাচি, অর্থহীন আলাপ করি কিন্তু তারা কেউই আমার বন্ধু না। হাওয়ার্ডই একমাত্র মানুষ যার সান্নিধ্য আমি পেয়েছি।'

'তাহলে আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন, মিস অলিভেরা?'

BanglaBook.org

'কারণ আপনার চেহারায় অদ্ভুত একটা ভাব খেলা করছে। মনে হচ্ছে, কোন একটা ব্যাপারে আপনি দুঃখিত, মানে এমন কোন ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে...' থেমে গেল জেন। 'কী ঘটতে যাচ্ছে, মসিয়ে পোয়ারো?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন এরকুল পোয়ারো। বলবেন না তিনি।

ঘ

পোয়ারো বাসায় ফিরে দেখলেন জ্যাপ এসেছেন।

পোয়ারো ঘরে ঢুকতেই ম্লান একটা হাসি দিলেন তিনি। 'আপনার সাথে দেখা করে ক্ষমা চাইতে এলাম। বলতে এলাম, এগুলো আপনার মাথায় আসে কীভাবে? কীভাবে ভাবতে পারেন আপনি?'

'কীসের কথা বলছ বুঝতে পারছি না। দাঁড়াও, কথা শুরুর আগে বলো কী দেব? ওয়াইন না হুইস্কি?'

'হুইস্কি হলেই চলবে আমার।'

হুইস্কি দেয়ার পর গ্লাস তুলে জ্যাপ বললেন, 'সবসময়ই যিনি সঠিক, সেই এরকুল পোয়ারোর উদ্দেশ্যে। মি. মোর্লির কেসটা ছিল একটা সাধারণ আত্মহত্যার কেস। কিন্তু এরকুল পোয়ারো বললেন এটা আত্মহত্যা নয়, খুন। তিনি চাইলেন কেসটা খুনের কেসে পরিণত হোক, ব্যস কেসটা খুনের কেসে পরিণত হলো!' গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে তিক্ত গলায় বললেন জ্যাপ।

'অবশেষে মেনে নিলে যে মি. মোর্লি খুন হয়েছেন?'

'মসিয়ে পোয়ারো, আমি নির্বোধ নই। সাক্ষ্য প্রমাণ অবহেলাও করি না আমি। সমস্যা হচ্ছে, আগে কোন প্রমাণই ছিল না।'

'এখন প্রমাণ আছে?'

'হ্যাঁ, এজন্যই ক্ষমা চাইতে এসেছি।'

'তোমার কথা শোনার জন্য আমি আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি, জ্যাপ।'

'ফ্রাঙ্ক কার্টার গত শনিবার যে পিস্তল দিয়ে মি. ব্লান্টকে গুলি করতে চেয়েছিল এবং যে পিস্তলের গুলিতে মি. মোর্লি মারা গিয়েছেন, সেই দুটো পিস্তল একই রকম।'

'কিন্তু ব্যাপারটা অদ্ভুত না? একই রকম পিস্তল দিয়ে দুজনকে খুন করতে গেল সে?'

'এখানেই ভুল করেছে ফ্রাঙ্ক কার্টার।'

'কিন্তু দুটো পিস্তলই এক, এ থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না।'

BanglaBook.org

'তা হয় না কিন্তু মি. মোর্লির বিষয়টা পুনর্বিবেচনা করার জন্য ব্যাপারটা যথেষ্ট। পিস্তলটা বিদেশী আর খুব একটা প্রচলিতও নয়।'

চুপ করে ভাবতে লাগলেন পোয়ারো, ভ্রূ জোড়া বাঁকা হয়ে আছে চাঁদের মতো। বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'না, নিশ্চিতভাবেই ফ্রাঙ্ক কার্টার না।'

জ্যাপ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। হতাশ গলায় বললেন, 'আপনার সমস্যা কী, মসিয়ে পোয়ারো? আপনি বললেন মি. মোর্লি আত্মহত্যা করেননি, খুন হয়েছেন। আমি তখন আপনার সাথে একমত ছিলাম না। এখন আমি আপনার সাথে একমত, কিন্তু আপনি বলছেন ফ্রাঙ্ক কার্টার খুন করেনি।'

'তুমি সত্যিই বিশ্বাস করো, মি. মোর্লিকে ফ্রাঙ্ক কার্টার খুন করেছে?'

'আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কিছু যায় আসে না। কিন্তু কার্টার খুন করেছে এটা মেনে নিলেই সবকিছু ব্যাখ্যা করা যায়। আমরা তো জানি, মি. মোর্লির উপরে কার্টারের রাগ ছিল। তার বক্তব্য অনুযায়ী, ওইদিন মি. মোর্লিকে চাকরির খবর জানাতে গিয়েছিল সে, কিন্তু এখন আমাদের কাছে তথ্য আছে যে তখনও চাকরিটা হয়নি ওর। চাকরিটা সে পায় ওইদিনই, কিন্তু দুপুরের পরে। এই গেল মিথ্যা নাম্বার এক। বারোটা পঁচিশের পরে ও কোথায় ছিল সেটাও প্রমাণ করতে পারেনি। দুপুর একটা পাঁচে একটা বারে বসে মদ্যপান করেছে ও। এ ব্যাপারে সত্যি কথাই বলেছে। বারম্যান জানিয়েছে তার অবস্থা খুব একটা স্বাভাবিক ছিল না, হাত কাঁপছিল আর কাগজের মতো সাদা হয়ে ছিল পুরো মুখ। তাহলে দুপুর বারোটা পঁচিশ থেকে দুপুর একটা পাঁচ এই চল্লিশ মিনিট ফ্রাঙ্ক কোথায় ছিল? ম্যারিলিবোন রোড ধরে হাঁটছিল নাকি ও, কিন্তু প্রমাণ করতে পারেনি। এবার বলুন, মসিয়ে পোয়ারো?

পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়লেন পোয়ারো। বিড়বিড় করে বললেন, 'কিন্তু আমার বিশ্লেষণের সাথে ব্যাপারটা মিলছে না।'

'আপনার বিশ্লেষণটা কী?'

'তুমি আমাকে যা বলছ, তা খুবই গোলমেলে। কারণ, তোমার কথা যদি ঠিক হয়...'

দরজা খুলে গেল। দরজায় দাঁড়িয়ে জর্জ বিড়বিড় করে বলল, 'মাফ করবেন, স্যার...'

কথা শেষ হওয়ার আগেই জর্জকে ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকল মিস গ্ল্যাডিস নেভিল। ঢুকে কেঁদে ফেলল সে, 'মসিয়ে পোয়ারো!' তারপরেই চোখ পড়ল জ্যাপের উপরে।

গ্ল্যাডিস জ্যাপের দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের এই ইন্সপেক্টর ফ্রাঙ্কের বিরুদ্ধে কেস সাজিয়েছে। প্রথমে সে বলল, ফ্রাঙ্ক নাকি মি.

BanglaBook.org

ব্লাণ্টকে খুন করার চেষ্টা করেছে, তাতেও শান্তি হলো না তার, এখন বলছে ফ্রাঙ্ক মি. মোর্লিকেও খুন করেছে।'

'আমি এখন যাচ্ছি তাহলে।' বলে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন জ্যাপ।

পোয়ারো একটু কেশে বললেন, 'কিন্তু মিস নেভিল, এক্সশ্যামে যখন মি. ব্লাণ্টের উদ্দেশ্যে গুলি চালানো হয়, সেখানে কিন্তু ফ্রাঙ্ক বাদে আর কেউ ছিল না।'

'মসিয়ে পোয়ারো, ফ্রাঙ্ক কসম খেয়ে বলেছে কিছু করেনি, আগে কোনদিন পিস্তলটা দেখেইনি ও। আমার সাথে কথা হয়নি ওর, দেখা করতে পারিনি ওর সাথে। এসব কথা আমাকে বলেছে ফ্রাঙ্কের উকিল। ফ্রাঙ্ক বলছে, ব্যাপারটা ওর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্র।'

পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন, 'উকিল কী বলছেন?'

'সোজা ভাষায় কিছুই বলছে না তারা। মসিয়ে পোয়ারো, আমি নিশ্চিত, ফ্রাঙ্ক মি. মোর্লিকে খুন করেনি, ওর কোন কারণ ছিল না তাকে খুন করার।'

'মিস নেভিল, ওইদিন সকালে যখন ফ্রাঙ্ক মি. মোর্লির চেম্বারে গিয়েছিল তখনও সে চাকরিটা পায়নি, এটা কি সত্যি?'

'মসিয়ে পোয়ারো, আমি বুঝতে পারছি না ও চাকরিটা সকালে পেল নাকি বিকেলে পেল তাতে কী এসে যায়?'

পোয়ারো বললেন, 'ফ্রাঙ্কের বক্তব্য অনুযায়ী, সে তার চাকরির সুখবর জানাতেই মি. মোর্লির চেম্বারে গিয়েছিল। কিন্তু যদি সে তখনও চাকরি না-ই পেয়ে থাকে, তাহলে গিয়েছিল কেন?'

চোখ মুছল মিস নেভিল। 'সত্যি কথা বলতে, ও মানসিকভাবে খুব বিপর্যস্ত ছিল সেদিন আর মদ্যপানও করেছিল বোধহয়। এমনিতে দুর্বল মনের মানুষ ও, মদ্যপান করে মি. মোর্লির প্রতি রাগটা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে ওর আর সেই রাগ মেটাতেই কুইন শার্লট স্ট্রীটে আসে। মি. মোর্লিকে একহাত দেখে নেবে ভেবেছিল, কারণ ও জানত মি. মোর্লি ওকে পছন্দ করেন না এবং ওর ধারণা ছিল মোর্লি আমার কানে বিষ ঢালছেন।'

'তাহলে আপনি বলছেন, মি. মোর্লিকে দেখে নিতে চেয়েছিল সে?'

'সেটাই মনে হয় আমার। কাজটা করা উচিত হয়নি ফ্রাঙ্কের।'

কাঁদতে থাকা মিস নেভিলের দিকে তাকালেন পোয়ারো। বললেন, 'মিস নেভিল, আপনি কি জানতেন ফ্রাঙ্ক কার্টারের কাছে এক জোড়া পিস্তল ছিল?'

'না, মসিয়ে পোয়ারো। শপথ করে বলতে পারি আমি জানতাম না, আর ব্যাপারটা বিশ্বাসও করি না আমি।'

BanglaBook.org

চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লেন পোয়ারো।

'মসিয়ে পোয়ারো, দয়া করে সাহায্য করুন আমাদের। শুধু এটুকু বলুন যে আমাদের পক্ষে আছেন আপনি।'

পোয়ারো বললেন, 'আমি কারও পক্ষে থাকি না ম্যাম, আমি শুধু সত্যের পক্ষে।'

ও

মিস নেভিল চলে যাওয়ার পরে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে ফোন করলেন পোয়ারো। জ্যাপ ছিলেন না তবে ডিটেকটিভ বেডোস খুবই সাহায্য করল।

পুলিশ এখনও এমন কোন প্রমাণ পায়নি যে মি. ব্লান্টকে খুন করার চেষ্টার আগে পিস্তলটা ফ্রাঙ্কের কাছে ছিল। কার্টারের পক্ষে এটা একটা পয়েন্ট, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এটাই একমাত্র পয়েন্ট। ভাবলেন পোয়ারো।

বেডোসের কাছ থেকে আরও কিছু ব্যাপার বিস্তারিত জানতে পারলেন তিনি। এক্সশ্যামে মালীর চাকরির ব্যাপারে জবানবন্দী দিয়েছে ফ্রাঙ্ক। সিক্রেট সার্ভিসের চাকরির বক্তব্যে অটল রয়েছে সে, তাকে অগ্রিম কিছু টাকা আর মালীর কাজের কিছু প্রশংসাপত্র দিয়ে প্রধান মালী ম্যাকঅলিস্টারের কাছে মালীর পদে আবেদন করতে বলা হয়। তার দায়িত্ব ছিল অন্য মালীদের কথাবার্তা শোনা, তাদের মধ্যে কারও কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতি আছে কিনা তা দেখা, প্রয়োজন হলে নিজেও কমিউনিস্টদের মতো আচরণ করা।

ইন্টারভিউয়ের পরে তাকে নির্দেশনা দিয়েছে যে, সে একজন মহিলা; কোডনেম কিউ.এইচ.ফিফটিসিক্স। এই কিউ.এইচ.ফিফটিসিক্স ফ্রাঙ্ককে বলেছে যে অ্যান্টি-কমিউনিস্ট হিসেবে কেউ সুপারিশ করেছে ফ্রাঙ্কের নাম। এই মহিলার সাথে ইন্টারভিউ হয়েছে খুব কম আলোতে, ফ্রাঙ্ক পরবর্তীতে তাকে দেখলে চিনতে পারবে না। মহিলার চুল ছিল লাল এবং চেহারা ছিল ভারী মেকআপে ঢাকা।

মি. বার্নসের সাথে কথা বলা উচিত বলে মনে হলো পোয়ারোর। কারণ, মি. বার্নসের মতে ব্যাপারগুলো এভাবেই ঘটেছে।

দিনের শেষে একটা চিঠি এলো তার কাছে। চিঠিটা পড়ে আরও বিচলিত হয়ে পড়লেন তিনি। এলোমেলো হস্তাক্ষরে লেখা খামের উপরে তার ঠিকানা লেখা, হার্টফোর্ডশায়ার থেকে ডাকে ফেলা হয়েছে চিঠিটা। পোয়ারো চিঠিটা খুলে পড়লেন,

স্যার,

BanglaBook.org

আশা করি, আপনাকে ঝামেলায় ফেলার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমি খুবই চিন্তিত এবং জানিও না কী করা উচিত আমার। আমি কোনভাবেই পুলিশি ঝামেলায় জড়াতে চাই না। আমি যা জানি তা আরও আগেই আপনাকে জানানো উচিত ছিল আমার, কিন্তু যখন জানা গেল আমার মনিব আত্মহত্যা করেছেন তখন আর জানানোর প্রয়োজন বোধ করিনি। আর মিস নেভিলের প্রেমিককে ঝামেলায় ফেলতে চাইনি আমি, এমনকি এক মুহূর্তের জন্য ভাবিওনি যে সে এমন একটা কাজ করতে পারে।

কিন্তু একজন ভদ্রলোককে গুলি করার অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছে লোকটাকে, খবর পেয়েছি আমি। তখনই মনে হলো যে বলা উচিত আমার, কারণ আমার মালকিন মিস মোর্লির শুভাকাঙ্ক্ষী আপনি এবং আমাকে ওইদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি কিছু জানি কিনা। আশা করি পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ব না আমি কারণ আমার পরিবারের কেউই সেটা পছন্দ কবে না।

আপনার বিশ্বস্ত,

অ্যাগনেস ফ্লেচার।

চিঠিটা পড়া শেষ করে পোয়ারো বিড়বিড় করলেন, 'খুনটা যে কোন পুরুষ করেছে তা আমি জানতাম, কিন্তু কোন পুরুষ সে ব্যাপারে আমি ভুল করেছিলাম।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় আটঃ ফিফটিন, সিক্সটিন, মেইডস ইন দ্য কিচেন

ক

অ্যাগনেস ফ্লেচারের সাথে সাক্ষাৎটা হলো হার্টফোর্ডশায়ারের একটা ছোট চায়ের দোকানে। এরকুল পোয়ারোর সাথে দেখা করার ব্যাপারটা মিস মোর্লিকে জানাতে চাইছিল না সে। সাক্ষাতের প্রথম পনেরো মিনিট গেল মেয়েটার মায়ের শারীরিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করে। অ্যাগনেসের বাবার একটা নিজস্ব ব্যবসা আছে, কখনও কোন পুলিশি ঝামেলায় জড়াননি তিনি। নিয়মে বাঁধা তার জীবন, ঘড়ি ধরে দোকান খোলেন এবং বন্ধ করেন। অ্যাগনেসের বাবা-মা গ্লুচেস্টারশায়ারের লিটল ডার্লিংহামে খুবই সম্মানীয় ব্যক্তি। কিন্তু যদি জানতে পারেন যে, তাদের মেয়ে পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়েছে, তাহলে দুশ্চিন্তা আর সম্মানহানির আশঙ্কায় হয়তো মারাই যাবেন।

এসব নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পরে আসল বিষয়ে মুখ খুলল অ্যাগনেস।

'আমি মিস মোর্লির সামনে এ বিষয়ে কথা বলতে চাইছিলাম না, স্যার। কারণ তার সামনে বললেই, আরও আগে কেন এসব কথা আপনাকে বলিনি সেজন্য আমাকে বকাবকি করতেন তিনি। মি. মোর্লি খুন হওয়ার পরে আমি আর রাঁধুনি আলোচনা করেছিলাম বিষয়টা নিয়ে। এরপরে খবরের কাগজ মারফত তদন্ত রিপোর্টের ব্যাপারে যখন জানতে পারলাম, তখন আর এ বিষয়ে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করিনি। আমাদের মনিব মি. মোর্লি ওষুধ দেয়ার সময় ভুল করে ফেলেছিলেন এবং এরপরে তিনি নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেন। পিস্তল পর্যন্ত তার হাতে ছিল। তাহলে তো সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই একদম পরিষ্কার হয় যায়!'

'কখন থেকে তোমার মনে হলো যে ব্যাপারটায় একটা ঘাপলা থাকতে পারে?' সরাসরি প্রশ্ন না করে ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো।

'খবরের কাগজে যখন মিস গ্ল্যাডিসের প্রেমিক ফ্রাঙ্ক কার্টার সম্পর্কে পড়লাম।' চটপট উত্তর দিল অ্যাগনেস। 'আমি যখন কাগজে পড়লাম যে সে মালীর ছদ্মবেশে ওই ভদ্রলোককে গুলি করতে গিয়েছিল, তখনই আমার মনে হলো যে নিশ্চয় ফ্রাঙ্ক কার্টারের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। কারণ আমি এমন অনেক মানুষকে চিনি যারা নির্যাতিত হতে হতে সব মানুষকেই নিজের শত্রু বলে

BanglaBook.org

মনে করে এবং শেষপর্যন্ত তাদেরকে একটা ছোট ঘরে বন্দী করে রাখতে হয়। আমার মনে হলো, ফ্রাঙ্ক কার্টারেরও হয়তো এরকমটাই হয়েছে।'

'ফ্রাঙ্কের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে এ কথা কেন মনে হলো তোমার?'

'সকালের কথা বলছি, স্যার। যেদিন সকালে মি. মোর্লি গুলি করে আত্মহত্যা করলেন সেদিন সকাল। নিচ থেকে চিঠিগুলো নিয়ে আসব কিনা ভাবছিলাম। মি. মোর্লি অথবা মিস মোর্লিই সাধারণত চিঠিগুলো আনতেন, তারা না আনলে আলফ্রেড এসে দিয়ে যেত। তবে দুপুরের খাবার পর্যন্ত আলফ্রেড চিঠিগুলো না আনলে আমি অথবা এমা গিয়ে নিয়ে আসতাম।'

'যাই হোক, সেদিন ল্যাভিঙে গিয়ে সিঁড়ির উপর থেকে উঁকি দিলাম। মিস মোর্লি আমাদের নিচের হলে যাওয়া পছন্দ করতেন না, তার ভাইয়ের কাজের সময় তো আরও না। কিন্তু আমি এই ভেবে গেলাম যে যদি আলফ্রেডকে পাই, তাহলে ওকে বলব চিঠিগুলো নিয়ে আসতে।'

ঢোক গিলল অ্যাগনেস। তারপর বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে আবার বলতে শুরু করল, 'তখনই আমি ফ্রাঙ্ক কার্টারকে দেখতে পেলাম। সিঁড়ি অর্ধেক বেয়ে উঠে এসেছে। মানে মি. মোর্লির ফ্লোর পার হয়ে এসেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে নিচে উঁকি দিল হঠাৎ। আমার মনে হলো, কিছু একটা সমস্যা আছে। এমনভাবে দাঁড়িয়ে ছিল সে যেন কিছু শোনার চেষ্টা করছিল।'

'ক'টা বাজে তখন?'

'অন্তত সাড়ে বারোটা তো বটেই। যা বলছিলাম। আমি ভাবলাম যে ফ্রাঙ্ক মিস নেভিলের কাছে এসেছে। মিস নেভিল আজ কাজে আসেনি একথা হয়তো আলফ্রেড ফ্রাঙ্ককে জানায়নি। নাহলে তো তার অপেক্ষা করার কথা নয়। ভাবলাম, তাকে বলে দিই। শুধু শুধু কেন একজনের জন্য অপেক্ষা করবে সে? এসব ভেবে আমি যখন ইতস্তত করছি তখনই ফ্রাঙ্ক খুব তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নেমে মি. মোর্লির চেম্বারের দিকে গেল। আমার মনে হলো, মি. মোর্লি পছন্দ করবেন না ব্যাপারটা। কী করব ভাবলাম। ঠিক তখনই এমা আমাকে ডাকল। আমি আমার কাজে ফিরে গেলাম। তারপরেই শুনলাম মি. মোর্লি নাকি আত্মহত্যা করেছেন। এই কথা শুনে আমার মাথা কাজ করছিল না। কিন্তু পরে যখন পুলিশ ইন্সপেক্টর চলে গেলেন তখন আমি এমাকে বললাম, মি. কার্টার সকালে মনিব মি. মোর্লির সাথে ছিল, সেটা পুলিশকে বলিনি আমি। এমা শুনে বলল যে তাই নাকি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন সে বলল যে ব্যাপারটা তো তাহলে পুলিশকে জানানো উচিত। পরে আমরা দুজনেই সে সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলাম। কারণ আমরা চাইছিলাম না যে ফ্রাঙ্ক কার্টার ঝামেলায় পড়ুক। আমরা মুখ বন্ধ রাখলে যদি সে ঝামেলা থেকে বাঁচে তবে সেই ভালো। তদন্তের পরে

BanglaBook.org

জানতে পারলাম, মি. মোর্লি ভুল ওষুধ দিয়ে অনুশোচনায় আত্মহত্যা করেছেন। তখন ফ্রাঙ্ককে নিয়ে আর চিন্তা করার কিছু ছিল না তেমন। কিন্তু গত দু'দিন আগে খবরের কাগজে খবর দেখে আমার টনক নড়ল। মনে হলো, ফ্রাঙ্ক যদি পিস্তল হাতে এভাবে খোলাখুলি মানুষজনকে মারার চেষ্টা করতে পারে তাহলে তো মনিব মি. মোর্লিকে খুন করা একদম সহজ ব্যাপার।'

ভয় এবং উদ্বিগ্নতা দেখা দিল অ্যাগনেসের চোখে। চোখে আশা নিয়ে পোয়ারোর দিকে তাকাল সে। পোয়ারো যতটা সম্ভব নিশ্চয়তা দেয়ার চেষ্টা করলেন।

'অ্যাগনেস, আমাকে বলে সঠিক কাজটিই করেছ তুমি।' অ্যাগনেসকে বললেন তিনি।

'আপনার কথা শুনে শান্তি লাগছে, স্যার। মনে হচ্ছে, মাথার উপর থেকে ভীষণ একটা বোঝা নেমে গেল। এতদিন ভেবেছি আপনাকে বলা উচিত হবে কিনা। আসলে আমি পুলিশের সাথে কোনভাবে জড়াতে চাই না। মা সবসময়ই আমাকে সাবধান করেছেন...'

পোয়ারো তাড়াতাড়ি বললেন, 'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।'

এক বিকেলের জন্য অ্যাগনেসের মা সম্পর্কে যথেষ্ট শোনা হয়েছে।

খ

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে গিয়ে জ্যাপকে খুঁজলেন পোয়ারো, চিফ ইন্সপেক্টরের ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে।

পোয়ারো বললেন, 'জ্যাপ, আমি কার্টারের সাথে দেখা করতে চাই।'

জ্যাপ একবার আড়চোখে দেখে নিলেন পোয়ারোকে। বললেন, 'কেন? কী বিষয়ে?'

জ্যাপের এ ধরনের আচরণে পোয়ারো অবাক হলেন খুব। 'তুমি চাইছ না আমি তার সাথে দেখা করি?'

জ্যাপ শ্রাগ করলেন, 'আমার চাওয়া না চাওয়ায় কী এসে যায়, মসিয়ে পোয়ারো? আপনাকে আমি কোন বাধা দেব না। আর বাধা দিয়েই বা কী করতে পারব? স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছের লোক কে? আপনি। অর্ধেক মন্ত্রীসভা কার পকেটে? আপনার। তাদের কেলেঙ্কারিগুলো তো চাপা দিয়েই যাচ্ছেন।'

পোয়ারোর মনে পড়ে গেল একটা কেসের কথা যেটার নাম তিনি দিয়েছিলেন-এজিয়ান আস্তাবলের রহস্য।

BanglaBook.org

'ওই কেসে দারুণ বুদ্ধির খেলা খেলেছিলাম কিন্তু।' একটু গর্বের সুরে বললেন পোয়ারো।

'বুদ্ধিই বটে! এই ধরনের বুদ্ধি আপনি ছাড়া আর কারও মাথাতেই আসবে না! মসিয়ে পোয়ারো, আমার মাঝে মাঝে কী মনে হয় জানেন? আপনার মাথায় আসলে কোন বুদ্ধিই নেই। দুঃখিত, কথাটা বলতে চাইনি, মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে আপনি নিজের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে এত খুশি হন যে কী আর বলব! যাকগে, কার্টারের সাথে দেখা করতে চান কেন? মোর্লিকে আসলেই খুন করেছে কিনা তা জিজ্ঞেস করতে?'

পোয়ারো হ্যাঁ-বোধকভাবে মাথা নাড়ালেন।

'যদি করেও থাকে, তাহলে কি আপনার ধারণা, জিজ্ঞেস করলেই ও আপনাকে বলে দেবে?' বলে পরিস্থিতি হালকা করার জন্য হাসলেন জ্যাপ। কিন্তু পোয়ারো গম্ভীর হয়ে থাকলেন। বললেন, 'বলবে কিনা জানি না, তবে বলার একটা সম্ভাবনা আছে।'

কৌতূহলী চোখে তার দিকে তাকালেন জ্যাপ। বললেন, 'আমি আপনাকে অনেকদিন ধরে চিনি, কুড়ি বছর তো হবেই। কিন্তু আমি এখনও মাঝে মাঝে বুঝতে পারি না আপনি কীভাবে এগোচ্ছেন। আপনার মাথায় ফ্রাঙ্ক কার্টারকে নিয়ে কিছু একটা ঘুরছে সেটা বুঝতে পারছি। কোন একটা কারণে আপনি চাইছেন না সে অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত হোক।'

পোয়ারো মাথা নাড়লেন, 'না, ভুল ভাবছ তুমি। আমি আসলে ঠিক উল্টোটা চাই।'

'ও আচ্ছা। আমি ভাবলাম তার ওই সুন্দরী প্রেমিকার জন্য এসব করছেন আপনি। মাঝে মাঝে আপনি এমন আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন না!'

পোয়ারো রেগে গেলেন। বললেন, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি মোটেই আবেগপ্রবণ নই! আবেগপ্রবণতা ইংরেজদের সমস্যা। আমি সম্পূর্ণ যুক্তিবাদী একজন মানুষ।'

'তাহলে আপনি কেন বিশ্বাস করছেন না যে ফ্রাঙ্ক কার্টার অপরাধী?'

'আমি বিশ্বাস করতে চাই যে সে অপরাধী।'

'আপনি নিশ্চয়ই এমন কিছু পেয়েছেন যা নির্দোষ হিসেবে প্রমাণ করবে কার্টারকে। ব্যাপারটা গোপন করছেন কেন?'

'কিছুই গোপন করছি না আমি। আর কিছুক্ষণ পরেই তোমাকে এমন একজন সাক্ষীর নাম ঠিকানা দেব, যার সাক্ষ্য ফ্রাঙ্ককে নির্দোষ প্রমাণ করবে।

'বলেন কী! তাহলে আপনি ফ্রাঙ্কের সাথে দেখা করার জন্য কেন এত ব্যস্ত হচ্ছেন?'

BanglaBook.org

'নিজের সন্তুষ্টির জন্য।' ছোট করে উত্তর দিলেন পোয়ারো।

জ্যাপ মুখ খুলতে গিয়েও থেমে গেলেন। তিনি জানেন, পোয়ারো এখন আর কিছুই বলবেন না।

গ

ফ্যাঁকাসে মুখে দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসে আছে ফ্রাঙ্ক কার্টার। বিধ্বস্ত চেহারা। অপ্রত্যাশিত দর্শনার্থীর দিকে তাকাল সে, দৃষ্টিতে অপছন্দ লুকানোর কোন চেষ্টা নেই। কর্কশ গলায় বলল, 'আপনি? কী চান এখানে?'

'দেখা করতে এলাম, কথা বলতে চাই আপনার সাথে।'

'দেখা করতে এসেছেন? দেখা হয়েছে। কিন্তু আমার উকিল ছাড়া কোন কথা আমি বলব না-এটা আমার অধিকার।'

'সেটা ঠিকই বলেছেন। আপনি চাইলে তাকে ডাকতেই পারেন। তবে না ডাকলেই মনে হয় ভালো হবে।'

'আমি কিছুই বলব না। আপনি কী ভেবেছেন? ফাঁদে ফেলে এমন কোন কথা আমার মুখ দিয়ে বের করে নেবেন যাতে আমি আরও বিপদে পড়ব। সেটি হচ্ছে না।'

'আমরা কিন্তু এখানে একদম একা।'

'একা?' ব্যঙ্গ ঝরল ফ্রাঙ্কের কণ্ঠে। আপনার পুলিশ বন্ধুরা যে কান পেতে আমাদের কথা শুনছে তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।'

'ভুল ভাবছেন আপনি। আপনার সাথে একা কথা বলতে এসেছি।'

ফ্রাঙ্ক কার্টার হাসল। কুৎসিত দেখাল সে হাসি। সে বলল, 'বাদ দিন তো। এসব কথা বলে আমাকে ফাঁদে ফেলতে পারবেন না।'

'আপনার কি অ্যাগনেস ফ্লেচার নামে কারও কথা মনে আছে?'

'কখনও শুনিওনি এই নাম।'

শুনেছেন তো অবশ্যই। হয়তো মনেও আছে। কিন্তু কখনও সেভাবে লক্ষ্য করেননি হয়তো। অ্যাগনেস মোর্লিদের পরিচারিকা।'

'তো?'

পোয়ারো ধীর গলায় বললেন, 'যেদিন মি. মোর্লিকে গুলি করা হয়, সেদিন অ্যাগনেস সিঁড়ির রেলিঙের উপর দিয়ে নিচে তাকিয়েছিল। তখন আপনাকে মি. মোর্লির চেম্বারে যেতে দেখেছে সে। সময়টা ছিল খুব সম্ভবত বারোটা বেজে ছাব্বিশ মিনিট।'

BanglaBook.org

ভয়াবহভাবে কেঁপে উঠল ফ্রাঙ্ক কার্টার। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘেমে গোসল হয়ে গেল সে। অন্য সময়ের চেয়েও বেশি দিশেহারা দেখাচ্ছে তাকে, অনিয়ন্ত্রিতভাবে ঘুরছে তার চোখ জোড়া। 'মিথ্যে কথা! এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা!' চিৎকার করে উঠল সে। 'আপনি তাকে টাকা দিয়েছেন, পুলিশ তাকে টাকা দিয়েছে যেন সে বলে ওইদিন আমাকে দেখেছে।'

'আপনি নিজেই বলেছেন সেই সময়ে ম্যারিলিবোন রোড ধরে হাঁটছিলেন আপনি।'

'সেটাই করছিলাম আমি, মিথ্যে কথা বলছে এই মেয়েটি। আমাকে দেখতে পারে না সে। আমার বিরুদ্ধে এটা নোংরা একটা ষড়যন্ত্র। আর আমি মোর্লির চেম্বারে গিয়েছিলাম সেটা আগে কেন বলেনি সে?'

পোয়ারো শান্ত গলায় বললেন, 'সে তখনই তার সহকর্মীর কাছে বলেছে। খুব চিন্তিত আর বিভ্রান্ত ছিল তারা, কী করবে বুঝে উঠতে পারেনি। এবং তদন্ত রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ হিসেবে যখন আত্মহত্যাকে উল্লেখ করা হলো, তখন তারা ভেবেছিল কথাটা আর কাউকে বলার প্রয়োজন নেই।'

'একটা কথাও বিশ্বাস করি না আমি! তারা দুজন মিলে একসাথে পরিকল্পনা করে আমাকে ফাঁসাচ্ছে। দুইটা নোংরা, মিথ্যেবাদী...'

অ্যাগনেস আর এমাকে উদ্দেশ্য করে গালাগালি করতে লাগল ফ্রাঙ্ক।

অপেক্ষা করলেন পোয়ারো। কার্টার থামলে আবার কথা বললেন তিনি। কণ্ঠ আগের মতোই শান্ত।

'অন্ধ রাগ আর বোকার মত গালাগালি আপনাকে বাঁচাতে পারবে না, ফ্রাঙ্ক। এই মেয়ে দুজনের গল্পই মানুষ এখন বিশ্বাস করবে কারণ তারা সত্যি কথা বলছে। অ্যাগনেস ফ্লেচার আসলেই আপনাকে দেখেছে। আপনি তখনও বাড়ি থেকে বের হননি, সিঁড়িতে ছিলেন। আর মি. মোর্লির ঘরেও গিয়েছিলেন।'

থেমে জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো। 'তারপর কী হলো?'

'আমি বলছি, সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা বলছে তারা।'

হঠাৎ করেই খুব ক্লান্তি বোধ করলেন পোয়ারো, নিজেকে বুড়ো মনে হতে লাগল তার। ফ্রাঙ্ক কার্টারকে পছন্দ করেন না তিনি। পছন্দ করেন না বললে ভুল হবে, আসলে খুবই অপছন্দ করেন। ফ্রাঙ্ক একজন বখাটে, মিথ্যেবাদী এবং ধোঁকাবাজ। এমন একজন মানুষ যে মারা গেলে পৃথিবীর এমন কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। তিনি একটু পিছিয়ে গেলেই এই বাজে লোকটা নিজের মিথ্যার জালে জড়িয়ে শাস্তি পাবে আর পৃথিবীতেও খারাপ মানুষের সংখ্যা কমবে একজন...

পোয়ারো বললেন, 'সত্যি কথাটা বলুন আমাকে।'

ফ্রাঙ্ক কিছুই বলল না।

BanglaBook.org

খুব দ্রুত বিষয়টা বুঝতে পারলেন পোয়ারো। ফ্রাঙ্ক কার্টার বোকা, কিন্তু এত বোকা নয় যে সে বুঝতে পারবে না অস্বীকার করাটাই তার জন্য সবচেয়ে নিরাপদ। একবার যদি স্বীকার করে যে সে বারোটা ছাব্বিশে মি. মোর্লির চেম্বারে গিয়েছিল তাহলেই মহাবিপদে পড়ে যাবে। এবং এরপরে সে আর যাই বলুক না কেন, কেউই আর তার কথা বিশ্বাস করবে না।

তাহলে সে অস্বীকারই করতে থাকুক। কিন্তু সেক্ষেত্রে তো পোয়ারোর কর্তব্য শেষ। মি. মোর্লিকে খুনের অপরাধে ফাঁসি দেয়া হবে ফ্রাঙ্ক কার্টারকে এবং সম্ভবত সেটাই ন্যায় বিচার হবে। এখন শুধু পোয়ারোর উঠে চলে যাওয়ার অপেক্ষা।

ফ্রাঙ্ক কার্টার আবার বলল, 'এটা একটা মিথ্যে কথা।'

একটু বিরতি। উঠে যাওয়ার প্রচণ্ড ইচ্ছে সত্ত্বেও উঠলেন না পোয়ারো। সামনে ঝুঁকে এলেন তিনি। বললেন, 'আমি আপনাকে মিথ্যে কথা বলছি না। আমাকে বিশ্বাস করতে বলছি আপনাকে। আপনি যদি মি. মোর্লিকে খুন না করে থাকেন, তাহলে সেদিন কী ঘটেছিল আমাকে বলুন। আপনার বাঁচার একমাত্র রাস্তা হতে পারে এটাই।'

পোয়ারো যখন কথা বললেন তখন তার কণ্ঠে ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠল, যাকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা ফ্রাঙ্কের নেই।

অনিশ্চয়তায় ভরে উঠল ফ্রাঙ্কের মুখ। ঠোঁট চেপে বসল, ভীত পশুর মতো দিশেহারা দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল সে।

কাজ হচ্ছিল পোয়ারোর কথায়...

হঠাৎই সামনে বসে থাকা মানুষটার ব্যক্তিত্বের কাছে হার মানল ফ্রাঙ্ক। কর্কশ গলায় বলল, 'ঠিক আছে, বলছি। আমাকে যদি না বাঁচান, ঈশ্বর আপনাকে দেখবেন। আমি গিয়েছিলাম মি. মোর্লির ঘরে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে মি. মোর্লিকে একা পাওয়ার অপেক্ষা করছিলাম। মোর্লির ল্যান্ডিঙের ঠিক উপরে অপেক্ষা করছিলাম আমি। একজন মোটা লোক বেরিয়ে নিচে নেমে গেল। আমি ঢোকার চিন্তা করছি, ঠিক সে সময় আরেকজন লোক মোর্লির চেম্বার থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে গেল। তাড়াতাড়ি করছিলাম আমি, তাই আর দেরি না করে নিচে নামলাম, নক না করেই চুপিচুপি তার ঘরে ঢুকে পড়লাম। তার সাথে কিছু হিসেব মিটিয়ে নিতে চাইছিলাম। আমার প্রেমিকাকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে সে...'

থেমে গেল ফ্রাঙ্ক।

'তারপর?' ব্যগ্র গলায় জানতে চাইলেন পোয়ারো।

BanglaBook.org

'মরে পড়ে ছিল মি. মোর্লি।' বলতে গিয়ে কার্টারের কণ্ঠ হঠাৎ ভেঙে গেল। 'সত্যি কথা বলছি আমি। একদম সত্যি কথা বলছি। প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি। এগিয়ে গিয়ে তাকে খুব কাছ থেকে দেখলাম। মরে পড়ে ছিল সে। শরীর পাথরের মতো ঠান্ডা আর মাথায় গুলির আঘাতের চারপাশে রক্ত জমাট বেঁধে আছে।'

বলতে গিয়ে ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে গেল ফ্রাঙ্ক।

'এই দৃশ্য দেখার পর আমার মাথা আর কাজ করছিল না। কারণ জানতে পারলে খুনি হিসেবে আমার দিকে আঙুল তুলবে সবাই। আমি মোর্লির হাত আর দরজার হাতল ছাড়া কিছুই স্পর্শ করিনি। সেগুলো রুমাল দিয়ে মুছে ফেললাম। তারপর তাড়াতাড়ি বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম। হলঘরে কেউ ছিল না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যত দূরে সম্ভব চলে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। খুবই অসুস্থ লাগছিল আমার।'

থেমে ভয়ার্ত চোখে পোয়ারোর দিকে তাকাল ফ্রাঙ্ক। 'এতক্ষণ যা বললাম, তাতে একবিন্দু মিথ্যে নেই, পুরোটাই সত্যি। বিশ্বাস করুন, আমি যাওয়ার আগেই মারা গিয়েছিল মোর্লি।'

পোয়ারো উঠে দাঁড়ালেন। ক্লান্ত, দুঃখিত গলায় বললেন 'আমি আপনার কথা বিশ্বাস করেছি।' বলে দরজার দিকে এগোলেন তিনি।

'ফাঁসিতে ঝুলান হবে আমাকে।' আর্তনাদ করল ফ্রাঙ্ক। 'আমি সেখানে ছিলাম জানতে পারলে, আর রক্ষা হবে না!'

পোয়ারো বললেন, 'সত্যি কথা বলে নিজেকে ফাঁসি থেকে বাঁচিয়েছেন আপনি।'

'কিন্তু আমার তো মনে হয়...'

পোয়ারো বাধা দিয়ে বললেন, 'ঘটনাটা যে এভাবে ঘটেছে তা আমি আগেই জানতাম। আপনার গল্প আমার ধারণাকে সত্যি প্রমাণ করেছে মাত্র। এখন পুরো ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দিন।'

বেরিয়ে গেলেন পোয়ারো। যা জেনেছেন তাতে মোটেও খুশি হননি।

BanglaBook.org

ঘ

সন্ধ্যা পৌনে সাতটায় ইলিঙে মি. বার্নসের বাড়িতে পৌঁছালেন পোয়ারো। দেখা-সাক্ষাতের জন্য এই সময়টাকে মি. বার্নস যে উপযুক্ত বলে মনে করেন তা মাথায় ছিল তার।

বাগানে কাজ করছিলেন মি. বার্নস। কুশলাদি বিনিময়ের পর তিনি বললেন, 'বৃষ্টি হওয়া দরকার, মসিয়ে পোয়ারো।'

পোয়ারো কিছু বলছেন না দেখে তিনি পোয়ারোর দিকে তাকালেন। বললেন, 'আপনার মুখটা মলিন কেন, মসিয়ে পোয়ারো?'

'কখনও কখনও এমন কিছু কাজ করতে আমাকে করতে হয়, যা করতে আমি একেবারেই পছন্দ করি না। একেবারেই না।' পোয়ারো উত্তর দিলেন।

'হুম, বুঝতে পেরেছি।' সহানুভূতির সাথে মাথা ঝাঁকালেন মি. বার্নস।

পোয়ারো মি. বার্নসের সুসজ্জিত বাগানের দিকে তাকালেন। বীজতলাগুলো সুবিন্যস্ত। মৃদু গলায় বললেন, 'আপনার বাগানটা খুবই পরিকল্পনা করে করা। প্রত্যেকটা জিনিস একদম মাপমতো। ছোট কিন্তু যথাযথ।'

নিজের বাগানের প্রশংসা শুনে খুশি হয়ে গেলেন মি. বার্নস। হাসিমুখে বললেন, 'আপনার হাতে জায়গা যখন কম থাকবে, তখন আপনাকে খুব হিসাব করে ব্যবহার করতে হবে। খুব বেশি ভুল করার সুযোগ আপনার হাতে থাকবে না।'

পোয়ারো মাথা ঝাঁকালেন।

মি. বার্নস আবার বললেন, 'শুনলাম আপনি নাকি অপরাধীকে ধরে ফেলেছেন?'

'ফ্রাঙ্ক কার্টারের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ। আমি খুবই বিস্মিত হয়েছি।'

'আপনি বোধহয় ভাবতে পারেননি যে খুনের কারণ ব্যক্তিগত আক্রোশ?'

'না, সত্যিই আমি ভাবতে পারিনি। বিশেষ করে ব্যাপারটাতে যখন মি. অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট এবং অ্যাম্বেরিওটিস জড়িত। আমি ভেবেছিলাম এটা এসপিওনাজ এবং কাউন্টার এসপিওনাজের পাল্টাপাল্টি লড়াই।'

'আপনার সাথে প্রথম সাক্ষাতেও আপনি আমার মাথায় এই ধারণা ঢুকানোর চেষ্টা করেছিলেন।'

'হ্যাঁ। সে সময় ব্যাপারটাতে প্রায় নিশ্চিত ছিলাম আমি।'

পোয়ারো শান্তস্বরে বললেন, 'কিন্তু ভুল হয়েছিল আপনার।'

'হ্যাঁ, আমি খুবই দুঃখিত। দয়া করে এই বিষয়টা নিয়ে আর কথা বলবেন না। আসলে কী জানেন তো। সবাই তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে পরিস্থিতি বিচার করার চেষ্টা করে। এই লাইনে অনেকদিন কাজ করেছি তাই আমার মনে হয়েছিল হয়তো এক্ষেত্রেও এরকম কিছুই ঘটেছে।'

'মি. বার্নস, কোন কিছু চাপিয়ে দেয়া বোঝেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'এক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার ঘটেছে। আমি যতই ভাবছিলাম যে মোর্লির মৃত্যু কোন ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে হয়েছে ততই আমার উপরে কিছু জিনিস চাপিয়ে

BanglaBook.org

দেয়া হচ্ছিল। অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্টের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতা...' কাঁধ ঝাঁকালেন পোয়ারো। 'সত্যি কথা হলো, অন্য যে কারও চাইতে আপনি আমাকে বেশি ভুল পথে চালিত করেছেন।'

'আমি দুঃখিত, মসিয়ে পোয়ারো। আমি খুবই দুঃখিত। আপনি ঠিকই বলেছেন।'

'আপনি এমন একটা অবস্থানে ছিলেন যেখানে আপনার কথার মূল্য অনেক বেশি।'

'দেখুন, আমি তাই বলেছিলাম যা আমার মনে হয়েছিল। এই ব্যাপারটার জন্যই তো ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে।'

এক মুহূর্ত বিরতি দিলেন মি. বার্নস। বললেন, 'তাহলে আপনি বলছেন, খুনের কারণ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত শত্রুতা?'

'হ্যাঁ। খুনের প্রত্যেকটা সম্ভাব্য কারণ খুঁজে বের করতে প্রচুর সময় লেগেছে আমার। ভাগ্যও সহায় ছিল। নাহলে হয়তো আর কখনওই খুঁজে পেতাম না।'

'কারণটা কী?'

'কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথোপকথন। সময় মতো বুঝতে পারলে অনেক আগেই রহস্যের কিনারা করে ফেলতাম।'

হাতে ধরা বেলচা দিয়ে তার নাক চুলকালেন মি. বার্নস। নাকের একপাশে কিছুটা মাটি লেগে গেল তার।

'হেঁয়ালি করছেন আমার সাথে?' জিজ্ঞেস করলেন মি. বার্নস।

কাঁধ ঝাঁকালেন পোয়ারো। বললেন, 'মি. বার্নস, বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনি আমার সাথে মন খুলে কথা বলেননি।'

'আমি?'

'হ্যাঁ।'

'মসিয়ে পোয়ারো, কার্টার যে দোষী সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ধারণাও ছিল না আমার। যতদূর জানি, মোর্লি খুন হওয়ার অনেক আগেই সে ওই বাড়ি থেকে বের হয়ে গিয়েছিল।'

পোয়ারো বললেন, 'বারোটা ছাব্বিশ পর্যন্ত কার্টার ওই বাড়িতে ছিল। সে খুনিকে দেখেছে।'

'তারমানে কার্টার কিছুই করেনি?' বিস্মিত গলায় জানতে চাইলেন মি. বার্নস।

'বললাম তো, কার্টার খুনিকে দেখেছে।'

মি. বার্নস জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কি চিনতে পেরেছে খুনিকে?'

ধীরে মাথা দোলালেন এরকুল পোয়ারো।

BanglaBook.org

অধ্যায় নয়ঃ সেভেন্টিন, এইটীন, মেইডস ইন ওয়েটিং

ক

পরদিন এরকুল পোয়ারো মঞ্চনাটকের সাথে জড়িত একজন পরিচিত লোকের সাথে কয়েক ঘণ্টা কাটালেন। বিকেলে অক্সফোর্ড গেলেন। তার পরদিন তিনি গ্রামের দিকে গেলেন, যাওয়ার আগে ফোনে সেদিন রাতের অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রাখলেন মি. ব্লান্টের সাথে। ফিরলেন অনেক রাতে।

গথিক হাউজে যখন পৌঁছালেন তখন বাজে রাত সাড়ে নয়টা। লাইব্রেরিতে একা বসে ছিলেন অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট।

হ্যান্ডশেক করে খুব আগ্রহ নিয়ে পোয়ারোর দিকে তাকালেন তিনি, 'তারপর, কী অবস্থা?'

পোয়ারো ধীরে ধীরে উপরে-নীচে মাথা নাড়লেন।

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন ব্লান্ট, দৃষ্টিতে প্রশংসা। 'আপনি পেয়েছেন তাকে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'হ্যাঁ, আমি তাকে পেয়েছি।' বসে পড়লেন পোয়ারো, দীর্ঘশ্বাস ফেললেন একটা।

অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট বললেন, 'আপনি কি ক্লান্ত?'

'হ্যাঁ, আমি ক্লান্ত। আর আপনাকে যা বলব সেটাও ভালো কিছু নয়।'

'ও আচ্ছা। ভদ্রমহিলা কি মারা গেছেন?'

'আপনি কীভাবে দেখছেন বিষয়টা তার উপরে নির্ভর করছে।'

ভ্রূ কুঁচকে ব্লান্ট বললেন, 'একজন মানুষ হয় জীবিত থাকবে নয়তো মারা যাবে। এর মাঝামাঝি কিছু নেই। এই সেইন্সবারী সিলও এর ব্যতিক্রম হতে পারেন না।'

'কিন্তু মিস সেইন্সবারী সিল আসলে কে?'

অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট বললেন, 'আপনি বলতে চাচ্ছেন, এই নামে আসলে কেউ ছিলই না?'

'না, সেটা বলছি না আমি। এই নামে একজন মানুষ আসলেই ছিলেন। কলকাতায় থাকতেন, আবৃত্তি শিখাতেন, ভালো কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। মহারাণা জাহাজে চড়ে ইংল্যান্ডে এসেছিলেন তিনি, একই জাহাজে এসেছিল অ্যাম্বেরিওটিসও। অ্যাম্বেরিওটিস আর মিস সিল একই শ্রেণীর যাত্রী ছিলেন না যদিও, তারপরেও অ্যাম্বেরিওটিস লাগেজের ব্যাপারে সাহায্য করেছিল

BanglaBook.org

মিস সিলকে। এ থেকে বোঝা যায়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ দয়ালু ছিল অ্যাম্বেরিওটিস। আর মাঝে মাঝে দয়া-দাক্ষিণ্য অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরে আসে, মি. ব্লান্ট। অ্যাম্বেরিওটিসের সাথেও এমনই এক ঘটনা ঘটে। লন্ডনের রাস্তায় মিস সিলের সাথে তার আবার দেখা হয়, ভদ্রমহিলাকে স্যাভয় হোটেলে দুপুরের খাবারের আমন্ত্রণ জানায় সে। কিন্তু অ্যাম্বেরিওটিস কল্পনাও করতে পারেনি যে মিস সিল স্বর্ণখনির সমতুল্য কোন তথ্য তাকে দিতে পারেন। মহিলার মনটা অনেক বড় হলেও তিনি বুদ্ধিমতী ছিলেন না কখনওই। তাই তথ্যটা দেয়ার সময় ভদ্রমহিলা চিন্তাও করতে পারেননি, মি. অ্যাম্বেরিওটিস সেটাকে কীভাবে ব্যবহার করবে।'

ব্লান্ট বললেন, 'তাহলে এই মহিলা মিসেস চ্যাপম্যানকে খুন করেননি?'

পোয়ারো বললেন, 'কোত্থেকে শুরু করব বুঝতে পারছি না। আমার কাছে বিষয়টা শুরু হয়েছিল একটা জুতো দিয়ে।'

ব্লান্ট বিস্মিত গলায় বললেন, 'একটা জুতো?'

পোয়ারো মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ, বাকলওয়ালা একটা জুতো। মি. মোর্লির কাছে দাঁত দেখিয়ে যখন আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম, তখনই একটা ট্যাক্সি এসে থামল এবং এক মহিলার পা বেরিয়ে এলো ট্যাক্সির খোলা দরজা দিয়ে। আমি মহিলাদের পা, গোড়ালি লক্ষ করে থাকি সাধারণত। এই মহিলার পা সুন্দর গঠনের, গোড়ালিও সুন্দর আর পায়ে দামী মোজা কিন্তু জুতো জোড়া পছন্দ হলো না আমার। নতুন, চকচকে চামড়ার জুতো, তাতে একটা চকচকে বড় বাকল। মেয়েলি নয় একদমই, একেবারেই স্মার্ট নয়।

জুতো লক্ষ্য করতে করতেই চোখের সামনে উদয় হলেন মহিলা। তাকে দেখে আমি হতাশ হলাম খুব। অগোছালো জামাকাপড় পরা একজন অনাকর্ষণীয়, মধ্যবয়স্ক একজন মহিলা।'

'মিস সেইন্সবারী সিল?'

'হ্যাঁ। তিনি যখন ট্যাক্সি থেকে নামছিলেন, তখন একটা ছোট্ট ঝামেলা হলো। গাড়ির দরজায় তার পা আটকে গিয়ে জুতোর বাকলটা ছিঁড়ে গেল। তাকে সেটা তুলে দিলাম আমি। ওইদিন আমি আর ইন্সপেক্টর জ্যাপ তার সাথে দেখা করতে যাই, তখনও জুতোটা ঠিক করেননি তিনি। এবং সেদিন সন্ধ্যায়ই তিনি হোটেল থেকে বেরিয়ে লাপাত্তা হয়ে যান। প্রথম পর্ব শেষ।

দ্বিতীয় পর্বে আসি এবার। দ্বিতীয় পর্ব শুরু হলো যখন জ্যাপ আমাকে কিং লিওপোল্ড ম্যানশনে ডেকে পাঠাল। একটা বড় বাক্সের মধ্যে একটা লাশ। ঘরে

BanglaBook.org

গিয়ে বাক্সে উঁকি দিলাম আমি, প্রথমে যেটা আমার নজর কাড়ল সেটা হলো একটা বাকলওয়ালা জুতো!'

'এরপর?'

'বিষয়টা বুঝতে পারেননি আপনি। লাশের পায়ের জুতোটা ছিল খুবই পুরানো। কিন্তু যেদিন মি. মোর্লির মৃত্যু হয় এবং যেদিন মিস সেইন্সবারী সিল কিং লিওপোল্ড ম্যানশনে যান সেদিন মিস সিলের পায়ের জুতো ছিল একদম নতুন। সকালে জুতো জোড়া নতুন ছিল, সন্ধ্যায় সেটা পুরানো হয়ে গেল? এক জোড়া জুতো একদিনেই তো কেউ পুরানো করে ফেলতে পারে না, তাই না?'

অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট খুব একটা প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে হলো না। 'তার তো দুই জোড়া জুতোও থাকতে পারে। পারে না?'

'অবশ্যই পারে, কিন্তু ছিল না। কারণ জ্যাপ আর আমি যখন গ্লেনগোরী কোর্ট হোটেলে গিয়েছিলাম, তার ঘরে আর কোন বাকলওয়ালা জুতো আমরা দেখতে পাইনি। তার এক জোড়া পুরানো জুতা থাকতে পারে, আবার তিনি সারাদিন পরে আরামের জন্য নতুন জুতো বদলে পুরানোগুলোও পরে থাকতে পারেন। কিন্তু তাই যদি হতো, অন্য জুতো জোড়াও তো হোটেলে থাকা উচিত ছিল। আমার ব্যাখ্যা কি গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে আপনার কাছে?'

ব্লান্ট একটু হেসে বললেন, 'গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে, তবে গুরুত্বপূর্ণ না।'

'ঠিকই বলেছেন। একদমই গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু আমি যখন একটা ঘটনা ব্যাখ্যা করতে পারি না, তখন সেটা পছন্দ হয় না আমার। আমি দেখলাম, লাশের পায়ের জুতোর একটা বাকল খুব সম্প্রতি হাতে সেলাই করা হয়েছে। তখন নিজের উপরেই সন্দেহ হলো, আমি ভুল দেখিনি তো? হয়তো পুরানো এক জোড়া জুতোকেই নতুন চকচকে বলে মনে হয়েছিল আমার!'

'এটা একটা ব্যাখ্যা হতে পারে।'

'কিন্তু ব্যাখ্যা এটা নয়। আমার চোখ আমাকে ধোঁকা দেয় না, মি. ব্লান্ট! লাশটা আবার জরিপ করলাম, যা দেখলাম সেটা ভালো লাগল না। মুখটা এরকম ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করা হলো কেন? চেনার অনুপযুক্ত কেন করা হলো চেহারাটা?'

অস্বস্তি প্রকাশ পেল ব্লান্টের আচরণে। 'আবার বলার কি দরকার আছে কোন? আমরা জানি...'

পোয়ারো দৃঢ়তার সাথে বললেন, 'বলাটা জরুরী। প্রত্যেকটা ধাপের মাধ্যমে আপনাকে সত্যের কাছে নিয়ে যাব আমি। যাই হোক, তখন আমি নিজেকে বললাম, 'এখানে কোথাও একটা সমস্যা আছে। লাশের গায়ে মিস সিলের

BanglaBook.org

জামাকাপড় এবং সাথে তার হ্যান্ডব্যাগ। কিন্তু তার মুখ বিকৃত কেন? এমনটা কি হতে পারে যে মুখটা মিস সেইন্সবারী সিলের নয়?' সাথে সাথেই লাশটার বৈশিষ্ট্য ওই ফ্ল্যাটের বাসিন্দা জনৈক মিসেস অ্যালবার্ট চ্যাপম্যানের দৈহিক বর্ণনার সাথে মেলানো শুরু করলাম। মনে হলো, লাশটি মিসেস চ্যাপম্যানের নয় তো? আমি ওই মহিলার শোবার ঘরে গেলাম, বোঝার চেষ্টা করলাম সে কেমন মানুষ ছিল। বাইরে থেকে দেখলে এই মহিলা আর সেইন্সবারী সিলের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত। মিসেস চ্যাপম্যান স্মার্ট, আকর্ষণীয় মহিলা, ভালো পোশাক-আশাক পরেন তিনি। কিন্তু তার আর মিস সিলের শারীরিক গঠনে খুব একটা পার্থক্য নেই...কেবল একটা বাদে–মিসেস অ্যালবার্ট চ্যাপম্যানের জুতোর মাপ ছিল পাঁচ। আমি জানতাম মিস সেইন্সবারী সিল দশ মাপের মোজা পরেন, তার মানে জুতো অন্তত ছয় মাপের হওয়ার কথা। তার মানে মিসেস চ্যাপম্যানের পা মিস সিলের চেয়ে ছোট। আবার লাশের কাছে ফিরে গেলাম। ধারণা করলাম, মিস সিলের জুতো পায়ে বাক্সের ভিতরে শুয়ে আছে মিসেস চ্যাপম্যান। তাহলে তো মিস সেইন্সবারী সিলের জুতো মিসেস চ্যাপম্যানের পায়ের চেয়ে বড় হবে। কিন্তু বড় নয়, জুতোটা একদম এঁটে ছিল পায়ের সাথে। তার মানে লাশটা মিস সেইন্সবারী সিলেরই! কিন্তু সেক্ষেত্রে চেহারা বিকৃত করা হলো কেন?

'এই ধাঁধার উত্তর খুঁজতে লাগলাম আমি। মিসেস চ্যাপম্যানের নোটবুক ঘাঁটলাম। একজন দন্ত-চিকিৎসকই মৃত মহিলার পরিচয় নিশ্চিত করতে পারত। কাকতালীয় ব্যাপার হচ্ছে, মিসেস চ্যাপম্যানের দন্ত-চিকিৎসক ছিলেন মি. মোর্লি। মোর্লি মারা গিয়েছেন, কিন্তু শনাক্ত করা সম্ভব। ফলাফলটা জানেন আপনি। ময়নাতদন্তে লাশটা মিসেস চ্যাপম্যানের বলে শনাক্ত করেন মি. মোর্লির পরবর্তী দন্ত-চিকিৎসক মি. লিথেরান।'

অধৈর্য হয়ে পায়চারি করছিলেন ব্লান্ট, কিন্তু পোয়ারো সেদিকে লক্ষ্য না করে বলেই চললেন, 'আমি তখন এক বিচিত্র সমস্যায় পড়লাম। ম্যাবেল সেইন্সবারী সিল কেমন মানুষ ছিলেন? এর দুটো উত্তর আছে। প্রথম উত্তরটা তার সারা জীবনের ইতিহাস আর ব্যক্তিগত বন্ধুদের কথাতেই বোঝা যায়। তিনি ছিলেন খুবই বিশ্বস্ত, কাজের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ, কিছুটা বোকা ধরনের মহিলা। আরেকজন সেইন্সবারী সিল কি ছিল তাহলে? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ছিল। কারণ মিস সিল একজন বিদেশী গুপ্তচরের সাথে দুপুরের খাবার খেলেন, আপনাকে দেখে পরিচিত দাবি করলেন, একটা খুনের ঠিক কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে, ওইদিন সন্ধ্যাতেই আরেক মহিলার বাসায় গেলেন,

BanglaBook.org

সেই মহিলা খুন হলেন এবং এর পর থেকে পুরোপুরি হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন। তার বন্ধুরা যা বলছে তার সম্পর্কে, তার সাথে কি এই মহিলাকে মেলানো যাচ্ছে? যাচ্ছে না। তার মানে, মিস সেইন্সবারী সিলকে দেখে যেমন নিরীহ, ভালোমানুষ বলে মনে হয়েছিল, তিনি তা নন। বরঞ্চ অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তিনি একজন ঠান্ডা মাথার খুনি, অন্তত সাহায্যকারী তো বটেই।

'আরেকটা ব্যাপার ছিল। যে ব্যাপারটা নিয়ে আমি নিজেকে প্রশ্ন করছিলাম বারবার। আমি নিজে কথা বলেছি মিস সেইন্সবারী সিলের সাথে, আমাকে কীভাবে ধোঁকা দিল সে?

'মি. ব্লান্ট, এ প্রশ্নটাই সবচেয়ে কঠিন আর এ প্রশ্নের উত্তরেই আছে সবকিছুর উত্তর। তিনি যা যা বলেছেন, তার কথা বলার ধরন, তার ভদ্রতা-বিনয়, তার চলাফেরা সবকিছুই তার চরিত্রের সাথে সুন্দরভাবে মিলে যায়। কারণ, এ সবকিছুই ছিল একজন ধূর্ত অভিনেত্রীর অভিনয়। ম্যাবেল সেইন্সবারী সিল তো আসলে অভিনেত্রী হিসেবেই জীবন শুরু করেছিলেন।

'আমি আসলে মি. বার্নসের কথায় খুব প্রভাবিত হয়ে গিয়েছিলাম। তিনিও সেদিন কুইন শার্লট স্ট্রীটের আটান্ন নাম্বার বাড়িতে দাঁত দেখাতে গিয়েছিলেন। তিনি খুব জোর গলায় বলেছিলেন যে, মি. অ্যাম্বেরিওটিস এবং মি. মোর্লির মৃত্যু হয়েছে দুর্ঘটনাবশত, দুই ক্ষেত্রেই আসল লক্ষ্য ছিলেন আপনি।'

অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট বললেন, 'বেশি কষ্ট-কল্পনা হয়ে যায়।'

'তাই কি, মি. ব্লান্ট? এটা কি সত্যি নয় যে অনেক মানুষের কাছে আপনার সরে যাওয়া বা আপনাকে সরিয়ে দেয়াটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ? তারা কি আপনাকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে পারে না?'

ব্লান্ট বললেন, 'হ্যাঁ, তা পারে। কিন্তু মি. মোর্লির মৃত্যুর সাথে এসবের কী সম্পর্ক?'

পোয়ারো বললেন, 'সম্পর্ক আছে। এই কেসে একটা ব্যাপার আমি লক্ষ্য করেছি। টাকা কোন ব্যাপার না, মানুষের জীবন কিছুই না। এই কিছুই যায় আসে না মনোভাব বড় অপরাধের দিকে ইঙ্গিত করে।'

'আপনি কি মনে করেন মোর্লি নিজের ভুল বুঝতে পেরে আত্মহত্যা করেনি?'

'আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভাবিনি যে মি. মোর্লি আত্মহত্যা করেছেন। মোর্লিকে খুন করা হয়েছে, অ্যাম্বেরিওটিসকে খুন করা হয়েছে এবং অচেনা একজন মহিলাও খুন হয়েছেন। কেন? অবশ্যই বড় কোন ব্যাপারের জন্য। বার্নসের বক্তব্য হচ্ছে, কেউ একজন আপনাকে সরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে মোর্লি অথবা তার পার্টনারকে ঘুষ দেয়ার চেষ্টা করেছিল।'

BanglaBook.org

অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট জোর গলায় বললেন, 'ধুর, ফালতু কথা সব।'

'আসলেই কি ফালতু কথা? ধরুন, কোন মানুষ আরেকজন মানুষকে খুন করতে চায়, কিন্তু দ্বিতীয় মানুষটা খুব সতর্ক অবস্থায় থাকে, খুব সহজে তাকে বাগে পাওয়া যায় না। সেই একজনকে মারার জন্য জরুরী কাজ হচ্ছে, তার সন্দেহ না জাগিয়ে তাকে বাগে পাওয়া। আর দন্ত-চিকিৎসকের চেয়ারের চেয়ে কম সন্দেহজনক জায়গা আর কী হতে পারে?'

'আমি এভাবে আগে ভেবে দেখিনি। আপনার কথা মেনে নিলাম।'

'এই ব্যাপারটা বোঝার সাথে সাথেই সত্যের একটা ঝাপসা ঝলক আমার মাথায় উঁকি দিয়ে যায়।'

'আপনি তাহলে বার্নসের ধারণা মেনে নিলেন? এই বার্নসটা কে?'

'বার্নস ছিলেন রাইলির বারোটার রোগী। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে অবসর নিয়ে এখন ইলিঙে থাকেন। আমি তার ধারণা মেনে নিইনি। শুধু মূল বিষয়টা নিয়েছি।'

'মানে?'

পোয়ারো বললেন, 'পুরোটা সময় আমাকে ভুল রাস্তায় পরিচালিত করা হয়েছে। কখনও না বুঝে, কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে। আমাকে বারবার এটাই বোঝানো হয়েছে যে এটা আসলে একটা পাবলিক ক্রাইম। জনসাধারণের সামনে ব্যাঙ্কার, অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক, রক্ষণশীল ঐতিহ্যের ধারক মি. অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্টের যে ইমেজ সেটাই হচ্ছে এই অপরাধের মূলে।

'কিন্তু প্রত্যেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরও একটা ব্যক্তিগত জীবন থাকে। আমার ভুল ছিল ওই ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপারটা বেমালুম ভুলে যাওয়া। মোর্লিকে খুন করার জন্য যেমন ফ্রাঙ্ক কার্টারের ব্যক্তিগত কারণ আছে, তেমনি আপনাকে খুন করার জন্যও ব্যক্তিগত কারণ থাকতে পারে। আপনার এমন অনেক আত্মীয় আছে যারা আপনি মারা গেলে আপনার সম্পত্তি পাবে। এমন অনেক মানুষ আছে যারা আপনাকে ভালবাসে অথবা ঘৃণা করে। ব্যক্তি অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্টকে, কোন ব্যাঙ্কার বা অর্থনীতির ধারক অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্টকে নয়।

'এর মধ্যে আরেক ঘটনা ঘটল। আপনার উপরে আক্রমণ করল ফ্রাঙ্ক কার্টার। আমাকে আরেকবার ভাবতে বাধ্য করা হলো সবকিছুর মূলে অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট।

'আক্রমণটা আসল হলে রাজনৈতিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হতো। কিন্তু আর কোন ব্যাখ্যা থাকতে পারে কি? হ্যাঁ, পারে। আরেকজন লোক ছিল বাগানে। দৌড়ে এসে কার্টারকে আটক করেছিল যে, হাওয়ার্ড রেইকস। রেইকস

BanglaBook.org

খুব সহজেই আপনাকে গুলি করে পিস্তলটা কার্টারের পায়ের কাছে ফেলে দিতে পারে এবং কার্টার তা হাতে তুলে নেয়।

'আমি হাওয়ার্ড রেইকসের বিষয়টা বিবেচনা করলাম। রেইকস মি. মোর্লির মৃত্যুর দিন সকালে কুইন শার্লট স্ট্রীটে উপস্থিত ছিল। আপনি যা কিছু করেছেন বা আপনার যা মতাদর্শ, সেই সব কিছুরই শত্রু রেইকস। তবে রেইকস আপনার ভাতিজির প্রেমিকও বটে, হয়তো আপনার ভাতিজিকে বিয়েও করবে। আর আপনার মৃত্যুর পর বেশ ভালো পরিমাণে সম্পত্তিও পাবেন জেন। তাহলে অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্টের উপরে যে হামলা তা কি ব্যক্তিগত কোন বিষয়ে?

'যখন এই বিষয়টা আমার মাথায় এলো, তখন থেকেই আমি সঠিক পথটা দেখতে পেলাম। চার্চে বসে প্রার্থনা-সঙ্গীত গাইছিলাম আমি। ওতে দড়ি দিয়ে বানানো একটা ফাঁদের কথা ছিল।

'একটা ফাঁদ? কার জন্য পাতা হয়েছে? আমার জন্য? হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে ফাঁদটা পাতল কে? শুধুমাত্র একজনই আমার জন্য ফাঁদ পাততে পারে। কিন্তু সেটা তো সম্ভব না। নাকি সম্ভব? কেসটা কি আমি উল্টোভাবে দেখছি? টাকা কোন ব্যাপার না, মানুষের জীবনেরও কোন দাম নেই। দোষী ব্যক্তি কতটা মরিয়া হয়ে উঠলে এ ব্যাপারগুলো গৌণ হয়ে ওঠে?

'আমার ধারণাটা যদি সত্যি হয়, তাহলে এই ধারণা দিয়েই সব ঘটনা ব্যাখ্যা করা যাবে। কিন্তু সবার আগে প্রথম প্রশ্ন–মিস সেইন্সবারী সিল এখন কোথায়?

'মিস সেইন্সবারী সিলই হচ্ছেন এই কেসের শুরু এবং কেসের শেষ। মিস সেইন্সবারী সিল ছিলেন আসলে দুজন। একজন ভালো মনের, বোকা, নিরীহ ভদ্রমহিলা; আরেকজন দুটো খুনের সাথে জড়িত, যে কিনা মিথ্যে বলে রহস্যময়ভাবে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

'কিং লিওপোল্ড ম্যানশনের পোর্টার একটা কথা বলেছিল। সে আগেও একবার মিস সেইন্সবারী সিলকে দেখেছে।

'আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি, তিনি শুধু প্রথমবারই এসেছিলেন। কিং লিওপোল্ড ম্যানশন থেকে আর কখনও ফিরে যাননি তিনি। অন্য মিস সেইন্সবারী সিল তার জায়গায় যায়। নতুন ম্যাবেল সেইন্সবারী সিল একই ধরনের জামাকাপড় আর নতুন এক জোড়া বাকলওয়ালা জুতো পরে দিনের কোন এক ব্যস্ত সময়ে রাসেল স্কয়ারের হোটেলে গিয়ে তল্পিতল্পা গুটিয়ে বেরিয়ে আসে এবং গ্লেনগোরী কোর্ট হোটেলে গিয়ে ওঠে। নতুন জুতো পরে সে কারণ আসলগুলো তার পায়ের তুলনায় বড় ছিল। এর পর থেকেই মিস সেইন্সবারী সিলের কোন বন্ধু দেখা পায়নি তার। প্রায় এক সপ্তাহের বেশি সময় সে মিস সেইন্সবারী

BanglaBook.org

সিলের ভূমিকায় অভিনয় চালিয়ে যায়। সে মিস সেইন্সবারী সিলের জামাকাপড় পরে, তার কণ্ঠে কথা বলে। শুধু এক সাইজ ছোট সান্ধ্য জুতো তাকে কিনে নিতে হয়। সবশেষে অদৃশ্য হয়ে যায় সে, যেদিন মোর্লির মৃত্যু ঘটে সেদিন তাকে সর্বশেষ কিং লিওপোল্ড ম্যানশনে আবার ঢুকতে দেখা যায়।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন ওই ফ্ল্যাটে আসল ম্যাবেল সেইন্সবারী সিলের লাশ ছিল?' অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ। খুবই ধূর্ত চাল দিয়েছিল অপরাধী। মুখটা এজন্যই বিকৃত করা হয়েছিল যাতে তার পরিচয় নিয়ে সন্দেহ থাকে।'

'কিন্তু দাঁতের ডাক্তার কি ভুল বললেন তাহলে?'

'এতক্ষণে আসল জায়গায় আসলাম আমরা। দন্ত-চিকিৎসক মোর্লি নিজে এই প্রমাণ দেননি। তিনি দেখলেই বুঝে যেতেন মৃত মহিলা আসলে কে। প্রমাণ হিসেবে চার্ট দেখানো হয়েছে শুধু, আর চার্টগুলো ভুয়া। দু'জন মহিলাই মি. মোর্লির কাছে দাঁত দেখাতেন। শুধু নামের লেবেলগুলো বদলে দিলেই কাজ শেষ।'

পোয়ারো আরও বললেন, 'এখন বুঝলেন তো সে মৃত না জীবিত, আপনার এই প্রশ্নের উত্তরে আমি তখন কেন বলেছিলাম, নির্ভর করে আপনি কীভাবে দেখছেন। কারণ যখনই বলছেন মিস সেইন্সবারী সিল, কোন সিলের কথা বলছেন আপনি? গ্লেনগোরী কোর্ট হোটেল থেকে যে গায়েব হয়ে গিয়েছে তার কথা নাকি আসল ম্যাবেল সেইন্সবারী সিলের কথা?'

অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট বললেন, 'মসিয়ে পোয়ারো, গোয়েন্দা হিসেবে যে আপনার খ্যাতি আছে তা আমি জানি। তাই আমি আপনার এই ধারণা আমি মেনে নিচ্ছি, নিশ্চয় কোন কারণ আছে আপনার এই অন্যরকম ধারণার পিছনে। কিন্তু মসিয়ে, এটা একটা ধারণা কেবল, আর কিছুই নয়। পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে অবান্তর এবং অসম্ভব মনে হচ্ছে। আপনি বলতে চাইছেন, ম্যাবেল সেইন্সবারী সিলকে খুন করা হয়েছে আর মি. মোর্লিকে খুন করা হয়েছে যাতে সে তাকে শনাক্ত করতে না পারে। কিন্তু কেন? এটাই জানতে চাই আমি। একজন নিরাপরাধ মধ্যবয়সী মহিলা, যার কোন শত্রু নেই। তাকে সরানোর জন্য এত ঝামেলা কেউ কেন করবে?'

'এটাই প্রশ্ন। কেন করবে? ম্যাবেল সেইন্সবারী সিল এমন একজন মানুষ যিনি একটা মাছিও মারতে পারেন না। সেই মানুষকে কেন এমন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হলো?' সামনে ঝুঁকে এলেন পোয়ারো। বললেন, 'আমার মনে হয়,

BanglaBook.org

মিস সেইন্সবারী সিলকে হত্যা করা হয়েছে কারণ মানুষের চেহারা তার খুব ভালোভাবে মনে থাকত।'

'মানে কী?'

পোয়ারো বললেন, 'দুজন সেইন্সবারী সিলকে আলাদা করে ফেলেছি আমরা। ভারত ফেরত একজন নিরপরাধ ভদ্রমহিলা; আরেকজন ধূর্ত, চতুর মহিলা যে এই নিরপরাধ মহিলার ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। মিস সিল যদি দুজন হয়ে থাকে তবে মি. মোর্লির বাড়ির সামনে আপনার সাথে কথা বলেছিল কোন সেইন্সবারী সিল? সে দাবি করেছিল যে সে আপনার স্ত্রীর খুব ভালো বন্ধু। সাধারণ সম্ভাবনা বা তার অন্য বন্ধুদের কথায় মনে হয় দাবিটা সত্যি নয়। তাহলে আমরা বলতে পারি, মিথ্যে কথা বলেছে মিস সিল। কারণ আসল মিস সেইন্সবারী সিল মিথ্যে বলেন না। তাহলে এই মিথ্যেটা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে যে বলেছিল সে নকল সেইন্সবারী সিল।'

অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট মাথা ঝাঁকালেন, 'হ্যাঁ। যদিও আমি জানি না কী উদ্দেশ্যে সে এ কথা বলেছিল।'

পোয়ারো বললেন, 'কিন্তু অন্যদিক থেকেও বিষয়টা দেখতে পারি আমরা। তিনিই ছিলেন আসল মিস সেইন্সবারী সিল। তিনি মিথ্যে বলতেন না। তার মানে তার দাবিটা সত্যি।'

'এদিক থেকেও দেখা যায়, তবে ব্যাপারটা অদ্ভুত হবে।'

'দ্বিতীয় হাইপোথিসিসটাকে ঠিক ধরে নিলে, দাবিটা সম্পূর্ণ সত্যি। মিস সেইন্সবারী সিল আপনার স্ত্রীকে চিনতেন। খুব ভালোমতোই চিনতেন।

'সুতরাং, আপনার স্ত্রী নিশ্চয় সেই ধরনের মানুষ ছিলেন যাকে মিস সেইন্সবারী সিলের চেনার কথা। তার মতোই কেউ একজন। একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, একজন মিশনারি। আরেকটু পিছনে যদি যাই, তিনি একজন অভিনেত্রী। তার নাম অবশ্যই রেবেকা আর্নল্ট নয়!

'মি. ব্লান্ট, আপনি কি এখন বুঝতে পারছেন আমি তখন ব্যক্তিগত আর সামাজিক জীবনের কথা কেন বলেছিলাম? আপনি অসাধারণ একজন ব্যাঙ্কার। আপনি সেই মানুষ যিনি রেবেকা আর্নল্টকে বিয়ে করেছিলেন। আর তাকে বিয়ে করার আগে আপনি অক্সফোর্ডের কাছাকাছি কোন একটা ফার্মের একজন জুনিয়র পার্টনার ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না।

'কেসটাকে সোজাভাবে দেখতে শুরু করলাম আমি। টাকা কোন ব্যাপার না? স্বাভাবিক, আপনার কাছে ব্যাপার হওয়ার কথাও নয়। মানুষের জীবনের কোন

BanglaBook.org

দাম নেই? আসলে দিনে দিনে আপনি এতটা স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছেন যে আপনার কাছে নিজের জীবন ছাড়া আর কারও জীবনের কোন মূল্য নেই।'

অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট বললেন, 'আপনি কী বলতে চাইছেন, মসিয়ে পোয়ারো?'

'মি. ব্লান্ট, আমি বলতে চাইছি যে, আপনি যখন রেবেকা আর্নল্টকে বিয়ে করেন তখন আপনি বিবাহিত ছিলেন। তবে টাকার লোভে নয়, ক্ষমতার ঝলকানিতে অন্ধ হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের আগের বিয়ের কথা গোপন রেখে বিয়েটা করেন আপনি। আপনার আগের স্ত্রী বিষয়টা মেনে নিতে না পারলেও সেভাবে বাধা দেননি।'

'সেই আগের স্ত্রীটা কে?'

'মিসেস অ্যালবার্ট চ্যাপম্যান নামে কিং লিওপোল্ড ম্যানশনে থাকতেন যে থাকত। খুবই সুবিধাজনক জায়গা, আপনার চেলসি বাঁধের বাড়িটা থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ। আপনি একজন সত্যিকারের গুপ্তচরের নাম নেন, যাতে আপনার স্ত্রী সবাইকে আভাস দিতে পারে যে তার স্বামী একজন গুপ্তচর। আপনার পরিকল্পনা পুরোপুরি সফল। কেউ কোন সন্দেহ করেনি। কিন্তু সত্যি এটাই যে, আইনত রেবেকা আর্নল্টের সাথে আপনার বিয়ে বৈধ নয় এবং দ্বিতীয় বিয়ের অপরাধে আপনি অপরাধী। এত বছর পর আপনি বোধহয় বিপদের কথা চিন্তাও করেননি। কিন্তু আকাশ ভেঙে পড়ল আপনার মাথায়, যখন ম্যাবেল সেইন্সবারী সিল প্রায় কুড়ি বছর পরে বান্ধবীর স্বামী হিসেবে আপনাকে চিনে ফেললেন। ভাগ্যই তাকে এ দেশে নিয়ে এলো, ভাগ্যই তাকে কুইন শার্লট স্ট্রীটে আপনার সাথে দেখা করিয়ে দিল। আপনার ভাতিজি আপনার সাথে থেকে যে আপনাদের আলাপ শুনেছিল এটাও পুরোপুরি ভাগ্যই। তা নাহলে আমি কখনওই অনুমান করতে পারতাম না।'

'আমি নিজেই সেটা আপনাকে বলেছি, মসিয়ে পোয়ারো।'

'না, আপনার ভাতিজি জোর করেছিল আমাকে বলার জন্য। সন্দেহজনক দেখাতে পারে এই ভয়ে আপনি বেশি বাধাও দিতে পারেননি। এরপরে মানে আপনার সাথে মিস সিলের দেখা হওয়ার পরে আরেকটা দৈব ঘটনা ঘটল। ম্যাবেল সেইন্সবারী সিলের সাথে অ্যাম্বেরিওটিসের দেখা হলো, একসাথে দুপুরের খাবার খেলেন তারা আর মিস সিল অ্যাম্বেরিওটিসের কাছে গল্পও করলেন যে এত বছর পরে বান্ধবীর স্বামীর সাথে দেখা হয়েছে তার। বয়স বেড়েছে বটে কিন্তু আর তেমন কিছুই বদলায়নি। আমি আসলে ঠিক জানি না আর কী ঘটেছিল, তবে আমি যা বললাম তার থেকে খুব একটা নড়চড় হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আমার মনে হয়, বান্ধবীর স্বামী যে বিশ্ব অর্থনীতির পিছনের

BanglaBook.org

মানুষটি সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ধারণাও ছিল না মিস সেইন্সবারী সিলের। নামটা খুব একটা অপ্রচলিতও নয়। কিন্তু অ্যাম্বেরিওটিস গুপ্তচরের পাশাপাশি ছিল একজন ব্ল্যাকমেইলার। আর ব্ল্যাকমেইলারদের গোপন কথা শুঁকে বের করার আলাদা একটা ক্ষমতা থাকে। অ্যাম্বেরিওটিস ভাবল, এই মি. ব্লান্টকে খুঁজে বের করা কোন ব্যাপার না। আমার ধারণা, এরপরে সে আপনাকে চিঠি লিখল অথবা ফোন করল। পরেরটুকু পানির মতো সহজ। সোনার খনির সন্ধান পেয়ে গেল অ্যাম্বেরিওটিস।'

পোয়ারো একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, 'একজন ব্ল্যাকমেইলারকে থামানোর একটাই কার্যকরী উপায় আছে, আর তা হলো তাকে চুপ করিয়ে দেয়া।'

'বারবার বোঝানো হচ্ছিল আমাকে, 'ব্লান্টকে যেতেই হবে'। কিন্তু আসলে ঘটনাটা ছিল 'অ্যাম্বেরিওটিসকে যেতেই হবে'। কীভাবে? আগেই বলেছি। একজন সতর্ক মানুষকে অসাবধান অবস্থায় বাগে পেতে হলে, দন্ত-চিকিৎসকের চেম্বারের চেয়ে ভালো জায়গা আর কী হতে পারে?'

পোয়ারো থামলেন, হালকা একটা হাসি তার ঠোঁটে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

'এই কেসে সত্যিটা বলা হয়েছে অনেক আগেই। আলফ্রেড নামের ভৃত্য ছেলেটি সেদিন পৌনে বারোটার দিকে একটা বই পড়ছিল যেটার নাম ছিল 'এগারোটা পঁয়তাল্লিশে মৃত্যু'। আসলে এটাকে কুলক্ষণ হিসেবে নেয়া উচিত ছিল আমার। কারণ ঠিক ওই সময়েই মি. মোর্লি খুন হন। আপনি বেরিয়ে যাওয়ার ঠিক আগে গুলি করেন তাকে। এরপর আপনি ঘণ্টা বাজিয়ে, বেসিনের কল ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। সময়টা এমনভাবে ঠিক করেন, আপনি যখন সিঁড়ি দিয়ে নামবেন, ঠিক তখনই নকল মিস সেইন্সবারী সিলকে এলিভেটরের দিকে নিয়ে যাবে আলফ্রেড। বেরিয়ে যাচ্ছেন এমন একটা ভাব করে দরজা খোলেন কিন্তু এলিভেটরের দরজা বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে দরজা বন্ধ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যান।

'নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি আলফ্রেডের কাজের ধরন জানি। দরজায় নক করেছে, তারপর দরজা খুলে দিয়ে রোগী ঢোকার জন্য পিছনে সরে গিয়েছে। ভিতরে পানি পড়ার শব্দ হচ্ছিল, স্বাভাবিকভাবেই সে ধরে নিয়েছিল মি. মোর্লি হাত ধুচ্ছেন। কিন্তু আসলে মোর্লিকে দেখতে পায়নি সে।

'নকল সিলকে ঢুকিয়ে দিয়ে আলফ্রেড যখন এলিভেটরের দিকে গেল, তখন আপনি আবার মি. মোর্লির চেম্বারে ঢুকে পড়লেন। আপনি আর আপনার

BanglaBook.org

সাহায্যকারী মিলে পাশের অফিস রুমে নিয়ে রাখলেন মোর্লির লাশটাকে। তারপর তাড়াতাড়ি চার্টে মিস সেইন্সবারী সিল আর মিসেস চ্যাপম্যানের নাম দুটো বদলে দিলেন। এ কাজ শেষ হতেই অ্যাপ্রন পরে নিলেন আপনি, আপনার স্ত্রী বোধহয় কিছুটা মেকআপও করে নিল। এর বেশি কিছু দরকারও ছিল না। মি. মোর্লির কাছে প্রথমবার দাঁত দেখাতে এসেছিল অ্যাম্বেরিওটিস। আপনাকেও কখনও দেখেনি সে কারণ আপনার ছবি কাগজে তেমন ছাপা হয় না। আর তাছাড়া সন্দেহ হওয়ার তো কোন কারণও নেই, তাই না? একজন ব্ল্যাকমেইলারের তো তার দন্ত-চিকিৎসককে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। আপনার স্ত্রী ওরফে নকল সেইন্সবারী সিল চলে গেল, তাকে এগিয়ে দিতে গেল আলফ্রেড। ঘণ্টা বেজে উঠল, চেম্বারে ঢুকল অ্যাম্বেরিওটিস। সে দেখল তার দন্ত-চিকিৎসক দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে হাত ধুচ্ছেন। চেয়ারে বসানো হলো তাকে। নিজের যে দাঁতে ব্যথা সে দাঁত দেখিয়ে দিল সে। আপনি সাধারণ কথাবার্তা চালিয়ে যেতে থাকলেন। ব্যাখ্যা করলেন, মাড়ি অবশ করে নেয়াটাই ভালো হবে। প্রোকেইন আর অ্যাড্রেনালিন তো ছিলই। আপনি মেরে ফেলার মতো যথেষ্ট পরিমাণে পুশ করে দিলেন ইঞ্জেকশনের সাহায্যে। দন্তচিকিৎসায় আপনার অপটুতার কথা সে বুঝতেও পারল না।

'কোনরকম সন্দেহ না করেই চলে গেল অ্যাম্বেরিওটিস। আপনি মোর্লির লাশটা আবার যথাস্থানে রেখে দেন, তবে এবার একটু টানা হেঁচড়া করতে হয় কারণ আপনার সাহায্যকারী তো আর নেই। আপনি পিস্তল মুছে মোর্লির হাতে দিলেন, দরজার হাতলও মুছে ফেললেন। যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছেন সেগুলো জীবাণুমুক্ত হতে চলে গেছে ততক্ষণে। চেম্বার থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে গেলেন আপনি, সুবিধা মতো সময়ে বেরিয়ে গেলেন। শুধুমাত্র এই সময়েই ধরা পড়তে পারতেন আপনি।

'ব্যাপারটা খুব ভালোভাবেই মিটে যাওয়ার কথা ছিল। দুজন মানুষ হুমকি হয়ে উঠতে পারত আপনার জন্য, মারা গেল দুজনেই। তৃতীয় আরেকজনও মারা গেল, কিন্তু আপনার দৃষ্টিতে সেটা এড়ানোর কোন উপায় ছিল না। মোর্লির মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করা হলো অ্যাম্বেরিওটিসের উপর করা ভুল দিয়ে। মিস সিলের পর খুন হলো দুজন, তাদের মধ্যে একজন পরিস্থিতির বলি।

'কিন্তু আপনার কপাল খারাপ, দৃশ্যপটে আমি উপস্থিত। আমি সন্দেহ করি, আমি সহজে মেনে নিতে চাই না। যেভাবে আশা করেছিলেন, সবকিছু ততটা সহজভাবে এগোচ্ছিল না। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরেক ধাপ বাড়ালেন আপনি। যদি প্রয়োজন হয়, এজন্য একজন বলিও প্রস্তুত রাখলেন। মি. মোর্লির বাড়ি, পরিবার

BanglaBook.org

সবকিছু সম্পর্কেই জানতেন আপনি। তাই আপনি বলি হিসেবে প্রস্তুত রাখলেন ফ্রাঙ্ক কার্টারকে। আপনার সাহায্যকারী একটা রহস্যময় আবহ তৈরি করে বাগানের কাজে নিয়োগ দেয় তাকে। পরে যদি সে এমন অদ্ভুত গল্প শোনায়ও, কেউই তার কথা বিশ্বাস করবে না। এর মাঝে কিং লিওপোল্ড ম্যানশনের লাশটা আবিষ্কৃত হবে। প্রথমে সবাই ভাববে, লাশটা মিস সেইন্সবারী সিলের, তারপর দাঁত পরীক্ষা হবে। জানা যাবে যে লাশটা আসলে মিসেস অ্যালবার্ট চ্যাপম্যানের। মনে হতে পারে এই ঝামেলাটার কোন প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু আসলে ছিল। আপনি চাননি ইংল্যান্ডের পুলিশ মিসেস অ্যালবার্ট চ্যাপম্যানকে খুঁজুক। তাই তাকেই মৃত সাজিয়ে মিস সেইন্সবারী সিলকে খুঁজতে লাগিয়ে দেয়া হলো পুলিশকে, কারণ খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে যাবে কিন্তু আর তাকে খুঁজে পাবে না তারা। আর দরকার পড়লে নিজের প্রভাব খাটিয়ে আপনি কেসটা বন্ধও করে দিতেন হয়তো।

'কিন্তু আপনার জানা দরকার ছিল আমি কী করছি। তাই আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়ে নিখোঁজ মিস সিলকে খোঁজার দায়িত্ব দিলেন। এর মাঝে আপনি আমাকে ভুল পথে পরিচালিত করে গেলেন। আপনার সাহায্যকারী আমাকে ফোন করে নাটকীয়ভাবে হুমকি দিল। আপনার স্ত্রী খুবই ভালো অভিনেত্রী, কিন্তু কেউ যখন নিজের কণ্ঠ লুকাতে চায় তখন সে পরিচিত কারও কণ্ঠ নকল করে। আপনার স্ত্রী মিসেস অলিভেরার কথার ভঙ্গি নকল করেছিল। সত্যি কথা বলতে, আমি বেশ ভালো ধাঁধাতেই পড়ে গিয়েছিলাম।

'এরপরে এক্সশ্যামে নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে। নাটকের শেষ পর্ব সেখানেই মঞ্চস্থ হলো। গুলি ভরা একটা পিস্তল রাখা হলো ঝোপের মধ্যে। ঝোপ ছাঁটার সময় অসাবধানে গুলি চালিয়ে দিল ফ্রাঙ্ক কার্টার। ঘটনা এখানেই শেষ হলো না, পিস্তলটা তার পায়ের কাছে পড়লে সে তুলেও নিল। এই পিস্তলের জোড়াটা আবার ব্যবহার করা হয়েছে মি. মোর্লিকে খুন করায়। আর কিছু বাকি থাকে কি? মি. অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্টকে হত্যা চেষ্টার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ল সে। একটা অদ্ভুত গল্প সে বলল বটে, কিন্তু তার কথা বিশ্বাস করবে, কার এমন দায় পড়েছে?

'আর সবকিছু মিলে পোয়ারোর জন্য দারুণ একটা ফাঁদ প্রস্তুত হয়ে গেল।'

অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট নড়েচড়ে বসলেন। তার চেহারা গম্ভীর। তিনি বললেন, 'আমাকে ভুল বুঝবেন না, মসিয়ে পোয়ারো। কতটুকু অনুমান করেছেন আর জানেন কতটুকু?'

BanglaBook.org

পোয়ারো বললেন, 'আমার কাছে একটা বিয়ের সনদপত্র আছে। অক্সফোর্ডের কাছাকাছি একটা রেজিস্ট্রি অফিসে পেয়েছি। মার্টিন অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট আর গার্ডা গ্রান্টের বিয়ের সার্টিফিকেট। ফ্রাঙ্ক কার্টার বারোটা পঁচিশে দুজন লোককে মোর্লির চেম্বার থেকে বের হতে দেখেছে। প্রথমজন মোটা একজন মানুষ, অ্যাম্বেরিওটিস। দ্বিতীয়জন আপনি। ফ্রাঙ্ক কার্টার আপনাকে চিনতে পারেনি, উপর থেকে দেখেছে শুধু।'

'মসিয়ে পোয়ারো, ফ্রাঙ্কের মতো একটা লোকের কথা কি আপনি বিশ্বাস করেছেন?'

উত্তর দিলেন না পোয়ারো, যেন শুনতে পাননি। 'ফ্রাঙ্ক চেম্বারে ঢুকে মি. মোর্লিকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়। মি. মোর্লির হাত ছিল ঠান্ডা আর রক্ত জমাট বেঁধে ছিল ক্ষতের চারপাশে। তার মানে মোর্লি তারও বেশ কিছুক্ষণ আগে মারা গিয়েছেন। সুতরাং অ্যাম্বেরিওটিসের চিকিৎসা যে করেছে সে অবশ্যই মি. মোর্লি নয়, বরং তার খুনি।'

'আর কিছু?'

'হেলেন মন্ট্রেসরকে আজ বিকেলে গ্রেফতার করা হয়েছে।'

অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট চমকে উঠলেন। তারপর শান্ত হয়ে গেলেন একদম। বুঝে গেছেন লাভ হবে না আর, খেলা শেষ। বললেন, 'এ ব্যাপারটাই সবকিছু গোলমাল করে দিল।'

পোয়ারো বললেন, 'হ্যাঁ। আসল হেলেন মন্ট্রেসর, আপনার দূরসম্পর্কের বোন কানাডাতে সাত বছর আগে মারা গিয়েছেন। ব্যাপারটা চেপে গিয়ে তার ফায়দা নিয়েছেন আপনি।'

অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্টের ঠোঁটে একটা হাসি খেলে গেল। উৎসাহী গলায় তিনি বলতে লাগলেন, 'গার্ডা এসবে খুবই মজা পায়। আপনাকে বুঝিয়ে বলি। আপনি খুবই বুদ্ধিমান একজন মানুষ, বুঝতে পারবেন। আমি ওকে বিয়ে করেছিলাম কাউকে না জানিয়ে। ও তখন মঞ্চনাটকে অভিনয় করত। আমার পরিবারের লোকজন ছিল একটু অন্যরকম, আর আমিও ওই ফার্মে কাজ শুরু করেছি মাত্র। তাই আমরা ব্যাপারটা গোপন রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। মঞ্চনাটকে ও ওর অভিনয় চালিয়ে গেল। ওর সাথেই কাজ করত ম্যাবেল সেইন্সবারী সিল। আমাদের ব্যাপারে জানত সে। পরে সে একটা ভ্রমণ দলের সাথে ভারত চলে যায়। গার্ডা এক কি দুইবার ভারত থেকে ওর খবর পেয়েছিল। এরপর আর যোগাযোগ করেনি ম্যাবেল। ভারতে একজন হিন্দু ছেলের সাথে জড়িয়ে পড়েছিল। নির্বোধ একজন মহিলা ছিল সে।

BanglaBook.org

'রেবেকার সাথে আমার দেখা হওয়া আর বিয়ের ব্যাপারটা আপনাকে বোঝাতে পারব আশা করি। গার্ডাও বুঝেছিল। ব্যাপারটা আসলে এমন ছিল যে একজন রাজকুমারীকে বিয়ে করে রাজ্য পরিচালনাকারী এমনকি রাজা হয়ে যাওয়ার মতো। গার্ডার সাথে আমার বিয়েটাকে দেখেছিলাম মরগানাটিক হিসেবে, নিচু শ্রেণীর মেয়ে বলে আমার প্রতি ওর কোন দাবী থাকতে পারে না! ওকে ভালবাসতাম আমি, ছেড়ে যেতেও চাইনি। দারুণভাবে কাজ করল আমার পরিকল্পনাটা। রেবেকাকে খুব পছন্দ করতাম আমি। অর্থনীতিতে ওর মাথা ছিল অসাধারণ, আমার মোটামুটি। টিমওয়ার্ক খুব ভালো ছিল আমাদের। সঙ্গী হিসেবে অসাধারণ ছিল ও, আর আমার ধারণা আমিও ওকে সুখী করতে পেরেছি। রেবেকার মৃত্যুতে খুবই কষ্ট পেয়েছিলাম আমি। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, আমি এবং গার্ডা আমাদের এই গোপন মেলামেশা খুবই উপভোগ করতে শুরু করেছিলাম। একজন জাত অভিনেত্রী ও। সাত আটটা চরিত্র রূপায়ন করেছে, মিসেস অ্যালবার্ট চ্যাপম্যান এগুলোরই একটা। প্যারিসে ও ছিল একজন আমেরিকান বিধবা। ব্যবসার জন্য প্যারিসে যেতাম যখন, তখন দেখা করতাম আমরা। অথবা ছবি আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে চিত্রশিল্পী সেজে নরওয়ে চলে যেত ও। আমি মাছ ধরতে যেতাম সেখানে। পরে আমি ওকে আমার দুঃসম্পর্কের বোন বানিয়ে ফেললাম, যার নাম হেলেন মন্ট্রেসর। রেবেকার মৃত্যুর পর সবাইকে জানিয়ে বিয়ে করে ফেলা উচিত ছিল আমাদের, কিন্তু আমরা তা চাইনি। আমার দাপ্তরিক জীবনে মানিয়ে নিতে কষ্ট হতো গার্ডার, আর তাছাড়া অতীতের কোন ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল। তবে এই গোপনীয়তাটা খুব উপভোগ করছিলাম আমরা, এটাই আসল কারণ বলে মনে হয় আমার। স্বাভাবিক জীবন নিরানন্দ, বৈচিত্র্যহীন লাগত আমাদের।'

ব্লান্ট থামলেন। আবার যখন কথা শুরু করলেন তখন শক্ত হয়ে গিয়েছে তার কণ্ঠ। 'ওই বোকা, নির্বোধ মহিলা সব এলোমেলো করে দিল। এত বছর পরে সে চিনতে পারল আমাকে! শুধু তাই নয়, সে অ্যাম্বেরিওটিসকে গিয়ে বলল। কিছু একটা করা কতটা জরুরী ছিল তা আপনি বুঝতে পারছেন। আর আমার জন্যই যে কিছু করা দরকার ছিল, ব্যাপারটা কিন্তু তেমন নয়। আমাকে যদি ধ্বংস করে দেয়া হয়, তাহলে আমার দেশের উপরেও বিপর্যয় নেমে আসবে। কারণ ইংল্যান্ডের জন্য অনেক কিছু করেছি আমি। অর্থনীতি শক্তিশালী করে সচ্ছল রেখেছি আমার দেশকে। ইংল্যান্ডে কোন স্বৈরাচারী শাসক নেই, সমাজতন্ত্রের কোন উত্থানও নেই। আমি কেবল টাকার জন্য টাকা চাই না। আমি ক্ষমতা চাই, আমি শাসন করতে চাই, কিন্তু নিষ্ঠুরতার রাজত্ব কায়েম করতে চাই

BanglaBook.org

না। ইংল্যান্ডে গণতন্ত্রের চর্চা করি আমরা, সত্যিকারের গণতন্ত্র বলতে যা বোঝায় সেই গণতন্ত্র। আমরা রাজনীতিবিদদের সমালোচনা করতে পারি, যা ইচ্ছা তাই বলতে পারি। বাক-স্বাধীনতা আছে আমাদের। আমরা স্বাধীন। ইংল্যান্ডের জন্য সারা জীবন কাজ করেছি আমি, ইংল্যান্ডের ক্ষতিতে আমার অনেক কিছু যায় আসে। কিন্তু আমি যদি চলে যাই, আপনি জানেন তাহলে কী হবে! আমাকে দেশের প্রয়োজন, মসিয়ে পোয়ারো। ইংল্যান্ডের আমাকে প্রয়োজন। এক ফালতু গ্রিক ব্ল্যাকমেইলার যখন আমার সারা জীবনের কাজ ধ্বংস করে দিতে চাইল, তখন কিছু না কিছু করতেই হতো আমাকে। মিস সেইন্সবারী সিলের জন্য আমরা দুঃখিত, কিন্তু কিছু করার ছিল না। তার মুখ বন্ধ করতেই হতো আমাদের, ভরসা করার উপায় ছিল না! গার্ডা তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিল। চায়ের নিমন্ত্রণ করে জানায় ও মিসেস চ্যাপম্যানের ফ্ল্যাটে উঠেছে, মিস সিল যেন সেখানেই যায়। বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করেই সেখানে যায় মিস সেইন্সবারী সিল। কিছুই টের পায়নি সে, ঘুমের মধ্যে মারা যায়। তার চায়ে ওষুধ মেশানো ছিল। মুখের ব্যাপারটা মৃত্যুর পরে করা। অসুস্থ একটা ব্যাপার, কিন্তু আমাদের মনে হয়েছিল করাটা প্রয়োজন। মিসেস চ্যাপম্যানের আর কোন দরকার নেই তখন, তাই বিদায় নিল সে। আমি আমার দুঃসম্পর্কের বোন হেলেনকে একটা কটেজ দিলাম থাকার জন্য। আমরা ঠিক করেছিলাম কিছুদিন পর বিয়ে করব। কিন্তু তার আগে অ্যাম্বেরিওটিসকে সরানো প্রয়োজন ছিল। সে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করেনি যে আমি মোর্লি নই। সন্দেহ না করলেও ড্রিল করার ঝুঁকিতে যাইনি আমি। অবশ্য, ইঞ্জেকশনের পরে আমি কী করেছি সে আর কিছু টেরও পায়নি।'

পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন, 'আর পিস্তলগুলো?'

'আমেরিকাতে আমার একজন সহকারী ছিল, পিস্তলগুলো তার। বাইরে কোথাও থেকে কিনেছিল বোধহয়। যাওয়ার সময় ভুলে ফেলে গিয়েছিল সে।'

একটু চুপ করে থেকে অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট জিজ্ঞেস করলেন 'আপনি আর কিছু জানতে চান?'

পোয়ারো বললেন, 'মোর্লির ব্যাপারটা?'

অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট সহজ গলায় বললেন, 'আমি মি. মোর্লির ব্যাপারে অত্যন্ত দুঃখিত।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্ট বললেন, 'আচ্ছা, মসিয়ে পোয়ারো, এ ব্যাপারে এখন কী করা যায়, বলুন?'

পোয়ারো বললেন, 'হেলেন মন্ট্রেসরকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে।'

BanglaBook.org

'এবার আমার পালা?'

'হ্যাঁ।'

ব্লাণ্ট ধীরে ধীরে বললেন, 'কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে আপনি খুশি নন?'

'না। আমি একদমই খুশি নই।'

অ্যালিস্টেয়ার ব্লাণ্ট বললেন, 'তিনজন মানুষকে হত্যা করেছি আমি। আমার যে ফাঁসি হবে সেটা নিশ্চিত। কিন্তু আপনি আমার বক্তব্য শুনেছেন।'

'কোন বক্তব্য?'

'আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, এই দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য আমাকে প্রয়োজন।'

পোয়ারো মেনে নিলেন, 'হ্যাঁ, আপনার সাথে আমি একমত।'

'আপনি একমত?'

'হ্যাঁ, আমি একমত। একজন আদর্শ মানুষের যে সব গুণ থাকা উচিত তার প্রায় সবকিছুই আপনার মধ্যে আছে। পরিষ্কার চিন্তাভাবনা, বিচারবুদ্ধি এবং সততা।'

অ্যালিস্টেয়ার ব্লাণ্ট শান্তভাবে বললেন, 'ধন্যবাদ। এবার তাহলে...' কথা শেষ করলেন না তিনি।

'আপনি চাইছেন আমি কেসটা ছেড়ে দিই?'

'হ্যাঁ।'

'আর আপনার স্ত্রী?'

'আমার অনেক ক্ষমতা, ওকে বাঁচাতে পারব আমি।'

'আর যদি আমি রাজি না হই?'

ব্লাণ্ট বললেন, 'বিষয়টা এখন সম্পূর্ণ আপনার হাতে, মসিয়ে পোয়ারো। পুরোপুরিই আপনার হাতে। আপনাকে তো বললাম, আমি শুধু নিজেকে বাঁচানোর জন্য বলছি না। এই দেশের আমাকে প্রয়োজন।'

পোয়ারো নড করলেন। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এ কথাটা বিশ্বাস করেন তিনি। বললেন, 'হ্যাঁ, আপনাকে এ দেশের প্রয়োজন। আপনি সঠিক জায়গায় সঠিক একজন মানুষ। আপনার চিন্তাভাবনার স্থিরতা আছে, বিচারবুদ্ধি আছে। কিন্তু এটা একটা দিক মাত্র। অন্য আরেকটা দিকও রয়েছে। তিনজন মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।'

'কিন্তু কোন তিনজন? তাদের কথা চিন্তা করুন একবার। ম্যাবেল সেইন্সবারী সিল, নির্বোধ একজন মহিলা, আপনি নিজেই বলেছেন। আর অ্যাম্বেরিওটিস, একটা ফালতু ব্ল্যাকমেইলার।'

BanglaBook.org

'আর মোর্লি?'

'আপনাকে তো বললাম, মি. মোর্লির জন্য আমি দুঃখিত। সে ভালো মানুষ ছিল, দন্ত-চিকিৎসক হিসেবেও দক্ষ ছিল, কিন্তু তার মতো আরও দন্ত-চিকিৎসক তো রয়েছে।'

'হ্যাঁ।' পোয়ারো বললেন, 'তার মতো আরও দন্ত-চিকিৎসক রয়েছে। আর ফ্রাঙ্ক কার্টার? তাকে মরতে দিতেও কোন অনুতাপ নেই আপনার?'

'না, তার জন্য আমার অনুতাপ নেই। সে বাজে একটা লোক।'

পোয়ারো বললেন, 'কিন্তু সে একজন মানুষ!'

'আমরা সবাই-ই মানুষ...'

'হ্যাঁ, আমরা সবাই-ই মানুষ। আর এটাই ভুলে গেছেন আপনি। আপনি বললেন ম্যাবেল সেইন্সবারী সিল একজন বোকা মহিলা, অ্যাম্বেরিওটিস একজন ফালতু ব্ল্যাকমেইলার, ফ্রাঙ্ক কার্টার বাজে একজন লোক আর মোর্লি একজন দক্ষ দন্ত-চিকিৎসক বটে কিন্তু আরও অনেক দন্ত-চিকিৎসক আছে। এখানেই আমাদের পার্থক্য মি. ব্লান্ট, অন্তত এই ব্যাপারে একই রকম ভাবি না আমরা। আমার কাছে ওই চারজন মানুষের জীবন আপনার জীবনের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।'

'আপনি ভুল করছেন।'

'না। আমি ভুল করছি না। আপনি একজন সৎ এবং যুক্তিবাদী চিন্তার মানুষ। একটা খারাপ কাজ করেছেন, তবে তাতে আপনার বাহ্যিক জীবনে কোন প্রভাব পড়েনি। বাহ্যত সেই বিশ্বাসযোগ্য, সৎ মানুষটিই আছেন কিন্তু ভিতরে ভিতরে ক্ষমতার লোভ অনেক বেড়ে গিয়েছে আপনার। তাই একবারও না ভেবে চারজন মানুষকে বলি দিয়ে দিলেন আপনি।'

'মসিয়ে পোয়ারো, আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে পুরো জাতির সুখশান্তি এবং নিরাপত্তা আমার উপর নির্ভর করছে?'

'আমি জাতি নিয়ে চিন্তিত নই, মি. ব্লান্ট। আমি শুধু ব্যক্তি মানুষদের নিয়ে চিন্তিত যাদের বেঁচে থাকার অধিকার আছে।' উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

'তাহলে এটাই আপনার শেষ কথা?' জিজ্ঞেস করলেন ব্লান্ট।

এরকুল পোয়ারো ক্লান্ত গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, এটাই আমার শেষ কথা।'

তিনি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। দুজন লোক ভিতরে ঢুকল।

খ

BanglaBook.org

জেন অলিভেরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে এগিয়ে গেলেন পোয়ারো। মুখটা ফ্যাঁকাসে আর শক্ত হয়ে আছে, ম্যান্টলপিসে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে হাওয়ার্ড রেইকস।

রেইকস বলল, 'তারপর?'

পোয়ারো ধীরে ধীরে বললেন, 'সব শেষ।'

রেইকস কর্কশভাবে জিজ্ঞেস করল, 'সব শেষ মানে?'

পোয়ারো উত্তর দিলেন, 'মি. অ্যালিস্টেয়ার ব্লাণ্টকে খুনের দায়ে গ্রেফতার করা হয়েছে।'

রেইকস বলল, 'আমি ভেবেছিলাম টাকা দিয়ে আপনাকে কিনে ফেলবে সে।'

জেন বলল, 'আমি সেটা কখনওই ভাবিনি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পোয়ারো। বললেন, 'এই বিশ্বটা এখন তোমাদের। নতুন স্বর্গ, নতুন পৃথিবী। তোমাদের নতুন পৃথিবীতে স্বাধীনতা আর করুণা যেন থাকে, এটুকুই আমার চাওয়া।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ফাঁকা রাস্তা ধরে বাড়িতে ফিরে যাচ্ছিলেন এরকুল পোয়ারো। এমন সময় একটা ছায়া তার দিকে এগিয়ে এলো। মি. বার্নস।

'কী অবস্থা? শেষ পর্যন্ত কী হলো অ্যালিস্টেয়ার ব্লান্টের?' জিজ্ঞেস করলেন মি. বার্নস।

পোয়ারো কাঁধ ঝাঁকালেন। বললেন, 'সবকিছুই স্বীকার করেছে সে। এবং তার পক্ষে যুক্তিও দেখিয়েছে। তাকে নাকি এই দেশের দরকার।'

'হুম, দরকার।' বললেন মি. বার্নস।

'আপনিও কি তাই মনে করেন?' কিছুক্ষণ চুপ থাকার পরে তিনি পোয়ারোকে জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, করি।'

'আচ্ছা, তাহলে...'

'আমরা তো ভুলও ভাবতে পারি।' বললেন পোয়ারো।

'হুম, ঠিকই বলেছেন। আমরাও ভুল করে থাকতে পারি। এভাবে কখনও ভেবে দেখিনি আমি।'

কিছুদূর হাঁটার পর মি. বার্নস বললেন, 'আমি এখান থেকেই ট্রেনে উঠব। শুভরাত্রি, মসিয়ে পোয়ারো।' একটু বিরতি দিয়ে দ্বিধান্বিত গলায় বললেন, 'অনেকদিন ধরে আপনাকে একটা কথা বলব ভাবছি।'

'হ্যাঁ, বলুন না!'

'আসলে, আমি খুবই দুঃখিত। আমি ইচ্ছে করেই আপনাকে ভুল পথে পরিচালিত করেছি।'

'কোন ব্যাপারে?'

'অ্যালবার্ট চ্যাপম্যান, কিউ.এক্স.নাইনওয়ানটুর ব্যাপারে।'

'জি?'

'আসলে আমিই অ্যালবার্ট চ্যাপম্যান। এই কেসে অ্যালবার্ট চ্যাপম্যানের নাম শুনেই আমি আগ্রহী হয়েছিলাম। আপনাকে জানাচ্ছি, আমি অবিবাহিত। কখনোই কোন স্ত্রী ছিল না আমার!'

কথাগুলো বলে হাসতে হাসতে চলে গেলেন মি. বার্নস।

পোয়ারো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন অনেকক্ষণ। তারপর বিড়বিড় করলেন, 'নাইন্টিন, টোয়েন্টি, মাই প্লেট'স এম্পটি।'

তারপর বাড়িতে ফিরে গেলেন তিনি।

BanglaBook.org

দ্য লিস্টারডেল মিস্ট্রি
রূপান্তরঃ সুমিত শুভ্র

হিসেব করার কাজে ব্যস্ত মিসেস সেন্ট ভিনসেন্ট, ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন আর কপালে হাত বুলাচ্ছেন। হতাশ দেখাচ্ছে তাকে, যেন ধূসর মেঘের আকাশ ছেয়ে আছে তার চোখে মুখে। অনেক আগে থেকেই পাটিগণিত অপছন্দ করেন ভদ্রমহিলা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজকাল তার জীবন আটকে গেছে জমাখরচের হিসেবের খাতায়। বিরামহীনভাবে খরচের হিসেব করে চলেছেন তিনি, তাকে নতুন করে বিস্মিত ও শঙ্কিত করে তুলছে যার প্রতিটি অংশ।

সংখ্যাগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন। যা ভাবছেন, তার কিছুই ঠিকমতো হচ্ছে না। গণনায় খুঁটিনাটি কিছু ভুল আছে। সেগুলো আগে ঠিক করতে হবে।

মিসেস ভিনসেন্ট আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মাথা ব্যথাটা ক্রমশ বাড়ছে। দরজার দিকে তাকালেন তিনি, ঘরে ঢুকতে দেখলেন তার মেয়ে বারবারাকে। বারবারা খুব সুন্দরী, একেবারে তার মায়ের বৈশিষ্ট্য পেয়েছে। মায়ের মতো লম্বা কপাল। কিন্তু তার চোখ দুটো নীলের পরিবর্তে কালো এবং মুখের আকার কিছুটা ভিন্ন; লালচে চেহারায় এক ধরনের গোমড়া-মুখো ভাব আছে।

সে প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, 'মা! তুমি এখনও ওই সব পুরনো জমা-খরচ নিয়ে ব্যস্ত! তার চেয়ে ওগুলো আগুনে ফেলে দাও! ছাই হয়ে যাক সব!'

মিসেস ভিনসেন্ট অনিশ্চিত সুরে বললেন, 'পরিস্থিতি বুঝতে হবে না?'

মেয়েটি হতাশ হয়ে নিজের কাঁধ ঝাঁকাল। নীরস কণ্ঠে বলল, 'আর পরিস্থিতি! জন্মের পর থেকেই তো এই জঘন্য রকম কষ্ট করে আসছি! মনে হয়, শেষ অবধি তাই করে যেতে হবে!'

মিসেস ভিনসেন্ট দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'আমি চাই...' কথাটা শুরু করে আবার চুপ হয়ে গেলেন তিনি।

বারবারা শক্ত কণ্ঠে বলল, 'আমাকে একটা চাকরী খুঁজে বের করতেই হবে! তা-ও খুব দ্রুত! আমি শর্ট-হ্যান্ড এবং টাইপিংয়ের কোর্স করেছি, তবে আমার সাথে আরও প্রায় লক্ষাধিক মেয়ে এই কোর্স করেছে! যে অফিসেই যাই, প্রথমেই জানতে চায়–'অভিজ্ঞতা কী?' 'নেই, কিন্তু..' 'ওহ! ধন্যবাদ! শুভ সকাল! আমরা আপনাকে পরে জানাব।' কিন্তু তারা আর কখনও জানায় না! আমাকে অবশ্যই অন্য চাকরী খুঁজতে হবে! যে কোনও চাকরী!'

'এখন নয়, মা।' আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললেন মিসেস ভিনসেন্ট। 'আর একটু অপেক্ষা করো।' বারবারা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। উদাস চোখে তাকিয়ে রইল বাইরের বাড়িগুলোর বিবর্ণ রেখার দিকে।

BanglaBook.org

সে নিচু স্বরে বলল, 'আমি দুঃখিত, এমি আপু আমাকে গত শীতকালে মিশর ভ্রমণে নিয়ে গিয়েছিল। অনেক মজা হয়েছিল ওখানে! এত বেশি আনন্দ অনুভব করেছিলাম যা আমি আমার জীবনে কখনও অনুভব করিনি। ফিরে আসার সময় খুব খারাপ লেগেছিল।' বারবারা ওর হাত দুটো প্রসারিত করে সারা ঘরে পাখির মতো ভেসে বেড়াচ্ছে আর মিসেস ভিনসেন্ট অপলক দৃষ্টিতে তার মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন।

খুব সস্তা দরের আসবাব দিয়ে সাজানো ভাড়াটে বাসা তাদের। টবে ধুলো পড়া একটি অ্যাস্পিডিস্ট্রা গাছ, শোভা-বর্ধক একটি আসবাব, একটি ম্লান ওয়ালপেপার, কোন কালে বোধহয় জাঁকাল ছিল। ফাটল ধরা কয়েকটি চীনা মাটির তৈজসপত্র, বসার জন্যে নকশা করা একটি সোফা এবং দেয়ালে ঝুলছে বিশ বছর আগের জলরঙে আঁকা একটি তরুণীর ছবি। মেয়েটির মুখের সাথে মিসেস ভিনসেন্টের মুখের দারুণ মিল।

বারবারা আবার বলল, 'যদি একদম শুরু থেকেই এই অবস্থা হতো, তাহলে কোন সমস্যা ছিল না। কিন্তু অ্যানস্টেসের কথা মনে পড়লেই...' কথাটা বলতে গিয়ে ভেঙে পড়ল ও। মেয়েটা এখনও বিশ্বাস করতে পারে না যে এই কদিন আগেও তাদের একটি সুন্দর প্রাচীন বাড়ি ছিল; শতবর্ষ ধরে সেন্ট ভিনসেন্ট পরিবারের বংশধরেরা ব্যবহার করে আসছিল ওটা। আজ সেই বাড়িটিই কিনা অন্যের দখলে চলে গেছে! 'বাবা যদি এত ঋণ না করতেন, তবে আজ আমাদের বাড়ি ছাড়তে হতো না মা।'

'সত্যি বলতে কী, তোমার বাবা আসলে কোন দিনই ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন না।'

বারবারা তার মায়ের গালে ছোট্ট চুমু খেয়ে বলল, 'আমি আর কিছু বলতে চাই না।'

মিসেস ভিনসেন্ট ফের কলম হাতে নিয়ে হিসেবের কাজে মনোনিবেশ করলেন। বারবারা জানালার কাছে গিয়ে নম্র স্বরে বলল, 'মা, জিম মাস্টারটন আমাদের এখানে আসতে চায়... আমাকে দেখার জন্যে।'

মিসেস ভিনসেন্ট কলম রেখে তাকালেন। তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'এখানে?'

'তো আর কোথায়? আমরা তো আর তাকে রাতের খাবারের জন্যে আলিশান হোটেলে ডাকতে পারি না!' অনেকটা টিটকারির সুরে বলল বারবারা।

তার মা কথাটা শুনে দুঃখ পেলেন। তিনি আবারও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিবর্ণ ঘরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

BanglaBook.org

'তুমি ঠিকই বলেছ!' বারবারা বলল। 'জায়গাটা আসলেই বিরক্তিকর! চারপাশে দারিদ্র্য! এর মাঝে একটি শ্বেত পাথরের বাড়ি, লাল কার্পেট দিয়ে মোড়ানো প্রবেশদ্বার, লাল গোলাপ ফুল দিয়ে সাজানো চারপাশ, রাজকীয় চায়ের কাপ-এসব শুধু বইতেই মানায়, মা! বাস্তবে মহিলারা তার ছেলে-মেয়েকে নিয়ে লন্ডনের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে মরে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের আশায়, দিন-রাত অমানুষিক পরিশ্রম করে একটু ভালো থাকবার আশায়! কোন দিন খাবার জোটে তো কোন দিন জোটে না!

'কিন্তু...' মিসেস ভিনসেন্ট বলতে শুরু করলেন, 'এর চেয়ে বড় বাড়ি ভাড়া নেয়ার সামর্থ্য আমার নেই।'

'তার মানে এই ছোট ঘরেই জিম আমাদের দেখতে আসবে? ভালোই!' বারবারা বলল। 'এক কাজ করো, রুপার্টের জন্যে মেঝের নিচে একটা গর্ত খুঁড়ে দাও! ও সেখানেই থাকুক! এই ছোট্ট ঘরে তোমার আর আমার থাকতেই সমস্যা হয়! এরপর জিম যখন দেখতে আসবে, ওকে আমাদের ওই নোংরা সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে এসে এই খোপের ভিতর বসাব! আশেপাশের বিড়ালগুলো আসবে জিমকে অভ্যর্থনা জানাতে! খুব ভালো হবে, তাই না মা?'

কিছুক্ষণের জন্যে সারা ঘর নিশ্চুপ হয়ে গেল।

মিসেস ভিনসেন্ট ইতস্তত হয়ে শেষমেশ বললেন, 'বারবারা তুমি কি...?'

'হয়েছে মা! অত ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করতে হবে না! জিমকে বিয়ে করব কিনা, তাই তো? হ্যাঁ, ও যদি চায় তবে করব। কিন্তু আমায় ভয় হচ্ছে, হয়তো ও তা চাইবে না।'

'বারবারা! মা মণি... '

'এমি আপুদের মতো আমাদেরও উচিত এই নোংরা বস্তি ছেড়ে ভালো সমাজে গিয়ে বাস করা। কী বলবে জিম আমাকে এই অবস্থায় দেখে? সে কিন্তু অন্যরকম মানুষ, একটু পুরানো ধাঁচের এবং খুঁতখুঁতে স্বভাবের। ওর আচরণ আমাকে অ্যানস্টেসের কথা মনে করিয়ে দেয়, মনে পড়ে যায় গ্রামের কথা। যে বাসায়...যে জায়গায় আমি ছিলাম এক সময়!' অট্টহাসি দিল বারবারা, নিজের অস্থির আচরণে লজ্জাবোধ করছে কিছুটা। হাসি দিয়ে পরিবেশটা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করল ও।

মিসেস ভিনসেন্ট সহজ শব্দে বললেন, 'তুমি জিমকে বিয়ে করলে আমি খুশিই হবো। ছেলেটা আমাদের মতোই সরল জীবনযাপন করে।'

'হ্যাঁ, করব তো! এই সংসারের কষ্ট থেকে আমি মুক্তি চাই!'

BanglaBook.org

মিসেস ভিনসেন্ট বিষণ্ন হয়ে গেলেন। 'মা মণি, আমি চাই সে তোমার সব ইচ্ছে পূরণ করুক, সুখে রাখুক তোমায়।' তৃষ্ণার্ত কণ্ঠে বললেন মিসেস ভিনসেন্ট।

'চিন্তা করছ কেন? সে আমাকে অনেক ভালোবাসবে! কোন কিছু নিয়ে অসন্তোষের অবকাশ রাখবে না।'

বারবারা তার মায়ের কপালে চুমু খেয়ে চলে গেল। মিসেস ভিনসেন্ট উঠে এসে সোফায় বসলেন সোফাটা আরামদায়ক নয় একেবারেই। মাথায় চিন্তাগুলো তীব্র বেগে ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে।

'কেউ কি বলতে পারে, সে আসলে কী পছন্দ করে? সুন্দর চেহারা না সুন্দর আচরণ? আমি জানি, জিম যদি আমার মেয়েকে বিয়ে করে, তবে বলতেই হবে বারবারার কপালটা খুব ভালো। অন্যদিকে রুপার্ট আর আগের মতো নেই। আমি চাইও না যে আমার সন্তানেরা একইরকম থাকুক। পরিবর্তনই নিয়ম। কিন্তু ও ওই তামাক বিক্রেতার মেয়েকে বিয়ে করুক তা আমি চাই না। হয়তো সে ভালো মেয়ে, কিন্তু আমার কাছে ওকে খুব বিরক্তিকর মনে হয়েছে। কারণ মেয়েটা আমাদের মতো জীবন-যাপনে অভ্যস্ত নয়। বারবারার জন্য খুব কষ্ট লাগে। আমি তো অনেক কিছুই করতে চাই। কিন্তু কীভাবে করব? অনেক টাকার প্রয়োজন! এত টাকা কোথায় পাব! রুপার্টের ব্যবসার জন্য আগেই সব বিক্রি করে দিয়েছি। আসলেই এখন আর ভালো বাসা নেয়ার মতো সামর্থ্য নেই।'

মন খারাপ করে 'মর্নিং পোস্ট' খবরের কাগজ হাতে নিয়ে প্রথম পাতার বিজ্ঞাপনগুলোর দিকে নজর দিলেন মিসেস ভিনসেন্ট। প্রত্যেকদিন একই ধরনের বিজ্ঞাপন ছাপা হয়, জানেন তিনি। কোথায় কে কী বিক্রি করবে, কার কত সম্পদ আছে, কে জামা এবং আসবাবপত্র বিক্রি করতে চায় এবং কার বাজার দর সম্পর্কে ভালো জ্ঞান আছে এ সব বিজ্ঞাপনে ভর্তি থাকে খবরের কাগজ!

হঠাৎ তার দৃষ্টি একটা বিজ্ঞাপনে গিয়ে আটকে গেল, বারবার তিনি ছাপার অক্ষরগুলো পড়তে লাগলেন।

'শুধুমাত্র ভদ্রলোকের জন্য...ওয়েস্টমিনিস্টারে একটি ছোট বাড়ি, অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত। যারা বাড়িটিকে খুব যত্ন করবে, কেবল তাকেই দেয়া হবে। ভাড়া নামমাত্র। কোন প্রকার দালালের ঝামেলা নেই।'

খুবই সাধারণ বিজ্ঞাপন। তিনি এমন বিজ্ঞাপন প্রায়ই পড়ে থাকেন, নামমাত্র ভাড়ার কথা বলে মানুষকে ফাঁদে ফেলতে চায় আর কী। তবুও আশায় বুক বেঁধে দ্রুত মাথায় হ্যাট পরে এবং একটা বাসে চড়ে তিনি রওনা হলেন বিজ্ঞাপনে দেয়া ঠিকানার উদ্দেশ্যে।

BanglaBook.org

বাড়িটি বেশ পুরানো। বিজ্ঞাপনে যেমন বলা হয়েছিল, তার ধারে কাছেও নেই ওটা। দালাল নেই বললেও তিনি জানেন, আজকাল দালাল ছাড়া বাড়ি ভাড়া হয় না। একজন সফেদ চুলের বৃদ্ধ এসে নিজের থুতনিতে হাত বুলাতে বুলাতে তাকে বললেন, 'একদম... একদম ঠিক জায়গায় এসেছেন ম্যাডাম! এই বাড়িটিই বিজ্ঞাপনে দেয়া হয়েছে, ঠিকানা সাত নং শেভিয়ট প্লেস। আপনি ভাড়া নিতে চান?'

'প্রথমে বাড়িটির ভাড়া কত, সেটা বলুন।'

'ওহ! ভাড়া তেমন বেশি না, ম্যাডাম। নামে মাত্র ভাড়া চাওয়া হয়েছে। ও নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।'

'তবুও আগে ভাড়া জেনে নিতে চাই, কারণ পরে যদি বাড়িয়ে বলেন? সবাই তাই করে। আগে নিশ্চিত হওয়া ভালো।'

বৃদ্ধ লোকটি মুচকি হাসলেন। 'হুম। পরে বাড়িয়ে বলা নিয়ম হয়ে গেছে। তবে আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলছি, ভাড়া তেমন বেশি না। বড়জোর দু থেকে তিন পাউন্ড প্রতি সপ্তাহে।'

মিসেস ভিনসেন্ট বাড়িটি ভাড়া নিবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। তাকে নিতেই হবে, এর চেয়ে বেশি ভাড়ার বাড়ি নেয়ার মতো সামর্থ্য তার নেই। মনে ক্ষীণ সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করল ভদ্রমহিলার মনে। এত কমে ভাড়া দিচ্ছে যখন, নিশ্চয় কোনও অসুবিধা আছে বাড়িটার। কিন্তু তার হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল, যখন দেখলেন বাড়িটির উপরে একটি দামী পাথর খচিত আছে, এবং পাথরে রানী অ্যানার মুখশ্রী!

একজন মধ্য বয়স্ক গৃহ-পরিচারক বেরিয়ে এলো। মাথা ভর্তি ধূসর রঙের চুল এবং পাতলা গোঁফ, যাজকদের মতো প্রশান্ত চোখ। বেশ বদান্যতার সাথে মিসেস ভিনসেন্টকে পুরো বাড়ি দেখাতে শুরু করল সে, প্রতিটি ঘরকে চিনিয়ে দিল দারুণ যত্নে। পুরো বাড়িটি স্বপ্নের মতো সাজান। সব আসবাবপত্র বেশ পুরানো হলেও নিখুঁত ভাবে পালিশ করা। সুন্দর রঙিন কার্পেট বিছানো। প্রতিটি ঘরেই ফুলদানীতে তাজা ফুল সাজান আছে, বাড়িটির পিছনে আছে একটি সবুজ বাগান। মিসেস ভিনসেন্টের চোখ ভিজে উঠল। তিনি অনেক কষ্টে চোখের জল আটকে রাখলেন। বাড়িটি তাকে অ্যানস্টেসের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে, তার বাড়িটিও ঠিক এমন ছিল। মিসেস ভিনসেন্টের আবেগ বুঝতে পেরে মহিলার সজল চোখের দিকে তাকিয়ে রইল পরিচারক। মিসেস ভিনসেন্ট মনে মনে ভাবছেন, 'এমন বয়স্ক চাকরদের সাথে থেকে আরাম আছে, এরা কর্তার কষ্ট বোঝে এবং কর্তার নির্দেশ মতো কাজ করে। এই যেমন এখন আমার আবেগটা সে বুঝতে পারছে।'

BanglaBook.org

তিনি নরম কণ্ঠে বললেন, 'বাড়িটি বেশ সুন্দর, আমার খুব ভালো লেগেছে বাড়িটি দেখে।'

'ম্যাডাম, বাড়িটি কি আপনার একার জন্যে?'

'না, আমি এবং আমার দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকব। কিন্তু আমায় ভয় করছে। এমন সুন্দর একটি বাড়ি, এত কম ভাড়ায় কেন দিচ্ছেন বাড়ির মালিক?'

'আসলে ম্যাডাম, বাড়ির মালিকের কাছে ভাড়া কোনও ব্যাপার না। তিনি চান এমন একজন ভাড়াটিয়া যে কিনা বাড়িটির খুব যত্ন করবে।'

'তা অবশ্যই করব। তবুও...' নিচু স্বরে বলে চলে যেতে লাগলেন মিসেস সেন্ট ভিনসেন্ট। 'আমাকে বাড়ি দেখানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই, ম্যাডাম।'

মিসেস ভিনসেন্ট আর কিছু বললেন না। আর কারও সাথে দেখা না করে তিনি সদর দরজা দিয়ে বের হয়ে রাস্তায় চলে এলেন। পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, মধ্যবয়স্ক গৃহ-পরিচারক তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, যেন মিসেস ভিনসেন্টের ফিরে আসার অপেক্ষায়! পরিচারকের জন্যে মনে মায়া হলো তার।

তিনি হাঁটছেন এবং ভাবছেন। এত বড় বাড়ি দেখা-শোনা করার জন্যে চাকর দরকার। কিন্তু টাকা দিয়ে চাকর রাখা, এখন তার কাছে অনেকটা দিবা স্বপ্নের মতো ব্যাপার।

পরদিন সকালে একটি চিঠি এলো মিসেস ভিনসেন্টের বাসায়। তাকে বাড়িটি ভাড়া দেয়া হয়েছে-এই মর্মে চিঠিটি পাঠিয়েছে সাত নং শেভিয়ট প্লেসের দালাল।। অবাক করা বিষয় হচ্ছে সেখানে লেখা আছে-'বাড়িটির সকল চাকরদের বহাল রাখা হয়েছে। তাদের বেতন বাড়ির মালিক বহন করবেন।'

বিস্ময়ে হতবাক হবার মতো অবস্থা!

'মা তোমার বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে বাড়িটি খুবই সুন্দর!'

মিসেস ভিনসেন্টের ছোট ছেলে রুপার্ট গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'এত কমে বাড়িটি দিয়ে দিচ্ছে! নিশ্চয় সন্দেহজনক কিছু আছে!'

'ঘোড়ার ডিম আছে!' রেগে গিয়ে বলল বারবারা, 'সব সময় এত সন্দেহ করিস কেন? ওই সব ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ে নিজের মাথা খেয়েছিস তুই!'

'তাহলে ভাড়া এত কম কেন এত বড় বাড়ির? আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, এর পিছনে কোন ঘাপলা আছে! নইলে এই শহরে এত সস্তা দরে এমন রাজকীয় বাড়ি কেউ ভাড়া দেয়?'

'আজেবাজে চিন্তা বাদ দে! এই বাড়িটার মালিকের কাছে টাকা বড় কোনও বিষয় না। তিনি শুধু বাড়িটি দেখভালের জন্যে ভালো মানুষ খুঁজছেন।'

রুপার্ট তার মা'কে বলল, 'মা, বাসার ঠিকানা বলো তো আবার।'

BanglaBook.org

'সাত নং শেভিয়ট প্লেস।'

'এখন বুঝলাম!' রুপার্ট চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, 'আমি বলছি আসল কাহিনী! এই সেই বাড়ি যেখান থেকে লর্ড লিস্টারডেল গুম হয়ে গেছেন।'

'তুই নিশ্চিত?' সন্দেহের সুরে জানতে চাইলেন মিসেস ভিনসেন্ট।

'হ্যাঁ, মা। লর্ড লিস্টারডেলের অনেক বাড়ি আছে সারা লন্ডনে। কিন্তু তিনি এখানেই বেশি থাকতেন। এক সন্ধ্যায় তিনি তার ক্লাবের উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হন এবং এরপর থেকে তাকে আর কেউ কখনও দেখেনি। কেউ বলে তিনি পূর্ব আফ্রিকায় চলে গেছেন, আবার কেউ বলে তাকে ওই বাড়িতেই হত্যা করা হয়েছে। আচ্ছা মা, তুমি বললে যে ওই খানে অনেকগুলো কক্ষ আছে?'

'হ্যাঁ...কিন্তু...' দুর্বলভাবে বললেন মিসেস ভিনসেন্ট।

রুপার্ট তড়িৎ গতিতে বলল, 'কক্ষ! সেখানে অনেক কক্ষ আছে! যার কোনও একটিতে লিস্টারডেলের দেহ মমি করে রাখা আছে! হয়তো কেউ যেন বুঝতে না পারে সে জন্যে সুগন্ধি ছড়িয়ে রাখা হয়েছে! খুব গোপন কোন স্থানে লুকিয়ে রাখাও হতে পারে!'

'রুপার্ট, এসব আজেবাজে কথা বলিস না!' বলল ওর মা।

'বোকার মতো কথা বলিস না তো! ওই স্বর্ণকেশী মেয়েটা তোর মাথা খেয়েছে, ওর সাথে আর কথা বলবি না!' বারবারা বলল।

রুপার্ট এবার জ্ঞানীর মতো ভাব করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'মা তুমি ওই বাড়ি ভাড়া নাও। আমি এর রহস্য উদঘাটন করে ছাড়ব! তুমি দেখে নিও।' সে কথাটা বলেই তড়িঘড়ি করে বাসা থেকে বের হয়ে গেল।

দুই মা মেয়ে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকল। বারবারা কিঞ্চিৎ অস্থির গলায় বলল, 'মা, বাসাটি কি আমরা নেব?'

'আমি তো নিতে চাই। এমন বাসা আর কোথাও পাব না, যেখানে এত কম ভাড়ায় চাকরসহ বাড়ি পাওয়া যাবে। তবে অবশ্যই আমাদের এই বিষয়টি নিয়েও চিন্তা করতে হবে।'

মিসেস ভিনসেন্ট তার মেয়ের চোখে স্ফুলিঙ্গের ছিটে দেখতে পেলেন। তিনি জানেন তাকে কী করতে হবে। ভাবলেন, জিম আসবে বারবারাকে দেখতে। আর এটাই সময় বাড়িটি লুফে নেয়ার। তিনি আর কিছু চিন্তা না করে দালালের কাছে বাড়িটি ভাড়া নেয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে চিঠি লিখতে লাগলেন।

'কোয়েন্টিন, এই লিলি ফুলগুলো কোত্থেকে আনলে? এত দামী ফুল কেনার সামর্থ্য নেই আমার।'

BanglaBook.org

কোয়েন্টিন জবাব দিল, 'ম্যাডাম, কিং'স শেভিয়ট থেকে এই লিলি ফুল এসেছে। এখানকার এটাই প্রথা।'

মিসেস ভিনসেন্ট প্রায় দু'মাস হলো এই বাড়িতে আছেন। তার কাছে মনে হচ্ছে যেন স্বপ্নে বাস করছেন। বিশাল বাড়িতে সবকিছুই সুন্দর করে সাজানো। গৃহ-পরিচারক কোয়েন্টিন থাকায় তার কোনও কাজ করতে হয় না। আরো দুজন পরিচারক আছে, একজন বাবুর্চি এবং একজন গৃহস্থালি কাজ করে। তবুও পুরো বাড়িটির সব কাজ চলে কোয়েন্টিনের নির্দেশে। মাঝে মাঝে বেশ অবাক লাগে মিসেস ভিনসেন্টের, কোথায় ছিলেন আর কোথায় এলেন! মনে এখনও প্রশ্ন জাগে মিসেস ভিনসেন্টের, আসলে লর্ড লিস্টারডেল কোথায় আছেন? মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় কোয়েন্টিনকেও। এই লোকটাই কি লর্ডকে খুন করেছে? আবার ভাবেন, নাহ! এমন হলে সে এই বাড়িতে থাকত না! রুপার্টের বলা কথাগুলো তার সন্দেহ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। শেষবার যখন তিনি বাড়ির সফেদ চুলওয়ালা বৃদ্ধ দালালের সাথে কথা বলেছিলেন, তখন বিস্তারিত শুনেছেন লর্ড লিস্টারডেল সম্পর্কে।

'হ্যাঁ, লিস্টারডেল সাহেব পূর্ব আফ্রিকা চলে গেছেন। অদ্ভুত স্বভাবের এক লোক, বুঝলেন? কোন কারণ ছাড়াই লন্ডনের মতো শহর ছেড়ে আফ্রিকার গহীন অরণ্যে চলে গেছেন তা-ও প্রায় আঠারো মাস আগে। কাউকে কিছু বলেও যাননি। এদিকে সবাই ভেবেছে, তিনি গুম হয়েছেন! পত্রিকাওয়ালারা খবর ছেপেছে, এমনকি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড পর্যন্ত চলে গেছে এই কেস! এসব কথা লর্ডের কানেও গিয়েছে। তাই তিনি উকিলকে চিঠি লিখে তার আত্মীয়, কর্নেল কারফেক্সকে পাওয়ার-অফ-অ্যাটর্নি দিয়ে দেন। তবুও আমার শঙ্কা হয় লর্ডকে নিয়ে, গহীন অরণ্যের কথা তো আর কেউ বলতে পারে না! কে জানে, এখন তার কী হয়েছে!'

মিসেস ভিনসেন্ট বললেন, 'আমি নিশ্চিত তিনি খুব বেশি বয়স্ক নন। চেহারা দেখেছিলাম পত্রিকায়। এলিজাবেথের আমলের নাবিকদের মতো মুখ ভর্তি দাঁড়ি।

'মধ্য বয়স্ক, বয়স তিপান্নের মতো হবে।' বৃদ্ধ জানালেন।

মিসেস ভিনসেন্ট দালালের সাথে হওয়া কথোপকথন বললেন রুপার্টকে। ছেলেটা অবশ্য মানতে চাইল না।

'সন্দেহ তো আরও পোক্ত হলো। কে এই কর্নেল কারফেক্স? লিস্টারডেল সাহেবের সাথে যা হয়েছে, তার জন্যে মনে হচ্ছে এই কর্নেলই দায়ী! চিঠির ব্যাপারটা বানোয়াট! লর্ডের ক্ষমতা নিজে কব্জা করতেই হয়তো লোকটা এই চাল চেলেছে।'

BanglaBook.org

রুপার্ট প্রথম দিকে বাড়ির প্রতিটি কক্ষ চষে বেড়াত। প্রতিটি দরজা, জানালা এবং আসবাবপত্র ভালো করে পর্যবেক্ষণ করত এবং দেখত ভিতরে কোনও গোপন ঘর আছে কিনা। ধীরে ধীরে তার কৌতূহল কমে গেল। এখন সে ওই তামাক বিক্রেতার মেয়ের সাথেও তেমন কথা বলে না। বাড়ির পরিবেশটাই এমন। এদিকে বারবারা বেশ পরিতৃপ্ত এই বাড়ি নিয়ে। জিম এখন প্রায়ই আসে। মিসেস ভিনসেন্টও মেয়ের খুশিতে বেশ সুখী অনুভব করতেন। জিম একবার কথায় কথায় বলল, 'বারবারা, তোমার মায়ের পছন্দ করা বাড়িটি আসলেই খুব সুন্দর। কিন্তু শুধু তিনিই থাকতে পারবেন এখানে।'

বারবারা অবাক হয়ে বলল, 'কেন?'

'কারণ বাড়িটায় একটা অদ্ভুত এবং ভৌতিক বিষয় আছে।'

'রুপার্টের মতো কথা বলো না তো! ওর ধারণা, লর্ড লিস্টারডেলকে খুন করে কর্নেল কারফেক্স মৃতদেহটা এই বাড়ির মাটির নিচেই পুঁতে রেখেছে।'

জিম সজোরে হেসে উঠল। 'আমি রুপার্টের গোয়েন্দা বুদ্ধির প্রশংসা করি! কিন্তু না, আমি অমন কিছু বলছি না; বলছি এক ধরনের অদ্ভুত কিছুর অস্তিত্ব আছে এই বাড়ির বাতাসে। যা কেউ ধরতে পারছে না।'

প্রায় তিন মাস হলো এই শেভিয়ট প্লেসে থাকার। একদিন বারবারা খুব খুশি মনে দৌড়ে এসে মিসেস ভিনসেন্টকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'মা, গতরাতে জিম আমাকে আংটি পরিয়ে দিয়েছে, আমি এখন ওর বাগদত্তা।'

'বাহ! মা মণি! তোমার খুশিতে আমিও আজ খুশি!'

'মা, জানো ও আমাকে অনেক ভালোবাসে! ঠিক যেমনটা আমি বাসি ওকে।'

মিসেস ভিনসেন্ট শান্তভাবে হাসলেন। বারবারা বলতে থাকল, 'মা এই বাড়িটির বাতাসে আসলেই একটা অদ্ভুত গন্ধ আছে। আর এই অদ্ভুত গন্ধমাখা বাড়িতে তুমি একাই থাকবে! আমি আর রুপার্ট চলে যাব!'

'এটা কেমন কথা বলছ?'

'কেমন কথা নয় মা! তুমি এই অদ্ভুত দুর্গের রাজকন্যা আর তোমার ওই হিতৈষী চাকর কোয়েন্টিন হলো এখানের মায়াবী যাদুকর!' কথা শেষ করেই বারবারা হাসছে। মিসেস ভিনসেন্টও হাসতে লাগলেন।

মিসেস ভিনসেন্ট এবং রুপার্ট খাবার টেবিলে বসে খাচ্ছিলেন। জিমের সাথে বাইরে গেছে বারবারা। ওর বাগদানের কথা রুপার্ট খাবার টেবিলে বসেই শুনেছে। কোয়েন্টিন এসে প্লেট নিয়ে গেল।

'মা, দেখো ওই দরজাটা কেমন পুরানো। ওখানে কিছু একটা আছে মনে হয়।'

'খুব সন্দেহজনক, না?' একটা ভীরু হাসি দিয়ে বললেন মিসেস ভিনসেন্ট।

BanglaBook.org

'হ্যাঁ! তুমি কীভাবে সব সময় আমার মনের কথা বুঝে যাও, বলো তো?' উৎসুক হয়ে বলল রুপার্ট।

'খুব সহজেই বুঝি। তুই সব সময় সব কিছুতেই সন্দেহ করিস। তুই এটাও ভাবিস যে কোয়েন্টিন লিস্টারডেল সাহেবকে মেরে এই বাড়ির মাটির নিচে পুঁতে রেখেছে, তাই না?'

'মাটির নিচে নয়, কোন একটা ঘরের ভিতরে! তবে, তুমি একটু ভুল বলেছ! আমি অনুসন্ধানে জানতে পেরেছি, লর্ড যখন গুম হন, তখন কোয়েন্টিন কিং'স শেভিয়টে ছিল!'

মিসেস ভিনসেন্ট ছেলের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে ড্রইং রুমে চলে গেলেন। টেবিলে বসে রইল রুপার্ট। হঠাৎ মিসেস ভিনসেন্টের মনে প্রচণ্ড বিস্ময় খেলে গেল! এই প্রথমবারের মতো তার মনে প্রশ্ন জাগল, কেন লর্ড লিস্টারডেল এমন আশ্চর্যজনকভাবে ইংল্যান্ড ছাড়লেন? ওটা নিয়েই ভাবছেন, এমন প্রথম কোয়েন্টিন কফি ট্রে হাতে ঘরে প্রবেশ করল। আচমকা তিনি প্রশ্ন করে বসলেন, 'আচ্ছা কোয়েন্টিন, তুমি তো লর্ড থাকাকালীন এখানে কাজ করতে, তাই না?'

'জি, ম্যাডাম। আমার যখন একুশ বছর বয়স, তখন থেকে এই বাড়িতে পরিচারকের কাজ করে আসছি।'

'আচ্ছা, মানুষ হিসেবে কেমন ছিলেন লর্ড?'

কোয়েন্টিন চিনির কৌটা ভদ্রমহিলার কাছে এগিয়ে দিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে বলল, 'লর্ড লিস্টারডেল ছিলেন একজন চরম স্বার্থপর মানুষ, আপন মানুষদেরও ছাড় দিতেন না তিনি।'

কথাটা বলেই কোয়েন্টিন হালকা গতিতে ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল।

মিসেস ভিনসেন্টের চোখে মুখে তখন থেকেই চিন্তার রেখা পড়েছে। হাতে কফির মগ নিয়ে ভাবছেন, কোয়েন্টিন লর্ড লিস্টারডেলের কথা বলতে গিয়ে যে শব্দ উচ্চারণ করেছে সেটা হচ্ছে–'ছিল।' তার মানে তিনি সত্যি মারা গেছেন? কোয়েন্টিন জড়িত? এসব ভাবতে গিয়ে তিনি নিজেকে বারবার বোঝাচ্ছেন যে, তিনি যা ভাবছেন সেটা মিথ্যে। রুপার্টের মতো সন্দেহ করা তাকে বাদ দিতে হবে। কিন্তু তবুও একটা অস্বস্তি ভাব তার মন থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না। অদ্ভুত এক সন্দেহ তার মনে বাসা বাঁধতে শুরু করল।

বারবারার মুখে খুশির রেখা এবং ওর নিরাপদ ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে মিসেস ভিনসেন্ট এখন অনেকটাই ভারমুক্ত অনুভব করছেন। সে কারণে অন্যান্য বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে পারছেন তিনি এবং ঘুরে ফিরে চিন্তা লর্ড লিস্টারডেলের অন্তর্ধান রহস্যের দিকেই যাচ্ছে। আসল কাহিনি কী হতে পারে? এর পিছনে কার হাত আছে? কোয়েন্টিন আদৌ এই বিষয়ে কি কিছু জানে? তবে তার বলা 'চরম

BanglaBook.org

স্বার্থপর ব্যক্তি-আপন মানুষকেও ছাড় দেন না' এই কথাগুলো বেশ ভাবিয়ে তুলছে তাকে।

কোয়েন্টিন কি লর্ড লিস্টারডেলের গুম হয়ে যাবার পিছনে জড়িত? সে কি এর পিছনে ঘটে যাওয়া কোনও ভয়ানক ঘটনার সাথে সক্রিয় ছিল? সর্বোপরি রুপার্টের কথা মতো পূর্ব আফ্রিকা থেকে অ্যাটর্নির ক্ষমতাবল সঁপে দেয়ার চিঠিটাই হয়তো এই রহস্য সমাধান করতে পারে। কিন্তু মিসেস ভিনসেন্ট বারবার নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন যে, কোয়েন্টিন এই রহস্যের মূল হোতা নয়। সে ভালো মানুষ ! শিশুদের মতো জিদ করে নিজেকে বারবার বুঝিয়ে যাচ্ছেন তিনি। কোয়েন্টিন মানুষ হিসেবে ভালো। তবে সে কিছু একটা জানে!

তিনি আর দ্বিতীয়বার কোয়েন্টিনের সাথে এ বিষয়ে আর কথা বলেননি। এদিকে রুপার্ট এবং বারবারাও তাদের দৈনন্দিন চিন্তার ভিড়ে এই রহস্যকে বেমালুম ভুলে গেছে।

জীবন চলছিল তার আপন গতিতে। আগস্টের শেষের দিকে এসে তার রহস্যের চিন্তাগুলো বাস্তবে রূপ নিতে শুরু করল। রুপার্ট দিন পনেরোর জন্যে ওর বন্ধুর সাথে ছুটি কাটাতে বাইরে গেছে। অথচ ঠিক দশ দিন পরেই সে হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে মিসেস ভিনসেন্টের সামনে এসে দাঁড়াল।

তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'রুপার্ট!'

'আমি জানি মা, এত তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরব-এ আশা তুমি করোনি। কিন্তু এমন একটা কিছু ঘটেছে, যার কারণে আমাকে আগে আগে চলে আসতে হলো। অ্যান্ডারসন, আমার বন্ধু, ও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না যে কোথায় ঘুরতে যাবে। আমি তাকে বললাম, চল কিং'স শেভিয়ট দেখে আসা যাক।'

'কিং'স শেভিয়ট কেন?'

'মা, তুমি খুব ভালো করে জানো আমি সবসময় এই বাড়িটাকে সন্দেহ করেছি। তাই ভাবলাম, এই বাড়ির কর্তা যেখানে থাকত সেখান থেকে একটু ঘুরে আসা যাক। এমন নয় যে আমি রহস্য উদঘাটনে সেখানে গিয়েছিলাম।'

মিসেস ভিনসেন্ট রুপার্টের মধ্যে এখন ভীষণ অস্থিরতা লক্ষ্য করছেন। মনে হচ্ছে সে এখনই কোন অস্পষ্ট এবং অনির্ধারিত কোন বিষয়ের মীমাংসা করবে।

'আমরা যখন একটি গ্রাম ছেড়ে আট কি নয় মাইল দূরে পৌঁছে গেছি, ঠিক তখন ঘটনাটি ঘটল। আমি তাকে দেখলাম!'

'কাকে দেখলি?'

'কোয়েন্টিনকে! সে একটা ছোট কটেজের ভিতরে যাচ্ছিল। আমার সন্দেহ হলো! আমি এবং আমার বন্ধু তখনই বাস থামিয়ে নেমে গেলাম সেখানে। তীব্র

BanglaBook.org

বেগে সেই কটেজের দরজায় ধাক্কা দিলাম। কোয়েন্টিন নিজে এসে দরজা খুলল!'

'কিন্তু আমি কিছু বুঝতে পারছি না। কোয়েন্টিন তো এই বাসা ছেড়ে কোথাও যায়নি!'

'আমি ওই বিষয়েই আসছি মা। যদি তুমি চুপ করে আমার কথা শোনো তো বুঝবে। হ্যাঁ সে লোকটা কোয়েন্টিন-ই ছিল, কিন্তু এই কোয়েন্টিন নয়! তুমি বুঝতে পারছ, আমি কী বলতে চাইছি?'

মিসেস ভিনসেন্ট কিছুই বুঝতে পারছেন না, তিনি এই কথার ব্যাখ্যা চাইলেন।

'আমি দেখে এসেছি, সে কোয়েন্টিন ছিল। কিন্তু আমাদের কোয়েন্টিন নয়! ওই লোকটাই আসল জন!'

'রুপার্ট!'

'তুমি শোনো তো আগে। আমি প্রথমে তাকে জিজ্ঞেস করলাম 'তুমি কি কোয়েন্টিন?' সে বলল, 'জি স্যার, আমিই কোয়েন্টিন। বলুন আপনার জন্যে কী করতে পারি?' সাথে সাথেই আমি বুঝতে পারলাম, সে আমাদের কোয়েন্টিন নয়! যদিও তার চেহারা, কণ্ঠ-সব কিছুই কোয়েন্টিনের মতো। আমি তাকে কিছু প্রশ্ন করলাম, এবং এরপরই সব খোলাসা হলো। বয়স্ক লোকটির কোন ধারণা ছিল না যে কত বড় রহস্য সে সমাধান করেছে। সে গৃহ-পরিচারক হিসেবে লর্ড লিস্টারডেলের বাসায় কাজ করেছে। মিস্টার লিস্টারডেল পূর্ব আফ্রিকার উদ্দেশ্যে চলে গেছেন, তখন সে অবসর নিয়ে ওই কটেজে চলে এসেছে। তুমি বুঝেছ এবার? এই বাড়িতে যে আছে সে একটা ভণ্ড! সে কোয়েন্টিনের বেশ ধরে এখানে রয়েছে তার হীন স্বার্থ হাসিলের জন্য। আমার মনে হয়, আমাদের কোয়েন্টিন ওই সন্ধ্যায় এই বাড়িতে এসেছিল একটা মাত্র কারণে। নিজেকে কিং'স শেভিয়ট থেকে আসা গৃহ পরিচারক হিসেবে পরিচয় দিয়ে, লর্ড লিস্টারডলের সাথে দেখা করার জন্য। আর সেই সাথে তাকে খুন এই বাড়ির কোন একটি কক্ষের ভিতরে পুঁতে দেয়াও ছিল তার উদ্দেশ্য। এই বাড়িটা পুরানো হওয়ায়, কাজটা করতে ওকে বেগ পেতে হয়নি।'

'আহ! আর এসবের মধ্যে যেতে ইচ্ছে করছে না।' মিসেস ভিনসেন্ট বাধা দিয়ে বললেন। 'আমি আর নিতে পারছি না। কেন করবে সে কাজটা? সেটাই আমি জানতে চাই-কেন? যদি সে এমন করেও থাকে, তাহলে এর পিছনে কারণ কী?'

'তুমি একদম ঠিক বলেছ।' রুপার্ট বলল, 'উদ্দেশ্য-খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি, লর্ড লিস্টারডেলের অনেকগুলো বাড়ি আছে। গত

BanglaBook.org

দুদিনে আমি আবিষ্কার করেছি, প্রত্যেকটি বাড়ি ঠিক আমাদের মতোই নিম্নবিত্তদের কম টাকায় ভাড়া দেয়া হয়েছে এবং চাকরসহ দেয়া হয়েছে। সব বাসায় গৃহ-পরিচারক নিজেকে কোয়েন্টিন বলে পরিচয় দিয়েছে। তার মানে এর পিছনে বিশাল কারণ আছে। হয়তো দামী হীরে জহরত বা গোপন নথিপত্র লর্ড লিস্টারডেলের কোন একটি বাসায় লুকানো আছে। কিন্তু ওই প্রতারকের দল ঠিক জানে না কোনটায়! আমি এদেরকে দল বলছি বটে, কিন্তু মনে হচ্ছে এই পুরো বিষয়টা তদারকি করছে নকল কোয়েন্টিন নিজে! আর...'

মিসেস ভিনসেন্ট আবার বাধা দিলেন। 'রুপার্ট! এক মিনিটের জন্যে কথা বলা বন্ধ করবি? তোর কথা শুনে আমার মাথা ঘুরছে! যাই হোক, তোর কথা...ওইসব নথিপত্র বা দলের গল্প আমার কাছে বাজে কথা মনে হচ্ছে!'

'আরেকটা অনুমান আছে আমার।' রুপার্ট যোগ করল। 'আসল কোয়েন্টিনের কাছে শুনেছি, লর্ড লিস্টারডেল একবার এক লোককে চড় মেরেছিলেন। চড় খাওয়া লোকটা, মানে স্যামুয়েল লো সম্পর্কে লম্বা গল্পও বলেছিল। লোকটা ছিল এখানকার বাগানের মালী। দেখতে ছিল অবিকল আসল কোয়েন্টিনের মতো। চড় খাওয়ায়, মিস্টার লিস্টারডেলের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ ছিল তার মনে!'

মিসেস ভিনসেন্ট গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। 'আপন কাউকেও ছাড় দেন না' কথাটা আবার তার মাথায় খেলছে। তিনি রুপার্টের সব কথা শুনেছেন বটে, কিন্তু এর আসল ব্যাখ্যা তার কাছে পরিষ্কার ধরা দিচ্ছে না। এদিকে বলেই চলছে রুপার্ট, কিন্তু ঠিক কী বলছে তা মিসেস ভিনসেন্ট বুঝতে পারছেন না। ছেলেটা যখন রাগ করে বেরিয়ে গেল, তখন সম্বিত ফিরল তার। ওর শেষ কথাটা মনোযোগ দিয়ে শোনেননি তিনি। কিন্তু ছেলেটা গেল কোথায়? পুলিশের কাছে? তাহলে তো...

নড়েচড়ে বসলেন ভদ্রমহিলা, কী যেন ভেবে বেল টিপলেন।

কোয়েন্টিন উত্তর দিল, 'ম্যাডাম, আপনি ডেকেছেন?'

'হ্যাঁ। ভিতরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দাও।'

পরিচারক তার কথা মতো কাজ করলো, এবং মিসেস ভিনসেন্ট মুহূর্তের জন্যে নীরব হয়ে তাকে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করলেন।

তিনি চিন্তা করছেন, 'লোকটা আমার সাথে খুব ভালো ব্যবহার করেছে। কতোটা, তা আমার ছেলেমেয়ে বুঝবে না। হতে পারে রুপার্টের এই জটিল গল্পের পুরোটাই মিথ্যে। আবার হতে পারে সত্য! কোনটা সঠিক বা কোনটা ভুল, তা বোঝার উপায় কী? অথচ জীবন বাজি রেখে আমি বলতে পারি, কোয়েন্টিন ভালো মানুষ।'

BanglaBook.org

কম্পিত স্বরে তিনি বললেন, 'কোয়েন্টিন, রুপার্ট কিছুক্ষণ আগেই ফিরেছে। সে কিং'স শেভিয়টের কাছের একটি গ্রামে গিয়েছিল...'

তিনি থেমে গেলেন এবং লক্ষ্য করলেন লোকটা কিছু একটা লুকাতে চেষ্টা করছে! এখন অন্যরকম দেখাচ্ছে তাকে, সতর্ক যাকে বলে। কোয়েন্টিনের চালচলনই বদলে গেছে। সে তীক্ষ্ণচোখে মিসেস ভিনসেন্টের দিকে তাকিয়ে আছে। সে চোখে সাদাসিধে কোয়েন্টিন নয় বরং অন্য কাউকে দেখা যাচ্ছে!

সে মিনিট খানেকের জন্য ইতস্তত করল, তারপর একদম অচেনা স্বরে বলল, 'আমাকে কেন এসব বলছেন মিসেস ভিনসেন্ট?'

তিনি উত্তর দেবার ঠিক আগে আগেই দরজা খুলে রুপার্ট ঘরে ঢুকল। সাথে মধ্য বয়স্ক পাতলা গোঁফ, এবং যাজকদের মতো প্রশান্ত চোখের একজন–কোয়েন্টিন!

'এই যে সে! রুপার্ট বলল। 'আসল কোয়েন্টিন! আমি তাকে বাইরে ট্যাক্সিতে রেখে এসেছিলাম। এখন কোয়েন্টিন, তুমি বলো ওই লোকটি কি স্যামুয়েল লো?'

মুহূর্তটাকে রুপার্ট ধরে নিয়েছিল নিজের সমস্ত সন্দেহের সঠিক প্রমাণ হবার মুহূর্ত হিসেবে। অথচ আসল কোয়েন্টিনকে বেশ অপ্রতিভ এবং অস্বস্তিকর অবস্থায় দেখা গেল, সে দ্বিতীয় কোয়েন্টিনের দিকে তাকাতে পারছে না। এদিকে দ্বিতীয় কোয়েন্টিন হেসেই চলেছে। মুখ জুড়ে বিস্তৃত সেই হাসি। নকল কোয়েন্টিন বিব্রতবোধ করা আসল জনের পিঠে চপেটাঘাত করে বলল, 'ঠিক আছে কোয়েন্টিন, কখনও কখনও মুখোশের আড়ালের জনকে তার মুখোশ খুলতে হয়। তুমি তাদের বলতে পার যে আমি আসলে কে।'

লোকটি বেশ বিব্রত এবং অস্বস্তির স্বরে বলল, 'ইনি আমার মনিব, আমার প্রভু , লর্ড লিস্টারডেল, স্যার!'

পরবর্তী মিনিটে অনেক কিছু ঘটল! আত্মবিশ্বাসী রুপার্ট বেশ সঙ্কুচিত হয়ে গেল। সে জানত কিছু একটা ঘটতে চলেছে, কিন্তু এমন ঝটকা খাবে তা কল্পনাও করেনি! ওর মুখ বিস্ময়ে এখনও হা হয়ে আছে।

'ঠিক আছে, রুপার্ট! কোন সমস্যা নেই। কিন্তু তোমার মায়ের সাথে আমি কিছু কথা বলতে চাই। আর আমাকে তুমি এভাবে খুঁজেছ, দেখে খুবই অবাক লাগছে আমার!'

লর্ড লিস্টারডেল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মিসেস ভিনসেন্টের দিকে তাকিয়ে আছেন। পাশে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আসল কোয়েন্টিন।

BanglaBook.org

'আচ্ছা, আমাকে সব ব্যাখ্যা করতে দাও। আমি আমার সারা জীবন ধরে খুব স্বার্থপর ছিলাম। একদিন বিষয়টা আমাকে খুব ভাবিয়ে তোলে। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, এবার মানুষের ভালোর জন্যে কিছু করব। আমি অনেক কিছু পেয়েছি, কোন অপ্রাপ্তি আমার নেই। কিন্তু ভিতরে ভিতরে মানুষের জন্য কিছু ভালো কাজ করার বাসনা হচ্ছিল। অনেক তো নিজের চিন্তা করেছি, আর না। আমার সব সময় দুঃখ হতো তাদের জন্যে, যারা নীরবে সব কষ্ট সহ্য করে যায়, যারা চাইলেও রাস্তায় ভিক্ষে করতে পারে না, যারা সামান্য টাকার জন্যে অনেক কিছুই করতে পারে না। হ্যাঁ আমি নিম্ন-মধ্যবিত্তদের কথাই বলছি। এই শহরে আমার অনেক বাড়ি আছে, আর এই চিন্তা করতে গিয়ে একটা বুদ্ধি আমার মাথায় এলো। আমি সেসব পরিবারকে খুবই কম ভাড়ায় আমার বাড়িগুলো ভাড়া দিলাম, যারা ভদ্র, তবে অভাবগ্রস্ত। যারা হবে আমার বাড়ির প্রতি যত্নশীল এবং মানবিক চরিত্র সম্পন্ন নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার। একজন প্রচণ্ড অভাবগ্রস্ত বিধবা তার দুই সন্তানকে নিয়ে এই বাড়িতে উঠে একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলেছে–এটা ভাবতেই আমার বেশ ভালো লাগত! আর আমার কাছে কোয়েন্টিন ছিল বন্ধুর চেয়েও বেশি কিছু। এমনিতেই ও আমার মতো দেখতে, তাই ওর চরিত্রে অভিনয় করা আমার জন্যে সুবিধেই হয়েছিল। আগে থেকেই অভিনয় করার মেধা ছিল আমার। এমন অভিনয় করার বুদ্ধিটা এসেছিল এক সন্ধ্যায়, যখন আমি আমার ক্লাব থেকে বাসায় ফিরেছিলাম। কোয়েন্টিনকে সব বুঝিয়ে বলাতে সে মেনে নিল। আমি ওর চরিত্রে ঢুকে গেলাম এবং ওকে কিং'স শেভিয়ট পাঠিয়ে দিলাম। এদিকে আবার আমার গুম হয়ে যাওয়া নিয়ে পত্রপত্রিকায় বেশ তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। তখন আমি আমার চাচাতো ভাই কর্নেল মারিক কারফেক্সকে বলে পূর্ব আফ্রিকা থেকে আমার নামে চিঠি পাঠাবার ব্যবস্থা করি। এই হচ্ছে মূল ঘটনা।'

তিনি মিসেস ভিনসেন্টের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছেন। মিসেস ভিনসেন্টও এক দৃষ্টিতে লর্ডের দিকে তাকিয়ে আছেন। 'যাই হোক, আপনি খুব দয়ার কাজ করেছেন, মিস্টার লিস্টারডেল। বাহবা পাবার মতো কাজ। কিন্তু আশা করি বুঝতে পারছেন যে আমরা আর এখানে থাকতে পারব না?'

'আমি জানতাম, আপনার আত্মসম্মানবোধ আপনাকে এই কথাটা বলাবে। কারো দয়ায় থাকাটা আপনি পছন্দ করেন না।'

'এমনটাই তো হওয়া উচিত?' মিসেস ভিনসেন্ট ধীর গলায় বললেন।

'না, কারণ আমি তোমাকে চাই।' মিস্টার লিস্টারডেল আচমকা অন্যরকম কণ্ঠে বললেন, যে কণ্ঠ অনেক কিছু বলতে চায়।

BanglaBook.org

কেউ কিছুই বলছে না। সবাই নিশ্চুপ। লর্ড লিস্টারডেল বলতে শুরু করে করলেন, 'আমার বয়েস যখন তেইশ বছর ছিল, তখন আমি এমন এক মেয়েকে বিয়ে করেছিলাম যাকে আমি খুব বেশি ভালোবাসতাম। কিন্তু সে বিয়ের এক বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে। সেই থেকে আমি একা। আমি অনেক খুঁজেছি এমনই একটি মেয়েকে যে আমার স্বপ্নের মতো হবে...'

'আমিই কি সেই মেয়ে?' তিনি চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন। 'কিন্তু আমি তো বুড়ি হয়ে গেছি...'

মিস্টার লিস্টারডেল হাসলেন। 'বুড়ি? তোমাকে তো তোমার ছেলে মেয়ের চেয়েও কম বয়েসি লাগে! আসলে বুড়ো হয়ে গেছি আমি। যদি তুমি চাও এই বুড়োর সাথে...'

আবার হাসতে শুরু করলেন লর্ড। এই হাসিতে না পাওয়ার বেদনা নেই, আছে একরাশ ভালোলাগা।

'তুমি বুড়ো? তুমি এখনও একটা বাচ্চা ছেলে। যে বাচ্চা যেমন খুশি তেমন সাজে!'

তিনি তার হাত বাড়িয়ে দিলেন, মিস্টার লিস্টারডেল বাকি জীবনের জন্যে সে হাত লুফে নিলেন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দ্য ম্যানহুড অফ এডওয়ার্ড রবিনসন

রূপান্তরঃ সেঁজুতি রোশনাই

'শক্তিশালী বাহুর এক ঝটকায় মুহূর্তের মাঝে বিল মেয়েটাকে তার বুকে নিয়ে পিষে ফেলতে চাইল। নিজেকে সমর্পণ করে মেয়েটাও বিলকে এমনভাবে চুমু খেল যা যুবক স্বপ্নেও ভাবেনি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মি. এডওয়ার্ড রবিনসন 'হোয়েন লাভ ইজ ডাউন' বইটা একপাশে সরিয়ে ভূগর্ভস্থ ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। স্ট্যামফোর্ড ব্রুক হয়ে যাচ্ছিল ট্রেনটা। বিলের কথা ভাবতে লাগল এডওয়ার্ড। বিল হলো মহিলা ঔপন্যাসিকদের চোখে শতভাগ হি-ম্যান সুলভ পুরুষ। এডওয়ার্ড বিলকে হিংসে করে। হিংসে করে বিলের অসাধারণ পেশী, রুক্ষ-সুন্দর চেহারা আর তার দুর্দমনীয় পৌরুষকে। এডওয়ার্ড বইটা আবার তুলে নিল। অহংকারী মার্কেজা বিয়াঙ্কার বর্ণনাগুলো পড়ছিল ও আবার। বিয়াঙ্কার অপূর্ব সৌন্দর্য আর ওর মধ্যে থাকা উন্মত্ত নেশায় যে কোন বলশালী পুরুষও ওর প্রেমে অসহায় হয়ে বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করবে।

'অবশ্য', এডওয়ার্ড নিজেই নিজেকে বলল। 'এগুলো সব বাজে কথা। কিন্তু তারপরও, কেন যেন আমার মনে হয়...'

এডওয়ার্ড ভাবতে লাগল। আসলেই কি পৃথিবীতে রোমান্স বা উত্তেজনা বলে কিছু আছে? আসলেই কি এমন কোন নারী আছে যার রূপ এমন নেশা জাগায়? আসলেই কোথাও ভালোবাসা নামের সেই জিনিসটা আছে যা কাউকে গলিয়ে দেয় মোমের মতো?

'বাস্তবে জীবনযাপন করছি আমি,' নিজেকে বলল এডওয়ার্ড। 'অন্য সবার মতো আমাকেও একই পথে হাঁটতে হবে।'

অবশ্য সবকিছু মিলিয়ে নিজেকে যথেষ্ট ভাগ্যবান যুবক বলে ভাবতেই পারে এডওয়ার্ড। ওর অনেক ভালো একটা চাকরী আছে, একটা স্বনামধন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কেরানীর চাকরী। ওর স্বাস্থ্য বেশ ভালো, কোন পিছুটান নেই এবং মড ওর বাগদত্তা।

মডের চিন্তা মাথায় আসা মাত্রই এডওয়ার্ডের মুখে একটা ছায়া পড়ল। কখনও স্বীকার করবে না বটে, কিন্তু সত্যি কথা হলো, মডকে ও ভয় পায়। ও মডকে খুবই ভালোবাসে। মডের সাথে যেদিন প্রথম দেখা হয়েছিল, সেই শিহরণের কথা মনে আছে আজও। মডের সস্তা ব্লাউজের ফাঁকে ওর সাদা ঘাড় বের হয়ে ছিল, যা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল এডওয়ার্ড। সিনেমা হলে মডের

BanglaBook.org

পিছনেই বসেছিল ও। এডওয়ার্ড যে বন্ধুর সাথে সিনেমায় গিয়েছিল, সে মডকে চিনত। সে-ই ওদের দুজনের পরিচয় করিয়েছিল সেদিন। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে মড এডওয়ার্ডের তুলনায় অনেক বেসি সুবিবেচনার অধিকারী। মড দেখতে ভালো, বুদ্ধিমতী এবং যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত...এবং সব বিষয়ে, সবকিছুতে ওর কথাই ঠিক। সবাই বলে এই ধরনের মেয়েরাই নাকি স্ত্রী হিসেবে সবচেয়ে ভালো হয়।

এডওয়ার্ড ভাবছিল, মার্কেজা বিয়াঙ্কা স্ত্রী হিসেবে কেমন হবে? ভালো হবে কিনা, সে ব্যাপারে একটু সন্দেহও হচ্ছিল ওর। ও অনেক চেষ্টা করেও লাল টকটকে ঠোঁটের যৌনাবেদনময়ী বিয়াঙ্কার নিরাসক্তভাবে বিলের জামার বোতাম সেলাই করার দৃশ্য কল্পনা করতে পারল না। নাহ, বিয়াঙ্কা হলো অবাস্তব প্রেমকাহিনী, আর এটা হলো বাস্তব জীবন। ও আর মড খুব ভালো থাকবে। মড মাথায় অনেক বাস্তব বুদ্ধি রাখে...

অবশ্য এডওয়ার্ড চায়, মড এতটা কড়া না হোক সবসময়। পান থেকে চুন খসলেই মেয়েটাকে এডওয়ার্ডকে তিরস্কার করে।

এটা অবশ্য মড বিচক্ষণতা আর বাস্তব-বুদ্ধির কারণেই করে থাকে। মেয়েটা যথেষ্ট বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এডওয়ার্ড-ও তাই। কিন্তু কখনও কখনও...

এই যেমন, বিয়ের কথাটাই ধরা যাক। এডওয়ার্ড বিয়ে করতে চায় ক্রিসমাসেই। কিন্তু মড বুঝিয়েছে, ওদের আরও দুই-এক বছর অপেক্ষা করাটাই যুক্তিসংগত হবে। এডওয়ার্ডের বেতন এখনও অতটা বেশি না। ও মডকে একটা অনেক দামী আংটি দিয়েছিল, কিন্তু মড রীতিমতো আতংকিত হয়ে ওটা জোর করে বদলে আরেকটা সস্তা আংটি নিয়েছে। মেয়েটা খুবই গুণবতী। তবে এডওয়ার্ডের মাঝে মাঝে মনে হয়, প্রেমিকার মাঝে গুণগুলো কমে দোষগুলো বেশি হলেই ভালো হতো! এই আক্ষেপটা প্রায়শ ওকে এমন সব কাজ করতে বাধ্য করে যে...

লজ্জার একটা ছাপ ওর পুরো মুখে ফুটে উঠল। মডকে কথাটা বলতেই হবে... তা-ও যত দ্রুত সম্ভব। গোপন অপরাধবোধের কারণে কয়েকদিন ধরেই অদ্ভুত আচরণ করছে ও। আগামীকাল তিন দিনের ছুটির প্রথম দিন-ক্রিসমাস ইভ, ক্রিসমাস ডে আর বক্সিং ডে। মড ওর আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে এডওয়ার্ডকে এই দিনটা কাটাতে বলেছিল। এমন ভঙ্গিতে মিথ্যে বলে ও দাওয়াতটা কাটিয়ে দিয়েছিল সে মেয়েটা সন্দেহও করেনি। এডওয়ার্ড বলেছিল, আগেই এক বন্ধুর সাথে ছুটিটা গ্রামে কাটাবার কথা দিয়ে ফেলেছে।

BanglaBook.org

অথচ, এমন কোন বন্ধুই নেই। তখন থেকেই অপরাধবোধের শুরু।

তিন মাস আগে, এডওয়ার্ড রবিনসন, আরও হাজারো যুবকদের সাথে একটা সাপ্তাহিক পত্রিকার এক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। বারো জন নারীর নাম তাদের জনপ্রিয়তা অনুযায়ী সাজাতে হবে। এডওয়ার্ডের এ ব্যাপারে দারুণ একটা 'পদ্ধতি' ছিল। আগেও এই ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা থেকে ও বুঝতে পেরেছিল, এসব ক্ষেত্রে একদম উল্টো কাজ করাটাই ওর পছন্দ। তাই এই বারো জনের নাম প্রথমে ওর নিজের পছন্দ অনুযায়ী সাজাল। তারপর আবার নামগুলো লিখল। তবে এবার লিখল প্রথম থেকে একজনের নাম নিয়ে, এরপর একদম নিচের একজনের নাম নিয়ে। এভাবে আরেকটা তালিকা বানিয়ে ফেলল এডওয়ার্ড।

ফলাফল প্রকাশ পরে দেখা গেল, এডওয়ার্ড বারোটার মধ্যে আটটার সঠিক উত্তর দিয়েছে! ফলে প্রথম পুরস্কার পাঁচশ পাউন্ড জিতে গেল ও। হয়তো এতে ভাগ্যেরই হাত বেশি ছিল, কিন্তু এডওয়ার্ড নিজেকে নিয়ে গর্বিত। ওর ধারণা, এটা ওর নিজের কৃতিত্ব।

মধুর এক সমস্যায় পড়েছে এখন-এই পাঁচশ পাউন্ড কীভাবে খরচ করা যায়? ও খুব ভালো করেই জানে, মড এই খবর শুনলে কী বলবে। বলবে, এই টাকা কোথাও বিনিয়োগ করো। অথবা দুজনের ভবিষ্যতের জন্য ছোট্ট একটা বাড়ি কিনে ফেলো।

মডের কথা যে ঠিক, এটা ও যে জানে না তা নয়। কিন্তু এরকম একটা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়া সম্পূর্ণ অন্যরকম একটা অনুভূতি।

যদি টাকাটা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া হতো, তাহলে হয়তো এডওয়ার্ড এই টাকা কোথাও জমা বা বিনিয়োগ করতে দ্বিধাবোধ করত না। কিন্তু যে টাকা একটা কলমের খোঁচায় এসেছে, যেটা ভাগ্যের এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার, সেটা যেমন খুশি তেমন ভাবেই ব্যয় করা উচিত।

একটা গাড়ির দোকানের সামনে দিয়ে রোজ অফিসে যেতে হয় এডওয়ার্ডকে। অবিশ্বাস্য একটা স্বপ্ন দেখিয়েছে সেই দোকান, একটা দুই সীটের ছোট গাড়ি, লম্বা চকচকে নাক। দাম লেখা, চারশো পঁয়ষট্টি পাউন্ড।

'যদি আমি বড়লোক হতাম,' প্রতিদিনই গাড়িটাকে বলত এডওয়ার্ড, 'যদি আমি বড়লোক হতাম, তুমি আমার হতে।'

এখন, যদিও ও বড়লোক না, কিন্তু স্বপ্ন পূরণের জন্য যথেষ্ট টাকা রয়েছে ওর হাতে। ওই চকচকে, আকর্ষণীয় আর অসম্ভব সুন্দর গাড়িটা ওরই হবে। শুধু দাম চুকিয়ে দেয়ার অপেক্ষা।

BanglaBook.org

মডকে ও টাকার কথাটা বলতে চাইছিল। তাহলেই আর লোভের ফাঁদে আটকে থাকতে হতো না। কিন্তু যখন বলার সুযোগ এলো, মডের আচরণই যেন ওকে উল্টো সাহস যোগাল। সবচেয়ে ভালো সীটের টিকেট কেটে মেয়েটাকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল ও। মড নরম কিন্তু দৃঢ় স্বরে ওকে বুঝিয়েছিল, বাড়তি টাকা বেহুদা খরচ করেছে এডওয়ার্ড। যেখানে দুই পাউন্ড চার পেনি খরচ করে পরের সীট থেকেই ভালোভাবে সিনেমা দেখা যায়, সেখানে তিন পাউন্ড ছয় পেনি খরচ করার কী দরকার ছিল?

মডের ভর্ৎসনা গোমড়া মুখে সহ্য করল এডওয়ার্ড। মড ভেবে তৃপ্তি পেল যে ওর কথা এডওয়ার্ডের উপর প্রভাব ফেলছে। এডওয়ার্ডের এসব বেহিসেবী আচরণ মড মেনে নিতে পারছিল না। ও এডওয়ার্ডকে ভালোবাসে, কিন্তু এটাও বোঝে যে এডওয়ার্ড দুর্বল। প্রেমিক কী করবে না করবে তার দায়িত্ব ওকেই নিতে হবে এখন থেকে। মড সন্তুষ্টির সাথে এডওয়ার্ডের দিকে তাকাল।

নিজেকে ছোট লাগছিল এডওয়ার্ডের। নিজেকে মনে হচ্ছিল এমন একজন যে কিনা তার প্রেমিকার কথায় ওঠে আর বসে। ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিল ও, কিন্তু সেই মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, গাড়িটা ও কিনবেই কিনবে।

'ধুর ছাই,' নিজেই নিজেকে বলল ও। 'একবারের জন্য হলেও আমার যা ইচ্ছা আমি তাই করব। গোল্লায় যাক মড।'

পরদিন সকালেই ও দোকানে গিয়ে সেই চকচকে গাড়িটা কিনে ফেলল। যেন গাড়ি কেনার কাজটা পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ কাজগুলোর মধ্যে একটা!

চারদিন চলে গেল। বাইরে শান্ত থাকলেও ভিতরে প্রচণ্ড উচ্ছ্বসিত হয়ে আছে ও। আর মডকে তো এ ব্যাপারে কিছুই জানায়নি। চারদিন ধরে গাড়িটা চালানো শিখল। নতুন কিছু শেখার ব্যাপারে যে তার আগ্রহের কমতি নেই তা বুঝিয়ে দিল।

আগামীকাল ক্রিসমাস ইভ। গাড়ি চালিয়ে গ্রামের দিকে যাবে ও। মডকে মিথ্যে বলেছিল, দরকার হলে বারে বারেই মিথ্যে বলবে। ওর জীবনের না পাওয়া সমস্ত উত্তেজনা আর আরও যা চেয়েও পায়নি, সব পাবে এই গাড়িটা থেকে। কাল ও আর ওর মড একসাথে ঘুরতে বের হবে। লন্ডনের কোলাহল আর অস্থিরতাকে পিছনে ফেলে ছুটে যাবে গ্রামের খোলা পরিষ্কার বাতাসে...

নিজের অজান্তেই, কবিতে পরিণত হয়েছে এডওয়ার্ড।

হাতে ধরা 'হোয়েন লাভ ইজ কিং' বইটার দিকে এডওয়ার্ড তাকাল, হেসে বইটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখল ও। গাড়ি, মার্কেজা বিয়াঙ্কার লাল ঠোঁট আর বিলের অসাধারণ শৌর্যবীর্য, সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছিল ওর মনে।

BanglaBook.org

আজকের আবহাওয়াটা চমৎকার। ঝলমলে তুষার, নীল আকাশ, আর একটা ফ্যাকাসে হলুদ সূর্য। গাড়ি চালিয়ে ডানপিটে ছেলের মতো লন্ডন ছেড়ে বের হয়ে এলো এডওয়ার্ড। হাইড পার্ক কর্নারের কাছে একটু ঝামেলা হয়েছিল, পুটনী ব্রিজের কাছেও দুর্ঘটনা ঘটেছিল একটা। গিয়ারের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল সবাই, শোনা যাচ্ছিল একটু পর পর কর্কশ ব্রেক কষার শব্দও। অন্য গাড়ির চালকরা এডওয়ার্ডকে গালাগালি করছিল। অবশ্য ও নতুন চালক হিসেবে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা না করেই ওখান থেকে বের হয়ে বড় আর প্রশস্ত রাস্তায় উঠল। এমন রাস্তা চালকদের খুব পছন্দের। অবশ্য এই রাস্তায় আজ বেশ ভিড়।

ধীরেসুস্থে গাড়ি চালাচ্ছিল এডওয়ার্ড, গাড়ির উপরে নিয়ন্ত্রণ চলে আসছিল ধীরে ধীরে।

একটা পুরানো ধাঁচের হোটেলে দুপুরের খাবার খেতে থামল ও। কিছুক্ষণ পর আবার থামল চা'য়ের জন্য। এরপর নিতান্ত অনিচ্ছায় লন্ডনের দিকে ফিরতে লাগল ও। মডের কাছে গিয়ে কিছু ব্যাপার ব্যাখ্যা করা লাগবে, এরপর অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ...

এসব ভেবে ও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। কাল কী হবে সেটা কাল দেখা যাবে। আজকের দিনটা তো এখনও ওর হাতে আছে। আর অন্ধকারের পথ ধরে ছুটে চলা, হেডলাইটের আলোতে সামনের পথ খুঁজে নেয়া, এরচেয়ে আকর্ষণীয় আর কী হতে পারে?

ওর মনে হলো, রাতের খাবারের জন্য এই মুহূর্তে থামার সময় নেই। অন্ধকার রাস্তা ধরে গাড়ি চালান এমনিতেই অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। মনে হচ্ছে, লন্ডন পৌঁছাতে ওর ধারণার চেয়েও বেশি সময় লাগবে। এডওয়ার্ড যখন হিন্ডহেড হয়ে ডেভিলস পাঞ্চ বৌল এলাকা দিয়ে বের হচ্ছিল, তখন মাত্র আটটা বাজে। চাঁদের আলোয় দুইদিন আগে পড়া তুষারের স্তূপ চকচক করছে।

গাড়ি থামিয়ে ও রাস্তায় স্থির দাঁড়িয়ে রইল। মধ্যরাতের মধ্যে লন্ডনে পৌঁছাতে না পারে তো এমন কী হবে? আচ্ছা, যদি আর কোনদিনই লন্ডনে পৌঁছুতে না পারে, তো?

ও গাড়ি থেকে বের হয়ে কিনারায় এসে উঁকি মারল। ওর পাশ দিয়েই নিচে ঘুরপথে একটা রাস্তা নেমে গেছে, হাতছানি দিয়ে ওকে যেন ডাকছে রাস্তাটা। এডওয়ার্ড ওই ডাকের কাছে হার মানতে বাধ্য হলো, পরবর্তী আধা ঘণ্টা সে তুষারাবৃত দুনিয়ায় উন্মাদের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল। এমন ঘটনা ঘটবে, তা কখনওই ভাবেনি ও।

BanglaBook.org

ফিরে এসে আবার গাড়ি চালানো শুরু করল সে। প্রকৃতির এই বিশুদ্ধ সৌন্দর্য বিহ্বল করে দিয়েছিল ওকে।

আচমকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের মাঝে ফিরে এলো এডওয়ার্ড। গাড়ির যে পকেটে ও নিজের মাফলারটা রেখেছিল, হাত বাড়িয়ে ওখানে খুঁজতে শুরু করল।

কিন্তু মাফলারটা ওখানে নেই! পকেটটাও খালি। না না, পুরোপুরি খালি না, অন্য কিছু একটা আছে-এবড়ো থেবড়ো আর শক্ত, নুড়ির মতো।

এডওয়ার্ড জিনিসটা বের করে হতভম্ব হয়ে গেল। যে জিনিসটা ওর আঙুলের সাথে ঝুলছিল, সেটা ছিল একটা হীরের নেকলেস! চাঁদের আলোয় আগুন চমকাচ্ছিল সেটা দিয়ে।

এডওয়ার্ড তাকিয়েই রইল। না, ভুল দেখেনি ও। গাড়ির পকেটে রাখা এই হীরের নেকলেসের দাম কম করে হলেও কয়েক হাজার পাউন্ড!

কিন্তু এটা এখানে রাখল কে? ও যখন শহর থেকে রওনা দিয়েছিল, তখন নেকলেসটা এখানে ছিল না। তার মানে ও যখন তুষারের মধ্যে হাঁটছিল, তখন নিশ্চয় কেউ এসে রেখে গেছে। কিন্তু কেন? ওর গাড়িতেই কেন? নেকলেসের মালিকের কি কোন ভুল হয়েছে? নাকি এটা...এটা চুরি করা নেকলেস?

এসব কথা ওর মনে ঘুরপাক খেতেই এডওয়ার্ড ভয়ে শক্ত হয়ে গেল, শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল ঠান্ডা শিরশিরে একটা স্রোত।

এটা তো ওর গাড়ি না!

দেখতে অনেকটা ওর গাড়ির মতোই। একই রকম লাল টুকটুকে, মার্কেজা বিয়াঙ্কার ঠোঁটের মতো। একই রকম লম্বা আর উজ্জ্বল নাকওয়ালা। কিন্তু হাজারটা ছোট ছোট পার্থক্য আছে, যেগুলো দেখে এডওয়ার্ড বুঝল যে এটা আসলে ওর গাড়ি না। এটার বিভিন্ন জায়গায় দাগ পড়েছে, বহু ব্যবহারের চিহ্ন পুরো গাড়িতেই চোখে পড়ছে। তাহলে তো...

এডওয়ার্ড তাড়াহুড়ো করে গাড়িটা ঘুরাল। গাড়ি ঘুরানোতে ও এখনও ততটা দক্ষ হতে পারেনি। গিয়ার পিছনে দেয়া মাত্রই, ওর মাথায় কী কাজ করল কে জানে, ভুল দিকে ঘুরিয়ে ফেলল চাকা। ব্রেক আর অ্যাক্সেলেটরের মধ্যে বারবার গুলিয়ে ফেলছিল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সফল হলো ও। গাড়িটা গরগর আওয়াজ তুলে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল।

এডওয়ার্ডের মনে পড়ল, ওর একটু দূরেই আরেকটা গাড়ি ছিল। ওইসময় গাড়িটাকে ও অতটা খেয়াল করেনি। এদিকে আবার ফেরার সময় অন্য পথে ফিরেছিল, যে পথে গিয়েছিল সেই পথে না। সে সময় ও মূল রাস্তার একটু

BanglaBook.org

পেছন দিক থেকে এসে যে গাড়িটা পায়, সেটাকেই ও ওর গাড়ি বলে ধরে নেয়। কিন্তু আসলে ওর গাড়িটা ছিল একটু সামনে।

দশ মিনিটের মধ্যেই ও আবার সেই জায়গায় পৌঁছে গেল। কিন্তু এখন ওখানে তো আর কোন গাড়ি নেই। সম্ভবত এই গাড়ির মালিক এডওয়ার্ডের গাড়িকে নিজের ভেবে ওটা নিয়েই চলে গেছে।

এডওয়ার্ড হীরের নেকলেসটা বের করে হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। কী করা যায় এখন? কাছের পুলিশ স্টেশনে যাবে? ব্যাপারটা ওদের বুঝিয়ে, হারটা ওদের কাছে গছিয়ে দিয়ে নিজের গাড়ির নাম্বারটা ওদের দিয়ে আসবে?

আরে, ওর গাড়ির নাম্বার যেন কত ছিল? এডওয়ার্ড মনে করার প্রচণ্ড চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারল না। ওর মনে হচ্ছিল যেন, ধীরে ধীরে শীতল পানিতে ডুবে যাচ্ছে। পুলিশ স্টেশনে গেলে নিঃসন্দেহে ও নিরেট একটা গর্দভ হিসেবে প্রমাণিত হবে! গাড়ির নাম্বারে একটা আট ছিল, এডওয়ার্ডের শুধু এটাই মনে আছে। আর তাতে যে কোন লাভ হবে না, তা বুঝতে পারছে ও। খুব অস্বস্তির সাথে নেকলেসটার দিকে তাকাল এডওয়ার্ড। পুলিশের কাছে গেলে ওরা ওকে কী ভাববে? চোর বলে ধরে নেবে? ভাবল ও। সেটাই তো স্বাভাবিক, তাই না? কেউ কি আর এত দামি নেকলেস গাড়িতে ফেলে যায়?

এডওয়ার্ড গাড়ি থেকে বের হয়ে গাড়ির চারপাশে একটা চক্কর দিল। গাড়িটার নাম্বার এক্স.আর.১০০৬১। এটা যে ওর গাড়ি না সেটা বুঝতে পারল ও, কিন্তু ওর গাড়ির কোন তথ্যই ও মনে করতে পারল না। ও সবগুলো পকেট হাতড়ে দেখতে লাগল। যে পকেটে হীরের নেকলেসটা পেয়েছিল, ওই পকেটেই আরেকটা কাগজের টুকরো পেল। টুকরোটায় পেন্সিল দিয়ে কিছু লেখা। হেডলাইটের আলোতে এডওয়ার্ড লেখাটা পড়ল–

'দেখা করো, গ্রীনে, সল্টারস ল্যাঙ্গের কর্নারে, দশটায়।'

ওর গ্রীনের কথা মনে পড়ল, ওইদিনই আসার সময় গ্রীনের সাইনপোস্ট দেখেছিল। মিনিটের মধ্যেই ও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল-গ্রীন নামের এই গ্রামে যাবে সে। সল্টারস ল্যাঙ্গ খুঁজে বের করবে, এই নোট যে লিখেছে তাকে পেলে সব ঘটনার ব্যাখ্যা জানাবে। এডওয়ার্ডের মনে হলো, স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে গিয়ে গর্দভ প্রমাণিত হবার চেয়ে এটা করাই ভালো।

ও খুশিমনে আবার গাড়ি চালানো শুরু করল। যত কিছুই হোক এটা একটা দুঃসাহসিক অভিযান। রোজ রোজ এমন ঘটনা তো আর ঘটে না। আর হীরের নেকলেসটা ব্যাপারটাকে আরও রোমাঞ্চকর আর রহস্যময় করে তুলেছে।

BanglaBook.org

গ্রীন খুঁজে পেতে ওর একটু কষ্ট হলো, সল্টারস ল্যান্স খুঁজে পেতে আরও একটু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেল।

সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়ে খুব সাবধানে গাড়ি চালিয়ে আসায় একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল ওর। তাছাড়াও ওকে বাম দিকে খুঁজে খুঁজে আসতে হয়েছে, যেহেতু ওর গন্তব্য সল্টারস ল্যান্স বামে মোড় নিয়েছিল।

হঠাৎ করেই ও একটা গোলচত্বরে এসে পড়ল, গোলচত্বর ঘুরতেই অন্ধকার থেকে একটা আবছা ছায়া ওর দিকে এগিয়ে এলো।

'অবশেষে,' একটা নারী কণ্ঠ বলে উঠল। 'কোথায় ছিলে তুমি, জেরাল্ড!'

কথা বলতে বলতেই মেয়েটা এডওয়ার্ডের গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। হেডলাইটের আলোতে মেয়েটাকে দেখে এডওয়ার্ডের দম প্রায় বন্ধ হবার জোগাড়। এডওয়ার্ডের দেখা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টি এই মেয়েটা!

তরুণী মেয়েটার চুলগুলো রাতের অন্ধকারের মতোই কালো, আর অসম্ভব সুন্দর ঠোঁটগুলি টকটকে লাল। গলায় অসম্ভব সুন্দর একটা মুক্তোর মালা। পরনের আগুন রঙা পোশাকটা উড়ছিল বাতাসে।

আচমকা মেয়েটা কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠল, 'তুমি তো জেরাল্ড নও।'

'না', এডওয়ার্ড ঝট করে বলল। 'আমাকে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে দাও।' ও হীরের নেকলেসটা পকেট থেকে বের করে মেয়েটার সামনে ধরল। 'আমার নাম এডওয়ার্ড...'

ও আর কিছু বলার আগেই মেয়েটা বাচ্চাদের মতো হাততালি দিয়ে খুশিতে ফেটে পড়ল।

'এডওয়ার্ড, ঠিকই তো! আমি খুবই খুশি হয়েছি। অবশ্য বেকুব জিমিটা আমাকে ফোন করে বলেছিল ও জেরাল্ডকে পাঠাচ্ছে গাড়িসহ জিনিসটা নিয়ে। খুবই ভালো হয়েছে তুমি এসেছ। আমি কবে থেকেই তোমার সাথে দেখা করতে চাচ্ছিলাম। মনে আছে, আমার ছয় বছর বয়সের পর থেকেই আমি তোমাকে আর দেখিনি। নেকলেসটা তো ঠিকঠাকই আছে দেখছি। তাড়াতাড়ি তোমার পকেটে আবার ঢুকিয়ে রাখ। গ্রাম-পুলিশের কেউ এসে দেখে ফেলবে ঝামেলায় পড়ব আমরা। উফ, বাইরে এত ঠান্ডা, বরফ হয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি দরজা খোলো, আমি ভিতরে ঢুকব।'

স্বপ্নের মতো লাগছিল সব এডওয়ার্ডের, ও দরজাটা খুলে দিল। মেয়েটা ঝাঁপ দিয়ে বসে পড়ল ওর পাশের সীটে। মেয়েটার কাপড়ের পালকগুলি এডওয়ার্ডের গালে লাগল আলতো করে। বৃষ্টির পর যেমন ভায়োলেটের সুঘ্রাণ ভেসে আসে, ঠিক তেমনই একটা মৃদু সুগন্ধ এডওয়ার্ডের নাকে এলো।

BanglaBook.org

এডওয়ার্ড আর কিছুই ভাবতে পারছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে অবচেতন মনে এই দুর্দান্ত অভিযানে জড়িয়ে পড়ল। মেয়েটা ওকে এডওয়ার্ড বলে ডাকছে, তবে ওকে অন্য কোন এডওয়ার্ড ভেবে। শীঘ্রই মেয়েটা বুঝতে পারবে যে ও আসলে সেই এডওয়ার্ড না। আচ্ছা, যখন বুঝবে বুঝবে, তার আগ পর্যন্ত এভাবেই চলুক না। ও ক্লাচে চাপ দিয়ে পিছলে বের হয়ে গেল।

মেয়েটা হাসতে শুরু করল। মেয়েটার হাসিও তার অন্য সব কিছুর মতোই অসাধারণ। 'বোঝাই যাচ্ছে তুমি গাড়ি সম্পর্কে তেমন কিছু জানো না। আমার মনে হয় ওখানে খুব একটা গাড়ি-টাড়ি নেই, তাই না?'

'এই ওখানটা কোনখানে?' এডওয়ার্ড ভাবল। অবশ্য মুখে বলল, 'নাহ।'

'তাহলে নাহয় আমাকেই গাড়িটা চালাতে দাও,' মেয়েটা বলল। 'মূল রাস্তায় না ওঠার আগে, এসব গলিঘুপচির মাঝে তুমি রাস্তা খুঁজে পাবে না।'

এডওয়ার্ড খুশিমনেই ওর জায়গা মেয়েটাকে ছেড়ে দিল। আস্তে আস্তে গুঞ্জন তুলে গাড়ির গতি বাড়ছিল যা ওকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছিল। মেয়েটা এডওয়ার্ডের দিকে ঘুরল। 'আমার গতি ভালো লাগে, তোমার লাগে? তুমি কি জানো, তুমি কোন দিক দিয়েই জেরাল্ডের মতো না। কেউ ভাবতেই পারবে না তোমরা দুই ভাই! আমি এতদিন যেমনটা ভেবেছি তুমি একদমই সেরকম নও।'

'আমার মনে হয়,' এডওয়ার্ড বলল, 'আমি একটু বেশিই সাধারণ, তাই না?'

'নাহ, ঠিক সাধারণ না, একটু অন্যরকম। আমি আসলে তোমাকে ঠিক বুঝতে পারছি না। বেচারা জিমি কেমন আছে? খুব ক্ষেপে আছে, তাই না?'

'জিমি ঠিক আছে।' এডওয়ার্ড বলল।

'আসলেই ওর দুর্ভাগ্য যে এভাবে গোড়ালিটা মচকে গেল! ও কি তোমাকে পুরো কাহিনি বলেছে?'

'একটা শব্দও না। আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না। যদি তুমি কিছু বলতে পারো তো খুব ভালো হয়।'

'আচ্ছা। ব্যাপারটা স্বপ্নের মতোই ঘটছিল। মেয়েদের পোশাক পরে জিমি সামনের দরজায় গেল। আমি ওকে দুই এক মিনিট সময় দিয়েছিলাম, তারপর জানালা বেয়ে উঠলাম। পরিচারিকা অ্যাগনেস লারেল্লার সমস্ত জামাকাপড় আর গয়নাগাটি বের করে রাখছিল। এরপর নিচে হঠাৎ হৈ-হল্লা শোনা গেল, পটকা ফুটল, এরপর আগুন আগুন বলে চেঁচিয়ে উঠল সবাই। পরিচারিকাটা দৌড়ে নিচে গেল, আর আমি জানালা দিয়ে লাফিয়ে ঘরে ঢুকলাম। নেকলেসটা তুলে নিয়েই এক ঝলকে পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলাম। আমি নেকলেসটা নিয়ে গাড়িতে রেখে আসলাম একটা নোটসহ। এরপর হোটেলে গিয়ে লুইসের

BanglaBook.org

সাথে ভিড়ে গেলাম আর নিজের বরফের বুট জোড়া লুকিয়ে ফেললাম। লুইস আমার জন্য অ্যালিবাই ছিল। ওর কোন ধারণাই ছিল না যে আমি এর মধ্যে একবার বেরও হয়েছিলাম!'

'আর জিমির ব্যাপারটা কী?'

'এ ব্যাপারে তো আমার চেয়েও ভালো জানো। ও নিজের জামায় নিজেই পা জড়িয়ে পড়ে যায় এবং গোড়ালিটা মচকে ফেলে। ওরাই জিমিকে ধরাধরি করে ওর গাড়িতে ওঠায় আর লারেল্লার শোফারই ওকে ওই গাড়িতে করে বাড়ি পৌঁছে দেয়। একবার শুধু চিন্তা করো, শোফারটা যদি কোনভাবে গাড়ির পকেটে হাত দিয়ে বসত, তাহলে কী হতো!'

এডওয়ার্ড মেয়েটার সাথে খুব হাসল। কিন্তু মনে মনে ও অনেক কিছুই ভাবছিল। এখন ঘটনাটা মোটামুটি বুঝতে পারছে। লারেল্লার নামটা পরিচিত পরিচিত লাগছে, অনেক ধনী একটা পরিবার। এই মেয়েটা আর জিমি নামের লোকটা মিলে নিশ্চয় হীরের নেকলেসটা চুরির পরিকল্পনা করেছিল, আবার তারা এতে সফলও হয়। মচকানো পা আর শোফারের উপস্থিতির কারণে জিমি মেয়েটাকে টেলিফোন করার আগে পকেটের নোটটা দেখার সুযোগ পায়নি। হয়তো সে ইচ্ছেও তার ছিল না। সেই ক্ষেত্রে অবশ্য জেরাল্ড নামের অন্য লোকটা এটা দেখতে চাইতে পারে। ওখানে সে অবশ্য এডওয়ার্ডের মাফলারটা পাবে!

'ভালোই চলছে।' মেয়েটা বলল।

একটা ট্রাম ওদের পাশ কাটিয়ে গেল। ওরা লন্ডনের শহরতলী বেয়ে যাচ্ছিল। এডওয়ার্ডের হৃদপিণ্ড ওর গলার কাছে চলে এসেছে প্রায়। মেয়েটা আসলেই ভালো গাড়ি চালায়। কিন্তু তবুও ওর মনে হচ্ছে যেন একটু বেশিই ঝুঁকি নিচ্ছে সে।

মিনিট পনেরো পর, ওরা সুন্দর একটা বাড়ির সামনে থামল।

'আমরা আমাদের কিছু কাপড় এখানে রেখে দিতে পারি,' মেয়েটা বলল। 'রিটসনে যাওয়ার আগেই।'

'রিটসনে?' এডওয়ার্ড জিজ্ঞেস করল। বিখ্যাত নাইট ক্লাবটার কথা অনেকটা শ্রদ্ধা ভরেই ও উচ্চারণ করল।

'হুম, কেন? জেরাল্ড তোমাকে কিছু বলেনি?'

'না, বলেনি তো,' আস্তে করে এডওয়ার্ড জবাব দিল। 'আমার কাপড়ের কী হবে?'

BanglaBook.org

মেয়েটা ভ্রূকুটি করল। 'ওরা কি তোমাকে কিছুই কি বলেনি? ঠিক আছে, আমরা কোনভাবে তোমাকে ঠিকঠাক করে নেব। ব্যাপারটা শুরু যেহেতু করেছি, চালিয়ে তো নিতেই হবে।'

একজন খানসামা গাড়ির দরজা খুলে একপাশে দাঁড়াল যাতে ওরা যেতে পারে।

'মি. জেরাল্ড শ্যাম্পনিজ ফোন দিয়েছিলেন, ইয়োর লেডিশিপ। তিনি আপনার সাথে কথা বলার জন্য ভীষণ উদগ্রীব ছিলেন, কিন্তু কোন মেসেজ রাখেননি তিনি।'

'আমি খুব ভালো করেই জানি ও কেন কথা বলতে এত উদগ্রীব।' এডওয়ার্ড নিজেই নিজেকে বলল। 'যাই হোক, আমি এখন আমার পুরো নামটা তো জানি। এডওয়ার্ড শ্যাম্পনিজ। কিন্তু মেয়েটা আসলে কে? ওরা তো ওকে ইয়োর লেডিশিপ বলে সম্বোধন করল। তাহলে ওর নেকলেস চুরির প্রয়োজন পড়ল কেন? তাস খেলে হেরেছিল নাকি?'

ও যেসব ম্যাগাজিনগুলো মাঝে মাঝে পড়ে, সেখানে এ ধরনের ঘটনা অহরহই ঘটে। তাস খেলে হেরে সুন্দরী জনপ্রিয় নায়িকারাও মাঝেমধ্যে মরিয়া হতে বাধ্য হয়।

প্রথম খানসামা এডওয়ার্ডকে পথ দেখিয়ে আরেকজন খানসামার কাছে নিয়ে গেল। আরও মিনিট পনেরো পর হলরুমে গিয়ে মেয়েটির দেখা পেল। অসম্ভব রুচিশীল সান্ধ্য-কালীন সাজপোশাকে এডওয়ার্ডকে দারুণ মানিয়েছে।

কী একটা রাত!

ওরা গাড়ি নিয়ে বিখ্যাত রিটসনে এসেছে। এডওয়ার্ড অবশ্য রিটসনের অনেক স্ক্যান্ডাল পড়েছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। যারা যারা রিটসনে এসেছে, তাদের সবাইকে নিয়েই মোটামুটি কিছু না কিছু শুনেছে। এডওয়ার্ডের এই মুহূর্তে একটাই ভয়, সত্যিকারের এডওয়ার্ড শ্যাম্পনিজকে চেনে এমন কেউ এখানে যদি চলে আসে! ও একটা কথা ভেবেই সান্ত্বনা পাচ্ছে যে, আসল এডওয়ার্ড সম্ভবত কয়েক বছর ধরেই ইংল্যান্ডের বাইরে আছে।

দেয়ালের উল্টোদিকে মুখ করা একটা টেবিলে বসে ওরা ককটেইলে চুমুক দিচ্ছিল। মেয়েটা অসম্ভব সুন্দর এমব্রয়ডারি করা একটা শালে জড়িয়ে রেখেছে নিজের শরীর। হঠাৎ ঘাড় থেকে শালটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলো, নাচি।'

BanglaBook.org

এই জিনিসটা এডওয়ার্ড আসলেই খুব ভালো পারে। ও আর মড যখন 'পালাইস দ্য ডান্স' এর ফ্লোরে নাচত, লেজার লাইটগুলো সব ওদের ঘিরেই থাকত।

'ওহ আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম প্রায়,' মেয়েটা হঠাৎ বলে উঠল। 'নেকলেসটা?'

মেয়েটা ওর হাতটা বাড়িয়ে দিল। এডওয়ার্ড সম্পূর্ণ বিহ্বল হয়ে যন্ত্রের মতো হারটা বের করে মেয়েটার হাতে দিল। ওকে আরও হতবুদ্ধি করে দিয়ে মেয়েটা নেকলেসটা নিজের গলায় পরে নিল। তারপর ওর দিকে তাকিয়ে মাদকতাপুর্ণ একটা হাসি দিল মেয়েটা।

'এখন,' আস্তে করে মেয়েটা বলল। 'আমরা নাচব।'

ওরা নাচতে লাগল। আর পুরো রিটসনে এর চেয়ে দারুণ আর কিছু ছিল না।

কিছুক্ষণ পর, ওরা যখন নাচ শেষে নিজেদের টেবিলে ফিরে আসল, একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক এডওয়ার্ডের সঙ্গিনীর সাথে আলাপ জমাতে এলো। দেখেই মনে হচ্ছিল, বৃদ্ধ একটা লম্পট!

'আহ, লেডি নরীন! ক্যাপ্টেন ফলিয়ট এসেছেন নাকি আজকে?'

'জিমির পা মচকেছে।'

'কী বলছেন এসব? কীভাবে হলো?'

'এখনও ভালো করে জানা যায়নি।'

মেয়েটা হেসে ওই জায়গা থেকে সরে গেল।

এডওয়ার্ড পিছু নিল তার, বেচারার মাথা চক্কর দিচ্ছিল। ও এখন সব বুঝতে পারছে। লেডি নরীন এলিয়ট, ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বিখ্যাত নারীদের একজন। সৌন্দর্য আর সাহসের জন্য তরুণদের কাছে সে সু-প্রসিদ্ধ। হাউজহোল্ড ক্যাভালরির ক্যাপ্টেন জেমস ফলিয়টের সাথে যার কিছুদিন আগে মাত্র বাগদান ঘটেছে।

কিন্তু নেকলেসটা? ও এখনও নেকলেসটার কোন কিছু বুঝতে পারছে না। নিজের পরিচয় জানিয়ে দিয়ে হলেও সত্যটা জানতে হবে ওকে।

ওরা যখনই আবার বসল একটু, ব্যাপারটা নিয়ে কথা তুলল এডওয়ার্ড।

'কেন করলে কাজটা নরীন?' ও জানতে চাইল। 'কী কারণ?'

লেডি নরীন দূরে তাকিয়ে স্বপ্নময় হাসি হাসল। নাচের মুগ্ধতা মনে হয় এখনও ওকে ছাড়েনি।

'ব্যাপারটা বোঝা তোমার জন্য অনেক কষ্টকর হবে। একই কাজ করতে করতে মানুষ বিরক্ত হয়ে যায়-সেই একই কাজ। গুপ্তধন শিকারও অনেক মজার

BanglaBook.org

একটা খেলা, তবে তা-ও কিছু সময়ের জন্য। চুরির ক্লাবের বুদ্ধিটা আমারই ছিল। পঞ্চাশ পাউন্ড এই ক্লাবে ঢুকতে দিতে হয়, এরপর আরও অনেক কিছু করতে হয়। এটা আমাদের তিন নাম্বার কাজ। জিমি আর আমি অ্যাগনেস লারেল্লাকে তাক করি। তুমি কি এই খেলার নিয়ম জানো? চুরির জিনিসটা তিন দিন ধরে নিজের সাথে নিয়ে ঘুরতে হবে, আর যেকোন পাবলিক প্লেসে জিনিসটা কমপক্ষে এক ঘণ্টা পরে থাকতে হবে। নাহলে জিনিসটা বাজেয়াপ্ত করার পর তোমাকে একশ পাউন্ড জরিমানা দিতে হবে। জিমির গোড়ালি মচকে যাওয়ায় আমাদের ভাগ্য খারাপ হলো, কিন্তু এরপরেও আমরা সব ঠিকঠাক করে ফেলব।'

'বুঝতে পেরেছি,' বড় একটা শ্বাস নিয়ে এডওয়ার্ড বলল। 'আমি বুঝতে পেরেছি।'

নরীন হঠাৎ উঠে দাঁড়াল শালটা গায়ে জড়িয়ে।

'আমাকে গাড়িতে করে কোথাও নামিয়ে দিয়ে এসো। ডকের নিচে দিয়ে আসলে ভালো হয়। কোন ভয়ানক উত্তেজনাপূর্ণ জায়গায়। দাঁড়াও এক মিনিট–'ও গলা থেকে নেকলেসটা খুলে এডওয়ার্ডকে দিল। 'তুমি এটা আবার নিয়ে গেলেই ভালো হয়। আমি এটার জন্য খুন হতে চাই না।'

ওরা আবার রিটসনের সামনে গেল। গাড়িটা পাশের অন্ধকার একটা গলিতে দাঁড় করান ছিল। ওরা যখন ওটার দিকে যাচ্ছিল, সামনে হঠাৎ আরেকটা গাড়ি এসে থামল। একজন যুবক লাফিয়ে নামল ওই গাড়ি থেকে।

'খোদাকে অনেক ধন্যবাদ! শেষ পর্যন্ত তোমাকে আমি পেয়েছি নরীন।' ছেলেটা ডুকরে উঠল। 'জিমি গাধাটা ভুল গাড়ি নিয়ে এসেছে। কে জানে নেকলেসটা এই মুহূর্তে কোথায় আছে। আমরা কিন্তু ভীষণ ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছি।'

লেডি নরীন ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

'কী বলছ এসব তুমি? আমরা তো নেকলেসটা পেয়েছি। ওটা এডওয়ার্ডের কাছেই তো আছে।'

'এডওয়ার্ড?'

'হ্যাঁ।' নরীন পাশে দাঁড়ানো এডওয়ার্ডের দিকে ইশারায় দেখাল।

'এখন আমিই সব নষ্টের গোড়া,'এডওয়ার্ড ভাবল। 'এ তো মনে হচ্ছে জেরাল্ড।'

যুবকটি ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

'কী বলছ তুমি এসব?' যুবকটি বলল। 'এডওয়ার্ড তো স্কটল্যান্ডে!'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ?' মেয়েটা চিৎকার করে উঠল এডওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে। রূপ বদলাতে লাগল তার।

'তাহলে তুমি,' ও বলল নিচু স্বরে। 'সত্যি সত্যি এক চোর?'

পুরো ব্যাপারটা বুঝতে এডওয়ার্ডের অল্প কিছুক্ষণ সময় লাগল। মেয়েটার চোখে আতঙ্ক দেখা যাচ্ছিল...নাকি ওটা প্রশংসা? ওর কি উচিত সব কিছু ব্যাখ্যা করে বলা? এত বিনয়ের কিছু নেই! ব্যাপারটা যখন শুরু করেই ফেলেছে তাহলে চলুক এভাবে।

ও সাড়ম্বরে একটা কুর্নিশ করল।

'আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই আমি, লেডী নরীন,' বাটপারদের মতোই বলল ও। 'এত সুন্দর একটা সন্ধ্যা উপহার দেয়ার জন্য।'

আড়চোখে ও দেখে নিল ওই গাড়িটা যেটা থেকে একটু আগে যুবকটি নেমেছিল। চকচকে বনেটের লাল টকটকে একটা গাড়ি। ওর গাড়ি! 'আর আমি আপনাদের শুভ সন্ধ্যা জানাচ্ছি।'

এক লাফে গাড়িতে উঠে পড়ে সাথে সাথেই ক্লাচে পা রাখল এডওয়ার্ড। গাড়ি সামনে আগানো শুরু করল।

পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো দাঁড়িয়ে রইল জেরাল্ড, কিন্তু মেয়েটা অনেক চটপটে। গাড়িটা পিছলে আগানোর সময় সে-ও গাড়িটার সাথে সাথে দৌড়াতে লাগল।

এডওয়ার্ড গাড়িটা একপাশে সরিয়ে থামাল। নরীন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ওর হাত এডওয়ার্ডের বাহুতে রাখল।

'তোমার আমাকে ওটা ফেরত দিতেই হবে–অবশ্যই দিতে হবে। অ্যাগনেস লারেল্লার কাছে নেকলেসটা আমার ফেরত না দিলে হবে না। ব্যাপারটা সহজভাবে নাও, আমরা অনেক সুন্দর একটা সন্ধ্যা একসাথে কাটিয়েছি, তাই না? আমরা একসাথে নেচেছি–আমরা বন্ধুও হয়েছি। তুমি কি ওটা আমাকে দেবে না? দেবে না, বলো?'

একজন নারী, যার রূপের মাদকতা পাগল করে দেয়। এমনও কিছু নারী থাকে...

এছাড়া এডওয়ার্ড নিজেও উদগ্রীব ছিল নেকলেসটা ফেরত দিতে। এখন উদার ও মহানুভব সাজার একটা সুযোগ এসেছে তার সামনে।

পকেট থেকে হারটা বের করে মেয়েটার বাড়ানো হাতে দিল ও । 'আমরা বন্ধুই ছিলাম।'

মেয়েটার চোখ মাতালের মতো জ্বলজ্বল করছিল।

BanglaBook.org

এরপর মেয়েটা ওকে অবাক করে দিয়ে ওর দিকে ঝুঁকে এলো। ও ধরল মেয়েটাকে, মেয়েটার ঠোঁট ওর ঠোঁটে...

নরীন লাফ দিয়ে সরে গেল।

লাল টকটকে গাড়িটা বড় একটা লাফে সামনে আগানো শুরু করল।

রোমান্স!

উত্তেজনা!

ক্রিসমাসের দিন ঠিক বারোটায় এডওয়ার্ড রবিনসন ক্ল্যাফামের একটা বাড়ির ছোট্ট একটা লিভিং রুমে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাজির হলো।

মড শীতল গলায় অভ্যর্থনা জানাল ওকে।

'বন্ধুদের সাথে ভালো সময় কাটিয়েছ তো?' ও জানতে চাইল।

'শোনো,' এডওয়ার্ড বলল। 'আমি তোমাকে মিথ্যে বলেছি। একটা প্রতিযোগিতায় পাঁচশ পাউন্ড জিতেছি আমি। ওই টাকা দিয়ে একটা গাড়ি কিনে ফেলেছি। তোমাকে ব্যাপারটা জানাইনি, কারণ আমার মনে হয়েছিল তুমি কাজটা করতে দেবে না। এই হলো আমার প্রথম কথা। আর আমি যেহেতু গাড়িটা কিনেই ফেলেছি, সেজন্যে এক্ষেত্রে আর করার কিছু নেই। দুই নাম্বার কথাটা হলো, আমি এক বছরের জন্য ঝুলে থাকতে পারব না। তাই আমি তোমাকে আগামী মাসেই বিয়ে করতে চাই। রাজী?'

অস্ফুটভাবে একটা শব্দ করল মড।

এ কী! এডওয়ার্ড কি কর্তৃত্বপূর্ণ ভঙ্গীতে কথা বলছে?

'মত কি তোমার?' এডওয়ার্ড বলল। 'হ্যাঁ, নাকি না?'

মড ওর দিকে একদৃষ্টিতে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল। মেয়েটার চোখে সমীহ আর প্রশংসা স্পষ্ট। এডওয়ার্ডের মনে হলো, ওই দৃষ্টি নেশা জাগিয়ে তুলেছে।

লেডি নরীনও ঠিক এভাবে ওর দিকে গত রাতে তাকিয়েছিল। কিন্তু সে তো অনেক দূরে চলে গিয়েছে, মার্কেজা বিয়াঙ্কার মতো অবাস্তব রোমান্টিক কাহিনীর নায়িকা মেয়েটা। আর এই মেয়ে, এই রমণী হলো বাস্তব জীবন।

এই মেয়েটা ওর।

'হ্যাঁ, নাকি না?' আরও এক পা এগিয়ে এসে এডওয়ার্ড আবার জিজ্ঞেস করল।

'হ-হ-হ্যাঁ,' আমতা আমতা করে মড উত্তর দিল। 'কিন্তু এডওয়ার্ড, তোমার কী হয়েছে? আজকে সম্পূর্ণ অন্যরকম মনে হচ্ছে তোমাকে।'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ,' এডওয়ার্ড বলল। 'গত চব্বিশ ঘণ্টায় আমি একজন পুরুষে পরিণত হয়েছি। আর ঈশ্বরের কসম, অনেক মূল্যও দিতে হয়েছে এর জন্যে।' প্রেমিকাকে দু'হাত দিয়ে এমনভাবে জড়িয়ে ধরল, যেভাবে বিল ধরে!

'তুমি কি আমাকে ভালোবাসো, মড?' ও বলল। 'বলো, ভালোবাসো?'

'ওহ এডওয়ার্ড,' নিঃশ্বাস ফেলে মড বলল। 'অনেক অনেক ভালোবাসি।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

জেন ইন সার্চ অফ আ জব

রূপান্তরঃ ফারজানা রাইসা

হাতে ধরে রাখা ডেইলি লিডার পত্রিকাটা দুমড়ে রেখে বিশাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেন ক্লিভল্যান্ড। বুকের গভীর থেকে বের হয়ে আসা এ শ্বাসের মাধ্যমে যেন সব হতাশাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া যাবে। পাশের ছোট্ট মার্বেল পাথরের টেবিলের উপর বিতৃষ্ণ নয়নে তাকাল। ডিম পোচ, টোস্ট আর ছোট একটা কাপে চা রাখা সেখানে। অবশ্য এরকমভাবে তাকানোর মানে এই না যে ওর ক্ষুধা নেই! আদপে পুরো ব্যাপারটাই উল্টো। জেন ভয়ানক রকমের ক্ষুধার্ত। এই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে, সামনে রাখা এ খাবারগুলো একেবারেই ওর ক্ষুধা মেটাতে পারবে না। বরং আরও প্রায় আধ পাউন্ড গরুর গোশতের সাথে আলু, সম্ভব হলে এর সাথে আরও কিছু ফ্রেঞ্চ বিন এক বসায় উড়িয়ে দেওয়াটা বিচিত্র কিছু না। সেই সাথে যদি মেলে চায়ের চাইতে কড়া কোন পানীয়, তাহলে আর কী চাই!

কিন্তু যাদের পকেট প্রায় গড়ের মাঠ, তাদের এরকম, স্বপ্ন দেখা রীতিমতো অন্যায়। তবুও জেনের ভাগ্য ভালোই বলা চলে, সে অন্তত ডিম পোচ আর এক কাপ চায়ের অর্ডার করতে পেরেছে। কাল যে পারবে...তার কোন নিশ্চয়তা নেই!

ডেইলি লিডার পত্রিকার চাকরির বিজ্ঞাপনগুলোর দিকে দ্বিতীয়বারের মতো নজর দিল সে। আপাতত মেয়েটা বেকার, আর এই অবস্থা মোটামুটি দীর্ঘদিন যাবত চলছে। ভাড়া দিতে পারছে না বলে সে যে বোর্ডিং হাউসে থাকে, ইতিমধ্যে সেখানকার মালিকের বিষ দৃষ্টিতে পড়ে গেছে; বেচারির এখন এমনই দুঃসময়।

'কিন্তু তারপরেও...' অভ্যাস মতো মাথা সোজা করে দৃঢ় ভঙ্গিতে নিজেকে সাহস দিল। হতাশার সময় এভাবেই নিজেকে প্রবোধ দেয় সে। '...যাই হোক না কেন, নিজের ব্যাপারে আমার জানা আছে। বুদ্ধিমতী, দেখতে শুনতে ভালো, যথেষ্ট পড়াশোনাও করেছি। এরচেয়ে বেশি আর কী লাগে?'

পত্রিকায় প্রকাশিত চাকরির বিজ্ঞাপনগুলো দেখতে লাগল সে। নানান কাজের জন্য বিভিন্ন রকম যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির খোঁজে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। কেউ কেউ খুঁজছে শর্টহ্যান্ড জানে এমন কাউকে, তবে সাথে শর্ত হিসেবে জুড়ে দিয়েছে কয়েক বছর চাকরির অভিজ্ঞতা। আবার কারও হয়তো চাই অল্প মূলধন নিয়ে ছোটখাটো ব্যবসা পরিচালনা করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি। অনেক নারী অংশীদারের সাথে পোল্ট্রি ফার্মের ব্যবসা করার জন্য কাউকে খুঁজছে, সে ক্ষেত্রেও অবশ্য শর্ত প্রযোজ্য। অংশীদারকে অবশ্যই অল্প মূলধন দিয়ে ব্যবসা

BanglaBook.org

পরিচালনার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে। বিভিন্ন রান্নায় এবং গৃহপরিচালনায় পারদর্শী, অর্থাৎ এক কথায় চাকরানী চেয়েও বিজ্ঞাপন আছে।

'আশা করি নিজেকে গৃহপরিচারিকা হিসেবে মানিয়ে নিতে খুব একটা খারাপ লাগবে না।' বিড়বিড় করে বলল সে। 'কিন্তু! অভিজ্ঞতা ছাড়া তো সেটাও জুটবে বলে মনে হচ্ছে না। তারপরেও অন্তত একবার হলেও গিয়ে দেখে আসা উচিত। জানানো উচিত, অভিজ্ঞতা না থাকলেও কাজ করতে আগ্রহী। অবশ্য তারা আমার আগ্রহকে পাত্তা দেবে কিনা সেটাও একটা বিষয়।'

হাবিজাবি চিন্তা করতে করতে আবারও বিশাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেন। পত্রিকাটা এক পাশে রেখে সামনে রাখা ডিম পোচের উপর বুভুক্ষের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। খাবারের শেষ কণাটুকু পর্যন্ত গলাধঃকরণ করে তবেই শান্তি। পত্রিকাটা আবারও নিজের কাছে টেনে চায়ে চুমুক দিতে দিতে বিভিন্ন মানুষের সমাধান চেয়ে লেখা ব্যক্তিগত সমস্যা কিংবা দুঃখ দুর্দশার খবরগুলো পড়তে লাগল। কারণ একমাত্র এ ধরনের খবরগুলোই তাকে সান্ত্বনা দেয়, নতুনভাবে পথ চলার আশা আর অনুপ্রেরণা যোগায়।

কোনভাবে কয়েক হাজার পাউন্ড একসাথে পেলে তার জন্য অনেক কিছুই করা সহজ হয়ে যেত। এই মুহূর্তে জীবনকে পাল্টে দেয়ার মতো অন্তত সাতটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের চিন্তা মাথায় ঘুরঘুর করছে। এই চিন্তাগুলোকে কাজে লাগাতে পারলে বছরে কম করে হলেও প্রায় তিন হাজার পাউন্ড আয় করতে পারবে।

'কোনমতে দুই হাজার পাউন্ড পেতে পারলেই কেল্লা ফতে!' নিজেই নিজেকে শোনাল। 'এই বিচ্ছিরি জায়গা থেকে আলাদা হয়ে যাওয়াটা আমার জন্য খুব কঠিন কিছু হবে না।' পত্রিকার কলামের শেষাংশে খুব দ্রুত চোখ বুলিয়ে যেতে লাগল।

পত্রিকায় চোখ বুলাতে বুলাতে হঠাৎ এক জায়গায় তার দৃষ্টি আটকে গেল। চায়ের কাপটা রেখে মনোযোগ দিয়ে পুনরায় বিজ্ঞাপনটি পড়তে লাগল। 'আমার অবশ্যই সুযোগটা নেওয়া উচিত।' বিড়বিড় করে বলল। 'সবসময় এরকম সুযোগ আসবে না। সাবধানে না এগোলে সমস্যায় পড়ব বটে, কিন্তু তারপরেও...'

বিজ্ঞাপনটার যে অংশ জেনকে আগ্রহী করে তুলেছে তার কিছুটা এরকম...

আপনার বয়স যদি পঁচিশ থেকে ত্রিশের মাঝে হয়, সেই সাথে যদি গাঢ় নীল চোখ, খাড়া নাক, সাদাটে চুল এবং কালো রঙের ভ্রূ ও চোখের পাপড়ির অধিকারিণী এবং একহারা গড়নের হয়ে থাকেন, সেই সাথে নূন্যতম উচ্চতা হয়

BanglaBook.org

পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি, অনুকরণে পারদর্শী এবং ফ্রেঞ্চ ভাষা খুব ভালো করে বলতে সক্ষম হয়ে থাকেন তবে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল।

যোগাযোগের ঠিকানা-

৭, এন্ডারস্লেই রোড।

সময়–বিকাল পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা।

বি.দ্র. উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণীগণ প্রাধান্য পাবে।

'মেয়েরা যে কেন ভুল পথে যায়!' বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি করল সে। 'আমার অবশ্যই খেয়াল করে চলাফেরা করা উচিত। কিন্তু এখানে কী এমন কাজ যার জন্য এত এত শর্ত! অবাকই লাগছে। সে যাই হোক, আরেকবার পড়ে দেখি।'

যেই ভাবা, সেই কাজ। জেন বিজ্ঞাপনটা নিজের সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে পড়তে লাগল। 'বয়স চেয়েছে পঁচিশ থেকে ত্রিশ... আর আমার বয়স ছাব্বিশ। গাঢ় নীল চোখ... হ্যাঁ, এটাও মিলে গেছে। সাদাটে চুল, কালো রঙের ভ্রূ আর চোখের পাপড়ি... হুম, এই পর্যন্ত সব ঠিক আছে। খাড়া নাক? ওহ হো! এটা ঠিক মিলছে না। আমার নাক তো খুব বেশি খাড়াও না, আবার বোঁচাও না। দেখা যাক, কী হয়। আর কী চেয়েছে... একহারা গড়ন। চলনসই মনে হচ্ছে। উচ্চতা... ইস! একটুর জন্য। থাক গে, এক ইঞ্চিতে তেমন কিছু আসে যায় না। হিল জুতো পড়ে ফেলব। অনুকরণ করা খুব যে ভালো পারি তা না, অবশ্য মানুষের গলার স্বর নকল করতে পারি, ফ্রেঞ্চও বলতে পারি খুব ভালো; একদম ফ্রান্সের নাগরিকদের মতো। তারা নিশ্চয়ই আমাকে পেয়ে খুশিতে আটখানা হয়ে যাবে। আহা! যাও, যাও জেন ক্লিভল্যান্ড, জিতে এসো।'

দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়ে বিজ্ঞাপনটা হাতব্যাগে রাখল মেয়েটা, আত্মবিশ্বাসে টগবগ করছে। গলার স্বর পরিবর্তন করে কাজটা হাতে পেলে কত টাকা চাইবে, সেটা নিয়ে একা একাই কতক্ষণ বাকবিতণ্ডা করল।

এভাবে পাঁচ দশ মিনিট কাটানোর পর চিন্তা করে দেখল, এভাবে ঘরে বসে হাবিজাবি চিন্তা করার কোন মানে হয় না। তার চেয়ে যেখানে প্রতিযোগিতা হচ্ছে অর্থাৎ এন্ডারস্লেই স্ট্রিটের আশেপাশে একটা চক্কর দিয়ে আসতে পারলে বরং ভালো হয়। এ জায়গাটা যে আহামরি বড় কিংবা অনেক সুন্দর তা না; অক্সফোর্ড সার্কাসের পাশে দুটো বড় বড় রোডের মাঝখানে ছোটখাটো এই রাস্তাটা অবস্থিত। সাত নাম্বার রাস্তাটাও এই রকমই। চারপাশে সব একঘেয়ে মন খারাপ করা অফিস বিল্ডিং।

BanglaBook.org

ঠিকানা মোতাবেক পৌঁছে জেনের রীতিমতো মাথা খারাপ হবার দশা। এতগুলো ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সে একা না, গোটা লন্ডন শহরে আরও অনেকেই আছে। চোখের আন্দাজে দেখে বুঝল মোটামুটি পঁচিশ থেকে ত্রিশ বছর বয়সী একহারা গড়নের সাদাটে চুল, খাড়া নাক আর নীল চোখের অধিকারিণী এমন প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের মতো মেয়ে আশে পাশে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে এখানে সেখানে জটলা করছে।

'এরাই তাহলে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী!' অস্ফুট স্বরে বলে উঠল জেন। 'যাই, আগে লাইনে দাঁড়াই।'

রাস্তার সাথে একটা কোনার দিকে তিন চারজন মেয়েকে লাইন করতে দেখে জেন তাদের পিছনে এসে দাঁড়াল। খানিক পরেই আরও বেশ কয়েকজন তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে গেল। আশেপাশের প্রতিযোগীদের এক নজর দেখে জেন মনে মনে খুশি হয়ে উঠল। কারণ বিজ্ঞাপন অনুযায়ী বেশিরভাগের বয়স পঁচিশ থেকে ত্রিশের ভিতর হলেও, অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো অধিকাংশের মেলেনি। যেমন-নীল চোখের স্থলে গাঢ় বাদামী; কিংবা কারো কারো চুল সাদাটে হলেও বোঝা যায় প্রাকৃতিক কারণ না বরং কৃত্রিম উপায়ে চুলের রং পরিবর্তন করা হয়েছে। আর নাকেরও যে কী বাহার! শুধুমাত্র একটা ব্যাপারেই সবার মিল পাওয়া যায় আর সেটা হলো তাদের দেহ-সৌষ্ঠব। প্রায় সবাই ছিপছিপে, একহারা গড়নের অধিকারী। সবকিছু দেখে শুনে জেনের আত্মবিশ্বাস উত্তরোত্তর বেড়েই চলছে।

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি নির্বাচিত হবোই।' ফিসফিস করে নিজেকে শোনাল সে। 'কিন্তু আসল প্রশ্ন হলো এখানে আসলে হচ্ছেটা কী? কোন ধরনের সুন্দরি প্রতিযোগিতা হতে পারে?'

মেয়েদের দীর্ঘ লাইনটা কোনরকম বিশৃঙ্খলা ছাড়াই ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগল। সচরাচর সাক্ষাৎকারে যেমন হয়, কিছুক্ষণ পর কেউ বা হাসিমুখে আবার কেউ বা গোমড়ামুখে ফেরত আসতে লাগল।

গোমড়ামুখোদের দেখে জেন মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠল। 'বাহ! ওরা মনে হয় বাদ পড়ছে... একটাই চাওয়া, আমি ভিতরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত যেন তারা তাদের প্রত্যাশা মতো কাউকে না পায়। হেই খোদা... একটু দয়া করো।'

মেয়েদের দীর্ঘ লাইন শম্বুকগতিতে এগিয়ে চলেছে। কেউ কেউ অপেক্ষা করার ফাঁকে উদ্বিগ্ন চোখে বার বার আয়না দেখতে কিংবা লিপস্টিকের এক পরত ঠোঁটে বুলিয়ে নিতে ব্যস্ত।

'ইস! আমার যদি সুন্দর একটা হ্যাট থাকত!' আফসোসের সুরে বলল জেন। অবশেষে অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর তার ভিতরে যাবার পালা এলো। বাড়ির ভিতরে কাঁচের দরজা দিয়ে একটা অংশ আলাদা করা। সেখানে এক লোক বসে

BanglaBook.org

আছে, তিনি মসিয়ে কুৎবার্টসন। প্রার্থীদের একজন একজন করে এদিক দিয়েই যেতে হচ্ছে। এখন জেনের যাবার পালা। বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে এক পা সামনে বাড়াল।

ঘরটা মূলত কেরানীদের অফিস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ ঘরের শেষ প্রান্তে একটা কাঁচের দরজা। নির্দেশ মোতাবেক সেই দরজা দিয়ে ঢুকে আরেকটা ছোট ঘরে নিজেকে আবিষ্কার করল ও। এই ঘরটা একটু অন্যরকম, আসবাব বলতে কেবল একটা ডেস্ক টেবিল আর চেয়ার। সেই চেয়ারে বসে মধ্যবয়স্ক বিশাল গোঁফওয়ালা এক লোক কুঁতকুঁতে চোখ দিয়ে তাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষা করছে। তাকে এক নজর দেখে বিশাল গোঁফওয়ালা লোকটা ইঙ্গিতে একটা দরজা দেখিয়ে গমগমে কণ্ঠে বলল, 'দয়া করে একটু ওদিকে অপেক্ষা করুন।'

সেখানে গিয়ে দেখে বেশ কয়েকজন মেয়ে বসে বসে অপেক্ষা করছে। উদ্বিগ্ন চোখে একে অপরের দিকে বারবার তাকাচ্ছে, যেন কী করবে বুঝতে পারছে না বলে চিন্তিত। প্রাথমিক বাছাইয়ে যে সে টিকে গেছে সেটা বুঝে নিতে জেনের বিন্দুমাত্র কষ্ট হলো না। আত্মবিশ্বাস ক্রমেই বেড়ে চলছে। তবে এটাও ঠিক, সে যেমন এখানে এসেছে, ঠিক তার সমান যোগ্যতা আর আত্মবিশ্বাস নিয়ে বাকি পাঁচজনও এসেছে। তারপরেও এসব জেনের উপর কোন প্রভাব ফেলল না।

এদিকে সময় বয়ে যাচ্ছে। অপেক্ষমাণ মেয়েরা একে একে ভিতরের অফিসে যাচ্ছে আর যারা বাদ পড়ছে তারা একটা করিডোর ধরে বের হয়ে যাচ্ছে, অন্যরা এক পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। সাড়ে ছয়টার মাঝে মোটামুটি চৌদ্দ জনের মতো মেয়েকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করা হলো। অফিসে ঢোকার আগ মুহূর্তে জেন মৃদু একটা কণ্ঠ শুনতে পেল। সেই বিশাল গোঁফওয়ালা বিদেশি টাইপ লোকটা, সে যাকে মনে মনে কর্নেল নাম দিয়েছে, হঠাৎ দরজার মুখে এসে দাঁড়াল।

'ভদ্রমহোদয়াগণ, একটু আগে আপনারা যে লাইন অনুযায়ী এখানে এসেছিলেন সেই লাইন অনুসারে একজন একজন করে ভিতরে আসুন।'

আগের তালিকা অনুযায়ী জেন ছিল ছয় নাম্বারে। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর হাততালির আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল ভিতর থেকে ডাক এসেছে। ভিতরে যাওয়ার পর কর্নেলের বিভিন্ন প্রশ্নের মুখোমুখি হলো সে। উচ্চতা মেপে নেওয়ার পর ফ্রেঞ্চ ভাষায় দক্ষতা কেমন সেটারও পরীক্ষা হয়ে গেল সেই সাথে।

'মাদামোয়াজেল, খুব সম্ভবত আপনি নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন।' নানাভাবে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর ফ্রেঞ্চ ভাষায় সুখবরটা দিল সে। 'যদিও নিশ্চিতভাবে বলাটা আমার এক্তিয়ারের বাইরে, তারপরেও বলব সেই সম্ভাবনাই বেশি।'

BanglaBook.org

'কী ধরনের কাজ করতে হবে, সে সম্পর্কে কি কিছু জানতে পারি?' বিনীতভাবে প্রশ্ন করল জেন।

কর্নেল শ্রাগ করল। বলল, 'দুঃখিত। এখনই সবকিছু খুলে বলতে পারছি না। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হলে তবেই জানতে পারবেন।'

'হুম, রহস্যময় ব্যাপার-স্যাপার।' আনমনে মন্তব্য করল সে। 'একেবারে না জেনে শুনে তো কোনকিছু করা সম্ভব না। আচ্ছা! থিয়েটার বা এ জাতীয় কিছু নাকি জানেন?' আবারও প্রশ্ন করল সে।

'থিয়েটার? নাহ। এসব কিছু না।' জবাব দিল সে।

'ও!' হতচকিত হয়ে শুধু এই একটা শব্দই উচ্চারণ করতে পারল। অতঃপর ভবিষ্যতে কী হতে পারে এই ভেবে বেচারি একদম চুপ মেরে গেল।

কর্নেল তীক্ষ্ণ চোখে জেনের প্রতিটা অঙ্গভঙ্গি, চেহারায় অনুভূতির পরিবর্তন খেয়াল করে যাচ্ছিল। বেচারির এই হতাশ দৃষ্টিও তার নজর এড়াল না।

'আপনার উপস্থিত বুদ্ধি কেমন? মানে বিচক্ষণতার কথা বলছিলাম।' জিজ্ঞাসা করল সে।

'আমার ধারণা এ দুটো গুণই আমার মাঝে আছে। এবং বেশ ভালোভাবেই।' শান্ত ভঙ্গিতে উত্তর দিল সে। 'আর হ্যাঁ... বেতনাদি কিংবা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা কেমন দেওয়া হবে সে ব্যাপারে জানতে পারি?'

'এককালীন দুই হাজার পাউন্ড, কাজ করতে হবে দুই হপ্তা।'

আচমকা এ প্রস্তাবে হতবুদ্ধি হয়ে কেবল খালি দুর্বলভাবে মাথা নাড়ল জেন। আর এদিকে কর্নেল কথা বলে চলছে... 'আপনি ছাড়া আরও একজনকে প্রাথমিক ভাবে নির্বাচিত করেছি। কোন সন্দেহ নেই, আপনারা দুজনই দারুণভাবে মানিয়ে গেছেন। সামনে কী কী করতে হবে সে সম্পর্কেও বলব। তবে তার আগে বলুন, আপনি কি হ্যারিজ হোটেল চেনেন?'

জেনের এবার নিশ্বাস আটকে আসার দশা। ব্যাটা বলে কী! ইংল্যান্ডে থাকবে অথচ হ্যারিজ হোটেল চিনবে না এমন মানুষও কি আছে দুনিয়ায়? এই বিখ্যাত হোটেলটা মে ফেয়ারের কাছে একটা নির্জন রাস্তার পাশে অবস্থিত। আর কী আশ্চর্য! আজ সকালেই অস্ট্রোভার রানী পাউলিনহোর এই হোটেলে এসে পৌঁছার খবর পড়েছে জেন। মূলত রাশিয়ার উদ্বাস্তুদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য একটা বাজার উদ্বোধন করতে এখানে এসেছেন। বলাই বাহুল্য, এসে উঠেছেন এই অভিজাত হ্যারিজ হোটেলে।

'জি, চিনি।' ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিল সে।

'খুব ভালো। তাহলে সেখানে গিয়ে কাউন্টার স্ট্র্যাপ্টিচকে আপনার কার্ড দেখাবেন। ওহ, আরেকটা প্রশ্ন, আপনার কি কোন বিজনেস-কার্ড আছে?'

BanglaBook.org

জিজ্ঞাসা করল কর্নেল। জেন ব্যাগ থেকে কার্ড বের করে তার হাতে দিল। কর্নেল কার্ডের একটা কোনায় ছোট্ট করে 'পি' অক্ষরটা লিখে আবার ফিরিয়ে দিল। বলল, 'এটা দেখালে কাউন্ট আর আপনাকে ফিরিয়ে দেবে না, বুঝবে আমি পাঠিয়েছি। সিদ্ধান্ত যা নেবার তিনি-ই নেবেন। আর তার যদি মনে হয় আপনি উপযুক্ত, সব দিক দিয়ে ঠিকঠাক আছেন, তাহলে সেখানেই বিস্তারিত শুনতে পারবেন। তখন বিবেচনা করে ঠিক করবেন কাজটা আসলেই করবেন কি না। ঠিক আছে?'

'জি, ধন্যবাদ।' শীতল স্বরে বলল জেন। 'বিশাল কাহিনি দেখি,' মনে মনে চিড়বিড়িয়ে উঠল। 'কী যে করি... বুঝতে পারছি না। মনে তো হচ্ছে কোন বেআইনি কাজ। আচ্ছা, দেখা যাক...'

অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়ানোর কোন ইচ্ছা নেই জেনের। আবার পত্র পত্রিকার কল্যাণে জানতে পেরেছে, ইদানীং মেয়েরাও ছোট ছোট দল বানিয়ে ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে। তবে মনে মনে সে ঠিক করে রেখেছে চাকরি-বাকরির দিক দিয়ে কোন গতি না হলে, ঠিক কোন না কোন ডাকাত দলের সাথে জড়িয়ে যাবে।

অবশেষে দুরুদুরু বুকে হ্যাঁরিজের প্রবেশ পথে পা রাখল জেন। চাকচিক্যময় এ জায়গায় এসে আগের চেয়ে আরও তীব্রভাবে নতুন একটা হ্যাটের অভাব অনুভব করল। যাবতীয় শঙ্কা, অস্বস্তি আর ভয়কে দূরে ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে গেল যতটা সম্ভব শক্ত হয়ে। কাউন্টারে গিয়ে কার্ডটা দেখিয়ে বিনীতভাবে কাউন্ট স্ট্র্যাপ্টিচকে চাইল। রিসিপশনে বসে থাকা ক্লার্ক অবাক চোখে জেনকে এক নজর দেখে আবারও চাইল কার্ডের দিকে। জেন যেন শুনতে না পারে, এমনভাবে ফিসফিস করে ছোট একটা ছেলেকে কিছু নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিল কোথায় যেন। খানিক পর পিচ্চি চাকরটা ফিরে এসে স্বাগত জানিয়ে তার পিছু নিতে বলল। লিফটে উঠে একটা করিডোর ধরে এগিয়ে ভৃত্যটি নির্দিষ্ট রুমের সামনে গিয়ে টোকা দেয়ার সাথে সাথেই খুলে গেল দরজাটা। কোথায় যাচ্ছে বা কী হচ্ছে, সেদিকে জেনের কোন খেয়াল ছিল না। মেয়েটা কেবল মন্ত্রমুগ্ধের মতো আলীশান হোটেলটা দেখতে দেখতে হেঁটে যাচ্ছিল ভৃত্যের পিছু পিছু। খানিক বাদে সে নিজেকে আবিষ্কার করল বিলাসবহুল একটা রুমে ।

'মিস জেন ক্লিভল্যান্ড,' শান্ত মুখে কার্ডটার দিকে এক নজর বুলিয়ে সাদা দাঁড়িওয়ালা এক লোক তাকে স্বাগত জানালেন। 'আমিই কাউন্ট স্ট্র্যাপ্টিচ।' একটু থেমে নিজের পরিচয় দিলেন তিনি।

কথা শেষ হবার পর কাউন্টের ঠোঁট জোড়া আবারও একটুখানি ফাঁক হলো। এক ঝলকের জন্য দেখা গেল তার সাদা ঝকঝকে দাঁতগুলো। অথচ তার

BanglaBook.org

অভিব্যক্তি আগের মতোই প্রাণহীন, গম্ভীর। কয়েক মুহূর্ত পর, জেন কাউন্টের এই অদ্ভুত আচরণের মানে বুঝতে পারল। কাউন্ট হয়তো তাকে হেসে স্বাগত জানাতে চাইছেন, কিন্তু বেচারার অতিরিক্ত গাম্ভীর্যতার কারণে হাসিটা চোখে মুখে ঠিক ফুটে উঠেনি!

'আপনি তো আমাদের বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন করেছিলেন...' খানিক থেমে যোগ করলেন তিনি। 'প্রাথমিক বাছাইয়ের দায়িত্ব ছিল কর্নেল ক্রানিনের।'

গোঁফওয়ালা তাহলে সত্যি সত্যি কর্নেল! নিজের চিন্তা ঠিক ঠিক মিলে যাওয়ায় খুশি হয়ে উঠল জেন। কিন্তু অভিব্যক্তি আগের মতো রেখে সামান্য মাথা দুলিয়ে কাউন্টের প্রশ্নের জবাব দিল।

'মাফ করবেন...আমি কি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?' জেনের সম্মতি কিংবা অসম্মতির তোয়াক্কা না করে কর্নেল ক্রানিনের মতো একের পর এক প্রশ্ন করে গেলেন। জেনও যথাসম্ভব গুছিয়ে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করে গেল। কাউন্ট কেবল খালি কয়েকবার মাথা ঝাঁকিয়ে বুঝিয়ে দিল যে সে সন্তুষ্ট। প্রশ্নোত্তরের পর বলল, 'মাদামোয়েজেল, আপনাকে একটা অনুরোধ করি... আপনি একটু হেঁটে দরজার ওপাশে যেয়ে আবার ধীরে ধীরে ফিরে আসুন।'

'ওরা কোন মডেল খুঁজছে কি না কে জানে!' প্রতিবাদ না করে কাউন্টের নির্দেশ মোতাবেক যেতে যেতে ভাবল সে। '...কিন্তু এক জন মডেল কখনওই দু হাজার পাউন্ড পাবে না। তার চেয়ে ভালো হয় কোন প্রশ্ন না করে তাদের কথামতো চলতে থাকি... দেখিই না কী হয়।'

ওদিকে কাউন্ট স্ট্র্যাপ্টিচ ভ্রূ কুঁচকে জেনের গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। টেবিলে টোকা দিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ কী যেন আকাশ পাতাল চিন্তা করে হুট করে উঠে দাঁড়ালেন। তার রুমের সাথে লাগোয়া আরেকটা রুমের দরজা খুলে একজনকে আহ্বান করলেন ভিতরে আসার জন্য।

কাউন্ট তার জায়গায় বসতে না বসতেই মধ্যবয়সী এক নারী এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বেশ মোটাসোটা এবং প্রায় কুৎসিতই বলা চলে কিন্তু তারপরেও বোঝা যায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

'আন্না মিকাইলেভনা, জেনকে কেমন দেখলেন? কি মনে হয়, হবে ওকে দিয়ে?'

নতুন আগত মহিলা ভাবলেশহীন মুখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিরীক্ষা করতে লাগলেন। 'মনে তো হয় পারবে,' অনেকক্ষণ দেখে মন্তব্য করলেন অবশেষে। 'একজনের সাথে আরেকজনের হুবহু মিল পাওয়া তো আর সম্ভব না, তারপরেও যতটুকু পাওয়া গেছে এ-ই বা কম কি? তাছাড়া আমরা যেরকম চাইছি, অন্য প্রতিযোগীদের তুলনায় গায়ের রঙ আর দেহের গড়নের

BanglaBook.org

দিক দিয়ে ওকেই বেশি উপযুক্ত বলে মনে হচ্ছে। আপনি কি বলেন ফিওদর অ্যালেক্সান্দ্রাভিচ?'

'হুম, আমারও তাই মনে হয়।'

'এই মেয়ে ফ্রেঞ্চ কেমন পারে?' ইঙ্গিতে জেনকে দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন।

'খুব ভালো।' উত্তর দিলেন ফিওদর। জেন চুপচাপ মূর্তির মতো বসে দুপক্ষের কথা শুনে যাচ্ছিল। অবশ্য এ দুজনের কথায় অংশগ্রহণ করার মতো সুযোগও সে পাচ্ছিল না। আর সবচেয়ে বিরক্তিকর ব্যাপার হলো, ওই দুই ব্যক্তি আলাপে এতটাই মশগুল, তারা দুজন ছাড়াও তৃতীয় একজন যে এ ঘরে উপস্থিত-সে কথা বেমালুম ভুলে বসে আছে।

'এর উপস্থিত বুদ্ধি কেমন কে জানে?' ভ্রূ কুঁচকে জেনের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে বললেন আন্না।

'ইনি প্রিন্সেস পপারনেস্কি,' ফ্রেঞ্চ ভাষায় আন্নার পরিচয় দিলেন কাউন্ট। 'প্রিন্সেস জানতে চাইছেন আপনি বিচক্ষণ কি না। মানে হুটহাট কোন ঝামেলা বা বিপদ আসলে তৎক্ষণাৎ সেটা সামলাতে পারবেন তো?'

জেন এবারে সরাসরি প্রিন্সেসের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল, 'আসলে যতক্ষণ না পর্যন্ত ওইরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছি, তার আগ পর্যন্ত কিছু বলতে পারব না।'

'আরে বাহ! সাথে সাথে প্রমাণ দিয়ে দিলেন দেখছি,' সপ্রশংসভাবে বলে উঠলেন প্রিন্সেস। 'তিনি অন্যদের চাইতে বুদ্ধিমতী, কী বলেন ফিওদর অ্যালেকজান্দ্রাভিচ?' জেনের দিকে ফিরে বললেন, 'আর ইয়ে... মনের জোর?

বেচারি জেন এবারে ধাঁধাঁর মাঝে পড়ে গেল। অনিশ্চিতের মতো বলল, 'আমি... জানি না। তবে হ্যাঁ, কষ্ট পেলেও নিজেকে ঠিক মানিয়ে নিতে পারি।'

'দুঃখিত, আমি আসলে প্রশ্নটা বুঝিয়ে বলতে পারিনি। মনের জোর বলতে সাহসিকতা বোঝাচ্ছিলাম।'

'ওহ! আগে বলবেন তো।' তৎক্ষণাৎ বলে উঠল জেন। 'আমি বরং বিপদ আপদ ভালোবাসি।'

'হুম। আপনার আর্থিক অবস্থা তো খুব একটা ভালো যাচ্ছে না... অনেক টাকা আয় করতে চান, তাই তো?' জিজ্ঞাসা করলেন প্রিন্সেস।

'আসলে চেষ্টা করছি,' বেচারি এবার আর তার মাঝে চেপে রাখা উৎসাহ উদ্দীপনার ভাবটা লুকিয়ে রাখতে পারল না। প্রশ্নের সাথে সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উত্তর দিল সে। চকিতে কাউন্ট স্ট্র্যাপ্টিচ আর প্রিন্সেস পপারনেস্কি দৃষ্টি বিনিময় করে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন।

BanglaBook.org

'একে এখনই সব খুলে বলি, কি বলেন আন্না মিকাইলেভনা?' ইশারায় জেনকে দেখিয়ে প্রিন্সেসের সম্মতি চাইলেন কাউন্ট।

প্রিন্সেসও আপত্তি না করে মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন। তারপর প্রায় সাথে সাথেই বললেন, 'মাননীয়া রানী এ কাজটা করতে চাইছিলেন।'

'কেন?' কিছুটা বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন কাউন্ট। 'এসবের তো কোন কারণ দেখছি না, আর তাছাড়া উচিতও হবে না।'

'কিন্তু এটাই তার নির্দেশ।' যন্ত্রের মতো বললেন প্রিন্সেস। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি একে মাননীয়া রানীর কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

মুখটাকে প্যাঁচার মতো করে কাউন্ট শ্রাগ করলেন। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে রানীর এ আদেশ তার মনঃপূত হয়নি, অথচ প্রতিবাদ না করে সেটা মেনে নিতে হবে। কিছু একটা বলার জন্য জেনের দিকে ঘুরলেন তিনি।

'প্রিন্সেস পপারনেস্কি আপনাকে মাননীয়া রানী পাউলিনহোর কাছে নিয়ে যাবে। চিন্তার কিছু নেই।'

আকস্মিক এ খবরে জেন মোটেও ভয় পায়নি বা উদ্বিগ্ন হয়নি; বরঞ্চ রানীকে সরাসরি দেখতে পারবে এই খুশিতে ডগমগ করছে। প্রিন্সেস পপারনেস্কি জেনকে বললেন তাকে অনুসরণ করার জন্য, রাজকীয় ভঙ্গিতে উঠে জেনকে সাথে নিয়ে ওদের ঘর সংলগ্ন একটা অভ্যর্থনা কক্ষের দিকে নিয়ে গেলেন। দরজায় ধাক্কার শব্দ শুনে ভিতর থেকে কেউ একজন সাড়া দিল। প্রিন্সেস দরজা ঠেলে প্রবেশ করলেন ভিতরে ।

'ম্যাডাম, আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য একজনকে নিয়ে এসেছি...' কণ্ঠে যথাযথ গাম্ভীর্য বজায় রেখে বিনয়ের সাথে বললেন প্রিন্সেস। 'ইনি মিস জেন ক্লিভল্যান্ড।'

রুমের কোনায় একটা আর্মচেয়ারে বিশ্রাম করছিলেন এক তরুণী। প্রিন্সেসের কথা শুনে বাচ্চাদের মতো লাফিয়ে উঠে তাদের সামনে এলেন। জেনকে প্রায় এক দেড় মিনিট তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করে খুশিতে হেসে ফেললেন।

'অবিশ্বাস্য! দুর্দান্ত কাজ দেখিয়েছ, আন্না!' রানীর কণ্ঠে প্রশংসার সুর। 'কল্পনাও করিনি আমাদের পরিকল্পনা এরকম দারুণভাবে সফল হবে। এসো, আমাদের দুজনকে পাশাপাশি দেখে বলো... তফাত করতে পারো কি না?'

আনন্দের আতিশয্যে রানী নিজেই জেনের হাত ধরে দেয়ালে ঝোলানো আয়নার কাছে টেনে নিয়ে গেলেন।

'দেখেছ!' বাচ্চাদের মতো খুশিতে চেঁচিয়ে উঠলেন। 'একদম মিলে গেছে, কোন তফাত নেই।'

BanglaBook.org

ওদিকে রানী পাউলিনহোকে দেখে জেন নিজেও অবাক হয়ে গেছে। রানী জেন থেকে বড়জোর বছর দুয়েক বড় হবেন, এখনও দারুণ সুন্দরী, অল্পবয়সী মনে হয়। একই রকম সাদাটে চুল আর ছিপছিপে দেহ, এমনকি গায়ের রঙও প্রায় এক রকম। শুধুমাত্র তাদের দুজনের মাঝে একমাত্র পার্থক্য হলো, রানী জেন থেকে ইঞ্চিখানেক লম্বা। এক পাশ হয়ে দাঁড়ালে সাধ্য কার দুজনকে আলাদা করে? রানী আনন্দে আত্মহারা হয়ে হাততালি দিয়ে উঠলেন।

'সত্যি, এর চেয়ে ভালো আর হয় না।' বললেন তিনি। আন্না মিকাইলেভনার দিকে ফিরে বললেন, 'আন্না, তুমি কিন্তু ফিওদরকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাবে। আসলেই অসাধারণ একটা কাজ করেছে সে।'

'জি ম্যাডাম। অবশ্যই।' উত্তর দিলেন প্রিন্সেস। সাথে সাথেই গলার স্বর কিছুটা নামিয়ে যোগ করলেন, 'ম্যাডাম, ভদ্রমহিলা কিন্তু কাজ সম্পর্কে এখনও কিছু জানেন না।'

'ওহ, হ্যাঁ। তাই তো!' লজ্জিতভাবে বললেন রানী। পরক্ষণেই গাম্ভীর্যের ভাব ফুটিয়ে বললেন, 'দুঃখিত, আমি আসলে ভুলে গিয়েছিলাম। এখনই সব বলছি... আন্না, তুমি এখন যাও। আমরা একা কথা বলব।'

'কিন্তু, ম্যাডাম...'

'আমি তোমাকে যেতে বলছি!' মাটিতে সজোরে পা ঠুকে চিৎকার করে উঠলেন রানী। এবারে কাজ হলো, অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রিন্সেস রুম থেকে বের হয়ে গেলেন। রানী পাউলিনহো ইশারায় জেনকে তার পাশে বসতে বললেন।

'এরা সবাই খুব বিরক্তিকর! কিন্তু ব্যতিক্রম এই আন্না মিকাইলেভনা। তুলনামূলক ভালো বলা যায়। যাই হোক... এবারে ভূমিকা ছেড়ে আসল কথায় আসি, কি বলেন মিস... অ্যাঁ... ইয়ে, জেন ক্লিভল্যান্ড? আপনার নামটা খুব সুন্দর।' বলতে লাগলেন রানী। 'আমার খুব ভালো লেগেছে.. সেই সাথে আপনাকেও। আচ্ছা, এখন আপনাকে বিস্তারিত বলি। অবশ্য খুব যে বিশাল কাহিনি তা-ও না। আপনি হয়তো অস্ট্রোভার ইতিহাস শুনে থাকতে পারেন। আমার পুরো পরিবার কমিউনিস্টদের হাতে খুন হয়। ভাগ্যক্রমে একমাত্র আমি বেঁচে যাই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমি নারী, সিংহাসনে বসতে পারব না। তাছাড়া... চাইলেও চক্রান্তকারীরা সেটা হতেই বা দেবে কেন? ক্ষমতা হাতে নিতে চাইলে আমাকেও খুন করে ফেলতে পারে। কি? শুনতে খুব খারাপ লাগছে? ওই ভদকাখেকো জানোয়ারগুলোকে কোন বিশ্বাস নেই, ওরা সব করতে পারে।'

'হুম, বুঝেছি।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল জেন। এদের কাছে তার প্রয়োজনটা কী মনে মনে আন্দাজ করতে পেরেছে।

BanglaBook.org

'অতিরিক্ত সতর্ক থাকার জন্য আমি আগে অনেক অনুষ্ঠানে অংশ নিতাম না, একটু দূরে দূরে থাকতাম। কিন্তু এখন মাঝে মাঝে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমাকে যোগ দিতে হচ্ছে। এই যেমন এখানে আসতে হয়েছে কিছু দরকারি কাজে... আবার ফেরার পথে প্যারিসেও যেতে হবে। ওহ! জানেন তো, হাঙ্গেরিতে আমার নিজস্ব এস্টেট আছে। সেখানে প্রায়ই বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন করে থাকি। খেলাধুলা আমার খুব পছন্দের, অনেক ভালো লাগে।'

'বাহ! দারুণ তো!'

'সচরাচর আমি এত কথা বলি না কিন্তু তোমাকে পেয়ে কেন যেন খুব ভালো লাগছে তাই এত কথা বলছি।' হাসলেন তিনি, জেনকে যেন আপন করে নিয়েছেন। কিছুক্ষণ থেমে আবার বললেন, 'আচ্ছা, শোনো... আমার একটা পরিকল্পনা আছে। মনোযোগ দিয়ে শুনবে। কারণ বুদ্ধিটা কাজে লাগাতে পারলে হয়তো আগামী দুয়েক সপ্তাহ খুন হয়ে যাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারব।'

'কিন্তু পুলিশ...' অনিশ্চিতের মতো বলে উঠল জেন।

'পুলিশ? হ্যাঁ, আমার বিশ্বাস তারাও ভালো। আমাদের গুপ্তচর আছে, আর এ জন্যই হামলার আশঙ্কা থাকলে আগেভাগে সতর্ক হয়ে যেতে পারি। তারপর? এভাবে আর কত?' শ্রাগ করলেন তিনি।

'আমি আসলে বোঝার চেষ্টা করছি...' ধীরে ধীরে বলল জেন। 'আপনি কী চাইছেন? আপনার বদলে আমি সব জায়গায় যাব?'

'শুধুমাত্র কিছু কিছু অনুষ্ঠানে...' খুব আগ্রহের সাথে বললেন রানী। 'সম্ভবত সামনের সপ্তাহে তোমাকে দুইবার, তিনবার এমনকি চারবারও প্রয়োজন হতে পারে। আসলে পুরো ব্যাপারটা নির্ভর করছে সামনে আর কী কী অনুষ্ঠান আছে, তার উপর। এমনিতে সাধারণ দিনগুলোতে তোমাকে রানীর অভিনয় করতে হবে না।'

'এবারে বুঝেছি।' গম্ভীর স্বরে বলল জেন।

'সত্যি বলতে কি, আমার জায়গায় তোমাকে আসলেই দারুণভাবে মানিয়ে গেছে। আর ফিওদরের বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারা যায় না। দারুণ একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে কত সহজেই না তোমাকে খুঁজে বের করে ফেলল, তাই না?'

'হুম, তাই তো মনে হচ্ছে।' বিমর্ষভাবে উত্তর দিল জেন। 'আপনার বদলে আমি খুন হই- মনে মনে তিনি এটাই চাইছেন।'

পাউলিনহো শ্রাগ করলেন। বললেন, 'দেখো, এটাই তো এখন সবচেয়ে বড় বিপদ, তাই না? তবে হ্যাঁ... আমার গুপ্তচরদের কাছ থেকে শুনেছি খুন না, শত্রুপক্ষ আমাকে অপহরণের চেষ্টা করছে। কিন্তু এটাও সত্যি, তাই বলে আমার

BanglaBook.org

বিপদ কেটে যায়নি। এমনও হতে পারে দূর থেকে বোমা ছুঁড়ে খুনের চেষ্টা করল।'

'হুম।' গম্ভীরভাবে স্বগতোক্তি করল বেচারি জেন।

আপাতদৃষ্টিতে চেহারায় গাম্ভীর্যের ভাব বজায় রাখলেও নানা রকম প্রশ্নে বেচারির পেট ভুটভুট করতে লাগল। শুনতে কিছুটা লজ্জার মনে হলেও তাকে প্রথমেই খোঁচাচ্ছিল টাকার ব্যাপারটা। কিন্তু প্রসঙ্গটা ঠিক কীভাবে তোলা যায় সেটা বুঝে উঠতে পারছিল না। পাউলিনহো তার সমস্যাটা আঁচ করতে পারলেন।

'চিন্তা করো না, আমরা তোমাকে ঠকাব না, বেশ ভালো অঙ্কের টাকাই পাবে।' এমনভাবে বললেন যেন জেন বুঝতে না পারে তিনি তার ইতস্তত ভাব ভঙ্গির কারণটা বুঝে গেছেন। 'আমার অবশ্য খেয়াল নেই ফিওদর এ কাজের জন্য কত দেবে বা কী দেবে। খুব সম্ভবত ফ্রাঁ অথবা ক্রোনার নিয়ে কথা বলেছিলাম।'

'কর্নেল ক্রানিন একবার প্রায় দুই হাজার পাউন্ডের কথা বলেছিলেন।'

'ও হ্যাঁ, এখন মনে পড়েছে।' মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল রানীর। 'আমার তো মনে হয় এই পরিমাণ যথেষ্ট, কী বলো? নাকি দুই পেরিয়ে তিনের ঘরে যেতে চাইছ?'

'ভালোই তো। তবে আপনার যদি মনে হয় দুই হাজার বা তিন হাজার মানে পাউন্ড কোন ব্যাপার না... তাহলে তিন নিতে আমারও কোন আপত্তি নেই।' হাসিমুখে উত্তর দিল জেন।

'বাহ! একদম পাক্কা ব্যবসায়ীর মতো কথা।' প্রশংসার সুরে বলে উঠলেন তিনি। 'তবে আশা করি দিতে পারব, যদিও টাকা পয়সার ব্যাপারে আমার তেমন কোন ধারণা নেই। তবে আমি যা চাই, সেটা অবশ্যই দিতে হবে। ব্যস! এইটুকুই যথেষ্ট।'

খুব সাধারণ কথা কিন্তু এতেই জেনের মনে বিশাল প্রভাব পড়ল।

'আর হ্যাঁ, তুমি যেরকমটা বললে... কাজটা আসলেই বিপদজনক।' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন পাউলিনহো। 'আশা করি, তুমি আমাকে স্বার্থপর মহিলা ভাববে না। মনে করো না নিজের বিপদ তোমার উপর চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বেঁচে থাকতে চাইছি... তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা হলো অস্ট্রোভার জন্য হলেও আমার বিয়ে করা উচিত, কম করে হলেও দুটো ছেলের মা হতে হবে। তারপর আমার যা খুশি হোক, পাত্তা দিই না।'

'আপনার সমস্যাটা আমি বুঝেছি।' মন্তব্য করল জেন।

'তুমি কি রাজি?'

BanglaBook.org

'অবশ্যই।' দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করল জেন।

পাউলনহো খুশিতে জোরে জোরে হাততালি দিয়ে উঠলেন। হাততালির শব্দে রুমের বাহির থেকে ভিতরে উঁকি দিলেন প্রিন্সেস পপারনেস্কি।

'আন্না! আমি ওকে সব খুলে বলেছি...' আন্নাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন রানী। 'সে আমাদের প্রস্তাবে রাজি আর পারিশ্রমিকস্বরূপ আমরা ওকে তিন হাজার পাউন্ড দেব। ফিওদরকে বলো একটা রসিদ প্রস্তুত করতে।' নির্দেশ দিলেন পাউলিনহো। 'আমার সাথে জেনের অনেক বেশিই মিল, তাই না? অবশ্য... দেখতে শুনতে আমার চেয়ে ওকেই বেশি ভালো লাগে।' মুগ্ধ দৃষ্টিতে জেনকে এক নজর দেখে বললেন তিনি।

প্রিন্সেস দাঁড়িয়ে থেকে আর সময় নষ্ট না করে হেলেদুলে রুম থেকে বের হয়ে গেলেন ফিওদরকে খবর দেয়ার জন্য। একটু পর কাউন্ট স্ট্র্যাপ্টিচকে সাথে নিয়ে ফিরে এলেন।

'ফিওদর অ্যালেকজান্দ্রাভিচ, আমরা সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি।' বললেন রানী।

ফিওদর মাথা নুইয়ে রানীকে সম্মান জানালেন। জেনকে এক ঝলক দেখে অনিশ্চিতভাবে বললেন, 'ইনি কি সত্যি সত্যি আপনার ভূমিকায় অভিনয় করতে পারবে?' জেনের উপর এখনও যেন ঠিক ভরসা করতে পারছেন না।

'আমি দেখাচ্ছি...' সাথে সাথেই বলে উঠল জেন, ফিওদরের কথা তার অহমে লেগেছে। 'ম্যাম, আপনি অনুমতি দিলে দেখিয়ে দিতে পারি, আসলেই পারব কি না।' বলতে বলতে অনুমতির আশায় রানীর দিকে তাকাল সে। তিনিও মৃদু হেসে অনুমতি দিলেন।

'অবিশ্বাস্য! দুর্দান্ত কাজ দেখিয়েছ আন্না।' রানীর মতোই প্রশংসার সুর তার কণ্ঠে। 'কল্পনাও করতে পারিনি আমাদের পরিকল্পনা এত দারুণভাবে সফল হবে। এসো! আমাদের দুজনকে পাশাপাশি দেখে বলো, তফাত করতে পারো কি না' পাউলিনহো যেমনটা করেছিলেন, আয়নার সামনে যেয়ে দাঁড়িয়ে আবার ঠিক তার মতো করে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'দেখেছ! আমাদের দুজনের কণ্ঠ মিল!'

শব্দচয়ন, আভিজাত্য আর অঙ্গভঙ্গিমা-সব দিক দিয়েই জেনের প্রত্যেকটা ব্যবহার হুবহু রানী তাকে যেভাবে স্বাগত জানিয়েছিলেন ঠিক তার নকল!

প্রিন্সেস ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করে মাথা নেড়ে সম্মতি দিয়ে বললেন, 'বেশ ভালো হয়েছে। বেশিরভাগ জনগণই আসল রানী আর নকল রানীর মাঝে পার্থক্য করতে পারবে না।'

BanglaBook.org

'তুমি খুব বুদ্ধিমতী,' তৎক্ষণাৎ বললেন পাউলিনহো। 'নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য হলেও হয়তো কখনওই এত দারুণভাবে কাউকে নকল করতে পারতাম না।'

প্রশংসা শুনে জেনের নিজের প্রতি বিশ্বাস ফিরে এলো। কারণ, প্রশংসাকারিনী পাউলিনহো এমন একজন মানুষ যে দেখতে হুবহু তার মতো।

'তোমার যা যা প্রয়োজন বা যা কিছু লাগবে সব এখন থেকে আন্না দেখবে।' রানী বললেন। 'আন্না জেনকে আমার বেডরুমে নিয়ে যাও। আর আমার কিছু জামাকাপড় পরিয়ে দেখো, ঠিকঠাক মতো লাগে কি না।'

রানীর নির্দেশ শেষ হলে প্রিন্সেস মাথা নেড়ে তাকে সম্মান জানিয়ে বিদায় নিল। জেনকে সম্মানের সাথে তার সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তাদের দুজনকে রানীর ড্রেসিং রুমে বসে পোশাক যাচাই বাছাই করতে দেখা গেল। সাদার মাঝে কালো কাজ করা একটা পোশাক দেখিয়ে বললেন, 'এই যে এটা দেখছ, এটা পরে রানী বাজার পরিদর্শনে যাবেন। খুব সম্ভবত এবারই তোমাকে তাঁর বদলে যেতে হতে পারে। গুপ্তচরদের কাছ থেকে এখনও সঠিক কোন খবর পাইনি তাই নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছি না।'

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আন্নার সহায়তায় জেন তার পুরানো কাপড়-চোপড়ের বদলে রানীর ঝকঝকে নতুন জামা পড়ে বের হয়ে এলো। তার পোশাক জেনের গায়ে একদম ঠিকঠাক ভাবে লেগে যাওয়ায় আন্না সন্তুষ্টচিত্তে মাথা নাড়ল।

'প্রায় ঠিক আছে... শুধু একটাই সমস্যা জামাটা একটুখানি লম্বা মনে হচ্ছে। তুমি তো আবার রানীর থেকে ইঞ্চি খানেক খাটো।'

'এটা তো কোন ব্যাপার না, খুব সহজ সমাধান আছে।' তাড়াতাড়ি বলে উঠল জেন। 'খেয়াল করেছি রানী কম হিলের জুতো পড়েন। যদি একই ডিজাইনের একটুখানি বেশি হিলের জুতো আমার জন্য পাওয়া যায়... তো ব্যস। সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। আর কোন অসুবিধা হওয়ারও কথা না।'

রানী যে জুতো জোড়া পড়তে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, আন্না সাথে সাথে সেগুলো এনে জেনের সামনে রাখল। সে সবগুলো দেখে শুনে কয়েক জোড়া একই ডিজাইনের জুতো, কিন্তু একটু বেশি হিলের ব্যবস্থা করতে বলল।

'এখন ঠিক আছে।' জেনের কাজকর্ম দেখে সন্তুষ্ট হয়ে মন্তব্য করলেন প্রিন্সেস। 'আপনার পরার জন্য রানীর প্রতিটা পোশাকের বিকল্প থাকবে, যেন জরুরী মুহূর্তে তার বদলে হাজির হতে পারেন।'

জেন এক সেকেন্ড কী এক গভীর ভাবনায় ডুবে রইল। উজ্জ্বল লাল রঙের একটা সিল্কের ড্রেস দেখিয়ে সেটার সম্পর্কে আন্নার মতামত জানতে চাইল।

BanglaBook.org

খানিক পর দেখা গেল, দুজনেই পোশাক আর সাজসজ্জার খুঁটিনাটি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনায় মগ্ন হয়ে আছে। জেন যখন হোটেল থেকে বের হলো তখন তার হাতব্যাগে এক হাজার পাউন্ডের একটা ব্যাংক নোট! সেই সাথে বদলে গেল তার পরিচয়ও। সে এখন জেন ক্লিভল্যান্ড নয়, নিউইয়র্ক থেকে আগত মিস মন্ট্রেসর। বিল্টজ হোটেলে এই ছদ্মনামে তার জন্য একটা রুম ভাড়া নেওয়া হয়েছে। রানী সাজার জন্য প্রয়োজনীয় যা কিছু লাগে তার যাবতীয় সাজসরঞ্জাম কিনে ফেলার নির্দেশ পেল।

পরদিন কাউন্ট স্ট্র্যাপ্টিচ জেনকে ডেকে পাঠালেন। সে সেখানে পৌঁছামাত্র কাউন্ট মাথা নুইয়ে তাকে সম্মান জানল। বলল, 'আজই সেই দিন। আপনাকে রানীর ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে।'

পাল্টা উত্তর না দিয়ে কাউন্টকে একইভাবে অভিবাদন জানাল সে। মনে মনে উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে। বিপদের কথা আপাতত না ভেবে নতুন জামাকাপড়, বিলাসবহুল জীবন মোটকথা বর্তমানের প্রতিটি মুহূর্তই তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছে।

'এখানকার সবকিছুই দারুণ সুন্দর।' মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল সে। তারপর কাউন্টের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে আজ অনেক ব্যস্ততায় দিন কাটবে। সেই সাথে ভালোই টাকাপয়সা কামাতে পারব।'

'হুম, অনেকটা সেরকমই।' উত্তর দিলেন তিনি। আমাদের কাছে খবর এসেছে বাসা থেকে বাজারে যাবার পথে হার রানীকে অপহরণের চেষ্টা করা হতে পারে। বিশেষ এই বাজারের আয়োজন করা হয়েছে অরিয়ন হাউজে, লন্ডন থেকে প্রায় দশ কি.মি. দূরে। সমস্যা হলো, এই আয়োজন যার, মানে অ্যানচেস্টারের কাউন্টেস রানীকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন, তিনিই তাঁকে যাবার জন্য অনুরোধ করেছেন।'

জেন মনোযোগ দিয়ে কাউন্টের সমস্ত পরিকল্পনা শুনল। বিভিন্ন প্রশ্ন করে পুরো ব্যাপারটা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নিয়ে রাখল। তারপর ঘোষণা দিল আজকের অভিযানের জন্য সে তৈরি।

পরদিন... রৌদ্রজ্জ্বল সুন্দর একটা দিন। কাউন্টেস অফ অ্যাঞ্চেস্টারের তত্ত্বাবধানে অস্ত্রভার উদ্বাস্তুদের সাহায্যের জন্য আয়োজন করা হয়েছে বিশাল এক বাজারের। নিঃসন্দেহে এটা লন্ডনের ইতিহাসে বিশেষ একটা ঘটনা।

লন্ডনের আবহাওয়া বড়ই আজব, কোন ঠিক ঠিকানা নেই। আর সেজন্যই খোলা মাঠে বাজার না বসিয়ে বাড়ির ভিতরের বিশাল বিশাল রুমগুলোতে আয়োজন করা হয়েছে। প্রায় পাঁচশ বছর যাবত আর্ল অফ অ্যাঞ্চেস্টারের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে বিশালাকার এই অভিজাত বাড়িটি। বিভিন্ন

BanglaBook.org

পণ্য ধারে সংগ্রহ করা হয়েছে আর সবচেয়ে অদ্ভুত, বলা ভালো আকর্ষণীয় ব্যাপার হলো, প্রায় একশ জন অভিজাত নারী যার যার গয়না থেকে একটা করে মুক্তো উপহার দিয়েছেন। এগুলো বাজারের দ্বিতীয় দিন নিলামে তোলা হবে বিক্রির জন্য। এসব ছাড়াও প্রায় প্রতিদিনই কিছু না কিছু ছোটখাটো বিভিন্ন প্রদর্শনী আর চমকের আয়োজন রাখা হয়েছে।

মিস মন্ট্রেসর নাম নিয়ে সকাল সকাল জেন সেখানে চলে গেল। তার পরনে সেদিন প্রিন্সেসের দেখান সেই লাল রঙের উজ্জ্বল সিল্কের পোশাকটা। মাথায় জামার সাথে মিলিয়ে লাল রঙের হ্যাট আর পায়ে সাপের চামড়ার তৈরি হিল জুতা।

রানী পাউলিনহোর আগমন নিঃসন্দেহে বিশাল একটা ঘটনা। মোটামুটি কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন। ছোট ছোট কয়েকটা বাচ্চা গোলাপ ফুলের তোড়া দিয়ে তাকে স্বাগত জানাল। অল্প কথায় মনকাড়া বক্তৃতা দিয়ে বাজার উদ্বোধনের ঘোষণা করলেন। কাউন্ট স্ট্র্যাপ্টিচ আর প্রিন্সেস পপারনেস্কি সারাক্ষণ তার উপর কড়া নজর রেখে চললেন।

জেনের দেখা সেদিনকার সাদার মাঝে কালোর কাজ করা পোশাকটা পরে আজ তিনি এসেছেন। পোশাকের সাথে মিলিয়ে কালো রঙের একটা হ্যাট পরা। হ্যাটটা পালক আর লেইস দিয়ে ঘোমটার মতো একটা আবরণ দেয়া, যেটা রানীর প্রায় অর্ধেক মুখ ঢেকে রেখেছে। এসব দেখে জেন আপনমনে হেসে উঠল।

রানী পাউলিনহো ঘুরে ঘুরে বাজারের প্রতিটা অংশ দেখতে লাগলেন, বিভিন্ন দোকানে টুকিটাকি কেনাকাটাও করলেন। এসব করতে করতে যাবার সময় হয়ে এলো। এখন জেনের খেল দেখানোর পালা। পরিকল্পনা মতো প্রিন্সেস পপারনেস্কিকে অনুরোধ করল, রানীকে সে কিছু একটা দেখাতে চায় রানী যেন তাকে অনুমতি দেন।

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' শোনামাত্র অনুমতি দিয়ে দিলেন পাউলিনহো। 'মিস মন্ট্রেসর... হ্যাঁ, নামটা তো বেশ পরিচিত। যতদূর মনে আছে, এই আমেরিকান সাংবাদিক তো আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছেন।' বললেন তিনি। 'তার পত্রিকার জন্য সাক্ষাৎকার দিতে পারলে আমি নিজেও খুব খুশি হব। আমাদের কিছুক্ষণ একা কথা বলার মতো জায়গা কি এখানে পাওয়া যাবে?'

বলা মাত্র রানীর অনুরোধ রাখার ব্যবস্থা করা হলো। নির্জন, ছোট একটা ঘরের ব্যবস্থা করা হলো তাদের আলাপচারিতার জন্য। কাউন্ট স্ট্র্যাপ্টিচ মিস মন্ট্রেসর অর্থাৎ জেনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। প্রিন্সেস পপারনেস্কির উপস্থিতিতে যত দ্রুত সম্ভব দুজন পোশাক অদল বদল করে নিল।

BanglaBook.org

তিন মিনিট পর খুট করে দরজা খুলে গেল। রানী বের হয়ে এলেন, গোলাপ ফুলের তোড়া দিয়ে মুখকে কিছুটা আড়াল করে রাস্তায় অপেক্ষমাণ গাড়ির কাছে হেঁটে যেতে লাগলেন। রানীকে চলে যেতে দেখে লেডি অ্যাঞ্চেস্টার এগিয়ে এসে সম্মানের সাথে বাউ করলেন, সৌজন্যমূলক কথাবার্তা বলে বিদায় দেয়ার জন্য গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। রানী ভদ্রতা রক্ষার জন্য নিচু স্বরে দুই চারটা কথা বলে তাড়াহুড়ো করে উঠে বসলেন গাড়িতে। রানীর সঙ্গী হলেন প্রিন্সেস পপারনেস্কি। তারা বসামাত্র গাড়ি চলতে শুরু করল।

'যাক... ভালোয় ভালোয় সব কেটে গেছে,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে মন্তব্য করল জেন। 'কিন্তু! মিস মন্ট্রেসর যাবেন কিভাবে সেটা নিয়ে আমার চিন্তা হচ্ছে।'

'ভিড়ের মাঝে তাকে কেউ খেয়াল করবে না। ফাঁকে-তালে কেটে পড়বেন।' উত্তর দিলেন প্রিন্সেস।

'তা অবশ্য ঠিক।' মাথা নেড়ে বলল জেন। পরক্ষণেই উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠল, 'আচ্ছা! আজকে আমার অভিনয় কেমন হলো, বললেন না যে? মনে তো হয় ভালোই করেছি। কী বলেন?'

'তুমি তোমার ভূমিকা বেশ ভালোমতোই পালন করতে পেরেছ।'

'ওহ! ভালো কথা... কাউন্ট আমাদের সাথে আসলেন না কেন?' আবারও প্রশ্ন করল জেন।

'সে রানীর নিরাপত্তার জন্য তার কাছে থাকতে চাইছিল। আর তাছাড়া ম্যাডামকে দেখে রাখার জন্য আমাদের কারো না কারোর তার সাথে থাকা উচিত। তাই।' উত্তর দিলেন প্রিন্সেস।

'হুম। আশা করি এখন আর কেউ আমাদের দিকে বোমা ছুঁড়বে না।' মৃদু হেসে মন্তব্য করল জেন। এ কথা বলে শেষ করতে না করতেই চেঁচিয়ে উঠল ও। 'আরে! হচ্ছেটা কী? মূল সড়ক ছেড়ে গাড়ি যাচ্ছে কোথায়?'

হঠাৎ করেই গাড়ির গতি বেড়ে গেল। এতক্ষণ মেইন রোড ধরেই চলছিল ওটা। কিন্তু কোনরকম আগাম সঙ্কেত না দিয়ে, গতি না কমিয়ে একটা সরু রাস্তা দিয়ে ড্রাইভার ঢুকিয়ে দিল রানীর গাড়ি। এবড়ো-থেবড়ো রাস্তা দিয়ে যাবার সময় গাড়ির পিছনে বসে থাকা জেন প্রায় লাফিয়ে উঠল। বহু কষ্টে জানালা দিয়ে মাথা বের করে ড্রাইভারের এ হেন ব্যবহারের জন্য চিৎকার করে বকাবকি করতে লাগল মন-খুলে। কিন্তু কে শোনে কার কথা? ধুরন্ধর ড্রাইভার জেনকে পাত্তা না দিয়ে একগাল হেসে আরও বাড়িয়ে দিল গাড়ির গতি।

হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল বেচারি। অতি দুঃখেও হাসি পেল তার। প্রিন্সেসকে বলল, 'আপনার গুপ্তচরেরা ঠিকই বলেছে। যা ঘটছে, সেটাই হতে

BanglaBook.org

দেওয়া উচিত। কারণ ওরা আমাদেরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে রানীর জন্য সুবিধা। যে কোন মূল্যেই হোক, তাদের নিরাপদে লন্ডন ফিরে যাবার সময় বের করে দিতে হবে।'

এই ভয়ঙ্কর বিপদের মাঝে জেন ভয় না পেয়ে বরং মাথা ঠান্ডা করে কি করা যায় তা নিয়ে ভাবতে লাগল। সে মনে মনে বোমা হামলার আশঙ্কা করছিল, কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার ফলে জেনের ভিতরে লুকিয়ে থাকা অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় সত্ত্বাটা জেগে উঠল। হঠাৎ ছন্দপতন। পূর্ণ গতিতে গাড়ি চলার সময় রিভলভার হাতে এক লোক গাড়ির সামনে লাফিয়ে পড়ল। ড্রাইভার কোনমতে ব্রেক কষে গাড়ি থামানোর সাথে সাথে লোকটি তাদের জানালার কাছে দৌড়ে এলো।

'হ্যান্ডস আপ!' জেন আর প্রিন্সেসের দিকে তাকিয়ে হুংকার দিয়ে উঠল।

প্রিন্সেস পপারনেস্কি ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি নির্দেশ পালন করল কিন্তু জেন অবিচল। তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে হুমকি-দাতাকে এক নজর দেখে হাতদুটোকে কোলের উপর রেখে চুপটি করে বসে রইল। এমন ভাব সাব যেন সে কোন কথা শোনেইনি। তারপর প্রিন্সেসের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট ফ্রেঞ্চ ভাষায় বলল, 'একে জিজ্ঞাসা করুন তো, এ হেন আচরণের মানে কী?'

জেনের কথা শেষ হতে না হতেই পিস্তলধারী লোকটা হড়বড় করে অচেনা ভাষায় কী কী যেন বলতে লাগল, গাড়ির আরোহীরা এর বিন্দু বিসর্গও বুঝতে পারল না। কিছু না বুঝতে না পেরে জেন শ্রাগ করল, কোন প্রকার মন্তব্য করল না। এ বিদঘুটে পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য এগিয়ে এলো গাড়ির শোফার।

'মাননীয়া কি দয়া করে গাড়ি থেকে নামবেন?' কণ্ঠে একরাশ ঘৃণা ফুটিয়ে জিজ্ঞাসা করল সে।

ফুলগুলো আবারও মুখের কাছে ধরে গাড়ি থেকে বের হয়ে এলো জেন। পিছনে পিছনে প্রিন্সেস পপারনেস্কিও।

'মাননীয়া কি কষ্ট করে একটু এ পথ দিয়ে আসতে পারেন?' আবারও জেনকে উদ্দেশ্য করে বলল শোফার।

লোকটার তাচ্ছিল্য আর ঘৃণাপূর্ণ কথা বার্তা পাত্তা না দিয়ে জেন তার মতো করে এগিয়ে যেতে লাগল। তাদের গন্তব্য সামনেই নির্মাণাধীন অসম্পূর্ণ একটা বাড়ি। তাদের গাড়িটা যেখানে এসে থেমেছে তার কিছু সামনেই একটা গেট। গেটের ভিতরে প্রায় একশ গজ সামনে নির্দিষ্ট বাড়িটি অবস্থিত, যেখানে আপাতত দুজনের স্থান হতে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

রিভলভার বহনকারী ব্যক্তি পিস্তল নাচিয়ে তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ইশারা করল সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠবার জন্য। অস্ত্রধারী লোকটা একটা দরজা খুলে তাদেরকে ভিতরে যাবার নির্দেশ দিল। প্রায় ফাঁকা একটা রুম, আসবাব বলতে কেবল একটা টেবিল আর দুটো চেয়ার, ব্যস। চারদিকে তাকিয়ে জেন একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল। আন্না মিকাইলেভনাও তার দেখাদেখি একই কাজ করলেন। পিছনে জোরে একটা শব্দ শুনে বুঝল তাদেরকে রুমের ভিতর বন্দি করে রাখা হচ্ছে। সাথে সাথেই দরজায় তালা মারার মৃদু শব্দ শোনা গেল। রানীরূপী জেন ক্লিভল্যান্ড আর প্রিন্সেস পপারনেস্কি ছোট্ট একটা রুমে বন্দি হয়ে রইল।

জেন জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল, মুক্তির জন্য যদি কোন রাস্তা পাওয়া যায়... কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে আপনমনে বলে চলল, 'ইস! এদিক দিয়ে লাফিয়ে বের হয়ে যাওয়াটা আমার জন্য কোন ব্যাপারই না। কিন্তু আসল সমস্যা তো অন্য জায়গায়। কোনভাবে বের হলেও খুব বেশি দূর যেতে পারব না, তার আগেই ওরা আমাকে ধরে ফেলবে। তার চেয়ে বরং তাড়াহুড়া না করে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করা ভালো।' খানিক পরেই ক্ষুধায় জেনের পেট গুড়গুড় করতে লাগল... 'ধ্যাত! ওরা কি আমাদের কিছু খেতে-টেতে দেবে না নাকি!'

অপহরণকারীরা যেন জেনের মনের কথা বুঝতে পেরে প্রায় দেড় ঘণ্টা পর তাদের জন্য খাবার পাঠিয়ে দিল। খাবার বলতে বড় একটা পাত্রে গরম স্যুপ আর দুই পিস পাউরুটি।

'মেহমানদের জন্য বিশেষ কোন খাবারের আয়োজনও তারা করেনি দেখি... এত্ত সাদাসিধে খাবার!' টেবিলের উপর রাখা খাবারগুলো দেখে ঠোঁটের কোণে একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। দরজায় আবারও তালা দেয়ার শব্দ শুনতে শুনতে প্রিন্সেসকে ডাক দিল, 'ওহে! খাবার টাবার কিছু খাবেন নাকি? নাকি আমি শুরু করে দেব?'

'এসব কীভাবে খাব?' প্রিন্সেস খাবারের চেহারা দেখেই নাক সিঁটকে উঠলেন। পরক্ষণেই রানীর কথা মনে পড়তেই বিলাপ করে কেঁদে উঠলেন। 'আহারে! কে জানে আমার কর্ত্রী এখন কোথায় কী অবস্থায় আছেন... না জানি তিনি কোন বিপদের মাঝে আছেন!'

'তিনি ঠিকই আছেন,' তিক্ত স্বরে উত্তর দিল জেন। 'রানীর চেয়ে আপাতত আমরা বেশি বিপদের মাঝে আছি। তারা যদি কোনভাবে টের পায় যে ভুল মানুষকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে অবস্থাটা কী হবে... একবার শুধু চিন্তা করে

BanglaBook.org

দেখুন। যতক্ষণ পারি ওই নাক উঁচু রানীর ভূমিকায় অভিনয় করে যাব আর প্রথম সুযোগ পাওয়া মাত্র পালাব। অন্তত পালানোর চেষ্টা করব।'

আন্না মিকাইলেভনা জেনের কথার কোন প্রত্যুত্তর দিলেন না। সারাদিনের পরিশ্রম আর উত্তেজনার কারণেই হোক অথবা আর যে কারণেই হোক জেন মারাত্মক ক্ষুধার্ত ছিল। মোটামুটি বিদঘুটে চেহারার স্যুপটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। যেমন চেহারা তেমনি তার স্বাদ... বিচ্ছিরি রকমের স্যুপটা গলাধঃকরণের কিছুক্ষণ পরই দুনিয়া ভেঙে তার ঘুম আসতে লাগল। বেচারি আর কোনভাবেই চোখ খোলা রাখতে পারছিল না। পিটপিট করে তাকিয়ে দেখে প্রিন্সেস পপারনেস্কি কোনার দিকে একটা চেয়ারে বসে নীরবে চোখের পানি ফেলছে। কাঠখোট্টা চেয়ারটায় নিজের শরীরটা এলিয়ে দিতে না দিতেই গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল সে।

কতক্ষণ গেল বলতে পারে না জেন, হঠাৎ চমকে ঘুম ভেঙ্গে গেল তার। ঘুম ভাঙার পর অস্বস্তিকর অবস্থা আর মাথা ভার হয়ে থাকার কারণে বুঝতে পারল বেশ অনেকক্ষণ ধরেই ঘুমুচ্ছিল। অস্বস্তি কেটে যাবার পর একটা ব্যাপার নজর পড়ায় রীতিমতো চমকে উঠল সে।

উজ্জ্বল লাল রঙের সেই সিল্কের ড্রেসটা পড়ে আছে এখন!

ধড়মড় করে উঠে বসে চারদিকে তাকাল... পুরো বাড়িটা থমথম করছে। ঘুম থেকে উঠার পর মোটামুটি দুটো পরিবর্তন তার আশেপাশে খেয়াল করল। এক নাম্বারে হলো, প্রিন্সেস পপারনেস্কি আগে যেখানে বসে ছিলেন এখন সেখানে নেই। শুধু সেখানে কেন জেন বাজি ধরে বলতে পারে-মহিলা এই বাড়িতেই নেই। কারণ সমস্ত বাড়ি কেমন থমথম করছে। আর সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল দ্বিতীয় পরিবর্তনটা। কিভাবে কিভাবে যেন ঘুমের মাঝে তার পোশাক পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

'আমি নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছি না!' বিড়বিড় করে বলল বেচারি। 'কিন্তু... স্বপ্ন হলে তো আর এখানে আসতাম না।' আপনমনে বিড়বিড় করতে করতে জানালার কাছে এসে দাঁড়াতেই আরেকটা চমক। আর সেটা হল সূর্যের অবস্থান পরিবর্তন। ঘুমের আগে সূর্যের নরম আলো রুমের ভিতরে প্রবেশ করছিল, কিন্তু এখনের আলোটা কেমন যেন বদলে গেছে। ছায়াগুলোর মাঝেও আগের সেই হালকা, নরম ভাবটা নেই। সবই কেমন তীব্র আর প্রখর আলোয় আলোকিত।

'বাড়িটা নিশ্চিত পশ্চিমমুখী।' ভাবল জেন। 'এখন তো মনে হচ্ছে আমি ঘুমিয়েছিলাম গতকাল...আর ঘুম ভেঙেছে পরদিন সকালে! নিশ্চিত স্যুপের সাথে এরা কোন ধরনের ঘুমের ঔষধ বা নেশাজাতীয় কিছু মিশিয়ে রেখেছিল। আর আমি বোকার মতো... ধ্যাত!'

BanglaBook.org

রুমের ভিতর কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে দরজার কাছে যেয়ে ধাক্কা দিল সে। কী আশ্চর্য! দরজা খোলা। সমস্ত বাড়ি নিঝুম, নিশ্চুপ। বেশ কিছুক্ষণ একা একা পুরো বাড়ি চক্কর দিতে লাগল। কোন কিছু না পেয়ে আকাশ পাতাল চিন্তা করে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল। গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে। হঠাৎ চোখের কোনা দিয়ে দরজার কাছে কিছু একটা পড়ে থাকতে দেখে সেটা তুলে নিল। একটা খবরের কাগজের অংশ বিশেষ। হেডলাইনটা যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

'আমেরিকান মহিলা ডাকাত এখন ইংল্যান্ডে!' জোরে জোরে পড়ল সে। 'লাল রঙের সিল্কের পোশাক পড়া একটা মেয়ে অরিয়ন হাউজে রীতিমতো চমক সৃষ্টি করে ছেড়েছে।' এটুকু পড়েই যেন জেনের আশেপাশে সমস্ত জগত দুলে উঠল। মাতালের মতো টলতে টলতে খবরের কাগজের ওই টুকরাটা নিয়ে জানালার কাছে এলো আরেকটু ভালো করে দেখার জন্য। অল্প কথায় লেখা খবরটা পড়তে পড়তে বেচারির চক্ষু ছানাবড়া হয়ে উঠল। রানী পাউলিনহো বাজার থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে একটা মেয়ে তিনজন লোককে সাথে নিয়ে বাজারে আসে। অস্ত্রের মুখে নিলামের জন্য তুলে রাখা সেই একশটা মুক্তা ডাকাতি করে একটা গাড়িতে করে পালিয়ে যায়। সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এরা এখনও ধরা পড়েনি।

জেনের হাতে যে পত্রিকাটা ধরা সেটা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘটে যাওয়া নানান খবরাখবর নিয়ে সন্ধ্যার পর প্রকাশিত হয়ে থাকে। ডাকাতদলের খবরটা এই পত্রিকাতেই ছাপা হয়েছে। এই খবরেরই আরেকটা লাইন পড়ে বেচারি জেনের মূর্ছা যাবার দশা। কারণ আপাতদৃষ্টিতে দস্যু দলের সর্দার লাল জামা পরা মেয়েটার পরিচয় পাওয়া গেছে। নিউইয়র্ক থেকে আগত মিস মন্ট্রেসর, এখানে এসে উঠেছিলেন বিল্টজ হোটেলে।

'শেষ!' কঁকিয়ে উঠল জেন। 'আমি এক্কেবারে গেছি! কেন যেন সবসময়ই মনে হতো এখানে কোন ঘাপলা আছে।' আবারও বিলাপ শুরু করবে ঠিক সেই মুহূর্তে অদ্ভুত একটা শব্দ শুনতে পেল সে। একজন পুরুষ মানুষের গলার স্বর, খুব সম্ভব যন্ত্রণায় কিছুক্ষণ পর পর আর্তনাদ করে উঠছে।

'ধ্যাত্তেরি!' চিৎকার করে উঠল কণ্ঠস্বরটি। খানিক বিরতিতে শোনা গেল অদৃষ্টের উদ্দেশ্যে সমানে গালাগালি করে যাচ্ছে। জেন মনে মনে শিহরিত হয়ে উঠল, ঠিক তার মনের ভাবগুলো এই অচেনা কণ্ঠস্বরটি প্রকাশ করে চলছে। কীভাবে সম্ভব?

শব্দের উৎস লক্ষ্য করে সিঁড়ির দিকে দৌড়ে গেল সে। অল্প একটু নামার পর কোনার দিকে এক যুবককে আহত অবস্থায় শুয়ে থাকতে দেখল। সাহায্য করবে

BanglaBook.org

কী... দিন দুনিয়া ভুলে জেন হা করে সেই যন্ত্রণাক্লিষ্ট অনিন্দ্যসুন্দর মুখটাকে দেখতে লাগল।

'ওহ! ঈশ্বর... আমার মাথা।' লোকটি ব্যথায় চেঁচাতে লাগল। হঠাৎ একটা ছায়া পড়ায় তাকিয়ে দেখে একটা সুন্দরী মেয়ে তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, ব্যথা ভুলে সে-ও তার দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে রইল।

'আমি কি স্বপ্ন দেখছি, নাকি সত্যি কেউ দাঁড়িয়ে আছে?' দুর্বলভাবে জিজ্ঞেস করল সে।

'প্রথমে আমিও এরকম কিছুই ভেবেছিলাম...' দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলল জেন। 'কিন্তু না... এটা স্বপ্ন না, বাস্তব। আচ্ছা আপনার কী হয়েছে, বলুন তো?'

'কেউ আমার দিকে কিছু একটা ছুঁড়ে মেরেছিল... এটুকু মনে আছে। দুর্ভাগ্য হোক আর সৌভাগ্যই হোক, বেশ ভালোই ব্যথা পেয়েছি।'

কথা বলতে বলতে লোকটি উঠে বসার চেষ্টা করল কিন্তু পরিশ্রমে হাঁপিয়ে উঠে ব্যথায় মুখ বিকৃত করে আবার শুয়ে পড়ল। 'আশা করি, আরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে পারলে ঠিক হয়ে যাব।' বলল সে। 'আরে! আমি দেখি সেই আগের জায়গাতেই আছি!'

'আপনি এখানে কীভাবে এসেছেন?' কৌতূহলে জেনের পেট ফেটে যাচ্ছে।

'সে এক বিশাল কাহিনি,' নিরাসক্তভাবে বলল সে। 'ওহ! ভালো কথা... ওই রানী... কী যেন নাম...ধ্যাত ভুলেও তো গেলাম। আপনি নিশ্চয়ই তিনি নন?' জিজ্ঞাসা করল সেই অচেনা লোকটি।

'জি হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। আমি রানী-টানী কিছু না। খুব সাধারণ একটা মেয়ে, জেন ক্লিভল্যান্ড।' হাসিমুখে নিজের পরিচয় দিল জেন।

'হুম, খুব যে সাধারণ আপনি তা-ও কিন্তু না।' মুগ্ধ দৃষ্টিতে জেনের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল যুবক।

অচেনা আগন্তুকের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল সে। 'আমার উচিত আপনার জন্য পানি কিংবা অন্য কিছুর ব্যবস্থা করা।' কী বলবে বুঝতে না পেরে তড়িঘড়ি করে প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য বলে উঠল।

'তা অবশ্য ঠিক।' সায় দিল অচেনা লোকটিও। 'তবে আরও বেশি ভালো হয় যদি হুইস্কির ব্যবস্থা করতে পারেন।'

জেন সমস্ত বাসা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও হুইস্কির ব্যবস্থা করতে পারল না। কী আর করা... পানি নিয়ে আসতে হল। পানি এনে তার হাতে দেয়া মাত্র ঢকঢক করে সবটুকু পানি শেষ করে ফেলল। বোঝাই যাচ্ছিল প্রচণ্ড তৃষ্ণার্ত ছিল। কিছুক্ষণ পর একটু সুস্থ বোধ করায় জেনকে বলল, 'এখন বলুন... আপনি আগে আপনার কাহিনি বলবেন? নাকি আমি আমারটা?'

BanglaBook.org

'আপনি প্রথম।' উত্তর দিল জেন।

'আমার অবশ্য বলার মতো তেমন কিছু নেই। বাজারে রানীকে দেখছিলাম, হঠাৎ খেয়াল করলাম, মিস মন্ট্রেসরের সাথে একাকী কথা বলার জন্য যখন ঘরের ভিতরে যাচ্ছিলেন তখন তার পরনে ছিল কম হিলের জুতা; অথচ বের হয়ে এলেন হাই হিলের জুতা পরে! হয়তো খুব সামান্য ব্যাপার কিন্তু কেমন যেন খটকা লাগল। অবশ্য তখনও মাথায় কোন উল্টাপাল্টা চিন্তা আসেনি। যাই হোক, কৌতুহলবশত মোটর সাইকেলে করে গাড়ির পিছু নেই। এরপর আপনাদের পিছু নিয়ে হাজির হই এ বাড়িতে। প্রায় মিনিট দশেক পর বেশ বড় একটা গাড়ি বাড়ির সামনে এসে থামে। লাল রঙের পোশাক পরা একটা মেয়ে গাড়ি থেকে নামে, আর তার পিছু পিছু তিনজন পুরুষ। ও হ্যাঁ, মেয়েটি কিন্তু কম হিলের জুতা পরেছিল। ওই মেয়েটি বাড়ির ভিতরে ঢুকে যখন বের হয়ে আসে তার পরনে একটা সাদা কালো পোশাক, আর সেই সাথে কম হিলের জুতা তো আছেই। মেয়েটি, বুড়োমতো একটা লোক আর সাদা দাড়িওয়ালা লম্বা একটা লোক, এই তিনজন আপনারা যে গাড়িতে করে এখানে এসেছিলেন, সেটা নিয়ে চলে যায়। আর বাকিরা অন্য গাড়িতে করে তাদের পিছু পিছু রওনা দেয়। ভেবেছিলাম সবাই হয়তো চলে গেছে, তাই বাড়িতে উঁকি দেয়ার মতো দুঃসাহস দেখাই। কিন্তু কপাল খারাপ, সম্ভবত লুকিয়ে লুকিয়ে নজর রাখছিল কেউ... জানালা দিয়ে আমাকে উঁকি ঝুঁকি দিতে দেখে পিছন থেকে ভারী কোন কিছু দিয়ে আঘাত করে, ব্যস। এরপরের ঘটনা তো আপনিই জানেন। এবারে আপনার কাহিনি খুলে বলুন তো দেখি...'

জেনও ভরসা পেয়ে তার সমস্ত কাহিনি আগাগোড়া খুলে বলল। সবশেষে বলল, 'ভাগ্যিস আপনি আমাদের গাড়িটার পিছু নিয়ে ছিলেন... নইলে যে কী হতো!' শিওরে উঠল সে। 'ওদের কারণে আমি কী ভয়ঙ্কর বিপদেই না পড়ে গিয়েছিলাম! ওহ! ডাকাতির সময় রানীর উপযুক্ত অ্যালিবাই আছে, সবাই দেখেছে গাড়িতে করে তিনি লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। আর আমি? বোকার মতো ফেঁসে গেছি। এই অবিশ্বাস্য গল্প কী কেউ কখনও ভুল করেও বিশ্বাস করবে?' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল জেন।

'অন্তত এই জীবনে না।' গম্ভীরভাবে বলল অদ্ভুত লোকটি।

তারা পরস্পরের ঘটনা আলোচনা নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিল যে তৃতীয় একজন যে তাদের কথা শুনছে সেই খেয়ালই নেই। হঠাৎ লম্বামতো, গোমড়ামুখো এক লোককে হেলান দিয়ে বসে মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শুনতে দেখে দুজনেই চমকে উঠল।

BanglaBook.org

'বাহ! কী চমৎকার গল্প!' তাদের দিকে মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে মন্তব্য করল নতুন আগন্তুক।

'কে আপনি?' কড়া গলায় প্রশ্ন করল জেন।

গোমড়ামুখো লোকটি চোখ পিটপিট করে চারপাশ আরেকবার দেখে নিল। শান্তভাবে উত্তর দিল, 'ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর ফ্যারেল। দুঃখিত, অনাহুতের মতো এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনাদের গল্প শুনছিলাম। নিঃসন্দেহে চমৎকার গল্প, বিশেষ করে ম্যাডামের গল্পটা,' একটু থেমে আবার বলল। 'ম্যাডামের কাহিনি আমিও বিশ্বাস করতাম না... কিন্তু দুয়েকটা ব্যাপার জানি বলে বিশ্বাস করতে হচ্ছে।'

'মানে?'

'এই তো... আজ সকালে খবর পেলাম সত্যিকারের রানী তার শোফারকে নিয়ে প্যারিসে পালিয়ে গেছেন।' খবরটা যেন বোমা ফাটাল রুমের মাঝে। কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল জেনের খবরটা হজম করার জন্য। আর এদিকে ইন্সপেক্টর বলে চলেছেন, 'আবার আমেরিকান মেয়েগুলো যে ডাকাত দলটা গঠন করেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়েছিলাম তারা এখানে আসছে। মূলত বাজারকে কেন্দ্র করেই তাদের কোন পরিকল্পনা আছে বুঝতে পারছিলাম কিন্তু প্রমাণের অভাবে কিছুই করতে পারছিলাম না। শুধু অপেক্ষায় ছিলাম বেফাঁস কিছু করবার। যা হোক, যা হবার তা তো হয়েই গেছে, আপাতত আপনাকে এইটুকু প্রতিশ্রুতি দিতে পারি খুব শীঘ্রই তাদের হাতে হাতকড়া পড়তে যাচ্ছে।' দীর্ঘ কাহিনি শুনিয়ে থামলেন তিনি। 'মাফ করবেন... কিছুক্ষণ পর আসছি...' এই বলে দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে ইন্সপেক্টর বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন।

'যাক বাঁচলাম।' স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল জেন। বহু কষ্টে মুখের অভিব্যক্তি ধরে রেখেছে। 'আপনি আসলেই একটা কাজের কাজ করেছেন। ভাগ্যিস পায়ের দিকে চোখ গিয়েছিল...'

'আরে! এটা তেমন কিছু না।' বলল প্রথম লোকটি। 'আমার ছোটবেলাটা কেটেছে জুতার কারখানায়। বাবা জুতা তৈরিতে খুব বিখ্যাত ছিলেন, লোকে বলত কিংবদন্তি। তিনি চাইতেন আমি ওই কারখানাতে নিয়মিত হই, কারবার নিয়ে ব্যস্ত থাকি, সেখানকার কাউকে বিয়ে করে স্থায়ী হই ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমার এসব ভালো লাগত না, সবসময় চাইতাম চিত্রশিল্পী হবো।' বিশাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল সে।

'আমি... আমি আসলে দুঃখিত।' সহানুভূতির সুরে বলল জেন। বুঝতে পারছে না এ প্রসঙ্গ তুলে লোকটার কোন পুরানো ক্ষতে আঘাত দিয়ে ফেলেছে কি না।

BanglaBook.org

'আমি ছয় বছর যাবত এদিকে সফল হওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি। কিন্তু নাহ! কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। বুঝতে পারছি, চিত্রশিল্পী হিসেবে আমি খুব জঘন্য মানের। ইদানীং আবার এখানের সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে বাড়ি চলে যাবার ইচ্ছে হচ্ছে। যেখানে সবাই আমার জন্য অপেক্ষা করছে, একটা ভালো বাড়ি আর পরিবার পরিজন।'

'হুম, আসলে জীবনে চাকরিরও দরকার আছে।' বিজ্ঞের মতো মন্তব্য করল জেন। 'আচ্ছা! আপনি কি আমার জন্য আপনাদের ওই দিকে একটা চাকরির ব্যবস্থা করতে পারবেন?' প্রশ্ন করল সে।

'আমি আপনার জন্য এর চেয়ে ভালো আরেকটা ব্যবস্থা করে দিতে পারি।' রহস্যময় ভাবে বলল সে। 'অবশ্য যদি আপনি চান তাহলেই...'

'তাই নাকি? কী ব্যবস্থা, শুনি?'

'কিছু মনে করবেন না, পরে বলব।' বলল সে। একটুক্ষণ চিন্তা করে আবার যোগ করল, 'ও! জানেন, গতকালের আগ পর্যন্ত কোন মেয়েকে দেখে এমন অনুভূতির সৃষ্টি হয়নি... এর আগ পর্যন্ত কখনও মনেও হয়নি যে বিয়ে করে সংসারী হবো কিংবা কোন মেয়ের সাথে জীবন কাটাব।'

'গতকাল?'

'হুম। সেদিন অরিয়ন হাউজের বাজারে তাকে প্রথম দেখি। আমার জীবন বদলে দেওয়া সেই নারী...' বলতে বলতে গাঢ় চোখে জেনের দিকে তাকিয়ে রইল।

'ইস! ডেলফিনিয়াম ফুলগুলো কী সুন্দর!' আরক্ত মুখে তাড়াহুড়ো করে বলে উঠল সে।

'ডেলফিনিয়াম না, ওগুলো লুপিন।' হেসে উত্তর দিল সেই লোকটি।

'হোক, এটা এমন কোন ব্যাপার না।' উত্তর দিল জেন।

'খুব সামান্য।' এই বলে জেনের কাছ ঘেঁষে বসল যুবক।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ফ্রুটফুল সানডে

রূপান্তরঃ ডা. মোঃ রিদওয়ান ইসলাম

'আহ, আসলেই...কী যে খুশি লাগছে! শুধু একবার যদি ওই বুড়িটা আমাকে এখন দেখত! সারাদিন শুধু জেন আর জেন!' টানা চতুর্থবারের মতো একই বুলি আওড়াল মিস ডরোথি প্র্যাট।

এই কঠোরভাবে 'বুড়ি' সম্বোধনে ডাকা মানুষটি হলেন মিস প্র্যাটের সম্মানীয় কর্ত্রী, মিসেস মেকেঞ্জি জোন্স! যিনি পরিচারিকাদের যার যার খ্রিষ্টান নামে ডাকার ব্যাপারে বরাবরই বেশ কড়াকড়ি করেন। যদিও নিজের এই 'জেন' নামটা দুই চোখে দেখতে পারে না মিস প্র্যাট, তবুও মিসেস জোন্সের মুখে নিজের এই ডাকনামটাই সারাদিন শুনতে হয়।

পাশে বসে থাকা মিস প্র্যাটের বন্ধুটি সাথে সাথে কোন উত্তর দিল না...অবশ্য উত্তর না দেয়ার জুতসই কারণও আছে। বিশ পাউন্ড দিয়ে সদ্য কেনা ফোর্থ হ্যান্ড বেবি অস্টিন গাড়িটা নিয়ে মাত্র দ্বিতীয় বারের মতো ঘুরতে বের হয়েছে সে। সব মনোযোগ চার হাত পা দিয়ে গাড়ি চালানোর মতো 'কঠিন' কাজের পিছনেই পড়ে আছে তার, কে জানে গাড়ি হাঁকানোর ফাঁকে কখন কোন দুর্ঘটনা ঘটে!

'আহ...ইস!' দাঁতে দাঁত লাগিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে মি. এডওয়ার্ড প্যালগ্রোভ। বিকট খটর-মটর শব্দ করছে গাড়িটা, আরেকটু হলেই একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসত সে! যে আওয়াজটা হলো তা শুনে যেকোন দক্ষ চালক আঁতকে উঠবে!

'মেয়েদের সাথে কথা বলো না নাকি?' অভিমানের সুরে বলে উঠল মিস প্র্যাট।

মিস প্র্যাটের কথার উত্তর দেয়ার হাত থেকে বেঁচে গেল যুবক। কারণ ঠিক সেই সময় আরেক গাড়ির ড্রাইভার তাকে বকতে বকতে সাঁই করে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

'ইস। কী বেয়াদব ড্রাইভার দেখেছ!' মাথা নাড়তে নাড়তে বলল মিস প্র্যাট।

'ধ্যাত। গাড়ির ব্রেকটা যদি একটু ভালো কাজ করত!' তেতো স্বরে বলল মিস প্র্যাটের প্রেমিক।

'কেন? কোন সমস্যা?'

'কেয়ামত পর্যন্ত এই ব্রেকে পা দিয়ে রাখলেও,' বলল মি. প্যালগ্রোভ। 'কাজের কাজ কিছুই হবে না।'

'ওহ, টেড! বিশ পাউন্ড দিয়ে কেনা গাড়ির কাছ থেকে আর কীই-বা আশা করা যেতে পারে? একবার চিন্তা করে দেখো, অন্তত অন্য সবার মতো

BanglaBook.org

রোববারের ছুটির বিকেলে সত্যি সত্যি নিজের গাড়িতে চড়ে শহর থেকে দূরে একটু ঘুরতে তো যেতে পারছি! এই বা কম কী?'

গাড়িটা খটর মটর শব্দ করে চলছেই।

'আহ। এবার একটু ভালো লাগছে গাড়িটা চালাতে।' গর্বের সুরে বলল টেড।

'তুমি চালাচ্ছও খুব সুন্দর একটা গাড়ি!' গলায় প্রশংসার সুর ডরোথির।

প্রেমিকার প্রশংসায় মি. প্যালগ্রোভের সাহস আরও কিছুটা বেড়ে গেল। হ্যামারস্মিথ ব্রডওয়েতে এসে একটু গতি বাড়ানোর চেষ্টা করল সে। ফলাফল-কপালে জুটল পুলিশের বকুনি!

'আজকাল পুলিশগুলোর যে কী হচ্ছে! চারপাশে ওদের নিয়ে যেসব কথা বার্তা হয় তাতে...ওদের আরেকটু সংযতভাবে কথা বলা উচিৎ।' বলল ডরোথি। ইতিমধ্যে গাড়ির গতিতে একটু রাশ টেনে ধরেছে টেড। এগিয়ে চলেছে হ্যামারস্মিথ ব্রিজের দিকে।

'যাই হোক। এদিকে আসতে চাইনি আমি।' মন খারাপ এডওয়ার্ডের। 'ভেবেছিলাম গ্রেট ওয়েস্ট রোড ধরে গাড়ি ছোটাব।'

'হ্যাঁ! আর ওদের ফাঁদে পা দাও আর কী। সেদিন আমার মনিবানীর সাথেও একই ঘটনা ঘটেছে। পাক্কা পাঁচ পাউন্ড দিয়ে ছাড়া পেল শেষ পর্যন্ত।' বলল ডরোথি।

'পুলিশগুলো তাহলে একেবারে খারাপ না।' শান্তভাবে উত্তর দিল এডওয়ার্ড। 'টাকার কুমিরগুলোকে আলাদা কোন সুবিধা দেয় না দেখছি! পয়সাওয়ালা লোকগুলো ইচ্ছা করলেই যেকোন দোকানে গিয়ে দুই-চারটা রোলস রয়েস কিনে ফেলতে পারে, ওদের একটা চুলও নাড়াতে হয় না। এর কোন মানে হয়!'

'আর জুয়েলারি?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডরোথি। 'বন্ড স্ট্রীটের দোকানগুলো থেকে হীরা, মুক্তো আরও কত কী যে ওরা কিনতেই থাকে, আর আমি আছি আমার এই কমদামী মুক্তোর মালাটা নিয়ে!'

ডরোথি বিষয়টা নিয়ে গভীর চিন্তায় ডুব দিল, মন খারাপ হয়ে গেছে তার। এই সুযোগে এডওয়ার্ড আবার পুরো মনোযোগের সাথে গাড়ি চালানোয় মন দিয়েছে। রিচমন্ড জায়গাটা কোন রকম ঝামেলা ছাড়াই পার হলো ওরা। কিছুক্ষণ আগে পুলিশের বকুনি খাওয়ায় একটু ভয় পেয়েছে এডওয়ার্ড। আর কোন সমস্যায় পরতে চায় না। দুইদিক খোলা রাস্তা ধরে অন্য গাড়ির পিছনে অন্ধের মতো ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ওদের গাড়ি।

কিছুক্ষণ পর, কীভাবে যেন ওদের গাড়ি গ্রামের ছায়াঘেরা এক রাস্তায় এসে পড়ল। এরকম রাস্তা খুঁজে বের করতে দক্ষ ড্রাইভারেরও ঘাম ছুটে যায়।

BanglaBook.org

'বাহ! দেখো, তোমাকে কী সুন্দর একটা রাস্তায় নিয়ে এলাম।' বলল এডওয়ার্ড, সব কৃতিত্ব যেন ওর।.

'আসলেই অনেক সুন্দর জায়গাটা।' বলল মিস প্র্যাট। 'দেখো, এরকম সুন্দর যায়গায় কিছুদূর এগোলেই আমরা কোন না কোন ফল বিক্রেতার দেখা পেয়ে যাব।'

কিছুদূর যাওয়ার পর সত্যি সত্যি এমন একজন লোককে দেখা গেল। তার সামনে বেতের একটা টেবিলে অনেকগুলো ফলের ঝুড়ি, মাথার ওপরে একটা ব্যানার।

'কত করে?' ব্রেক চেপে গাড়িটা থামিয়ে বেশ উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করল এডওয়ার্ড।

'চমৎকার স্ট্রবেরি।' বলল সামনে দাঁড়ানো লোকটা। খুবই সাদাসিধে ধরনের একটা লোক, কিন্তু কেমন যেন একটা বাঁকা চাহনি। 'আপনার সাথের ভদ্রমহিলার কিন্তু ঠিক এই জিনিসটিই দরকার। একেবারে পাকা, মাত্র গাছ থেকে পাড়া বেরি এগুলো। খাঁটি ইংলিশ ফল। এক ঝুড়ি দেব?'

'দেখতে কিন্তু বেশ লাগছে।' বলল ডরোথি।

'আসলেই সুন্দর।' খসখসে গলায় বলে চলল লোকটা। 'আপনার জন্য সৌভাগ্য বয়ে নিয়ে আসবে এই ঝুড়ি ভর্তি বেরিগুলো।' অবশেষে এডওয়ার্ডের দিকে ফিরল সে, 'মাত্র দুই শিলিং স্যার। ঝুড়িতে করে যেই জিনিস নিয়ে যাচ্ছেন, জানলে বলতেন একেবারে পানির দামে দিলাম আপনাদের।'

এডওয়ার্ড মাথা ঝাঁকিয়ে দুই শিলিং লোকটাকে দিয়ে দিল, মাথায় তখন অন্য চিন্তা। মনে মনে হিসাব কষছে সে। কিছুক্ষণ পর আবার চা-নাস্তাও করতে হবে, সাথে যোগ হয়েছে রোববারের আকাশছোঁয়া দামে কেনা পেট্রোল। মেয়েদের নিয়ে ঘুরতে বের হওয়া আসলেই ঝক্কি। যা দেখে তা-ই কেনা চাই!

'ধন্যবাদ স্যার।' বলে উঠল লোকটা। 'যে টাকা দিলেন তার থেকে অনেক ভালো জিনিস পেলেন।'

এডওয়ার্ড গাড়িতে উঠে পা দাবানোর সাথে সাথে বেবি অস্টিনটা পাগলা অ্যালসেশিয়ান কুকুরের মতো খ্যাঁক করে উঠল। আরেকটু হলেই দিচ্ছিল সে ফল বিক্রেতার গায়ে গাড়ি উঠিয়ে।

'দুঃখিত।' বলল এডওয়ার্ড। 'গিয়ার পাল্টাতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

'তোমার আরেকটু সাবধান হওয়া উচিৎ।' বলল ডরোথি। 'আরেকটু হলেই তো বেচারা আহত হতো।'

এডওয়ার্ড কিছু বলল না। আরও অর্ধেক মাইল যেতেই ওরা নদীর তীরে আদর্শ একটা যায়গা খুঁজে পেল। অস্টিনটা রাস্তার ধারে রেখে নদীর তীরে

BanglaBook.org

ঘনিষ্ঠভাবে বসল এডওয়ার্ড আর ডরোথি। বসে বসে বেরি চিবুনো শুরু করল। সামনে পায়ের কাছেই রোববারের পত্রিকাটা পড়ে আছে।

'পত্রিকায় কী কী খবর ছেপেছে আজ?' বলে উঠল এডওয়ার্ড। চিত হয়ে শুয়েছে ও, রোদ থেকে চোখ বাঁচাতে টুপিটা মুখের ওপর টেনে নামানো। এক নজরে পত্রিকার শিরোনামগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিল ডরোথি।

'হতভাগ্য স্ত্রী, অদ্ভুত সব গল্প, পানিতে ডুবে আটাশ জন মানুষের মৃত্যু, একজন বৈমানিকের মৃত্যুর খবর, চমকপ্রদ রত্ন ডাকাতি... পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড মূল্যমানের একটি রুবির হার হারানো গিয়েছে! ওহ টেড! ভাবতে পারো? পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড!' পড়ে চলল ডরোথি, 'একুশটি রুবি দিয়ে বাঁধানো আসল প্লাটিনামের হারটি প্যারিসের ডাকঘর থেকে পাঠানো হয়েছিল; কিন্তু এখানে পৌঁছানোর পর, মোড়কের ভেতর কিছু নুড়ি পাথর ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি!'

'নিশ্চয় ডাকঘরেই চুরি হয়েছে!' বলল এডওয়ার্ড। 'ফ্রান্সের ডাকঘরগুলোর অবস্থা একেবারে যাচ্ছেতাই।'

'এরকম একটা হারের শখ আমার অনেকদিনের।' বলল ডরোথি। 'পাথরগুলো দেখেছ? রক্তের মতো জ্বলজ্বল করছে-ঠিক যেন কবুতরের রক্ত! ইস, একবার ভাবো, এই হারটা গলায় পরতে কেমন লাগবে?' মনে মনে কল্পনার জাল বুনছে ও।

'এমন হার কেনার সৌভাগ্য তোমার হবে বলে মনে হয় না।' কিছুটা বিদ্রূপের স্বরেই বলল এডওয়ার্ড।

মাথা ঘুরিয়ে তাকাল ডরোথি। চোখে বিরক্তির ছায়া। 'কেন? এখন দিনকাল আর আগের মতো নেই। জানো না, আজকাল মেয়েরাও অনেক এগিয়ে যাচ্ছে? কে জানে, একদিন হয়তো আমাকে মঞ্চে দেখবে!'

'চুপচাপ শান্ত ধরনের মেয়েরা কিছুই করতে পারে না।' নিরুৎসাহিত হয়ে বলল এডওয়ার্ড।

ডরোথি কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। কিছুক্ষণ পর ফিসফিস করে বলল, 'বেরিগুলো এদিকে দাও।'

'তোমার থেকে তো আমি বেশি খেয়ে ফেললাম! দেখি এদিকে দাও তো ঝুড়িটা, যা আছে ভাগ করে ফেলি দুজনের মধ্যে...আরে, ঝুড়ির নিচে...এটা কী?' বলতে বলতে ডরোথি হাতটা ঝুড়ির ভেতর থেকে বের করে আনল। হাতে একটা লম্বা হার, রোদের আলোয় রক্ত-লাল রুবিগুলো জ্বলজ্বল করছে!

ওরা দুইজনই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।

'এই জিনিস...এটা...এই ঝুড়িটার ভেতরে ছিল?' আমতা আমতা করে উঠল এডওয়ার্ড। মাথা নেড়ে সায় দিল ডরোথি।

BanglaBook.org

'হ্যাঁ। ফলগুলোর নিচেই ছিল।' যুবক-যুবতী একে অন্যের দিকে চেয়ে আছে এখনও।

'কীভাবে...এখানে কীভাবে এলো জিনিসটা?'

'আমি কিছুই জানি না। সবকিছু কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে...পত্রিকায় মাত্র এই খবরটা পড়লাম...আর সাথে সাথে এই হারের দেখা...'

'তুমি কি ভাবছ তোমার হাতে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডের ওই হার এসে পড়েছে?' হো হো করে হেসে উঠল এডওয়ার্ড।

'আমি তো শুধু বললাম, সব কিছু কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে। চিন্তা করে দেখো, ওরা লিখেছে রুবিগুলো বসানো ছিল প্লাটিনামের হারে। এই হারটার যেমন রুপালি রঙ, প্লাটিনাম কিন্তু তেমনই হয়! আর পাথরগুলো দেখো, কেমন জ্বলজ্বল করছে! দাঁড়াও তো গুনে দেখি কয়টা পাথর!' গোনা শেষ করল ডরোথি, 'টেড! ঠিক একুশটা!'

'হতেই পারে না!'

'সত্যি বলছি! পত্রিকায় যা লিখেছে, তার সাথে হুবহু মিলে গেছে। টেড! তাহলে কি ...'

'হতেও পারে।' দ্বিধায় পরে গেছে সে। 'ওগুলো আসল কিনা বুঝতে পারলে ভালো হতো। কাঁচে ঘষে দেখলে কেমন হয়।'

'ওভাবে হীরা পরীক্ষা করে, রুবি না ...যাই হোক... তোমার মনে আছে লোকটা কেমন অদ্ভুত ব্যবহার করছিল। ফলগুলো কেনার সময় কী যেন বলেছিল বিক্রেতা? হ্যাঁ, দাঁড়াও... মনে পড়েছে। আমরা নাকি যে টাকা দিয়েছি তার থেকে অনেক দামী জিনিস নিয়ে যাচ্ছি।'

'আচ্ছা তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু কেউ কেন শুধু শুধু হাজার পাউন্ডের হার আমাদের দিয়ে দিবে?'

কিছুক্ষণের জন্য দমে গেল মিস প্র্যাট। মাথা নামিয়ে নিল, প্রেমিকের সাথে তর্কে পেরে উঠছে না।

'তা ঠিকই বলেছ।' স্বীকার করল সে।

হঠাৎ করে চোখদুটো ঝিলিক দিয়ে উঠল তার, নতুন একটা ধারণা খেলা করছে তার মাথায়, 'আচ্ছা, এমন হতে পারে না যে পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে হারটা অন্য কারো কাছে গছিয়ে দিয়েছে সে?'

'পুলিশ!' ফ্যাঁকাসে হয়ে গেল এডওয়ার্ডের চেহারা।

'হ্যাঁ। পুলিশ। আর পত্রিকাতেও তো লিখেছে যে পুলিশ একটা সূত্র পেয়েছে।'

BanglaBook.org

কোন এক অজানা কারণে ভয়ের শীতল এক স্রোত এডওয়ার্ডের শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল, 'আমার ব্যাপারটা ভালো লাগছে না। পুলিশ যদি আমাদের পেছনে লাগে?'

'আমাদের পেছনে কেন লাগতে যাবে? আমরা তো কিছুই করিনি।' বলে উঠল ডরোথি। 'আমরা ঝুড়িতে হারটা পেয়েছি শুধু।'

'বোকার মতো শোনাচ্ছে, এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। এরকম তো সচরাচর হয় না!'

'তা ঠিক।' স্বীকার করল ডরোথি। 'আচ্ছা টেড, তোমার কী মনে হয়? এটা কি আসলেই সত্যিকারের রুবির হারটা? আমার তো রূপকথার গল্পের মতো লাগছে সবকিছু!'

'আমার লাগছে না।' শ্রাগ করে উঠল এডওয়ার্ড। 'আমার কাছে অন্য ধরনের গল্পের মতো লাগছে, যে গল্পের নায়ক বিনা দোষে চৌদ্দ বছরের জন্য জেলে যায়!'

কিন্তু ডরোথি এসব কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছে না। নিজের অজান্তেই হারটা গলায় পড়ে ফেলেছে। হ্যান্ড-ব্যাগ থেকে ছোট একটা আয়না বের করে নিজেকে দেখছে সে। অদ্ভুত কোন মোহ কাজ করছে ওর ভেতর, পুরোপুরি সম্মোহন করে ফেলছে ওকে হারটা!

'রানীদের যেমন লাগে, ঠিক তেমন লাগছে আমাকে!' বলে উঠল ডরোথি। গলায় চাপা উচ্ছ্বাস।

'এটা আসল হারটা হতেই পারে না, আমি বিশ্বাস করি না।' উগ্রভাবে বলে উঠল এডওয়ার্ড। 'সব নকল! হারটাও নকল, রুবিগুলোও নকল!'

'হ্যাঁ, হতেও পারে নকল।' বলল ডরোথি। এডওয়ার্ডের কোন কথাই কানে ঢুকছে না তার। মুগ্ধ চোখে আয়নায় নিজেকে দেখছে সে।

'আর কোন ব্যাখ্যা নেই। এছাড়া কিছু হওয়া সম্ভব না।'

'কবুতরের রক্ত!' একা একাই ফিসফিস করে উঠল ডরোথি।

'সম্পূর্ণ অযৌক্তিক! ডরোথি তুমি কি আমার কোন কথা শুনছ? কোন যুক্তি নেই এটা আসল হার হওয়ার, হতেই পারে না!'

ডরোথি এডওয়ার্ডের দিকে ঘুরে তাকাল। এক হাত তখনও গলায়, রুবির হারটা শক্ত করে ধরা।

'কেমন দেখাচ্ছে আমাকে?' প্রশ্ন করল ও।

হঠাৎ এডওয়ার্ডের সব দুশ্চিন্তা এক নিমেষে কেটে গেল। ডরোথির ভিতর থেকে অদ্ভুত এক রাজকীয় সৌন্দর্য ফুটে বের হচ্ছে। ও আগে কখনই এমন রূপে তার প্রেমিকাকে দেখেনি। কথা হারিয়ে ফেলেছে এডওয়ার্ড... এ যে অন্য কোন ডরোথি! পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডের হার তার গলায়, শুধু এই বিশ্বাসই তাকে

BanglaBook.org

আমূল পরিবর্তন করে ফেলেছে! ডরোথিকে অপরূপ সুন্দর দেখাচ্ছে...ক্লিওপেট্রা, সেমিরামিস, যেনোবিয়া ইতিহাসের বিখ্যাত রানীদের কাতারে চলে এসেছে ও!

'তোমাকে... তোমাকে... অসম্ভব সুন্দর লাগছে!' মৃদুভাবে বলল এডওয়ার্ড।

হেসে উঠল ডরোথি। ওর হাসিও সম্পূর্ণ বদলে গেছে!

'দেখো, এভাবে চুপচাপ বসে থাকা যায় না।' বলে উঠল এডওয়ার্ড। 'আমাদের পুলিশের কাছে যাওয়া উচিৎ।'

'বোকার মতো কথা বলো না তো।' বিরক্তি ঝরে পরছে ডরোথির গলায়। 'এইমাত্র তুমি বললে যে এই গল্প কেউ বিশ্বাস করবে না। চুরির দায়ে জেলে যাওয়ার শখ হয়েছে নাকি?'

'কিন্তু- কিন্তু এছাড়া কীই-বা করার আছে?'

'হারটা আমাদের কাছেই না হয় থাকুক।' বলে উঠল বদলে যাওয়া নতুন ডরোথি।

'কী? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?' অবাক চাহনি এডওয়ার্ডের।

'আমরা খুঁজে পেয়েছি, এটা আমাদের কাছেই রাখব না হয়। আমি মাঝে মাঝে পরব গলায়।'

'হারের মতো পুলিশও তোমাকে খুঁজে নেবে!' খোঁচা দিল এডওয়ার্ড।

দুই-এক মিনিট মনে মনে কী যেন ভাবল ডরোথি।

'আচ্ছা, ঠিক আছে।' বলে উঠল সে, 'আমরা এই হারটা বিক্রি করে দেব। এরপর তুমি চাইলে একটা না, দুটো রোলস রয়েলস কিনতে পারবে! আমিও হীরার কিছু হার, আংটি কিনব।'

হতবিহ্বল চোখে চেয়ে আছে এডওয়ার্ড। কী বলবে ভেবে উঠতে পারছে না।

'এমন সুযোগ বার বার আসে না।' গলায় অধৈর্যের সুর ডরোথির। 'এখন সুযোগ কাজে লাগাবে কিনা এটা তোমার ব্যাপার। আমরা কিছু চুরি করিনি। হারটাও নিজে থেকেই আমাদের কাছে এসে পড়েছে। মনের সাধ মেটানোর এমন সুযোগ জীবনে আর কোনদিন না-ও আসতে পারে। ওহে এডওয়ার্ড প্যালগ্রোভ, একটু তো সাহস দেখাও।'

'জিনিসটা বিক্রি করা এত সহজ হবে না।' ভাষা খুঁজে পেয়েছে এডওয়ার্ড। 'যেকোন জহুরি প্রশ্ন করবে, আমি এই চকমকে হারটা কোথায় পেলাম?'

'জহুরির কাছে নিতে হবে কেন? তুমি কী কখনও গোয়েন্দা গল্প পড় না? দালালের কাছে যেতে হবে তোমাকে। ওরাই ব্যবস্থা করবে।'

'আমি সম্মানিত পরিবারের সন্তান। দালাল-টালাল চিনি না। কোথায় তাদের খোঁজ পাওয়া যায়, তাও জানি না।'

'পুরুষদের সব কিছু জানতে হয়।' বিরক্তি ঝরে পরছে ডরোথির গলা থেকে। 'এছাড়া তোমাদের কাজটা কী শুনি?'

BanglaBook.org

এডওয়ার্ড ওর দিকে তাকাল। ডরোথি পুরোপুরি শান্ত, চোখে একরোখা দৃষ্টি।

'আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না তুমি এসব বলছ!' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল সে।

'আমি তোমাকে আরও সাহসী ভাবতাম।'

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। ওদের মাঝে আগের সেই পরিবেশটা আর নেই। ধীরে ধীরে ডরোথি উঠে দাঁড়াল। 'চলো, যাওয়া যাক।' বলে উঠল ও।

'ওটা গলায় পরেই যাবে?'

হারটা খুলে ফেলল ডরোথি। একবার ভক্তি ভরে জিনিসটার ওপর নজর বুলিয়ে নিল। তারপর ব্যাগে চালান করে দিল হারটাকে।

'ওটা এদিকে দাও। ওটা আমার কাছে থাকা দরকার।'

'না।'

'দাও বলছি। আমি সৎভাবে বাঁচব, ছোটবেলায় এই শিক্ষা পেয়েই বড় হয়েছি।'

'তুমি থাক তোমার সততা নিয়ে। বাস্তব জীবনে ওসব কাজে আসে না বড়।'

'ওহ, দাও তো।' অবশেষে ভেঙে পড়ল এডওয়ার্ড। 'ঠিক আছে। আমি দালাল খুঁজে বের করব। তুমি ঠিকই বলেছ, এমন সুযোগ আমাদের কপালে আর কোনদিন আসবে না। তাছাড়া আমরা কোন দোষ করিনি... জিনিষটা তো আসলেই আমরা দুই শিলিং দিয়ে কিনেছি। পুরনো জিনিসপত্রের দোকানগুলো তো প্রতিদিন সগর্বে এই কাজই করে।'

'তাই তো বলছি এতক্ষণ।' খুশি হয়ে উঠল ডরোথি। 'ওহ, এডওয়ার্ড। তোমার জবাব নেই!'

হারটা নিজের প্রেমিকার কাছ থেকে নিয়ে পকেটে চালান করে দিল এডওয়ার্ড। বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ভেতরে ভেতরে, এই মুহূর্তে নিজেকে খুব একটা ভালো মানুষ বলে ভাবতে পারছে না ও, মনটা বিষিয়ে উঠেছে। অস্টিনে করে সোজা ফেরার পথ ধরল ওরা। চা পানের কথাও ভুলে গেছে। লন্ডনে পৌঁছানোর পুরোটা পথ কেউ কোন কথা বলল না। একবার শুধু রাস্তার ধারে এক পুলিশ ওদের গাড়ির সামনে চলে এসেছিল। বুকটা ধক করে উঠেছিল এডওয়ার্ডের। অলৌকিকভাবে কোনরকম ঝামেলা ছাড়াই বাড়িতে পৌঁছল ওরা।

'চিন্তা করো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।' ডরোথিকে বাসায় নামানোর সময় বলে উঠল এডওয়ার্ড। 'পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড! এর জন্য একটু ঝামেলা তো পোহাতেই হবে।'

সে রাতে একদমই ঘুম হলো না এডওয়ার্ডের। সারা রাত 'ডার্টমুর জেল' দেখা দিল ওর দুঃস্বপ্নে! ভোরে জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থায় বিছানা ছাড়ল সে। দালাল

BanglaBook.org

খুঁজতে বের হতে হবে ওকে, কিন্তু কোথায় খুঁজবে, কাকে জিজ্ঞাসা করবে, কিছুই জানে না সে।

অফিসেও ঠিক মতো কাজ করতে পারল না ও। অগোছালো কাজের জন্য কপালে মধ্যাহ্নভোজনের বিরতির আগেই জুটল এক দফা বকুনি।

কোথায় দালালের খোঁজ পাওয়া যাবে? হোয়াইট চ্যাপেল? স্টেপনি? মনে মনে সারাদিন হিসাব কষেছে এডওয়ার্ড।

খেয়ে দেয়ে সবে অফিসে এসে ঢুকেছে। হঠাৎ অফিসে ডরোথির ফোন এলো, 'টেড শুনছ?' ওপাশ থেকে কান্না ভেজা গলায় বলে উঠল ও। গলা শুনেই বোঝা যাচ্ছে প্রচণ্ড রকম ভেঙে পড়েছে। 'যা বলার তাড়াতাড়ি বলতে হবে। আমার হাতে বেশি সময় নেই। যেকোন সময় মিসেস জোন্স চলে আসতে পারেন। আচ্ছা, তুমি এখনও হারটার কিছু করোনি তো?'

নেতিবাচক সাড়া দিল এডওয়ার্ড।

'কিছু করো না। কাল সারারাত আমি দুই চোখের পাতা এক করতে পারিনি। শুধু বাইবেলের বাণী মনে পড়ছিল আমার-চুরি করা মহাপাপ। আমি মনে হয় গতকাল পাগল হয়ে গিয়েছিলাম, শয়তান ভর করেছিল আমার ওপর। প্রিয়তম, তুমি কিছু করবে না তো?'

কথাগুলো এডওয়ার্ডের কানে যেন অমৃতের মতো শোনাল। মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কিন্তু এত সহজে বুঝতে দিতে চায় না সে... 'আমি যখন বলি আমি কিছু করব আমি সেটা করে ছাড়ি।' কঠিন গলায় বলে উঠল ও।

'প্রিয়তম, এটা করা ঠিক হবে না। ইস, আমার মনিবানী আসছেন। শোনো, আজ রাতে নৈশভোজে বাইরে যাবেন তিনি। আমি সেই ফাঁকে তোমার সাথে লুকিয়ে দেখা করতে আসব। আমার সাথে দেখা করার আগে তুমি কিছু করবে না। রাত আটটায় রাস্তার ধারে অপেক্ষা করবে আমার জন্য...' ফোনের ওপাশে আস্তে আস্তে গলা মিলিয়ে যাচ্ছে ডরোথির, 'জি, আসছি ম্যাডাম। রং নাম্বার, ব্লুমসবেরী ০২৩৪ নম্বর চাইছিল।'

সন্ধ্যায় অফিস থেকে বের হলো এডওয়ার্ড। হাঁটতে হাঁটতে পাশের পত্রিকার দোকানের দিকে চোখ গেল তার। বেশ বড় করে শিরোনাম ছেপেছে পত্রিকায়।

'রুবির হার চুরি, সর্বশেষ সংবাদ।'

পাগলের মতো পত্রিকা কিনল সে। কোনমতে পাতাল রেলের একটা সিট যোগাড় করেই চোখের সামনে মেলে ধরল পত্রিকাটি। বাসায় ফিরতে ফিরতেই গোগ্রাসে গিলে নিল সব খবর। চাপা একটা শ্বাস ছাড়ল এডওয়ার্ড। কেউ যেন একটা পাথর সরিয়ে দিয়েছে ওর বুক থেকে।

BanglaBook.org

হঠাৎ পাতার নিচের দিকে আরেকটি খবরে চোখ আটকে গেল এডওয়ার্ডের। এক নিঃশ্বাসে পুরোটা পড়ে নিল সে। কাঁপা কাঁপা হাত থেকে পত্রিকাটা পড়ে গেল মেঝেতে...

ঠিক ৮ টার সময় ডরোথির সাথে দেখা হলো তার।

'টেড, তুমি কিছু করোনি তো?' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ডরোথি।

'না। আমি কিছুই করিনি।' পকেট থেকে রুবির হারটা বের করল এডওয়ার্ড। 'নাও, এখন এটা পরে ফেলো তো!'

'কিন্তু, টেড...'

'পুলিশ রুবি-চোরটাকে ধরে ফেলেছে। হারটাও উদ্ধার হয়ে গেছে। নাও... এখন এটা পর।' ডরোথির চোখের সামনে কাগজটা মেলে ধরল এডওয়ার্ড।

পড়া শুরু করল ডরোথি-

'বিজ্ঞাপনের নতুন কৌশল'

প্রতিদ্বন্দ্বী উল্‌ওর্থ কোম্পানিকে টেক্কা দেয়ার জন্য নতুন এক বিজ্ঞাপনী কৌশল অবলম্বন করেছে ফাইভপেনী ফেয়ার। গতকাল রোববার শহরের আশে পাশে বিভিন্ন যায়গায় ফল ভর্তি ঝুড়ি বিক্রয় করে তারা। প্রতি পাঁচ ঝুড়ির একটিতে রঙ্গিন পাথর বসানো দারুণ এক গলার হার লুকানো ছিল। নকল হলেও ফলের ঝুড়ির দামে পাওয়া অপ্রত্যাশিত এই উপহার ক্রেতাদের মনে প্রবল আলোড়ন ফেলতে সক্ষম হয়। আশা করা হচ্ছে সামনের রোববার ফলের ঝুড়িগুলোর জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পাবে। দেশীয় ব্রিটিশ ফল বিক্রির জন্য ফাইভপেনী ফেয়ারের এই প্রচেষ্টাকে আমরা সাধুবাদ জানাই। আমরা আমাদের পাঠকদের আরও বেশি বেশি ফল খাওয়ার আহবান করছি।

'হুম...' বলল ডরোথি। ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না।

'হুম' বলে উঠল এডওয়ার্ড। 'আমারও একই রকম লাগছে।'

রাস্তা ধরে যেতে যেতে এক লোক ওর হাতে একটা পত্রিকা গুঁজে দিল। 'একটা নিন।' বলে উঠল লোকটা।

'সৎ চরিত্রবান নারী, হীরার চেয়েও দামী।' কাগজের ওপর লিখা।

'এই নাও। এবার তো মন ভালো করো!'

'আমার এত ভালো মেয়ে হয়ে থাকার ইচ্ছা নেই।' বলে উঠল ডরোথি।

'যতক্ষণ এই রুবির হারটা পড়ে আছ, তোমাকে একটুও ভালো মেয়ে মনে হচ্ছে না।' দুষ্টুমির স্বরে বলল এডওয়ার্ড।

হেসে উঠল ডরোথি।

'হা হা। তুমি পারোও বটে। চলো যাই, সিনেমা দেখে আসি।'

BanglaBook.org

আর একবার অনেক কষ্ট করে জেমস বন্ড তার হাতের ছোট হলুদ বইটার ওপর মনোযোগ দিল। বাহ্যিকভাবে বইটা সাদামাটা তবে শিরোনামটা চমৎকার 'আপনি কি আপনার বেতন বার্ষিক ৫০% বৃদ্ধি করতে চান?' বইটার দাম এক শিলিং। জেমস সবে বইটির দুই পৃষ্ঠা পড়া শেষ করেছে যাতে চাকরীতে উন্নতির নানা পরামর্শ দেয়া হয়েছে। যেমন, বসের চেহারার দিকে তাকিয়ে কথা বলতে হবে, সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের চর্চা করতে হবে, তুমি দক্ষ এটা প্রকাশ করতে হবে ইত্যাদি। জেমস ধীরে ধীরে বইটির মূল অংশে প্রবেশ করছে। তাতে আছে, 'দৃঢ় চিত্ত মানুষ সে যা জানে তার সবটুকু সবসময় প্রকাশ করে না।' বইটা বন্ধ করল জেমস, মাথা তুলে সাগরের নীল দিগন্তে তাকিয়ে থাকলো। তীব্র একটা সন্দেহ তার মনে দেখা দিলো সে হয়তো তেমন দৃঢ় চিত্তের মানুষ না। দৃঢ় চিত্ত মানুষ হলে বর্তমান অবস্থা তার নিয়ন্ত্রণে থাকতো, সে তার শিকার হতো না। সেই সকালে জেমস ষাটতমবারের মতো তার ভুলগুলো নিয়ে ভাবতে লাগলো।

আজকে তার ছুটির দিন। বিদ্রূপের হাসি হাসল জেমস। কে তাকে প্ররোচিত করেছে অভিজাত সিসাইড রিসোর্ট 'কিম্পটন-অন-সি' তে আসার জন্য? গ্রেস। কে তাকে সাধ্যাতীত খরচের মধ্যে নিমজ্জিত করেছে? গ্রেস। সে স্বেচ্ছায় গ্রেস এর কথামতো এখানে এসেছে। তার ফলে কি পাচ্ছে সে? যখন সে সমুদ্র থেকে দেড় কিলো দূরে একটা বোর্ডিং হাউজে বসে আছে, তখন গ্রেস দৃশ্যত তাকে ফেলে সমুদ্রের কাছে একটি এসপ্লানাদ (সমুদ্রের তীরবর্তী সমতল রাস্তা যেখানে সকলে হাটতে বা ড্রাইভে যেতে পারে-তা সংলগ্ন) হোটেলে উঠেছে।

জেমসের স্মৃতিপট ভেসে এলো গত তিন বছরে তার এবং গ্রেস এর শীতল প্রেম, ভালোবাসা ও নানান খুনসুটি। একবার জেমস হঠাৎ করেই তাকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিল; তখন হাই স্ট্রিট এ মেসার্স বার্টলস এর দোকানে মিলিনারি হ্যাট (এক ধরনের মেয়েদের হ্যাট) পড়ে সে কত উল্লসিত হয়েছিল। প্রথমদিকে জেমস নিজেই নিজেকে দেখে ঈর্ষান্বিত বোধ করতো। কিন্তু, এখন। খুবই দুঃখের বিষয় যে, বল এখন অন্য একজনের কোর্টে। গ্রেস এখন, বলতে গেলে অনেক টাকা উপার্জন করছে যা তাকে উন্নাসিক বানিয়ে তুলেছে। উপরন্তু, সে লম্পট প্রকৃতির ক্রুদ সপওয়ার্থ এর পাল্লায়-ও পড়েছে।

মাটিতে গোড়ালি চেপে ধরে দিগন্তের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে চিন্তা করতে লাগলো জেমস-'কিম্পটন-অন-সি' মূলত বড়লোকদের এবং কেতাদুরস্তদের রিসোর্ট যাতে দুটো বিশাল হোটেল আছে, কেতাদুরস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রী, ধনী ব্যবসায়ী এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকজনদের মালিকানায় কয়েক মাইল-ব্যাপী দৃষ্টিনন্দন বাংলো আছে। সজ্জিত সবচেয়ে ছোট বাংলোর ভাড়াই হলো

BanglaBook.org

সপ্তাহে পঁচিশ গিনির মতো। আর বড়টার ভাড়া হিসেব কষতে গেলে তো দ্বিধায় পড়ে যেতে হয়। এরকম একটি বাংলো আছে জেমসের বোর্ডিং হাউজের পেছনে যার মালিক প্রখ্যাত খেলোয়াড় লর্ড এডওয়ার্ড ক্যাম্পিয়ন। ওই বাংলোতে এখন স্বনামধন্য অতিথিদের আনাগোনা। এদের মধ্যে আছেন ভারতের মারাপুত্রা রাজ্যের রাজা যিনি অঢেল সম্পত্তির মালিক। জেমস ওই সকালেই তার সম্পর্কে স্থানীয় দৈনিকে পড়েছে–তার সম্পত্তি, তার রাজপ্রাসাদ, তার রত্নভাণ্ডার ইত্যাদি। তবে পত্রিকাগুলো বিশেষভাবে একটি বিখ্যাত এমারেল্ড রত্নের কথা উল্লেখ করেছে যার আকার কবুতরের ডিমের মতো যা জেমসের মনে ভালই ছাপ ফেলেছে।

'যদি আমার এরকম একটা এমারেল্ড থাকত,' দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আনমনে বলল জেমস, 'আমি গ্রেসকে দেখিয়ে দিতাম'। হঠাৎ পেছন থেকে হাসির আওয়াজ ভেসে এলো, জেমস উঠে গ্রেস এর সামনে দাঁড়াল। গ্রেস এর সঙ্গে ক্লারা সপওয়ার্থ, অ্যালিস সপওয়ার্থ, ডরোথি সপওয়ার্থ এবং লম্পট ক্লদ সপওয়ার্থ ও ছিল। গলায় গলা মিলিয়ে হাসছিল মেয়েরা।

'কি হয়েছে তোমার? তুমি তো দেখি পুরোই একজন আগন্তুক,' গ্রেস খোঁচা মেরে বলল।

'হ্যাঁ,' জেমস উত্তর দিল।

আরেকটু ভালোভাবে বলতে পারত ভাবল জেমস। শুধু একটি শব্দে উত্তর দিয়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে না। ক্লদ সপওয়ার্থের দিকে হিংসা ও ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাল সে । ক্লদ সপওয়ার্থ মিউজিক্যাল কমেডির হিরোদের মতো সুন্দর পোশাক পরিহিত ছিল। মনে মনে এমন একটা মুহূর্ত কামনা করছিল জেমস যেন কোন সমুদ্র সৈকতের কুকুর এসে তার ভেজা, কর্দমাক্ত পা দিয়ে সপওয়ার্থের সুন্দর পাজামা জোড়া নোংরা করে দেয়। যদিও সে নিজেও মোটামুটি মানের ঘন–ধুসর ফ্ল্যানেল ট্রাউজার্স পরে ছিল।

'বাতাসটা খুব আরামদায়ক, তাই না?,' জোরে শ্বাস নিতে নিতে বলল ক্লারা, 'মনটাই ভালো করে দেয়'।

খিল খিল করে হেসে উঠল সে।

'এটা ওজোন গ্যাস,' বলল অ্যালিস, 'এটা টনিকের মতো কাজ করে।' সেও হেসে উঠল।

মনে মনে তাদের গুষ্টি উদ্ধার করল জেমস । সারাক্ষণ হাসির মতো কি আছে এখানে। তারা তো কেউ কোন মজার কথা বলছে না।

ক্লদ হাল্কা স্বরে বলে উঠলো ক্লদ, 'গোসলে নামলে কেমন হয়, আশা করি ব্যাপারটা খারাপ দেখাবে না।' গোসলের আইডিয়াটা মনে ধরল সবার। অবশেষে গ্রেস জেমসকে বলল, 'আমরা সবাই ওখানে আছি, তুমিও আমাদের

BanglaBook.org

সাথে মধ্যাহ্নভোজনে অংশ নিতে পারো।' বলে সে অনিশ্চিতভাবে জেমসের পায়ের দিকে তাকাল।

'কোন সমস্যা,' একটু জোর দিয়ে বলল জেমস, 'তোমার সঙ্গে ঠিক যায় না, তাই না?'

'আমারও তাই ধারণা, তোমাকে হয়তো আর একটু কষ্ট সহ্য করতে হবে,' বলল গ্রেস, 'এখানে সবাই কেমন স্মার্ট, দেখেছো? ক্লুদের দিকে তাকাও।'

'হুম, খুব ভালোভাবে দেখেছি,' বাজে ভাবে বলল জেমস, 'তার মতো গাধা লোক আমি আমার জীবনে আর দ্বিতীয়টি দেখিনি।'

গ্রেস রেগে গেল। বলল, 'আমার বন্ধুদের সমালোচনা করার কোন দরকার নেই। এটা অভদ্রতা। সে এই হোটেলের অন্যান্য ভদ্রলোকদের মতোই পোশাক পরেছে।'

'বেশ! ভালো বলেছ' জেমস বলল, জানো আমি ক'দিন আগে 'সোসাইটি স্নিপেটস্' এ কি পড়েছি। 'তিনি ছিলেন একজন ডিউক...উনার নাম...রাজ্য... মনে করতে পারছি না, তিনি ছিলেন সেই আসরে সবচেয়ে জঘন্য পোশাক পরিহিত।'

'হাজার হোক তিনি তো একজন ডিউক,' গ্রেস বলল।

'আমিও হয়তো কোন একদিন ডিউক হতেও পারি। হুম, তা না হলেও ডিউকের সমমর্যাদার কেউ তো হতে পারবো।' বলে জেমস তার পকেট থেকে হলুদ বইটা খুলে ডিউকের সমমর্যাদার মানুষদের এক লম্বা ফর্দ বের করে গ্রেসকে দেখাল যারা জেমসের চাইতেও নাজুকভাবে জীবন শুরু করেছিল। শুনে মৃদু হাসল গ্রেস, 'এসেছে আমার কিম্পটন-অন-সি এর ডিউক!' রাগ ও হতাশা নিয়ে তার দিকে তাকাল জেমস। কিম্পটন এর সমুদ্রসৈকতের বাতাস গ্রেস কে কিছুটা ছুঁয়ে দিল।

কিম্পটন এর বিচটি বালুময় একটানা লম্বা সৈকত। দেড় মাইল জুড়ে সাজানো আছে বেদিং হাট বা স্নানশালা। তার মধ্যে টানা ছয়টি স্নানশালার সামনে টাঙানো আছে 'এসপ্লানাদ হোটেলের দর্শনার্থীদের জন্য'। সেই বিশেষ স্নানঘরের সামনের পার্টি শেষ হলো। গ্রেস জেমসকে বলল, 'আমি দুঃখিত জেমস, তুমি আমাদের সঙ্গে এই স্নানঘরে ঢুকতে পারবে না, তোমাকে একটু হেঁটে পাবলিক টেন্টগুলোতে যেতে হবে। তোমার সাথে পরে দেখা হবে।'

'ঠিক আছে।' বলে জেমস হাঁটতে শুরু করল।

সমুদ্রের দিকে মুখ করে বারোটি জরাজীর্ণ তাঁবু দাড়িয়ে আছে যার পাহারায় আছেন একজন বৃদ্ধ নাবিক। জেমসের কাছ থেকে কয়েন নিয়ে তিনি টিকেটের রোল থেকে একটি টিকেট ছিঁড়ে দিলেন, একটি টাওয়েল ছুড়ে দিলেন জেমসের দিকে এবং আঙুলের ইশারায় লাইনে দাঁড়াতে বললেন। লাইন দেখে জেমস হচকচিয়ে গেল। তাঁবুগুলো তো দখল হয়েই আছে, বরং সারিবদ্ধভাবে অনেকে

BanglaBook.org

দাড়িয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। সবচেয়ে ছোট সারিটাতে জেমস দাঁড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ একটা তাঁবুর পর্দা সরে গেল এবং অত্যন্ত সুন্দরী এক রমণী স্নানটুপি ঠিক করতে করতে তার নাগরের ইশারায় বেরিয়ে এলো। তারা ধীর পায়ে হেঁটে পানির কিনারায় গিয়ে সৈকতের বালুতে বসে পড়ল।

পাঁচ মিনিট অপেক্ষার পর দ্বিতীয় তাঁবু থেকে শব্দ পাওয়া গেল। বাবা-মা ও চার সন্তান বেরিয়ে এলো তাঁবু থেকে। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন মহিলা তাবুতে ঢোকার জন্য পর্দা ধরে টানাটানি শুরু করল। 'মাফ করবেন, আপনার দশ মিনিট আগে থেকে আমি এখানে অপেক্ষা করছি' প্রথম জন বললেন। দ্বিতীয়জন বলে উঠলেন, 'আমি সিকি ঘণ্টা ধরে এখানে অপেক্ষা করছি। আপনি যে কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।'

'থামেন, থামেন,' বলে উঠলেন বৃদ্ধ নাবিকটি যিনি তাঁবুগুলোর দায়িত্বে আছেন, দুই ভদ্রমহিলাদের দিকে ইঙ্গিত করে। তারা দু'জন তাদের কথা তাঁকে বললেন। পরে নাবিকটি হাত ইশারা করে দ্বিতীয় মহিলার দিকে রায় দিলেন এবং তাকে তাবুতে যেতে অনুমতি দিলেন। কে আগে সারিতে দাঁড়িয়েছিলেন–তিনি তা জানেনও না, তোয়াক্কাও করেন না। কিন্তু, তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। হতাশ জেমস তাকে জেঁকে ধরল। 'আমার কতক্ষণ লাগবে তাঁবু পেতে?' জিজ্ঞেস করল সে। কোলাহলের দিকে শান্ত দৃষ্টি দিয়ে নাবিক বলল, 'এক ঘণ্টাও লাগতে পারে, দেড় ঘণ্টাও লাগতে পারে, ঠিক বলতে পারব না।' ঠিক ওই মুহূর্তেই জেমস দেখল গ্রেস তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে সৈকতের বালির উপর দিয়ে সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে।

'ধ্যাত্তোরিকা,' নিজে নিজে বলে উঠলো জেমস। তারপর নাবিকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি কি অন্য কোথাও তাঁবু পেতে পারি? ওই দিকের তাঁবুগুলোর একটা? সেগুলো তো খালিই মনে হচ্ছে।' নাবিক জানাল, 'ওই স্নানশালাগুলো একান্ত ব্যক্তিগত।' কিছুটা অপমানিত বোধ করল জেমস, অপেক্ষমাণ সারি থেকে বিচ্ছিন্ন হলো এবং রাগতভাবে বালির উপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

'সবকিছুর একটা সীমা আছে,' রাগে গরগর করতে লাগল জেমস এবং সেই ব্যক্তিগত স্নানশালাগুলোর দিকে তাকাল। সেই মুহূর্তে জেমসের ভেতর এক প্রতিবাদী সত্তা জন্ম নিল। আত্মতান্ত্রিক উদার হিসেবে পরিচিত জেমস অদম্য প্রতিবাদী সমাজতান্ত্রিক বনে গেল, প্রতিবাদী হয়ে উঠল সে। 'কেন ধনীদের ব্যক্তিগত স্নানশালা থাকবে এবং তারা ভিড়ের মধ্যে না দাঁড়িয়ে যখন চাইবে তখনই গোসল সারতে পারবে। এটা ঠিক না। এটা মোটেই ঠিক না।' জেমস আবছা ভাবে বলল, 'আমাদের সমাজব্যবস্থার পুরোটাই গলদ।'

BanglaBook.org

এদিকে সমুদ্রতীর থেকে ভেসে আসছিল গ্রেস এর ধ্বনি। তার রিনিঝিনি ধ্বনির পাশাপাশি ভেসে আসছিল ক্লদ সপওয়ার্থ এর অর্থহীন 'হা হা হা' আওয়াজ।

'ধ্যাত,' দাঁতে দাঁত চেপে জেমস বলল। কিছুদূর এগিয়ে সে থামল, ঘৃণা নিয়ে তাকাল ঈগল'স নেস্ট, বুয়েনা ভিসতা ও মোন দজির (তিনটি ব্যক্তিগত স্নানশালা) এর দিকে। স্নানশালাগুলোকে কল্পিত নাম দেয়া কিম্পটন-অন-সি'বাসীদের একটা রীতি। 'ঈগল'স নেস্ট' নামটা জেমসের কাছে সাদামাটাই লেগেছে। 'বুয়েনা ভিসতা' একটি ভিন্ন ভাষার শব্দ এবং তা তার ভাষাজ্ঞানের সীমার বাহিরে। তবে ফ্রেঞ্চ ভাষায় তার যতটুকু দখল আছে তা দিয়ে মোন দজির এর মানে সে আন্দাজ করতে পারছে। 'আমার অভিলাষ,' এটাই মোন দজির এর যথার্থ অর্থ এবং এক্ষেত্রে এ অর্থ মানিয়েছেও-ভাবল জেমস।

এমন সময় জেমস দেখল অন্য সব স্নানঘরের দরজা বন্ধ তবে মোন দজির এর দরজা খোলা। সে চারপাশে তাকাল, ওই নির্দিষ্ট জায়গাটা বড় বড় পরিবারের মায়েরা দখল করে রেখেছে এবং তাদের সন্তানদের দিকে নজর রাখছে। তখন মাত্র ১০ টা বাজে, কিম্পটন-অন-সি'র অভিজাত লোকজনের স্নানের সময় এখনো ঢের বাকি। কোয়েল পাখি আর মাশরুম ভক্ষণের পর এখানে নিশ্চয়ই কেউ বারোটার আগে আসবে না, জেমস ধারণা করল। সে আবার সমুদ্রের দিকে তাকাল। গ্রেস এর ধারালো গলার আওয়াজ ভেসে এলো। সঙ্গে ভেসে এলো ক্লদ সপওয়ার্থের 'হা হা হা'। জেমস দৃঢ় চিত্তে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'আমি যাবই যাব।'

জেমস মোন দজিরের দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করল। কিছু সময়ের জন্য সে সন্ত্রস্ত বোধ করল, দেখতে পেল নানান পোশাক আংটা দিয়ে আটকে রাখা অবস্থায় আছে তবে শীঘ্রই সে আশ্বস্ত হলো যে ভেতরে কেউ নেই। স্নানশালাটা দু'ভাগে বিভক্ত-ডান পাশে একটা মেয়ের হলুদ সোয়েটার, একটি জীর্ণ পানামা হ্যাট এবং একজোড়া বিচ-সুজ আংটা দিয়ে ঝুলানো আছে। বাঁপাশে রাখা ধূসর ফ্ল্যানেল ট্রাউজার্স, একটি পুলওভার এবং একটি স'ওয়েস্টার দেখে বুঝা যায় দু'ভাগে ছেলে ও মেয়ের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে। জেমস জলদি স্নানঘরের 'জেন্টলম্যান'স পার্ট' এ ঢুকে পড়ল এবং পোশাক ছাড়ল। তিন মিনিট পর সে অন্যদের মতই সমুদ্রের জলে খেলা করতে নেমে গেল। সে পেশাদার সাঁতারুদের মত নানান কায়দায় সাঁতরানো শুরু করল।

'ও! তুমি এখানে,' বলে উঠল গ্রেস, 'আমি তো ভেবেছিলাম স্নানঘরের সামনের অপেক্ষমাণ ওই ভিড় ঠেলে তুমি কখনোই এখানে আসতে পারবে না।'

'ও তাই!' তৎক্ষণাৎ তার মনে পড়ে গেল তার হলুদ বইয়ের লাইনটি, 'দৃঢ় চিত্তের লোক মাঝেমাঝে খুব কৌশলীও হয়।' সে তার আবেগকে সংবরণ করল। ক্লদ সপওয়ার্থ তখন গ্রেসকে ওভারআর্ম স্ট্রোক সাঁতার শেখাচ্ছিল। জেমস

BanglaBook.org

ক্লদকে বেশ জোরালো গলায় বলল, 'এভাবে না, এভাবে না, হে প্রবীণ, তোমার শেখান হচ্ছে না, আমি ওকে (গ্রেস-কে) দেখাচ্ছি।' তার কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস এত জোরালো ছিল যে ক্লদ নাস্তানাবুদ হয়ে গ্রেস কে সাঁতার শেখানোয় ক্ষান্ত হল। আফসোসের কথা হলো জেমসের এ বিজয়োল্লাস ছিল খুব অল্প সময়ের জন্য। আমাদের ইংলিশ দেশের জল এমন না যে তা স্নানরতদের অনেকক্ষণ জলে আটকে রাখবে। গ্রেস ও সপওয়ার্থ মেয়েদের চেহারা ততক্ষণে মলিন হয়ে গিয়েছে এবং তাদের দাঁতকাপুনি শুরু হয়ে গেল। দ্রুত সৈকতে দৌড়ে গেল তারা । জেমস স্নানশালা 'মোন দজির' এ একাকী ফেরত আসল। সে সুন্দরভাবে টাওয়েল দিয়ে নিজেকে ঢেকে জামা পরল। সে নিজের ওপর খুশি। যাক, এবার অন্তত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করা গেছে।

হঠাৎ সে বাহির থেকে মেয়েলি কণ্ঠ শুনে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। এই কণ্ঠ গ্রেস ও তার বন্ধুদের থেকে ভিন্নতর। সে বুঝতে পারল যে স্নানশালা 'মোন দজির' এর মালিকেরা এই দিকেই আসছে। জেমস ভাবল সে পোশাক পরে থাকবে ও তারা প্রবেশ করলে কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু, সে ভয় পেয়ে দরজার নব ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল। স্নানশালাটির জানালার পর্দা ঘন সবুজ রঙের ছিল। যাতে ভেতরে কেউ আছে বুঝা না যায়, সেজন্য মেঝেতে শুয়ে পড়ল জেমস। বাহির থেকে আলতোভাবে দরজা খোলার চেষ্টা করা হলো কিন্তু খুলল না।

'দরজা তো তালাবদ্ধ।' একটি নারী কণ্ঠ বলে উঠল, 'আমার মনে হয় পাগ বলেছিল যে দরজা খোলা।'

'না, ওগোল বলেছিল।' অন্য মেয়েটি বলল।

'ওগোলটা না...! আমাদেরকে আবার যেয়ে চাবি নিয়ে আসতে হবে।'

তাদের পদধ্বনি মিলিয়ে যেতে শুনল জেমস । দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। তড়িঘড়ি করে সে তার জামাকাপড় গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। দুই মিনিট পর সে যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব নিয়ে বীর-দর্পে সৈকতে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। সিকি ঘণ্টা পর গ্রেস ও তার সঙ্গীরা জেমসের সঙ্গে মিলিত হল। সকালবেলার বাকিটা সময় পাথর ছোঁড়া, বালিতে লিখা ও হাল্কা হাসিঠাট্টা করে কাটাল তারা। ঘড়ি দেখে ক্লদ সবাইকে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য তাগাদা দিতে লাগল।

'আমি খুব ক্ষুধার্ত,' বলল অ্যালিস।

সঙ্গে সঙ্গে বাকিরা সবাই জানালো যে তারাও খুব ক্ষুধার্ত।

'তুমি কি আসছ, জেমস?' গ্রেস জিজ্ঞেস করল।

'না যদি আমার জামা তোমার চোখে দৃষ্টিকটু হয়,' তিক্ততার সাথে বলল জেমস, 'যেহেতু তোমার নির্দিষ্ট বাছবিচার আছে, তাই আমার বোধ হয় না আসাই মঙ্গল।'

BanglaBook.org

গ্রেস মৃদুভাবে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল কিন্তু সৈকতের বাতাস তাকে আনমনা করে দিল। সে শুধু বলল, 'ঠিক আছে, তুমি যেমনটি চাও, বিকেলে দেখা হবে।'

জেমস হতভম্ব হয়ে একদৃষ্টিতে পশ্চাদপদসরণরত দলটির দিকে তাকিয়ে রইল।

বিকেলে জেমস শহরে হাঁটতে লাগল। কিম্পটন-অন-সি শহরে দু'টো ক্যাফে আছে। দুটোই গরম, গোলমাল-পূর্ণ, কোলাহলময় ও ঘিঞ্জি। স্নানঘরে যেমন লাইন ধরে সবাইকে কাজ সারতে হয়েছিল এখানেও তেমনি টেবিল পেতে সারিবদ্ধভাবে লাইন ধরতে হচ্ছে। যখনই জেমস এর পালা এলো, তখনই এক প্রৌঢ় মহিলা এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে একটি সিটের দখল নিয়ে নিল। যাই হোক, সে অবশেষে একটি ছোট টেবিলে বসার সুযোগ পেল। ওর বাম পাশে তিনজন কুমারী ইতালিয়ান অপেরা পারফর্ম করছিল। জেমস সেদিকে মনোযোগ দিল না কারণ সে সঙ্গীতের 'স' ও বোঝে না। সে বরং খাবারের মেনু-বুকে মনোযোগ দিল আর এক হাত পকেটে ঢোকাল। পকেটে কিছু একটা আছে মনে হচ্ছে।

'আজকে যেটাই খেতে চাই না কেন, নিশ্চিত তা আজকের মেনুতে থাকবে না। আমার সাথে সবসময় এমনই হয়।' আনমনে ভাবল সে। 'অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকিয়ে যায়।'

তার ডান হাত পকেটের ভিতর কিছু একটা অপরিচিত বস্তুর ছোঁয়া পেল। হাতের অনুভবে বুঝতে পারল যে মোটামুটি বড় সাইজের একটা পাথরের টুকরো।

'আমার পকেটে পাথর কণা কোত্থেকে এলো?' ওর হাত পাথরটিকে মুষ্টিবদ্ধ করল।

এমনই সময় একজন ওয়েট্রেস ওর দিকে এগিয়ে এলো।

'ফ্রাইড প্লেইস (এক ধরনের মাছ) ও চিপড্ পটেটোস, প্লিজ' জেমস বলল।

'আজ ফ্রাইড প্লেইস নেই, দুঃখিত।' বলল ওয়েট্রেস।

'ওকে, তাহলে বিফ কারি দিন।'

'সরি, বিফ কারি-ও নেই।'

রেগে গিয়ে জেমস বলল, 'তাহলে আছেটা কি? মেনুতে কোন আইটেমটা আমি পাবো সেটা বলুন তো আমাকে।'

ওয়েট্রেসকে দুঃখিত মনে হল এবং সে আঙুল দিয়ে হ্যারিকট মাটন (খাসীর মাংস ও এক ধরনের বিচির সমন্বয়ে তৈরি কারি) এর দিকে ইঙ্গিত করল। 'কী আর করা,' বলে জেমস হ্যারিকট মাটন-ই অর্ডার করল। মনে বিরক্তি নিয়ে সে তার ডান হাত ডান পকেটে থেকে বের করে আনল, একটা পাথর তার হাতে। আঙুল খুলে হাতের তালুতে রেখে সে আনমনে বস্তুটির দিকে তাকাল। একটা ধাক্কা খেল সে, অন্য সব চিন্তা তার মন থেকে উবে গেল, সমস্ত দৃষ্টি দিয়ে সে

BanglaBook.org

তাকিয়ে রইল বস্তুটির দিকে। যে বস্তুটা তার তালুতে, তা কোন পাথর নয়! নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করতে পারছিলো না। ওটা একটা এমারেল্ড রত্ন, একটা বড় সাইজের সবুজাভ এমারেল্ড রত্ন! সে ভীত-সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওটার দিকে। 'নাহ, এটা এমারেল্ড হতে পারে না, এটা নিশ্চয়ই কোন রঙিন কাচের টুকরা। এত বড় আকৃতির এমারেল্ড হয় না যদি না,' জেমসের মনে অন্য এক সম্ভাবনা উঁকি দিল, 'তা 'মারাপুত্নার রাজার এমারেল্ড যা কবুতরের ডিম্বাকৃতির' না হয়।' জেমস আনমনে ভাবল, 'হুম, হতে পারে, এটা হয়ত সেই এমারেল্ডই'। এমন সময় ওয়েট্রেস খাবার নিয়ে আসল এবং জেমস চট করে তার আঙুলগুলো বন্ধ করে ফেললো।

জেমসের শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল রক্তের স্রোত যেন বয়ে গেল। সে আড়ষ্ট হয়ে পড়ল। 'এটা যদি সত্যিকারের এমারেল্ড হয়,' জেমস রত্ন ভালো চেনে না, তবে পাথরটার আকার ও আভা বলে দিচ্ছে যে এটা আসল। জেমসের মনে 'পুলিশ' শব্দটি একটু উঁকি দিল। 'তুমি যদি কোন দামী বস্তু পাও, তা পুলিশের কাছে নিয়ে যাও' এ শিক্ষা পেয়ে বড় হয়েছে জেমস।

কিন্তু, জেমসের পাজামার পকেটে এমারেল্ডটা আসল কি করে? পুলিশ তো এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে। এবং কি উত্তর দিবে সে?

'কিভাবে এলো এমারেল্ডটা আমার প্যান্টের পকেটে?' কোন উত্তরই খুঁজে পাচ্ছে না জেমস। সে তার পাজামার দিকে আনমনে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ একটা সন্দেহ মনে উঁকি দিল। একজোড়া ওল্ড গ্রে ফ্ল্যানেল ট্রাউজার্স অন্য আরেকজোড়া ওল্ড গ্রে ফ্ল্যানেল ট্রাউজার্স এর প্রায় কাছাকাছিই দেখতে। বলতে গেলে প্রায় একই। দু'জোড়া ওল্ড গ্রে ফ্ল্যানেল ট্রাউজার্স পাশাপাশি রাখলে নিজেরটা খুঁজে নেয়াটা একটু কষ্টসাধ্যই বটে। জেমসের মনে হলো এই পাজামাজোড়া তার নিজের না। এখন সে বুঝতে পারছে কি ঘটনা ঘটেছে। স্নানশালা থেকে তাড়াহুড়ো করে বেরোনোর সময় সে ভুল পাজামা পড়ে চলে এসেছে। তার পাজামাজোড়া সে যে আংটায় একজোড়া পাজামা ঝুলানো ছিল তার পাশের আংটায় ঝুলিয়েছিল বলে গোসল সেরে পাজামা পরার সময় তারটা না পরে অন্য পাজামা পরে ফেলেছে। কিন্তু, ওই পাজামার পকেটেই বা এমারেল্ডটা কিভাবে এলো। কেউ নিশ্চয়ই এত দামী জিনিস পকেটে নিয়ে গোসলের উদ্দেশ্যে বেরোয় না। যতই চিন্তা করছে জেমস এটা নিয়ে, তত বেশি রহস্যময় মনে হচ্ছে। যাই হোক, এ কথা তো আর পুলিশকে বলা যাবে না যে সে অন্য একজনের স্নানঘরে ঢুকে ভুলে তার ট্রাউজার পরে চলে এসেছে। যদিও এটা বড় অপরাধ না, কিন্তু তার মন সায় দিলো না।

'আর কিছু লাগবে, স্যার।' ওয়েট্রেসটা আবার এসেছে। জেমস মাটনের কিছুটা মুখে পুরে দিয়ে বিল চাইল। বিল আসামাত্রই তা চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সে ক্যাফে থেকে বেরিয়ে সিদ্ধান্তহীনভাবে দাড়িয়ে থাকার সময় পাশের

BanglaBook.org

পেপার শপে পেপারে একটা খবর দেখে চোখ আটকে গেল তার। 'রাজার এমারেল্ড রত্ন চুরি গেছে'। 'ও খোদা,' বলে পকেট থেকে একটা পেনি বের করে একটা পেপার কিনে নিল। খবরে এসেছে, 'লর্ড এডওয়ার্ড ক্যাম্পিয়নের বাংলোতে অভিনব চুরি। রাজা মারাপুত্নার ঐতিহাসিক এমারেল্ড চুরি গেছে।' বিবরণ লিখা হয়েছে, 'লর্ড এডওয়ার্ড ক্যাম্পিয়ন সেই সন্ধ্যায় একটা পার্টি রেখেছিলেন তার বন্ধুদের সম্মানে। রাজা মারাপুত্না ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত একজন ভদ্রমহিলাকে তার এমারেল্ডটা দেখানোর জন্য রুমে ফিরে আসেন কিন্তু এমারেল্ড রত্নটা আর জায়গামতো পাননি। তৎক্ষণাৎ পুলিশকে ডাকা হয় কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোন ক্লু খুঁজে পায়নি পুলিশ। পেপারটা ফেলে দিল সে । কিছুতেই সে বুঝতে পারছে না কিভাবে পুরাতন ফ্ল্যানেল ট্রাউজারের ভিতর এমারেল্ডটা এলো। নিদেনপক্ষে এটুকু সে নিশ্চিত যে পুলিশ তার কথা বিশ্বাস করবে না এবং এমারেল্ড চুরির জন্য তাকেই দায়ী করবে। কি করবে সে এখন? ভালো দ্বিধায় পড়ে গেল জেমস।

এখন জেমস পকেটে চুরি যাওয়া ঐশ্বর্য নিয়ে কিম্পটন-অন-সি এর প্রধান রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে আর অন্যদিকে শহরের গোটা পুলিশ ফোর্স ওই ঐশ্বর্য তালাশে ব্যস্ত। কিভাবে এ থেকে নিস্তার পাওয়া যায়-ভাবল সে। দু'টি রাস্তা খোলা আছে– এক, পুলিশ স্টেশনে যেয়ে গোটা ঘটনা খুলে বলা কিন্তু এটা অবশ্যই উত্তম অপশন না; দুই, যে করেই হোক এমারেল্ডটা হতে নিস্তার পাওয়া–একটা ছোট প্যাকেটে ভরে রাজামশাইকে পার্সেল করে দেয়া যায়। নাহ, এটা করা যাবে না। সে এ ধরনের যথেষ্টই গোয়েন্দা কাহিনী পড়েছে। দেশের জাঁদরেল গোয়েন্দারা ম্যাগনিফাইং গ্লাস আর অন্যান্য আরো গোয়েন্দা সরঞ্জাম নিয়ে পার্সেলটা পরখ করবে এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রেরকের পেশা, বয়স, নেশা, চেহারা–সব বের করে ফেলবে। তার পরের এক ঘণ্টার মধ্যে জেমসের জায়গা হবে চৌদ্দ শিকের ভিতরে।

সরল আরেকটা চিন্তা জেমসের মাথায় খেলে গেল। মধ্যাহ্নভোজনের সময় ছিল তখন। সৈকত ফাঁকা থাকারই কথা। 'মোন দজির' স্নানঘরে যেয়ে তার পরনের ট্রাউজার্স সেখানে রেখে নিজেরটা নিয়ে এলেই তো কেল্লা ফতে, ঝামেলা মিটে যায়। যেই ভাবা, সেই কাজ। সে সৈকতের দিকে হাঁটা দিল।

জেমসের বিবেক তাকে ভালোই তাড়না দিচ্ছিল। যে করেই হোক, রাজার এমারেল্ড তাঁর কাছে ফেরত দিতেই হবে। তার নিজের ট্রাউজারজোড়া উদ্ধার করে পরনের জোড়া রেখে আসার পর চাইলে এ ব্যাপারে একটু গোয়েন্দাগিরিও করা যেতে পারে। যাই হোক, সে স্নানশালাগুলোর দিকে নজর রাখা বৃদ্ধ নাবিকের দিকে এগিয়ে গেল।

'মাফ করবেন, জেমস নরম গলায় বলল, আমার এক বন্ধুর একটা ব্যক্তিগত স্নানশালা আছে এই সৈকতে, বন্ধুর নাম মিস্টার চার্লস ল্যাম্পটন। আর

BanglaBook.org

স্নানশালার নাম, আমার ধারণা, 'মোন দজির'। বৃদ্ধ নাবিক খুব শান্তভাবে চেয়ারে বসে সমুদ্রের দিকে চেয়ে চারমিনার টানছিল। সমুদ্রের দিক থেকে দৃষ্টি না ফিরিয়েই চারমিনারটা একটু সরিয়ে সে বলল, 'মোন দজির' এর মালিক লর্ড এডওয়ার্ড ক্যাম্পিয়ন–এটা সবাই জানে। আমি কখনো মি. চার্লস ল্যাম্পটন নামে কারো কথা শুনিনি। সে হয়তো কোন আগন্তুক হবে।'

ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এলো জেমস। নিশ্চয়ই রাজামশাই এমারেল্ডটি নিজের পকেটে রেখে ভুলে যাননি এবং তা নিয়ে গোসলে আসেননি। তাহলে নিশ্চয়ই হাউজ পার্টির কোন না কোন সদস্য এ কাজটি করেছে, চুরি করার উদ্দেশ্যে। জেমসের পছন্দের কিছু গোয়েন্দা কাহিনির কথা মনে পড়ে গেল।

যাই হোক, জেমস তার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। ট্রাউজার বদল করবে। সৈকতটা, যেমনটা সে ভেবেছিল, তেমনি ফাঁকা। আরো ভালো কথা, 'মোন দজির' স্নানশালা তখনো খোলা। ভেতরে ঢোকা সময়ের ব্যাপার মাত্র। যেই না সে তার পাজামাজোড়া হুক থেকে নামাবে, অমনি পেছন থেকে একটা কণ্ঠ শুনে সে ঘুরে দাঁড়ালো।

'তোমাকে ধরে ফেলেছি, পিতলা ঘুঘু।' বলল আগন্তুক।

জেমস হা হয়ে রইল । মোন দজিরের দরজার সামনে দাড়িয়ে এক লোক, ভালো পোশাক পরিহিত, চল্লিশ বছর বয়স্ক হবে। তার চেহারা খুব তীক্ষ্ণ, বাজপাখির মতো।

'তোমাকে ধরে ফেলেছি।' বলল সে।

'তু..তুমি কে?' তোতলিয়ে উঠলো জেমস।

'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মেরিলিস,' শুকনো গলায় বলল সে, 'এখন তোমাকে এমারেল্ডটা ফেরত দিতে হবে।'

'এ..এমারেল্ড,' কিঞ্চিৎ সময় নিল জেমস।

'আমি কি বলেছি তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ। ' শুকনো গলায় বলল ইন্সপেক্টর মেরিলিস। তার অভিব্যক্তিতে জেমস অন্য কিছুর আভাস পেল।

'আমি জানি না তুমি কি নিয়ে কথা বলছ,' আত্ম-সম্মানবোধের অভিব্যক্তি নিয়ে বলল জেমস ।

'ও তাই! বোকা সাজছ। আমি জানি তুমি সব বোঝার পরও না জানার ভান করছ।'

'পুরো ব্যাপারটাই একটা ভুল। আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো।' জেমস বলল। 'তার আগে বলো আমি কিভাবে তোমার পরিচয়টা নিশ্চিত হবো?'

মেরিলিস তার কোটখানা ফ্ল্যাপ করে কিছুক্ষণ পর একটা ব্যাজ বের করে দেখাল। পলকের জন্য ব্যাজটা দেখতে পেল জেমস।

'এখন, তোমার খেলা শেষ। তুমি একটা জানোয়ার, এটাই তোমার প্রথম কাজ, তাই না?'

BanglaBook.org

আনমনে মাথা নাড়ল জেমস।

'অনেক কথা হয়েছে। এখন এমারেল্ডটা বের করে দাও, না কি আমি সার্চ করে বের করে আনব।'

'ওটা এখন আমার কাছে নেই।'

'তাহলে কি তোমার ঠিকানায় রেখে এসেছ? ঠিক আছে, চলো তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই।' বলে লোকটা তার হাত জেমসের কাঁধে রাখল।

'আমার কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ আমি তোমাকে দিবো না।' বলল সে, 'আমরা একসাথে তোমার বাংলোয় যাব এবং তুমি রত্নটা আমার কাছে হস্তান্তর করবে।'

'যদি আমি করি, তুমি কি আমাকে ছেড়ে দিবা?' কাঁপতে কাঁপতে বলল জেমস।

'রত্নটা কিভাবে সরানো হয়েছে সেটা মোটামুটি সবাই জানে। একজন ভদ্রমহিলার জড়িত থাকার কারণে রাজাও এটাকে প্রকাশ হতে দিতে চাইবেন না। তোমাকে হয়তো ছেড়ে দেয়া হতে পারে।' বলল ডিটেকটিভ।

মূল প্রশস্ত সড়ক দিয়ে হাঁটছিল তারা। জেমস কিছুটা দিক পরিবর্তন করল। লোকটা তার শক্ত থাবা জেমসের কাঁধ থেকে একবারের জন্যও শিথিল করেনি।

হঠাৎ ইতস্তত: করে আধো গলায় কিছু বলে উঠল জেমস। তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল মেরিলিস। তখন তারা স্থানীয় পুলিশ স্টেশন পার হচ্ছিল এবং তার দিকে জেমসের ব্যথিত দৃষ্টি মেরিলিসের নজর এড়াল না।

'আমি তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি।' মেরিলিস জেমসের দিকে তাকিয়ে বলল।

চোখের পলকে কিছু একটা ঘটে গেল। সজোরে চিৎকার করে উঠল জেমস, চট করে মেরিলিসের হাত পাকড়ে ফেলল এবং চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'বাঁচাও, চোর' 'বাঁচাও, চোর'।

মুহূর্তের মধ্যে মানুষ জড়ো হয়ে গেলো তাদের ঘিরে। মেরিলিস জেমসের কব্জা থেকে তার হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করেও পারল না।

'এই লোক আমার পকেট মেরে দিয়েছে, ধরো একে।' চিৎকার করে বলল জেমস।

'এই, তুমি কি বলছ তুমি জানো, তুমি একটা নির্বোধ।' মেরিলিস ও চিৎকার করে বলল।

একজন কনস্টেবল এগিয়ে এলেন এবং তাদের দুজনকে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়েও জেমস তার অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করল। 'এই লোকটা আমার পকেট মেরে দিয়েছে' উত্তেজিত হয়ে বলল সে। 'তার ডান পকেটে আমার মানিব্যাগ।'

BanglaBook.org

'এই লোকটা একটা পাগল,' মেরিলিস বলল, 'আপনি চেক করতে পারেন, ইন্সপেক্টর, দেখুন সে সত্যি বলছে কি না।'

ইন্সপেক্টরের ইঙ্গিত পেয়ে কনস্টেবল মেরিলিসের পকেটে হাত দিলো এবং যে জিনিসটা বের করে আনল তা দেখে তো সবার চোখ ছানাবড়া।

'মাই গড,' পুলিশ ইন্সপেক্টর সহজাত পেশাগত সৌজন্য ত্যাগ করে চিৎকার করে বললেন, 'এটাই নিশ্চয়ই রাজার এমারেল্ড।'

মেরিলিসকে সব থেকে বেশি হতভম্ব দেখাচ্ছিল। অসংলগ্নভাবে মুখে ফেনা তুলে বলল সে, 'আমি এটা বিশ্বাস করি না। এই লোকটা নিজেই আমার পকেটে এটা রেখে দিয়েছে যখন আমরা একসাথে হাঁটছিলাম। এটা একটা সাজানো নাটক।'

মেরিলিসের জোরালো ব্যক্তিত্ব দ্বিধায় ফেলে দিল ইন্সপেক্টরকে। তার সন্দেহ এবার জেমসের দিকে মোড় নিল। তিনি কনস্টেবলকে কিছু একটা বললেন এবং সে বেরিয়ে পড়ল।

'এখন আমি এ ব্যাপারে আপনাদের স্টেটমেন্ট নিব। একে একে আপনাদের বক্তব্য আমাকে জানান।' ইন্সপেক্টর মেরিলিস ও জেমসের দিকে তাকিয়ে বলল।

'অবশ্যই' বলতে শুরু করল জেমস, 'আমি যখন সৈকত দিয়ে হাঁটছিলাম তখন এই লোকের সাথে আমার দেখা হয়। সে এমনভাবে কথা বলছিল যেন আমি তাকে চিনি কিন্তু তার সাথে আমার দেখা হওয়ার কোন ঘটনাই আমি স্মরণ করতে পারছি না। তবুও ভদ্রতার স্বার্থে আমি ওর সাথে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানাইনি। আমরা একসাথে হাঁটছিলাম। তার উপর আমার একটু সন্দেহ এমনিতেই ছিল। যখন আমরা পুলিশ স্টেশনের কাছাকাছি আসলাম, তখন দেখলাম সে আমার পকেট মারার উদ্দেশ্যে পকেটে হাত ঢুকিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি তার হাত ধরে ফেললাম ও সাহায্যের জন্য চিৎকার করলাম।'

ইন্সপেক্টর এবার তার অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেরালেন মেরিলিসের দিকে।

'এবার আপনি বলুন।'

মেরিলিসকে একটু লজ্জিত দেখাল।

'ঘটনা যা সে বলেছে তা আংশিক সত্য,' মেরিলিস বলতে লাগল, 'ও আমাকে চিনত না ব্যাপারটা এমন না, বরং আমিই ওকে চিনতাম না। ঘটনাটা উল্টো। নিঃসন্দেহে ও রাজার এমারেল্ড থেকে নিস্তার পেতে চাইছিল এবং তাই সে এটা আমার পকেটে পুরে দিলো যখন আমরা কথা বলছিলাম এবং আমায় ধরিয়ে দিলো।'

ইন্সপেক্টর লেখা বন্ধ করলেন। মাথা নেড়ে বললেন 'কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন ভদ্রলোক আমাদের মাঝে উপস্থিত হবেন যিনি এ কেসের কিনারা করতে আমাদের সাহায্য করবেন।'

মেরিলিস ভ্রূ কুঁচকে তাকাল।

BanglaBook.org

'আমার পক্ষে দেরী করা সম্ভবপর নয়,' হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'আমার অন্য একটা জরুরী কাজ আছে, ইন্সপেক্টর সাহেব। আর আপনি নিশ্চয়ই এটা বুঝতে পারছেন যে আমি এই এমারেল্ডটা চুরি করে পকেটে নিয়ে ঘুরছিলাম না। তাই আমাকে যেতে দিন।'

'ব্যাপারটা তা না। আমি আপনার কথা মানছি। তবে পাঁচ থেকে দশ মিনিট আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না এ ব্যাপারটার একটা সুরাহা হয়। এইতো ভদ্রলোক চলে এসেছেন।' ইন্সপেক্টর এ কথা বলতে বলতেই ভাঁজ পড়া ট্রাউজার্স ও পুরনো সুয়েটার পরিহিত চল্লিশ বছর বয়স্ক একজন ভদ্রলোক কামরায় প্রবেশ করলেন।

'ইন্সপেক্টর সাহেব, ব্যাপারটা কি ? শুনলাম এমারেল্ডটা এখন আপনার হাতেই আছে। ভালো কাজ দেখিয়েছেন আপনি, অসাধারণ। কাদেরকে এখানে ধরে রেখেছেন আপনি?'

তাঁর চোখ জেমসের উপর দিয়ে ঘুরে মেরিলিসের উপর স্থির হলো। মেরিলিসের জোরালো ব্যক্তিত্ব নিমেষেই পানসে হয়ে গেল।

'কেন, জোন্স!' বিস্ময় প্রকাশ করলেন লর্ড এডওয়ার্ড ক্যাম্পিয়ন।

'লর্ড এডওয়ার্ড, আপনি এই লোককে চেনেন?' পরিষ্কার গলায় জানতে চাইলেন ইন্সপেক্টর।

'হ্যাঁ, অবশ্যই, ওকে চিনি আমি। সে আমার 'ভালে' (পোশাক ও সাজসজ্জার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিগত সহকারী)। এক মাস আগে সে এসেছিল আমার কাছে। লন্ডন থেকে আসা গোয়েন্দা ওকে প্রথমেই সন্দেহ করেছিল কিন্তু তার জিনিসপত্রের কোথাও তল্লাশি করে এমারেল্ডটা পাওয়া যায়নি।'

'সে তো এটা পকেটে নিয়ে ঘুরছিল' ইন্সপেক্টর বললেন। 'এই ভদ্রলোক আমাদেরকে সাহায্য করেছেন তাকে ধরতে' জেমসের দিকে ইঙ্গিত করে ইন্সপেক্টর বললেন।

পরক্ষণেই জেমসকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জানালেন এবং তার সাথে করমর্দন করলেন লর্ড ক্যাম্পিয়ন। পুরোটা সময় আপনি তাকে সন্দেহ করছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ,' বলল জেমস, 'ওকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেয়ার জন্য আমাকে আমার পকেট মারার একটা গল্পও ফাঁদতে হয়েছিল।'

'অসাধারণ' লর্ড বললেন 'সত্যিই চমৎকার, আপনাকে আমার সঙ্গে আজ মধ্যাহ্নভোজন করতেই হবে, ইয়ে মানে, যদি আপনি এখনো না করে থাকেন। দেরী হয়ে গেছে, আমি জানি, দু'টো বেজে গেছে।'

'না, ঠিক আছে, আমি এখনো মধ্যাহ্নভোজন সারিনি... কিন্তু-'

'কোন কিন্তু নয়' বললেন লর্ড এডওয়ার্ড, 'বাজামশাই-ও তার এমারেল্ড ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাইবেন। আর, পুরো ঘটনাটা

BanglaBook.org

শোনার লোভ তো আমার আছেই।' এরপর একত্রে পুলিশ স্টেশন ত্যাগ করলেন তারা।

'আসলে কি, আমার মনে হয় সত্যি ঘটনাটা আপনাকে জানান উচিত,' জেমস বলল। এবং সে সত্যি ঘটনাটা আদ্যোপান্ত খুলে বলল লর্ড ক্যাম্পিয়নকে। শুনে খুব মজা পেলেন তিনি। 'জীবনের সবচেয়ে মজার ঘটনা শুনলাম আমি' তিনি বললেন, 'আমি এখন পুরো ঘটনাটা বুঝতে পারছি। পুলিশ ওর ঘর তল্লাশি করবে জেনে জোন্স এমারেল্ডটা চুরি করার পর পরই স্নানশালায় চলে যায়। ওই পুরনো ফ্ল্যানেল ট্রাউজারজোড়া আমি মাছ ধরতে গেলে পরি। অন্য কেউ সেগুলো ধরার কথা না এবং জোন্স সেই সুযোগটাই নিয়েছে। ওই প্যান্টের পকেটে সে রত্নটা রেখে এসেছে এবং পরে সময় করে গিয়ে রত্নটা উদ্ধার করবে ভেবেছিল। কিন্তু যখন সে দেখল যে রত্নটা নেই, সে নিশ্চয়ই প্রচন্ড ধাক্কা খেয়েছে। যখনই আপনাকে স্নানশালায় দেখল সে, তখন ওর বুঝতে বাকি রইল না যে আপনিই রত্নটা সরিয়েছেন। তবে আমি এখনও বিস্মিত যে আপনি কি করে ওর গোয়েন্দার ছদ্মবেশ ধরে ফেললেন।

জেমস বিড়বিড় করে তার হলুদ বইটার একটা পঙক্তি আওড়াল, 'একজন দৃঢ় চিত্ত লোক জানে কখন নমনীয় হতে হয় আর কখন কঠোর।' মুচকি হাসি দিয়ে জেমস তার কোটের পকেটে থাকা স্বল্প-পরিচিত 'মার্টন পার্ক সুপার সাইক্লিং ক্লাব' এর সিলভার ব্যাজটা একটু ছুঁয়ে দেখল। মজার ব্যাপার হল, জোন্স–ও ওই ক্লাবেরই একজন মেম্বার।

'হ্যালো, জেমস,' পিছনে ফিরল জেমস। দেখল গ্রেস ও তার সঙ্গী সপওয়ার্থ বালিকারা তাকে ডাকছে রাস্তার ওপার থেকে। সে লর্ড এডওয়ার্ডের কাছ থেকে কিছু সময় চেয়ে নিল এবং রাস্তা পার হয়ে তাদের কাছে গেল।

'আমরা সিনেমা দেখতে যাচ্ছি' গ্রেস বলল, 'ভাবলাম তুমি হয়তো যেতে চাইবে।'

'দুঃখিত,' জেমস বলল, 'আমি আসলে লর্ড এডওয়ার্ড ক্যাম্পিয়নের সাথে মধ্যাহ্নভোজনে যাচ্ছি। আর রাস্তার ওপারে দাঁড়ান আরামদায়ক পোশাক পরা লোকটাই লর্ড ক্যাম্পিয়ন। তিনি আমাকে মারাপুত্নার রাজমশাই-য়ের সাথে দেখা করিয়ে দেবেন।' এই বলে সে তার হ্যাটটি সামান্য উঁচু করে সম্মান জানিয়ে লর্ড এডওয়ার্ডের কাছে ফিরে আসল।

BanglaBook.org

ম্যাগনোলিয়া ব্লসম
রূপান্তরঃ সালেহ আহমেদ মুবিন

ভিক্টোরিয়া স্টেশনের প্রাচীন ঘড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ভিনসেন্ট ইস্টন। খানিকটা অস্থিরতা আর দুশ্চিন্তা লেগে রয়েছে তার চোখে মুখে। থেকে থেকে সে ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছে। আচ্ছা, এই জায়গাটার ইতিহাসে তার মতো অপেক্ষমাণ কত প্রেমিকের কথা লেখা আছে? প্রিয়তমার জন্য আকুল আগ্রহ আর অতীব দুশ্চিন্তা-অস্থিরতা নিয়ে ঘড়িটার দিকে হয়তো তাকিয়েছিল শত শত নিঃসঙ্গ যুবক। প্রাচীন এই ঘড়িটা সাক্ষী হয়ে ঝুলে আছে সব তীব্র ভালোবাসার।

ইস্টন ক্রমেই চিন্তিত হয়ে পড়ছে। থিও কি আসবে? নাকি মেয়েটা তার মন পরিবর্তন করে ফেলেছে? মেয়েরা হুট করেই অদ্ভুত সব কাজ করে বসে। আচ্ছা, সে কি থিওর ভালোবাসার ব্যাপারে নিশ্চিত? আদৌ কখনও ছিল? প্রথম থেকেই কি মেয়েটা তাকে বিহ্বল করে দিচ্ছে না? ভিনসেন্ট ইস্টনের সবসময়ই মনে হয়, থিও যেন ভিন্ন দুই নারীর এক প্রতিচ্ছবি। হাস্যোজ্জ্বল, রমণীয়, মায়াবতী এক মেয়ে, যে কিনা রিচার্ড ড্যারেলের স্ত্রী। অন্য দিকে সে খুঁজে পায় মমতাময়ী, নীরব আর রহস্যময়ী এক মেয়েকে। যেন এক দেহে দুই অন্তর।

এই মেয়েটিই হেমার'স ক্লোজের বাগানে হেঁটে বেড়িয়েছে তার সাথে। থিওকে দেখলেই ইস্টনের বেলি ফুলের কথা মনে পড়ে যায়। এর একটা কারণ আছে বৈকি। তাদের দুজনের তীব্র আবেগে ভরা সংশয়পূর্ণ প্রথম চুম্বনটা ঘটেছিল সেই বাগানের এক বেলি গাছের তলায়। মৃদুমন্দ মিষ্টি বাতাস বয়ে যাচ্ছিল চারপাশে। মেয়েটার এক-দু' গাছি চুল বারবার বাতাসে গড়িয়ে পড়ছিল রক্তিম মুখমণ্ডলে। কী কমনীয়ই না লাগছিল ওকে! বারবার ছুঁয়ে দিতে মন চায়। বাতাসে ভেসে আসছিল বেলি ফুলের তীব্র সুবাস, নীরবতার মাধুর্যতায় ছেয়ে যাচ্ছিল সমগ্র দুনিয়া। বেলি ফুল—সুগন্ধি, কোমল আর রহস্যময়।

এ সবই অবশ্য দিন পনেরো আগের কথা। সেদিন ওর সাথে তার দ্বিতীয়বারের মতো সাক্ষাৎ হয়েছিল। আর এখন সে মেয়েটিই তার কাছে চলে আসছে, সারা জীবনের জন্য। ইস্টন খুব উদ্বিগ্নতা নিয়ে অপেক্ষা করছে ওর জন্য। হঠাৎ করেই তার মধ্যে আশঙ্কা জেগে উঠল। ও আসবে না। সহসাই নিজের প্রতি কেমন হীনমন্যতা বোধ করল সে। কীভাবে ভেবেছিল থিও তার কাছে আসবে? কী আছে তার? সে কি খুব বেশি আশা করে ফেলেছিল না? আভিজাত্য ঠিকরে বেরোয় যার প্রতি বিন্দু থেকে, সেই মিসেস ড্যারেল এ ধরনের কাজ নিশ্চয়ই করবে না। শহরে দীর্ঘদিন ধরে গুঞ্জনের ডালপালা ছড়াবে। অভিজাত থেকে নিচু শ্রেণী পর্যন্ত চলবে রসাল সব কানাঘুষা। এর চাইতে আরো

BanglaBook.org

উপযোগী একটা কাজ করা যেতে পারত, তালাক। কিন্তু তখন ব্যাপারটা কারও মাথায়ই আসেনি। অন্তত সে নিজে এ ধরনের চিন্তা ভুল করেও করেনি। থিও কি এরকম কিছু চিন্তা করেছিল? ইস্টন খানিকক্ষণের জন্য থমকে গেল। বিস্মিত হয়ে আবিষ্কার করল, সে মেয়েটার চিন্তা ভাবনা সম্পর্কে বলতে গেলে তেমন কিছুই জানে না। অনেকটা ঘোরের মাঝেই ওকে তার সাথে পালিয়ে যাবার প্রস্তাব দিয়েছিল সে। সত্যি বলতে, মনে খুব আশঙ্কা কাজ করছিল। সবকিছুর পরেও, সে আসলে কে? কেউ না। ট্রান্সভালের হাজার কমলা চাষির মধ্যে নগণ্য একজন। লন্ডনের এই জাঁকজমকের বিপরীতে তার দেবার মতো কীই–বা আছে! কিন্তু তারপরও সে থিওকে প্রস্তাবটা দিয়েছে। দিতে বাধ্য হয়েছে। সে মেয়েটার প্রেমে এতটাই ডুবে গিয়েছিল, যে আর কোন উপায় ছিল না।

খুবই শান্তভাবে সম্মতি দিয়েছিল মেয়েটা। নেই কোন দ্বিধা, নেই কোন আপত্তি। যেন ইস্টনের কাছে এই প্রস্তাব পাওয়াটা জগতের সবচাইতে স্বাভাবিক ঘটনা।

'তাহলে কালই চলো?' অনেকটা অবিশ্বাস নিয়েই জিজ্ঞেস করেছে ইস্টন।

সে তার মৃদু ঝংকারের মতো মায়াময় কণ্ঠে আস্তে করে সম্মতি জানিয়েছে। তার সামাজিক আচরণ আর সবার সামনে হেসে ওঠার চাইতে একদম ভিন্ন ছিল সে কণ্ঠস্বর। তাকে এক টুকরো হীরক খণ্ডের সাথে তুলনা করা চলে। অন্তত প্রথম দেখায় তা-ই মনে হচ্ছিল। এক টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গার যেন, জ্বলজ্বলে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে তা থেকে। কিন্তু সেই প্রথম ছোঁয়া, সেই প্রথম চুম্বনের পর থেকে সব যেন হুট করে পাল্টে গেল। জ্বলজ্বলে হীরের জায়গায় কুসুম কোমল এক কমনীয় রমণী ছাড়া ওর মধ্যে আর কিছুই খুঁজে পেত না সে। মেয়েটা তাকে কথা দিয়েছে। সেই আশাতেই সে সটান দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ এই স্টেশনে।

সে আরেক ঝলক তাকাল ঘড়িটার দিকে। থিও এখন না আসলে ট্রেনটা মিস হয়ে যাবে।

ইস্টনের মনে আশঙ্কার একটা ঢেউ খেলে গেল। মেয়েটা আসবে না। অবশ্যই আসবে না। সে ব্যাপারটা আশা করেছিল কীভাবে! নিজেকে খুব বড় এক গর্দভ মনে হচ্ছে। খুব নগণ্য আর নিকৃষ্ট গর্দভ। আর কথা দেয়ার বিষয়টা? মেয়েটা খুব স্বাভাবিকভাবে ছোট একটা চিঠি লিখবে। ইস্টন নিশ্চিতভাবে বাসায় ফিরে হাতে পাবে চিঠিটা। সেখানে ইনিয়ে বিনিয়ে নানা অজুহাত দেয়া থাকবে। কেন সে আসতে পারল না, কেন এটা সম্ভব না, কেন সে ঝামেলায় পড়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। মেয়েরা নিজেদের অক্ষমতা ঢাকবার জন্য সচরাচর যা বলে আর কী।

BanglaBook.org

ইস্টন খেয়াল করল সে রেগে যাচ্ছে। দলা পাকানো হতাশা আর কটু একটা রাগ যেন তাকে জাপটে ধরছে চারপাশ থেকে।

ঠিক তখনই মেয়েটাকে দেখতে পেল সে। প্লাটফর্ম ধরে খুব ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে, মুখে লেগে আছে মৃদু হাসি। তার মধ্যে কোন দ্বিধা-দুশ্চিন্তা নেই, যেন জগতের সব সময় তার তালুতে বন্দী। পরনে সুদৃশ্য আঁটসাঁট কালো কাপড়, মাথায় কালো টুপি। তার মসৃণ ম্লান ত্বকের সাথে সেগুলো মিলে সৃষ্টি করেছে অপূর্ব এক সম্মিলন।

ইস্টন তার হাতটা শক্ত করে ধরে বোকার মতো বলে উঠল, 'তুমি এসেছ! অবশেষে এসেছ তুমি!'

'অবশ্যই।'

আহ, তার গলার স্বর কত শান্ত! কতটা শান্ত!

'আমি ভেবেছিলাম তুমি আসবে না,' ইস্টন বলল। থিওর হাতটা ছেড়ে একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিল সে।

থিওর অপূর্ব চোখ দুটি হালকা বড় হয়ে গেল। সেখানে মৃদু বিস্ময়, অনেকটা শিশুর সারল্যের মতো। 'কেন?'

ইস্টন উত্তর দিল না। পাশ দিয়ে যাওয়া একজন কুলিকে আটকাল। তাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই। পরের কিছু মুহূর্ত কাটল ছোটাছুটি আর দ্বিধার মাঝে। অবশেষে তারা তাদের নির্ধারিত কম্পার্টমেন্টে এসে বসল। অচিরেই দক্ষিণ লন্ডনের নিরানন্দ ঘর বাড়িগুলোকে ছাড়িয়ে চলতে শুরু করে দিল ট্রেন।

থিওডেরা ড্যারেল বসেছে ভিনসেন্ট ইস্টনের বিপরীতে। অবশেষে ওকে নিজের মতো করে পেয়েছে ইস্টন। প্লাটফর্মে অপেক্ষার শেষ মুহূর্তের চিন্তাগুলো এখন ভীষণ হাস্যকর মনে হচ্ছে। কতই না বোকা ও! ব্যাপারটা সে বিশ্বাসই করতে পারছিল না। সত্যি বলতে থিওর সেই রহস্যময়ী জাদুকরী ভাবটা তাকে খানিকটা দ্বন্দ্বে ফেলে দিয়েছিল। ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। ও যে কেবলই তার, এই সহজ ব্যাপারটা একপ্রকার অসম্ভবই মনে হচ্ছিল। উদ্বেগের সময় শেষ। অবধারিত বিষয়টা ঘটে গেছে। ইস্টন থিওর মুখের পানে একনজর তাকাল। সে পাশে খানিকটা ঝুঁকে শান্তভাবে বসে আছে। ঠোঁটে এখনও ঝুলে আছে সেই অপূর্ব মৃদু হাসিটা; চোখগুলো নামান নিচের দিকে। চোখের লম্বা পলকগুলো রক্তিম গালের উপর অনাদরে ঝুঁকে আছে যেন।

ইস্টন মুহূর্তের জন্য অবাক হলো। আচ্ছা, মেয়েটার মনে কী চলছে এখন? সে কী নিয়ে ভাবছে? তাকে নিয়ে? নাকি তার স্বামীকে নিয়ে? স্বামীকে নিয়ে থিও আসলে কী ভাবে? তার প্রতি কি থিওর বিন্দুমাত্র টান ছিল? নাকি কখনওই কিছু ছিল না? স্বামীকে কি ও ঘৃণা করে, নাকি তার সম্পর্কে একদমই নির্বিকার?

BanglaBook.org

হুট করেই ইস্টন বুঝতে পারল, সে এগুলোর কিছুই জানে না। প্রশ্নগুলোর জবাব সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র ধারণাও নেই। কখনোই হয়তো জানবে না। থিও ঠিক কীভাবে চিন্তা করে বা কী অনুভব করে, কিচ্ছু না।

ইস্টনের মন অবচেতনভাবেই এই থিওডেরা ড্যারেলের স্বামী কে নিয়ে চিন্তা শুরু করে দিল। অনেক বিবাহিত মহিলাকেই সে চেনে যারা তাদের স্বামী কে নিয়ে সন্তুষ্ট না। স্বামীদের নিয়ে তাদের মুখে কটু সব কথা সারাক্ষণ লেগেই থাকে। কীভাবে স্বামী তাকে ভুল বোঝে, কিংবা তার অনুভূতিগুলোকে স্বামী প্রবর কীভাবেই বা উপেক্ষা করে যায় এসব হাবিজাবি আর কী। বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে এ এক নৈমিত্তিক বিষয়।

কিন্তু থিওকে তার স্বামী নিয়ে কোন কথাই বলতে শোনেনি ইস্টন। রিচার্ড ড্যারেল সম্পর্কে মানুষ যা জানে, ইস্টনও জানে ঠিক তাই। রিচার্ড ড্যারেল খুব বিখ্যাত, সুদর্শন আর উদার এক ব্যক্তিত্ব। সবাই বেশ পছন্দ করে তাকে। স্ত্রীর সাথে তার সম্পর্কও আপাতদৃষ্টিতে ভালোই মনে হয়। অন্তত বাহ্যিকভাবে তো বটেই। কিন্তু ইস্টনের কাছে এগুলোর কোনও মূল্য নেই। থিও খুব উচ্চ বংশের মেয়ে। সে কখনওই তার দুঃখ-দুর্দশা সবার সামনে আলোচনা করবে না।

দ্বিতীয় দিনের সেই সন্ধ্যার পর তাদের মাঝে কোন কথা চালাচালি হয়নি। বলতে গেলে সেটার কোন দরকারই পড়েনি। তারা কেবল ঘুরে বেড়িয়েছে বাগানে, নিশ্চুপ নীরবতাকে সাক্ষী করে। তাদের কাঁধ সেঁটে ছিল পরস্পরের সাথে, ইস্টনের গায়ের ছোঁয়ায় প্রতিবারই কেঁপে উঠেছে মেয়েটা। কোন অজুহাত, কোন প্রতিবাদ, দূরে সরে যাওয়া, কিছুই ছিল না। থাকার কোন প্রয়োজনও ছিল না। মেয়েটা তার চুমু ফিরিয়ে দিয়েছিল। খুব গভীরভাবে। নিষ্পাপ, বিনয়ী আর তার প্রতিভা তাকে করে তুলেছে অনন্য। সেই সাথে পবিত্র সরলতা, কোমল প্রস্ফুটিত গোলাপের মতো সৌন্দর্য তাকে করে তুলেছে মোহনীয়...সবার কাছে প্রিয়। সে কখনওই তার স্বামীর প্রসঙ্গ তুলত না। ব্যাপারটার জন্য ভিনসেন্ট তখন থিওর প্রতি কৃতজ্ঞই ছিল বটে। ভালোবাসার মানুষের প্রতি ফাঁকা বুলি আওড়ানোও থিওর স্বভাবে নেই। ভিনসেন্ট তার প্রতি এমন কোমলতার জন্য সবসময়ই এক অকৃত্রিম টান অনুভব করেছে।

কিন্তু তারপরও এখনকার নীরবতা তার কাছে অস্বস্তিকর মনে হচ্ছে। যার সঙ্গে নিজের জীবনটা বেঁধে ফেলতে যাচ্ছে, তার সম্পর্কে সে আসলে বেশি কিছু জানে না। এই অস্বস্তিকর ভাবনাটাই তাকে কেমন কাবু করে ফেলছে। কেমন একটা ভয় অনুভূত হচ্ছে মনে।

নিজের মনকে শান্ত করার জন্য ভিনসেন্ট ঝুঁকে থিওর হাঁটুর ওপর হাতটা আলতো করে রাখল। মেয়েটা কেঁপে উঠল কেমন। হাত বাড়িয়ে সে থিওর

BanglaBook.org

হাতটা ধরল। ঝুঁকে চুমু খেলো তালুতে, লম্বা গভীর চুমু। মেয়েটার সাড়া দেয়াটাও টের পেল ইস্টন। মুখ তুলে তাকাল তার অপরূপ চোখ দুটির দিকে। সেখানে উষ্ণতায় ছেয়ে যাওয়া তৃপ্তি।

নিজের সিটে আবার আস্তে করে হেলান দিয়ে বসল ভিনসেন্ট। তার চাওয়ার আর কিছু নেই। তারা দুজন অবশেষে একত্রিত হয়েছে। থিও এখন কেবলই তার। সে হালকা আন্তরিক কণ্ঠে বল, 'তোমাকে খুব নীরব মনে হচ্ছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ,' এক মুহূর্ত থেমে ইস্টন আবার বলে উঠল, 'তুমি কি.....অনুতপ্ত বোধ করছ?'

থিওর উজ্জ্বল চোখগুলো হালকা বড় হয়ে গেল। 'আরে না!'

ভিনসেন্ট ইস্টন নিশ্চিন্ত বোধ করল। ওর কণ্ঠে একটা নিশ্চয়তা টের পাওয়া যাচ্ছে।

'তুমি কী নিয়ে ভাবছ বলা যাবে কি?'

থিও একমুহূর্ত পর মৃদুস্বরে উত্তর দিল, 'মনে হচ্ছে আমি খানিকটা ভীত।'

'ভীত?'

'এতটা সুখের সম্ভাবনায় ভীত!' হাসল মেয়েটা।

ভিনসেন্ট মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। সে থিওর ঠিক পাশে গা ঘেঁষে বসল। নিজের হাতটা ওর হাতে বন্দী করে নিল সে। আলতো করে মেয়েটার গালে আর ঘাড়ে চুমু বসিয়ে দিল। 'আমি তোমাকে ভালবাসি। ভালবাসি, ভালবাসি।'

থিও ভিনসেন্টকে নিজের দিকে টেনে নিল, ঠোঁট জোড়া করে দিল উন্মুক্ত। ভিনসেন্ট আবার আস্তে করে সিটের কোনার দিকে ফিরে গেল। থিওর দিকে মৃদু একটা হাসি দিয়ে হাতে তুলে নিল একটা ম্যাগাজিন। মেয়েটাও একই কাজ করল। খানিক পরপরই ম্যাগাজিনের উপর দিয়ে তাকাচ্ছে দুজনই। চোখে চোখ পড়ে যাচ্ছে প্রতিবারই। হেসে উঠছে ট্রেনের এই দুই মানব মানবী, অনেকটা আনমনেই।

পাঁচটার কিছু পর ডোভারে পৌছল তারা। আজ রাতটা এখানেই কাটাতে হবে। কাল ছাড়তে হবে এই দেশ। থিও হোটেল রুমের বসার ঘরটায় ঢুকল। ভিনসেন্ট ঢুকল তার পিছনে পিছনে। তার হাতে কয়েকটা খবরের কাগজ। সেগুলো সে ফেলে রাখল টেবিলের উপরে। হোটেলের কর্মচারী লাগেজটা রেখে বিদায় নিল।

BanglaBook.org

থিও জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বাইরেটা দেখছে। সে ফিরে তাকাল ভিনসেন্টের দিকে। তারা আবার নির্জনে একত্রিত হয়েছে। এখানে বিরক্ত করার মতো কেউ নেই। মুহূর্তের মধ্যে দেখা গেল তারা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে আছে। এমন সময় তাদের এই নিস্তব্ধতাকে ভেঙে চৌচির করে দিয়ে দরজায় মৃদু টোকা পড়ল। চট করে একে অন্যের থেকে আলাদা হয়ে গেল দুজনেই।

'ধুর ছাই! মনে হয় আমরা কখনওই শান্তিতে একটু একা সময় কাটাতে পারব না।'

থিও মুচকি হাসল। কোমল স্বরে বলল, 'আমার মোটেও তেমনটা মনে হচ্ছে না।'

সে সোফায় বসে একটা খবরের কাগজ মেলে ধরল। দরজায় গিয়ে দেখা গেল বেয়ারা চা নিয়ে এসেছে।

টেবিলে চা রাখল সে। এরপর রুমের চারপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল তাদের আরও কিছু লাগবে কিনা। পরমুহূর্তে ঘর ত্যাগ করল বেয়ারা।

ভিনসেন্ট পাশের রুম থেকে আবার বসার ঘরটায় প্রবেশ করল। 'এখন তাহলে চা পানের সময়,' উজ্জ্বল স্বরে বলে উঠল সে। পর মুহূর্তে চট করে থেমে গেল। কোন সমস্যা হয়েছে?

থিও বজ্রাহতের মতো বসে আছে সোফায়। বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে, তার মুখ কেমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। ভিনসেন্ট দ্রুত এগিয়ে গেল তার দিকে।

'কী হয়েছে প্রিয়তমা?'

থিও স্থাণুর মতো পত্রিকাটার একটা শিরোনামের দিকে দেখাল।

হাত বাড়িয়ে পত্রিকাটা নিল ভিনসেন্ট।

'ভেঙে গিয়েছে হবসন, জেকিল আর লুকাস।' শব্দ করে পড়ল সে।

ফেলে আসা শহরটার বড় একটা ফার্মের এ অবস্থা অবশ্য তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করল না। যদিও তার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা কী, তা তার বোঝা উচিৎ। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে থিওর দিকে তাকাল।

থিও মৃদু স্বরে বলল, 'হবসন, জেকিল আর লুকাস-ব্রিচেডের ফার্মের নাম!'

'তোমার স্বামীর ফার্ম?'

'হুঁ।'

ভিনসেন্ট পত্রিকার দিকে ফিরে তাকাল। মনোযোগ দিয়ে প্রতিবেদনের প্রধান খবরগুলো পড়ার চেষ্টা করল।

'আকস্মিক বিস্ফোরণ', 'ভয়াবহ সত্য', 'অন্য বাড়িগুলোও আক্রান্ত'-এরকম কণ্ঠে শব্দাংশগুলো তাকে খানিক হলেও বিচলিত করে তুলল।

BanglaBook.org

চোখের কোনায় নড়াচড়ার আভাস পেয়ে ফিরে তাকাল ভিনসেন্ট। থিও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার কালো টুপিটা মাথায় ঠিকঠাক করে নিচ্ছে। সে ভিনসেন্টের দিকে ফিরে তাকাল। স্থির কণ্ঠে বলে উঠল, 'ভিনসেন্ট, আমাকে রিচার্ডের কাছে যেতে হবে।'

ভিনসেন্ট লাফিয়ে উঠল। 'থিও, পাগলের মতো কাজ করো না।'

থিও বিষণ্ন গলায় বলল, 'আমাকে যেতেই হবে।'

'কিন্তু...'

ভিনসেন্ট কথা শেষ করতে পারল না। থিও মেঝেতে পড়ে যাওয়া পত্রিকাটি দেখিয়ে বলে উঠল, 'এটার মানে ধ্বংস, ভিনসেন্ট। স্রেফ দেউলিয়া হয়ে যাওয়া। সব রেখে রিচার্ডকে ছেড়ে আসার জন্য এই দিনটা আমি বেছে নিতে পারি না।'

'এই খবর শোনার আগেই তুমি তাকে ছেড়ে এসেছ। যৌক্তিক আচরণ করো, থিও।'

সে দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'তুমি বুঝতে পারছ না। আমাকে রিচার্ডের কাছে ফিরে যেতে হবে।'

এই সিদ্ধান্ত থেকে ভিনসেন্ট তাকে কিছুতেই বিচ্যুত করতে পারল না। ব্যাপারটা বিস্ময়কর। এত কোমল, নম্র একটা মেয়ের আচরণ এতটা দৃঢ় হতে পারে কে জানত! প্রথমবার বলার পর সে ভিনসেন্টের সাথে আর তর্ক করেনি। ভিনসেন্টকে খোলামেলা ভাবেই সুযোগ দিয়েছে তাকে বোঝানোর জন্য। সে থিওর কাঁধ জড়িয়ে ধরে তাকে এই সিদ্ধান্ত থেকে বের করে আনতে চেয়েছে। চেষ্টা করেছে তার অনুভূতিগুলোও পাল্টাতে। মেয়েটা তার দেয়া চুমুটাও আলতো করে ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ভিনসেন্ট তার মধ্যে অপ্রতিরোধ্য, নির্লিপ্ত কিছু একটা অনুভব করেছে বারংবার। সে জানে মেয়েটাকে তার এই সিদ্ধান্ত থেকে এক চুলও নড়াতে পারেনি ও।

শেষ পর্যন্ত থিওকে যেতে দিল সে। বৃথা অনুনয়ে ক্লান্ত বোধ করছে ভিনসেন্ট। অনুনয় এখন পরিণত হয়েছে ক্ষোভে। সে এমনকি একবার বলেও ফেলেছে যে, থিও আসলে তাকে কখনও ভালোই বাসেনি। এই কথাটাও মেয়েটা নির্লিপ্তভাবে নিয়েছে। কোন প্রতিরোধ নেই, কোন প্রতিবাদ নেই। ভিনসেন্টের মাথা রাগে পুড়ে যাচ্ছিল। সে তার জানা সবগুলো নিষ্ঠুর কথা উগড়ে দিয়েছে। ভেবেছে এতে মেয়েটা হয়তো কিছুটা হলেও কাবু হবে।

একসময় সব কথার ভান্ডারই ফুরিয়ে গেল। বলার মতো আর একটা শব্দও নেই। সে হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে মেঝের লাল কার্পেটটার দিকে তাকিয়ে আছে। আর থিওডোরা দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। যেন সুশ্রী মুখের কালো একটা আবছায়া দাঁড়ান।

BanglaBook.org

সব শেষ হয়ে গেছে।

'বিদায়, ভিনসেন্ট।' মৃদু স্বরে বলল থিও।

ভিনসেন্ট কোন উত্তর দিল না। দরজা খোলা আর বন্ধ হবার একটা শব্দ শুনতে পেল সে। তার মুখভঙ্গি একটুও পাল্টাল না।

ড্যারেলরা চেলসির একটা সুদৃশ্য বাড়িতে বসবাস করে আসছে। চারপাশে বাগানের ভিতর মাটি ফুঁড়ে যেন উঠেছে প্রাচীন বাড়িটা। সামনেই গজিয়ে উঠেছে মাঝারি ধরনের একটা বেলি ফুলের গাছ। ঝুলকালি, ধুলোমাখা, ময়লার আবরণে ঢাকা। তারপরও তো সেটা একটা বেলিফুল গাছ!

থিও মুখ তুলে গাছটার দিকে তাকাল। তিন ঘণ্টা আগে সে ডোভার থেকে রওনা দিয়েছিল। আনমনেই তার মুখে ফুটে উঠল এক চিলতে বিষণ্ন হাসি।

বাড়িতে ঢুকেই সরাসরি পিছনের স্টাডিতে চলে গেল সে। একজন মানুষ অস্থিরভাবে পায়চারি করছে রুমটায়। মানুষটা বেশ কম বয়সী, সুদর্শন আর তার মুখটা খানিক মলিন।

থিওকে দেখেই সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তুমি এসেছ, থিও। সবাই বলাবলি করছিল তুমি নাকি লাগেজ-টাগেজ নিয়ে শহরের কোথাও চলে গেছ।'

'দুঃসংবাদটা শোনার সাথে সাথেই আমি ফিরে এসেছি রিচার্ড।'

রিচার্ড ড্যারেল থিওর হাত ধরে সোফায় বসাল। পাশাপাশি বসল দুজন। থিও খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে রিচার্ডের হাতটা সরিয়ে আরাম করে বসার চেষ্টা করল।

'অবস্থা কতটা খারাপ রিচার্ড?'

'যতটা খারাপ হওয়া সম্ভব।'

'খুলে বলো।'

কথা বলতে বলতে রিচার্ড আবার অস্থিরভাবে পায়চারি করা শুরু করল। থিও খানিকটা উদাস দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো তাকে। রিচার্ড অবশ্য বুঝতে পারল না যে থিও তার কথা পুরোপুরি শুনছে না। সে কিংবা তার কথা, সবই মেয়েটার কাছে কিছুক্ষণ পর পর ঝাপসা হয়ে আসছে। সেখানে ভেসে উঠছে ডোভারের হোটেলের ভিন্ন এক ঘরের দৃশ্য। তারপরও থিও ঠিকঠাকভাবে রিচার্ডের সব কথা ধরতে পারল। রিচার্ড পায়চারি থামিয়ে আবার সোফায় তার পাশে এসে বসেছে।

'সৌভাগ্যক্রমে,' কথার ইতি টানছে রিচার্ড, 'এখন তোমার বিবাহ বন্দোবস্তের সম্পদে হাত দিতে পারছে ন। এই বাসাটাও তোমার নামে।'

BanglaBook.org

থিও চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।

'এর মানে অবস্থা একদম পুরোপুরি খারাপ না। বাড়িটা টিকিয়ে রাখব আমরা। সুতরাং এখন কেবল একটা নতুন শুরুর জন্য অপেক্ষা। খুব ঝামেলার কিছু না তাহলে।'

'ওহ, হ্যাঁ। একদম ঠিক বলেছ।'

রিচার্ডের কণ্ঠে কিছু একটা ছিল, থিও বুঝতে পারল সে সবকিছু খুলে বলেনি। 'ও আমাকে সব খুলে বলেনি। আরও কিছু ঘটনা আছে।'

'আর কোন কিছু নেই বলার মতো, রিচার্ড?' শান্ত গলায় প্রশ্ন করল সে। 'আরও খারাপ কিছু?'

এক মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করল তার স্বামী। 'আরো খারাপ? আরে না, আর কী থাকবে!'

'সেটা আমার জানার কথা না।' স্থির স্বরে বলল থিও।

'সব ঠিক হয়ে যাবে।' বলল রিচার্ড। মনে হলো থিওকে নয়, নিজেকেই যেন সান্ত্বনা দিচ্ছে সে। 'অবশ্যই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সে হঠাৎ করেই হাত দিয়ে থিওর কাঁধ জড়িয়ে ধরল।

'আমি এতেই খুশি যে তুমি আমার পাশে আছ। যেহেতু তুমি আছ, সব ঠিক হয়ে যাবে। যাই ঘটুক, তুমি আমারই থাকবে, তাই না?'

থিও শান্ত স্বরে বলল, 'হ্যাঁ, আমি তোমারই থাকব।' এবার সে রিচার্ডের হাতটা সরিয়ে দিল না। রিচার্ড তাকে কাছে টেনে চুমু খেল। যেন সে কাছে থাকলেই আশ্বস্ত হওয়া যাবে সবদিক থেকে। রিচার্ডের চোখে খানিক স্বস্তি।

'আমি তোমাকে সারাজীবনের জন্য পেয়েছি, থিও।' রিচার্ড আবার বলল।

থিও আগের মতোই বলল,'হ্যাঁ, রিচার্ড। আমি সারাজীবনের জন্যই তোমার।'

রিচার্ড হঠাৎ করেই সোফা থেকে পিছলে নেমে মেঝেতে বসে পড়ল।

'আমি একদম ক্লান্ত,' খিটখিটে স্বরে বলল সে, 'হা ঈশ্বর! কী একটা দিন গেল আজ। জঘন্য অবস্থা! আমি জানি না তুমি এখানে না থাকলে আমি কী করতাম। সবকিছুর পরেও একজন পুরুষের স্ত্রী তো তার স্ত্রী-ই, তাই না?'

থিও কোন কথা বলল না। কেবল মাথাটা খানিক ঝুঁকাল।

রিচার্ড হাত ভাঁজ করে হাঁটুর উপর রাখল। মাথাটা সেখানে গুঁজে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সে বিড়বিড় করতে লাগল, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি আমাকে কখনওই ডোবাবে না।'

BanglaBook.org

তার শ্বাসপ্রশ্বাস কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘন হয়ে এলো। সোফায় হেলান দিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে সে। মাথাটা ওভাবেই হাতের মাঝে গুঁজে দেয়া। বোঝা গেল, সারাদিন খুব ধকল গেছে তার উপর দিয়ে।

থিও তাকিয়ে আছে তার সামনের নিকষ অন্ধকারের দিকে। তার চোখ দুটো কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, অন্ধকার ছাড়া ।

'তোমার কি মনে হয় না, রিচার্ড,' থিও জেরা করল, 'যে আমাকে সব খুলে বলা দরকার?'

তারা দুজন ড্রয়িং রুমে বসে আছে। সেই ঘটনার পর পেরিয়ে গেছে তিনটি দিন। কিছুক্ষণ পরেই ডাইনিঙে খেতে যাবে তারা। তার আগেই এই অলস আলোচনা।

রিচার্ড থতমত খেয়ে তাকাল। 'তুমি কিসের কথা বলছ, থিও?'

'তোমার কি মনে হয় না সব খুলে বলা উচিৎ?'

রিচার্ড এক ঝলক থিওর দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলল। 'হ্যাঁ অবশ্যই। কিছু...ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়নি আমাদের। বড় কিছু না।'

'তোমার কি মনে হচ্ছে না যে সাহায্য করার জন্য আমার সব জানা দরকার?'

রিচার্ড কিছুটা বিস্মিত চোখে তাকাল। 'তুমি কীভাবে জানলে আমি তোমার সাহায্য চাইব?'

থিও কঠিন স্বরে বলল, 'প্রিয় রিচার্ড, আমি তোমার স্ত্রী।'

রিচার্ড হুট করেই হেসে ফেলল। সেই পুরানো, আকর্ষণীয়, সুন্দর, চিন্তামুক্ত হাসি।

'তা বটে, থিও। এবং বলতে হচ্ছে খুবই রূপবতী একজন স্ত্রী। আমি অন্য কুৎসিত মহিলাদের দেখতেই পারি না।'

সে ঘরে অবচেতনেই পায়চারি করতে শুরু করল। যেমনটা করে কোন কিছু নিয়ে চিন্তিত থাকলে।

'আমি অস্বীকার করব না যে তোমার সন্দেহটা একদমই অমূলক নয়,' বলল রিচার্ড। 'বলার মতো কিছু ব্যাপার সত্যিই আছে।'

'কী সেটা?'

'এ ধরনের বিষয়-আশয় মহিলাদের সাথে আলোচনা করা কিছুটা কঠিনই বটে। তারা অনেক সময়ই কথার ভুল অর্থ ধরে নাচে। যা একদমই ঠিক না।'

থিও কিছু বলল না।

'দেখতেই পাচ্ছ,' রিচার্ড বলে চলল, 'আইন হচ্ছে এক জিনিস আর ন্যায়-অন্যায় হচ্ছে একদমই ভিন্ন এক ব্যাপার। ধরা যাক, আমি খুব সৎভাবে সঠিক

BanglaBook.org

একটা কাজ করলাম। দেখা যাবে আইন সেটাকে বলছে অবৈধ। দশবারের মধ্যে নয়বারই সব ঠিক থাকে। কিন্তু ওই একবারই সব ভজকট পাকিয়ে দেয়।'

থিও কিছুটা বুঝতে শুরু করেছে। সে মনে মনে ভাবল, 'আচ্ছা আমি বিস্মিত হচ্ছি না কেন? আমি কি ভিতরে ভিতরে সবসময়ই নিশ্চিত ছিলাম যে ও আসলেই সহজ সরল না?'

রিচার্ড এক নাগাড়ে কথা বলে গেল। তার শব্দের ঝুড়িতে আসল কথাই আলোচনায় উঠে আসছে না। থিও অপেক্ষা করতে লাগল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিশাল এলাকা নিয়ে কী কী বলল সে।

থিও ঠিক বুঝে উঠতে পারল না যে রিচার্ড আসলে কী করেছে। তবে রিচার্ড তাকে আশ্বস্ত করল যে, সে যা করেছে সবই সঠিক। এবং নৈতিকও। কিন্তু আইনের চোখে সে কেবলই একজন অপরাধী।

কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে স্ত্রীর দিকে সে দ্রুত চোখে তাকাচ্ছে।

সে যে খানিকটা নার্ভাস আর অস্বস্তিবোধ করছে তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।

মাঝে মধ্যেই কোম্পানির কিছু কুৎসিত সত্য খোলাসা করে বলল সে। তারপর অনেক বৃথা কথা খরচের পর সে অবশেষে ভেঙে পড়ল। অবশ্য থিওর চোখের তীক্ষ্ণ আর ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি এর পেছনে খানিক অবদান রেখেছে বৈকি। সে ধপ করে ফায়ারপ্লেসের পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল। আর হাত দিয়ে চেপে ধরল মাথাটা।

'এটাই হচ্ছে কথা, থিও। আমরা এখন কী করব?'

থিও আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে তার পাশে দাঁড়াল। হাঁটু গেড়ে বসে কোমল কণ্ঠে বলল, 'আমরা এখন কী করব রিচার্ড? আমাদের কী করার আছে?'

রিচার্ড থিওকে দুহাতে টেনে তুলল। 'তুমি সত্যি বলছ থিও? মানে...তুমি আমার সাথে থাকবে?'

'অবশ্যই। অবশ্যই সাথে থাকব।'

বোধহয় স্ত্রীর আনুগত্যের কারণেই সে একদম মুষড়ে পড়ল। আত্মগ্লানিতে ভরে উঠল তার মন। 'আমি একটা চোর, থিও। আমি আক্ষরিক অর্থেই একটা চোর।'

'তাহলে আমি চোরের বউ। ডুবলে আমরা একসাথে ডুবব। আর ভাসলেও একই সাথে।'

অল্পক্ষণের জন্য নীরবতা নেমে এলো কামরায়। রিচার্ড সামলে নিল নিজেকে।

'আমার একটা পরিকল্পনা আছে থিও। সেটা নিয়ে পরে কথা বলা যাবে। ডিনারের সময় হয়ে গেছে। আমাদের পোশাক পাল্টে আসা উচিৎ এখন। ওহ!

BanglaBook.org

শোনো, তুমি কিন্তু তোমার সেই কোমল রেশমি জামাটা পরবে। ওই যে ক্যাইলট মডেলেরটা।'

থিও চোখ মটকে তাকাল। 'বাসার ভিতর এই সন্ধ্যায়?'

'হ্যাঁ, আমার খুব ভালো লাগে ওটা। ওটা পরলে তোমাকে একদম অপ্সরীর মতো লাগে। এত সুন্দর দেখায় যে আমার মনটা সাথে সাথে ভালো হয়ে যায়।'

অগত্যা থিও ক্যাইলটটা পরে খেতে এলো। একটা জরিদার রেশমি কাপড়, সোনালি সুতার কারুকাজ করা। এর মৃদু গোলাপি রংটা একটা কোমল ভাব নিয়ে এসেছে কাপড়টায়। পিঠের দিকটা বেশিরভাগটাই উন্মুক্ত। থিওর দীপ্তিময় ফর্সা ঘাড় আর পিঠটা দেখতে এর চেয়ে ভালো পোশাক আর হয়-ই না।

তাকে এখন পরিস্ফুটিত বেলি ফুলের মতোই লাগছে।

রিচার্ড কোমল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। 'চমৎকার! তুমি কি জানো এই ড্রেসটায় তোমাকে চোখ ধাঁধানো সুন্দরী লাগে!'

তারা খেতে বসল। পুরো সন্ধ্যাটা রিচার্ডকে কেমন যেন নার্ভাস আর অন্যরকম লাগল। সে একদমই যেন নিজের মধ্যে নেই। থিও তাকে পূর্বের আলোচনায় ফেরানোর চেষ্টা করল। কিন্তু পাশ কাটিয়ে গেল রিচার্ড।

অবশেষে যখনই থিও উঠে শোবার জন্য রওনা দিল, তখনই রিচার্ড আসল কথাটা তুলল।

'আগেই শুতে যেও না। কিছু কথা আছে। মানে....আমার ওই শোচনীয় অবস্থা নিয়ে।'

থিও বসে পড়ল আবার। যেকোন কথা শোনার জন্য প্রস্তুত সে।

রিচার্ড দ্রুত কথা বলা শুরু করল। ভাগ্য ভালো থাকলে দ্রুত ব্যাপারটার নিষ্পত্তি ঘটবে। সে বুঝিয়ে বলল যে সে নিজের সব চিহ্নই মুছে দিয়েছে। কোন ঝামেলাই হবে না আর।

যদি না কাগজপত্রগুলো উদ্ধার করা যায়...

এ পর্যায়ে এসে থেমে গেল সে।

'কাগজপত্র!' থিও বিভ্রান্ত সুরে জিজ্ঞেস করল। 'কীসের কাগজ? তুমি কী ওগুলো নষ্ট করে ফেলবে?'

রিচার্ড কটু মুখে তাকাল। 'আমার কাছে ওগুলো থাকলে তো কবেই নষ্ট করে ফেলতাম। ঝামেলা তো ওই জায়গাতেই।'

'যাই হোক কার কাছে আছে এখন কাগজপত্রগুলো?' থিও জিজ্ঞেস করল।

'মানুষটাকে আমরা দুজনেই চিনি। ভিনসেন্ট ইস্টন।'

অল্প বিস্ময় খেলে গেল থিওর মুখে। তবে সে দ্রুতই সামলে নিল নিজেকে। তবে রিচার্ডের চোখে ঠিকই ধরা পড়ল ব্যাপারটা।

BanglaBook.org

'আমি আগেই বুঝেছিলাম যে সে ব্যবসা সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে। এজন্য একটু বেশি সময় তাকে থাকতে বলেছিলাম। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে যে তার প্রতি সদয় আচরণ করতে তোমাকে অনুরোধ করেছিলাম।'

'মনে আছে।'

'দুঃখজনক হলেও সত্য যে তার সাথে আমি বন্ধু-সুলভ আচরণ করতে পারছিলাম না। জানি না কেন! তবে মনে হয় সে তোমাকে পছন্দ করে। একটু বেশিই পছন্দ করে।'

'হ্যাঁ, করে।' পরিষ্কার গলায় বলল থিও।

'আহ!' প্রশংসার স্বরে বলে উঠল রিচার্ড। 'দারুণ ব্যাপার! এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমি আসলে কী বোঝাতে চাইছি?

'আমি নিশ্চিত এখন তুমি যদি ভিনসেন্ট ইস্টনের কাছে কাগজপত্রগুলো চাও তবে সে তোমাকে সাথে সাথে দিয়ে দিবে। সুন্দরী নারীদের চাওয়া কে-ইবা প্রত্যাখ্যান করতে পারে!'

থিও দ্রুত বলল, 'আমি এটা করতে পারব না।'

'ফালতু কথা রাখো।'

'এটা আমার আয়ত্তের বাইরে।'

রিচার্ডের মুখ ধীরে ধীরে লালচে হয়ে উঠল। থিও বুঝতে পারল সে রেগে যাচ্ছে।

'প্রিয়তমা স্ত্রী, আমার মনে হচ্ছে অবস্থাটা তুমি এখনও পুরোপুরি বুঝতে পারোনি। ব্যাপারগুলো যদি প্রকাশ হয়ে যায় তাহলে আমাকে ঘাড় ধরে জেলে ঢোকান হবে। সব ভজকট হয়ে যাবে একদম।'

'ভিনসেন্ট ইস্টন তোমার বিরুদ্ধে কাগজগুলো ব্যবহার করবে না। আমি নিশ্চিত।'

'এটা কোন পয়েন্টই না। সে হয়তো বুঝতেই পারবে না যে ওরা আমাকে অপরাধী বানিয়ে দিয়েছে। কেবলমাত্র আমার কাজকর্মগুলো মেলালেই বোঝা যাবে ব্যাপারটা। ওহ! আমি বিস্তারিত বলতে পারব না। কেউ তাকে না বলে দিলে সে আমাকে একদম ডোবাবে। এমনকি সে নিজে বুঝতেও পারবে না সেটা।'

'তুমিই তো ব্যাপারটা সমাধান করতে পারো। চিঠি লিখতে পারো তার কাছে।'

BanglaBook.org

'এতে কোন কাজই হবে না। আমাদের শুধু একটা আশাই আছে, থিও। তুমিই হচ্ছো একমাত্র ট্রাম্প কার্ড। তুমি আমার স্ত্রী। তোমার আমাকে সাহায্য করতেই হবে। আজ রাতেই তুমি ইস্টনের কাছে যাও...'

থিও আঁতকে উঠল। 'আজ রাতে না। যদি যাই-ও তবে কাল।'

'হায় ঈশ্বর! থিও, তুমি কি বোঝো না কিছু? কাল অনেক দেরি হয়ে যাবে। তুমি এখনই যাও...ইস্টনের কাছে।'

থিওকে চমকে উঠতে দেখে তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল। 'আমি জানি, প্রিয়তমা, আমি জানি। কাজটা খুব জটিল হবে। কিন্তু এটা জীবন-মরণ ব্যাপার। থিও, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ডোবাবে না? তুমি বলেছিলে আমাকে সাহায্য করার জন্য যে কোন কিছুই করবে...'

থিও খেয়াল করল তার স্বামীর কণ্ঠ খুব কঠিন আর গম্ভীর হয়ে গেছে। সে বলল, 'এক্ষেত্রে না। এর পিছনে কারণ আছে।'

'এটা জীবন-মরণ সমস্যা। থিও, আমি সিরিয়াস। দেখো এটা।' রিচার্ড ডেস্কের ড্রয়ারটা এক টান দিয়ে খুলল । এরপর সেখান থেকে বের করে আনল একটি রিভলভার। এখানে যদি কোন নাটকীয় ব্যাপারও থাকে, থিও-র মনোযোগ সেখানে আটকাল না। 'তুমি যাবে নয়তো আমার মাথায় গুলি করতে হবে। আমি জনরোষ সহ্য করতে পারব না। যা বললাম তা না করলে সকালের আগেই আমি মরব। আমি কসম খেয়ে বলছি আমি যা বলছি তা সত্য।'

থিও সচকিত কণ্ঠে বলল, 'না রিচার্ড, বোকামি করো না!'

'তাহলে সাহায্য করো আমাকে।' সে রিভলভারটা টেবিলে ছুড়ে ফেলে থিও'র সামনে হাঁটু পেতে বসল। 'প্রিয়তমা থিও, যদি তুমি আমাকে ভালোবাসো, কখনও যদি ভালোবেসে থাকো, তাহলে এই কাজটা করে দাও। তুমি আমার স্ত্রী, থিও। আমার পাশে আর কেউ নেই।'

রিচার্ড অনেকক্ষণ অনুনয় বিনয় করে গেল। হঠাৎ করে থিও শুনল তার কণ্ঠ বলছে, 'আচ্ছা ঠিক আছে, আমি যাব।'

রিচার্ডের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। খুব দ্রুতই থিওকে সে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিল।

'থিও', ভিনসেন্ট ইস্টনের মুখ সহসাই দপ করে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। থিও তার দরজার বাইরে দাঁড়ানো। পড়নে সাদা রেশমি কাপড়। ইস্টনের মনে হচ্ছে থিওকে এতটা সুন্দর এর আগে কখনওই লাগেনি।

'শেষ পর্যন্ত ফিরে এলে তুমি।' ইস্টন থিওকে জড়িয়ে ধরার জন্য এগিয়ে গেল।

BanglaBook.org

হাত বাড়িয়ে থামিয়ে দিল থিও। 'না, ভিনসেন্ট। তুমি যা ভাবছ তা না।' সে খুব নিচু আর দ্রুতস্বরে কথা বলছে। 'আমি আমার স্বামীর তরফ থেকে এসেছি। সে ভাবছে তোমার কাছে কিছু কাগজপত্র আছে যেগুলো ওর ক্ষতি করবে। আমি এসেছি সেগুলো নিতে।'

ভিনসেন্ট সটান দাঁড়িয়ে রইল এক মুহূর্ত। তাকিয়ে আছে মেয়েটার দিকে। পরক্ষণেই উচ্চস্বরে হেসে উঠলো সে। 'ওহ! তাহলে এই ব্যাপার? 'হবসন, জেকিল আর লুকাস' নামটা সেদিন আমার কাছেও এজন্যই খুব পরিচিত লাগছিল! অবশ্য সেটা তখনই বুঝে উঠতে পারিনি। জানতাম না তোমার স্বামী ফার্মের উঁচু পদে আছে। ফার্মটার কিছু বিষয়ে ঝামেলা চলছিল। আমাকে যেটা খতিয়ে দেখার ভার দেয়া হয়। ছোট কর্মচারী কয়েকজনকে আমি অভিযুক্তও করেছি। কিন্তু সত্যি বলতে কখনওই আসলে উঁচু পদে থাকা কারও কথা ভাবিইনি।'

থিও কিছু বলল না। ভিনসেন্ট কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। 'আচ্ছা, এই ব্যাপারটা তোমাকে পীড়া দিচ্ছে না?' সে জিজ্ঞেস করল। 'মানে ... সরাসরি বললে তোমার স্বামীর প্রতারণার ব্যাপারটা আর কী।'

থিও মাথা ঝাঁকাল।

'ব্যাপারটা আমাকে কষ্ট দিল,' ভিনসেন্ট বলল। এরপর দ্রুত যোগ করল, 'তুমি কি দু মিনিট একটু দাঁড়াবে? আমি কাগজগুলো নিয়ে আসছি।'

থিও একটা চেয়ারে বসে পড়ল । ভিনসেন্ট অন্য ঘরে গিয়ে ফিরে এসে একটা ছোট প্যাকেজ ধরিয়ে দিল থিও'র হাতে।

'ধন্যবাদ!' থিও বলল, 'তোমার কাছে ম্যাচ আছে?'

ম্যাচটা হাতে নিয়ে ফায়ারপ্লেসের পাশে হাঁটু পেতে বসলো থিও। কাগজগুলো যখন একগাদা ছাইয়ে পরিণত হলো, সে উঠে দাঁড়াল।

'ধন্যবাদ!' সে আবার বলল।

'আরে সমস্যা নেই,' ভিনসেন্ট ভদ্র সুরে জবাব দিল। 'দাঁড়াও, তোমার জন্য একটা ট্যাক্সি করে দিই।'

ট্যাক্সিটা চলে যাবার পর কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল ইস্টন। খুবই ছোট একটা সাক্ষাৎ। প্রথমবারের পর তারা দুজনেই তাদের চোখের দিকেও তাকায়নি। ইস্টন বুঝতে পেরেছে তাদের মাঝে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। সে বিদেশ চলে যাবে। আর চেষ্টা করবে ব্যাপারটা ভুলে যাবার।

থিও ট্যাক্সির জানালা দিয়ে মাথা বের করে ড্রাইভারকে কিছু একটা বলল। এখনই চেলসিতে বাসায় যেতে চায় না সে। নিঃশ্বাস নেবার জন্য একটু জায়গা

BanglaBook.org

দরকার তার। ভিনসেন্টের সাথে আবার দেখা করাটা নাড়িয়ে দিয়েছে তাকে। যদি...যদি খালি... নিজেকে সামলে নিল সে। সত্যি বলতে স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসা একদমই নেই। কিন্তু সে তার প্রতি অনুগত। তার স্বামী বলতে গেলে সর্বহারা হয়ে পড়েছিল। তাকে তার সাথে লেগে থাকতেই হয়েছে। লোকটা যাই করুক, সে আসলে থিওকে ভালোবাসে। তার ক্রোধটা নিশ্চয়ই সমাজের প্রতি ছিল, তার প্রতি নয়। ট্যাক্সিটা হ্যাম্পস্টেডের প্রশস্ত রাস্তা ধরে ছুটে চলেছে। একটা প্রান্তরের মাঝ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে তারা। ঠান্ডা কোমল বাতাস ঝাপটা মারছে থিও'র গালে। নিজের প্রতি নিয়ন্ত্রণ ফিরে এসেছে। এবার ট্যাক্সিটা চেলসির দিকে ফিরে যাবে।

রিচার্ড থিওকে দেখেই ছুটে এলো।

'অনেক সময় কেটে গেছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, অনেকটা সময় পরে ফিরলে। সব কি...ঠিক আছে?'

সে থিও'র চলন অনুসরণ করছে, চোখে ধূর্ত দৃষ্টি। তার হাত কেমন কাঁপছে।

'তাহলে...সব ঠিক আছে?' আবার জিজ্ঞেস করল সে।

'আমি নিজ হাতে পুড়িয়ে দিয়েছি ওগুলো।'

'ওহ।'

থিও স্টাডিতে গিয়ে একটা বড় আর্মচেয়ারে ডুবিয়ে দিল নিজেকে। মুখটা কাগজের মতো ফ্যাকাসে, সারা শরীর ক্লান্তিতে ভেঙ্গে আসছে। সে মনে মনে ভাবল, ' যদি কেবল এখন আমি ঘুমিয়ে পড়তে পারতাম, আর কখনই যদি উঠতে না হতো!'

রিচার্ড দেখছিল তাকে। তার চোরা চাহনিতে লজ্জা মিশে আছে। থিও অবশ্য কিছুই লক্ষ্য করল না। সে এখন লক্ষ্যের অতীত।

'সব ঠিকঠাক ভাবেই সম্পন্ন হয়েছে?'

'তাই তো বললাম একটু আগে।'

'তুমি কি নিশ্চিত ওগুলো সঠিক কাগজ ছিল? খুলে দেখেছিলে?'

'না।'

'তাহলে?'

'আমি নিশ্চিত। এখন বিরক্ত করো না, রিচার্ড। আমি আজ রাতে আর নিতে পারছি না।'

রিচার্ড নার্ভাসভাবে মাথা নাড়ল। 'না না, ঠিক আছে।' উসখুস করতে লাগল সে। উঠে গিয়ে থিও'র কাঁধে একটা হাত রাখল। থিও সরিয়ে দিল হাতটাকে।

BanglaBook.org

'আমাকে স্পর্শ করো না,' সে হাসার চেষ্টা করে বলল। 'আমি দুঃখিত, রিচার্ড। আমার স্নায়ু সহ্যের শেষসীমায় পৌঁছে গেছে। আমি এখন স্পর্শও নিতে পারছি না।'

'আমি জানি, বুঝতে পেরেছি।'

সে তারপরেও থেকে থেকে পায়চারি করছে।

'থিও,' সে হঠাৎ করেই বলে উঠল। 'আমি খুবই দুঃখিত।'

'কী? কেন?' থিও বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে চোখ তুলে তাকাল।

'এই রাতের বেলা তোমাকে ওখানে যেতে বলা আমার উচিত হয়নি। আমি কখনওই ভাবিনি তুমি অপ্রীতিকর কোন কিছুর স্বীকার হবে।'

'অপ্রীতিকর,' সে হেসে উঠল। যেন শব্দটা তাকে খুব মজা দিচ্ছে। 'তুমি জানো না! রিচার্ড, তুমি কিছুই জানো না।'

'কী জানি না?'

থিও স্থির চোখে সামনে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বলল, 'এই রাতকে আমার কী পরিমাণ মূল্য দিতে হয়েছে।'

'হা, ঈশ্বর! থিও! আমি ওটা বোঝাইনি। তুমি...তুমি আমার জন্য এতটা করেছ? ওই শুয়োরের বাচ্চাটা! থিও...থিও আমি একদমই বুঝতে পারিনি। আমার বোঝা উচিত ছিল। ঈশ্বর!'

সে থিওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে কাঁধ জড়িয়ে রাখল। থিও খানিকটা বিস্ময় নিয়ে তাকাল তার দিকে। যদিও রিচার্ডের কথাবার্তা অবশেষে তার মাথায় ঢুকেছে। সে হুট করেই বুঝতে পারছে সবকিছু।

'আমি কখনওই বোঝাতে চাইনি...'

'তুমি কখনওই কী বোঝাতে চাওনি, রিচার্ড?' একদম বিভ্রান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল থিও।

কিন্তু থিওর স্বর যেন রিচার্ডকে দ্বিগুণ বিভ্রান্ত করে দিল।

'আমাকে বলো তুমি কী বোঝাওনি?'

'থিও, এই ব্যাপার নিয়ে আমরা আর আলোচনা না করি। আমি জানতে চাই না। আমি এটি নিয়ে আর কখনও ভাবতেও চাই না।'

থিও এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রিচার্ডের দিকে। তার সমস্ত সত্ত্বা তটস্থ এখন, পুরোপুরি সজাগ। তার পরিষ্কার গলা শোনা গেল, 'তুমি কখনওই বোঝাওনি...তুমি কী ঘটেছে বলে ভাবছ?'

'এটা ঘটেনি, থিও। আমরা ভেবে নিই, কিছুই ঘটেনি। ঠিক আছে?'

'তুমি ভাবছ...'

BanglaBook.org

'আমি ভাবতে চাই না...'

থিও তাকে থামিয়ে বলল, 'তুমি ভাবছ, ভিনসেন্ট ইস্টন ওই কাগজপত্রের জন্য মূল্য চেয়েছে? আর আমি সেই মূল্য চুকিয়েছি?'

রিচার্ড দুর্বল স্বরে বলল, 'আমি কখনওই ভাবিনি সে এ ধরনের মানুষ।'

'কখনওই ভাবোনি?' সে তীক্ষ্ণ চোখে স্বামীর মুখভঙ্গি লক্ষ্য করল। রিচার্ডের মাথা নিচু হয়ে গেল। চোখ সরিয়ে নিল দ্রুত।

'তুমি কেন এই ড্রেসটা আমাকে সন্ধ্যায় পরতে বলেছিলে? ওখানে এই রাতে তবে কেন একাকী পাঠিয়েছিলে? তুমি বুঝতে পেরেছিলে সে আমার প্রতি দুর্বল। তুমি কেবল চেয়েছিলে নিজের চামড়া বাঁচাতে, তা সে কোন মূল্যেই হোক। এমনকি আমার সম্ভ্রমের বিনিময়ে হলেও।'

সে চট করে উঠে দাঁড়াল।

'আমি এখন বুঝতে পারছি। প্রথম থেকেই তুমি এটা বুঝিয়ে এসেছিলে। অন্তত তুমি এর একটা সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছিলে। তাতে অবশ্য তোমার কিছু যায় আসেনি।'

'থিও...'

'তুমি অস্বীকার করতে পারবে না, রিচার্ড। আমি ভেবেছিলাম, আমি তোমাকে বহু আগেই চিনে নিয়েছি। আমি সেই প্রথম থেকেই জেনে এসেছি, তুমি হয়তো পৃথিবীর কাছে সোজাসাপ্টা নও। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম অন্তত আমার কাছে তুমি পুরোপুরি সৎ।'

'থিও...'

'আমি যা বললাম সেটা কি তুমি অস্বীকার করতে পারবে?'

রিচার্ড চুপ করে রইল।

'শোনো রিচার্ড, তোমাকে আমার কিছু কথা বলার আছে। তিনদিন আগে যখন তোমার উপর ঝড়ঝাপ্টা শুরু হলো, চাকর বলেছিল না যে আমি বাইরে গেছি? সেটা কেবল আংশিক সত্যি। আমি ভিনসেন্ট ইস্টনের সাথে পালিয়ে গিয়েছিলাম...'

রিচার্ডের মুখ থেকে অস্ফুট ধ্বনি বেরিয়ে আসল। থিও হাত উঁচিয়ে থামাল ওকে।

'আমরা ডোভারে ছিলাম। পত্রিকায় দেখছিলাম কী ঘটে গেছে এদিকে। তুমি জানো, তখনই আমি ফিরে এসেছি।'

থিও থামল।

BanglaBook.org

রিচার্ড তার হাত ধরল। মৃদুভাবে বলল, 'তুমি সময় মতো ফিরে এসেছিলে, থিও?'

থিও একটা কটু হাসি দিল। 'হ্যাঁ, আমি ফিরে এসেছিলাম। তোমার মতে 'সময় মতো' ফিরে এসেছিলাম।'

রিচার্ড থিওর হাত ছেড়ে দিল। ফায়ারপ্লেসের সামনে গিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াল সে। তাকে এখন সুদর্শন আর অভিজাত দেখাচ্ছে।

'যদি তাই হয়,' বলল সে, 'তবে আমি ক্ষমা করতে পারব।'

'কিন্তু আমি ক্ষমা করতে পারব না।'

শব্দগুলো বাতাসে ভেসে বেড়াল যেন। রিচার্ডের চোয়াল ঝুলে পড়ল। 'তুমি কী বললে, থিও?'

'আমি বলেছি যে আমি ক্ষমা করতে পারব না। অন্য পুরুষের জন্য তোমাকে ছেড়ে যাওয়া, সেটা পাপ। ঠিক আক্ষরিকভাবে হয়তো নয়, তবে উদ্দেশ্যের দিক থেকে পাপই। আর দুটো একই জিনিস। কিন্তু যদি আমি পাপ করেই থাকি, তা করেছি ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে। তুমিও বিয়ের পর থেকে আমার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলে না। হ্যাঁ, আমি জানি সব। কিন্তু আমি ক্ষমা করে দিয়েছি। কারণ আমার প্রতি তোমার যে ভালোবাসা ছিল, তাতে ছিল আমার পূর্ণ বিশ্বাস। কিন্তু আজ রাতে যা হলো তা পুরোপুরি ভিন্ন। খুব কুৎসিত একটা বিষয় এটা, রিচার্ড। এমন একটা বিষয় যা কোনো নারীরই ক্ষমা করা উচিত নয়। তুমি স্রেফ তোমার স্ত্রীকে বিক্রি করে দিয়েছিলে। নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তুমি তোমার বউকে বেচে দিয়েছিলে, রিচার্ড!'

থিও উঠে দরজার দিকে ছুটে গেল।

'থিও,' রিচার্ড পেছনে ছুটল। 'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

কাঁধ দিয়ে পেছনে তাকাল সে।

'আমাদের সবাইকেই জীবনের কাছে মূল্য চুকাতে হয়, রিচার্ড। আমার পাপের জন্য আমাকে একাকী থেকে সে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। তোমার ক্ষেত্রে, তুমি যা ভালবাসতে তা নিয়ে বাজি ধরেছিলে। এবং সেটা তুমি হারিয়েছ।'

'তুমি চলে যাচ্ছ? কোথায় যাবে?'

থিও একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিল।

'স্বাধীনতার দিকে। মুক্তির দিকে। আমাকে আটকে রাখার মতো কিছুই নেই এখানে।'

BanglaBook.org

রিচার্ড দরজা বন্ধ হওয়ার কর্কশ শব্দটা শুনল। বয়ে চলল সহস্র বছর। কিংবা হয়তো কয়েক মুহূর্ত মাত্র। জানালার কাছে কী যেন পড়ল। বছরের শেষ বেলি ফুলের পাপড়ি। বেলি ফুল, নরম রাজকীয় এক ফুল। ফুটন্ত বেলির চাইতে সুন্দর দৃশ্য বোধহয় পৃথিবীতে আর নেই। আর সেই পাপড়ি ঝরে পড়ার দৃশ্য? সেটা আরো মোহনীয়।

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org